

সুনানু নাসাজি শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবু আবদির রাহমান
আহমদ ইবন শু'আব্বান আন-নাসাজি (র)

সুনানু নাসাঈ শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র)

অনুবাদ

মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক আবদুল মালেক

ডঃ আবু বকর রফীক আহমদ

অধ্যাপক আবুল কালাম পাটোয়ারী

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু নাসায়ী শরীফ (তৃতীয় খণ্ড)

ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসায়ী (র)

অনুবাদ : মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৬৮

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ২১৪/১

ইফাবা প্রকাশনা : ২০৪ ৭/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৫

ISBN : 984-06-1231-0

প্রকাশকাল

জুন ২০০৩

দ্বিতীয় সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫

জমাদিউস সানী ১৪২৯

জুন ২০০৮

প্রকাশক

মুহাম্মাদ শামসুল হক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ফোন : ৯১৩৩৩৯৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

প্রচ্ছদ অংকনে : জসিম উদ্দিন

মূল্য : ২৫২.০০ (দুইশত বায়ান্ন) টাকা মাত্র।

SUNANU NASAYEE SHARIF (3ND VOLUME): Compiled by Imam Abu Abdir Rahman Ahmad Ibn Shoaib An-Nasayee (Rh) in Arabic, translated by Maulana Rezaul Karim Islamabadi into Bangla, edited by Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka -1207.

June 2008

Website : www.islamicfoundation.bd.org

E-mail : Info@islamicfoundation.bd.org

Price : Tk 252.00

US Dollar : 8.00

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহু সিত্তাহুর হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানু নাসাঈ শরীফ অন্যতম। ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র) (৮৩০-৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ) এই হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। মহানবী (সা)-এর বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সংকলনের উদ্দেশ্যে তিনি আরব দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়।

আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়েত ও পথ-নির্দেশনা, আর হাদীস ও সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এজন্য ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনের পরেই হাদীস ও সুন্নাহর স্থান। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন, “আমি তোমাদের মধ্যে দু’টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দু’টো আঁকড়ে থাকবে ততদিন কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু’টো জিনিস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ।” প্রকৃতপক্ষে হাদীস বাদ দিয়ে কুরআনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কারণ পবিত্র কুরআন হলো সংক্ষিপ্ত, ইংগিতধর্মী ও ব্যঞ্জনাময় আসমানী কিতাব। হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ‘সিহাহু সিত্তাহু’ অনুবাদ ও প্রকাশনা কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহু সিত্তাহুভুক্ত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, সুনানু নাসাঈ শরীফ এবং সুনানু ইবন মাজাহ শরীফ এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সুনানু নাসাঈ শরীফের তৃতীয় খণ্ডটি ২০০৩ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এক্ষেপে পুনঃসম্পাদনাকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা‘আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশে দরুদ ও সালাম পেশ করছি।

নাসাঈ শরীফের অনুবাদ, সম্পাদনা এবং তা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগসহ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন।

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাস্ত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন শরীফ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ, হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ; আর সুন্নাহ্ হচ্ছে তার বাস্তবায়নের নমুনা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, 'নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।' হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে: 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্তব রূপ।'

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মহানবী (সা)-এর লক্ষ-লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে ছয়টি হাদীস গ্রন্থকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এগুলোকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীস গ্রন্থ বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। সুনানু নাসাঈ শরীফও উপরোক্ত মহতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সুনানু নাসাঈ শরীফের তৃতীয় খণ্ডটি ২০০৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এংক্ষণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে পুনঃসম্পাদনা করানো হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শায়খুল হাদীস হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল এবং প্রফ সংশোধন করেছেন— জনাব আবদুস সামাদ আযাদ। এই অমূল্য হাদীস-গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি পুনঃ প্রকাশের শুভ-মুহূর্তে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

পরিশেষে গ্রন্থটির অনুবাদক (মরহুম) মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদক ও এর প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আন্তরিক শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। মহান আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন।

মুহাম্মাদ শামসুল হক

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

অধ্যায় : যাকাত - ২৫-১০৯

যাকাত ফরয হওয়া	২৫
যাকাত প্রদান না করার ব্যাপারে কঠোর সতর্ক বাণী	২৮
যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি প্রদানকারী	৩০
যাকাত অস্বীকারকারীর শাস্তি	৩১
উটের যাকাত	৩১
উটের যাকাত প্রদান অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে	৩৪
উটের যাকাত থেকে অব্যাহতি যদি তা তার মালিকের দুধের জন্য এবং পরিবহনের জন্য হয়	৩৫
গরুর যাকাত	৩৬
গরুর যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে	৩৭
ছাগলের যাকাত	৩৮
ছাগলের যাকাত অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে	৪১
বিচ্ছিন্ন (পশু)-কে একত্রিত এবং একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করা প্রসঙ্গে	৪১
যাকাত দাতার জন্য ইমামের দু'আ করা	৪২
যাকাত আদায়কারীর সীমালঙ্ঘন করা প্রসঙ্গে	৪২
যাকাত উসূলকারী বাছাই করে নেয়া ব্যতীত সম্পদের মালিককে উত্তম মাল দান করা প্রসঙ্গে	৪৩
ঘোড়ার যাকাত	৪৬
গোলামের যাকাত	৪৭
রৌপ্যের যাকাত	৪৭
অলংকারের যাকাত	৪৯
নিজ সম্পদের যাকাত অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে	৫০
খেজুরের যাকাত	৫১
গমের যাকাত	৫১
শস্য দানার যাকাত	৫১
যে পরিমাণে (সম্পদে) যাকাত ওয়াজিব হবে	৫২
কোন শস্যে উশর এবং কোন শস্যে উশরে অর্ধেক ওয়াজিব হবে ?	৫২

বিষয়

পৃষ্ঠা

আগাম পরিমাণ নির্ধারণকারী কি পরিমাণ ছাড় দেবে ?	৫৩
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ -এর ব্যাখ্যা	৫৪
খনিজ দ্রব্যের যাকাত প্রসঙ্গে	৫৪
মধুর যাকাত	৫৬
রমায়ানের যাকাত (সাদাকায় ফিতরা) ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে	৫৭
গোলামের উপর রমায়ানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া	৫৭
অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর রমায়ানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া	৫৭
রমায়ানের ফিতরা শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ওয়াজিব, যিশ্বীদের উপর নয়	৫৮
সাদাকায় ফিতর কি পরিমাণ ওয়াজিব ?	৫৮
যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেই সাদাকায় ফিতর ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে	৫৯
সাদাকায় ফিতরের পরিমাণ	৫৯
সাদাকায় ফিতরে খেজুর প্রদান প্রসঙ্গে	৬০
শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ)	৬১
গম দ্বারা সাদাকায় ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে	৬২
গম দ্বারা সাদাকায় ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে	৬২
সুলত দ্বারা সাদাকায় ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে	৬৩
যব দ্বারা সাদাকায় ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে	৬৩
পনির দ্বারা সাদাকায় ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে	৬৩
'সা'-এর পরিমাণ কত ?	৬৪
সাদাকায় ফিতর আদায় করার উত্তম (মুস্তাহাব) সময় প্রসঙ্গে	৬৪
এক এলাকার সাদাকায় ফিতর ও যাকাত অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া	৬৫
অজ্ঞাতসারে কোন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে যাকাত (ও সাদাকায় ফিতর) দিয়ে দেওয়া	৬৫
খিয়ানতের (আত্মসাতকৃত) মাল থেকে সাদাকা করা	৬৬
অনটনখস্তের মেহনতের (উপার্জন হতে দান)	৬৭
উপরের হাত (দাতার হাত)	৬৯
উপরের হাত কোন্টি	৭০
নিম্নের হাত (গ্রহীতার হাত)	৭০
সচ্ছলতা হতে (নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস) দান করা	৭০
উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা	৭১
কেউ অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দান করলে তা কি তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে ?	৭১
গোলামের সাদাকা করা প্রসঙ্গে	৭২
স্বামীর ঘরের সম্পদ থেকে স্ত্রীর সাদাকা করা	৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা	৭৩
সাদাকা করার ফযীলত	৭৪
সর্বোত্তম সাদাকা কোন্টি ?	৭৪
কৃপণের সাদাকা করা	৭৬
হিসাব করে সাদাকা করা প্রসঙ্গে	৭৭
সামান্য দান করা	৭৮
সাদাকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	৭৯
সাদাকা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা	৮০
সাদাকায় বাহাদুরী প্রকাশ করা প্রসঙ্গে	৮১
মালিকের অনুমতিতে দান করলে খাজাখির সওয়াব প্রসঙ্গে	৮২
গোপনে দানকারী	৮২
দানকৃত বস্তু দ্বারা খোঁটা (গঞ্জনা) দেওয়া	৮৩
ভিক্ষুককে ফেরত দেয়া	৮৪
সওয়াল করা সত্ত্বেও না দেওয়া	৮৪
যে ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহর নামে কিছু চায়	৮৫
যে ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহর নামে চায়	৮৫
আল্লাহর তা'আলার নামে যাত্না করার পরও না দেয়	৮৬
দাতার সওয়াব প্রসঙ্গে	৮৬
মিসকীন-এর ব্যাখ্যা	৮৭
অহংকারী ফকীর	৮৯
বিধবার জন্য সাধনাকারীর ফযীলত	৮৯
মনোরঞ্জন করার জন্য দান করা	৮৯
(পাওনা আদায়ের) যামিনদার ব্যক্তিকে দান করা	৯১
ইয়াতীমকে দান সাদাকা করা	৯২
আত্মীয়-স্বজনকে দান করা	৯৩
ভিক্ষা করা	৯৪
নেককার লোকদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া	৯৫
ভিক্ষা থেকে আত্মরক্ষা করা	৯৫
যে ব্যক্তি মানুষের কাছে কিছু চায় না তার ফযীলত	৯৬
স্বচ্ছলতার পরিসীমা	৯৭
পীড়াপীড়ি করে সাহায্য চাওয়া	৯৭
কাকে পীড়াপীড়িকারী বলা হবে ?	৯৭

বিষয়

পৃষ্ঠা

যার নিকট দিরহাম নেই কিন্তু তার সমপরিমাণ (মূল্যের মাল) আছে সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে	৯৮
উপার্জনে সক্ষম ও সবল ব্যক্তির সাহায্য চাওয়া প্রসঙ্গে	৯৯
শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাওয়া	১০০
অর্ত্যাবশ্যকীয় জিনিস চাওয়া প্রসঙ্গে	১০০
চাওয়া ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা যাকে কোন ধন-সম্পদ দান করেন তার প্রসঙ্গে	১০২
নবী ﷺ -এর বংশধরগণকে সাদাকা উসূল করার কাজে নিযুক্ত করা প্রসঙ্গে	১০৫
কোন সম্প্রদায়ের ভাগ্নে সে সম্প্রদায়ের (হিসেবেই পরিগণিত)	১০৬
কোন সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম সে সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে পরিগণিত	১০৬
সাদাকা নবী ﷺ -এর জন্য হালাল নয়	১০৭
সাদাকা হস্তান্তরিত হলে (তার বিধান)	১০৭
সাদাকা ক্রয় করা প্রসঙ্গে	১০৭

অধ্যায় : হজ্জের বিধি-বিধানসমূহ - ১০৯-২৮০

হজ্জ ফরয হওয়া	১০৯
উমরা ওয়াজিব হওয়া	১১০
মাবরুর (মাকবুল) হজ্জের ফযীলত	১১০
হজ্জের ফযীলত	১১১
উমরার ফযীলত	১১২
পরস্পর হজ্জ ও উমরা করার ফযীলত	১১৩
হজ্জ মান্নত করে মৃতবরণকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা	১১৩
যে ব্যক্তি হজ্জ না করে মারা গেল তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা	১১৪
বাহনে স্থির থাকতে অসমর্থ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা	১১৪
অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষ হতে উমরা করা	১১৫
ঋণ পরিশোধের সাথে হজ্জ আদায়ের উপমা	১১৫
পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর হজ্জ	১১৭
নারীর পক্ষ হতে পুরুষের হজ্জ	১১৮
কারো পক্ষ হতে তার বড় ছেলের হজ্জ করা মুস্তাহাব	১১৮
শিশু সন্তান (অপ্রাপ্ত বয়স্ক)-কে নিয়ে হজ্জ করা	১১৯
মদীনাত হতে হজ্জের জন্য নবী ﷺ -এর বের হওয়ার সময়	১২০
মদীনাবাসীদের মীকাত (ইহ্রামের নির্ধারিত স্থান)	১২০
শাম (বৃহত্তর সিরিয়া)বাসীদের মীকাত	১২১
মিসরবাসীদের মীকাত	১২১
ইয়ামানবাসীদের মীকাত	১২২

বিষয়	পৃষ্ঠা
নজদবাসীদের মীকাত	১২২
ইরাকীদের মীকাত	১২২
যাদের পরিবার মীকাতের মধ্যে বসবাস করে	১২৩
যুল-হুলায়ফায় রাতযাপন	১২৪
যুল হুলায়ফার বায়দা প্রসংগ	১২৪
ইহ্রাম বাঁধার জন্য গোসল করা	১২৫
মুহরিমের গোসল করা	১২৬
ইহ্রাম অবস্থায় যা'ফরান এবং ওয়ারস দ্বারা রক্ষিত কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ	১২৬
ইহ্রাম অবস্থায় জুব্বা পরিধান করা	১২৭
মুহরিম ব্যক্তির জন্য জামা পরিধান নিষিদ্ধ	১২৮
ইহ্রাম অবস্থায় পায়জামা পরা নিষিদ্ধ	১২৮
যে ব্যক্তি তহবন্দ (খোলা লুঙ্গি) না পায় তার জন্য পায়জামা পরিধানের অনুমতি	১২৯
মুহরিম নারীর জন্য নেকাব পরিধান নিষিদ্ধ	১২৯
ইহ্রামে বুরনুস পরা নিষিদ্ধ	১৩০
ইহ্রাম অবস্থায় পাগড়ী পরা নিষিদ্ধ	১৩১
ইহ্রাম অবস্থায় মোজা পরা নিষেধ	১৩১
যার জুতা নেই তার জন্য ইহ্রাম অবস্থায় মোজা পরার অনুমতি	১৩২
গোড়ালীর নীচ পর্যন্ত মোজা কাটা	১৩২
মুহরিম মহিলার জন্য হাত মোজা পরা নিষিদ্ধ	১৩২
ইহ্রামের সময় তাল্বীদ করা	১৩৩
ইহ্রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহারের বৈধতা	১৩৩
সুগন্ধির স্থান	১৩৬
মুহরিমের জন্য যা'ফরান ব্যবহার	১৩৯
মুহরিমের জন্য খালুক ব্যবহার	১৩৯
মুহরিমের সুরমা ব্যবহার	১৪০
মুহরিম ব্যক্তির রঙ্গীন কাপড় ব্যবহার করা মাকরুহ	১৪১
মুহরিমের মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা	১৪১
হজ্জে ইফরাদ	১৪২
হজ্জে কিরান	১৪৩
হজ্জে তামাত্ত্ব	১৪৮
তালবিয়া পাঠের সময় বিসমিল্লাহ না পড়া	১৫২
মুহরিম ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট নিয়্যাত ব্যতীত হজ্জ আদায় করা	১৫৩

বিষয়

পৃষ্ঠা

উমরার ইহ্রাম করলে তার সাথে হজ্জ সংযুক্ত করা যাবে কি ?	১৫৫
কিভাবে তালবিয়া পড়তে হয় ?	১৫৬
উঁচু স্বরে তালবিয়া পড়া	১৫৮
তালবিয়ার করণীয়	১৫৮
(প্রসব পরবর্তী) নিফাসগ্রস্ত মহিলার তালবিয়া পাঠ (ইহ্রাম বাঁধা)	১৬০
উমরার তালবিয়া পাঠ (করে ইহ্রাম)কারিণী যদি ঋতুমতী হয় এবং হজ্জ অনাদায়ী হওয়ার আশংকা করে হজ্জ শর্ত করা	১৬১
শর্ত করার সময় কি বলবে ?	১৬৩
যাকে হজ্জ বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে অথচ সে শর্ত করেনি সে কী করবে ?... ..	১৬৪
কুরবানীর পশুকে ইশ'আর করা	১৬৫
পশুর কোনদিকে ইশ'আর করা হবে ?	১৬৬
উটের শরীর থেকে রক্ত মুছে ফেলা	১৬৬
কিলাদা পাকান	১৬৭
কিলাদা তৈরির উপকরণ	১৬৮
(হাদী কুরবানীর) পশুকে কিলাদা পরান	১৬৮
উটকে কিলাদা পরান	১৬৯
ছাগলকে কিলাদা পরান	১৬৯
কুরবানীর জন্তুকে দু'টি জুতা দ্বারা কিলাদা পরান	১৭১
কিলাদা পরানোর সময়, ইহ্রাম বাঁধতে হবে কি ?	১৭১
কুরবানীর জন্তুকে কিলাদা পরানো দ্বারা কি ইহ্রাম বাঁধা সাব্যস্ত হয় ?	১৭১
কুরবানীর জন্তু পরিচালনা করা	১৭৩
বাদানায় (কুরবানীর উটে) আরোহণ করা	১৭৩
যার চলতে কষ্ট হয়, তার জন্য কুরবানীর উটে আরোহণ	১৭৪
'বাদানা'র (কুরবানীর জন্তুর) উপর সংগত মাত্রায় আরোহণ করা	১৭৪
যে ব্যক্তি 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) পাঠায়নি তার জন্য হজ্জ ভঙ্গ করে উমরা করা বৈধ	১৭৪
মুহরিম ব্যক্তির জন্য যে শিকার আহার করা বৈধ	১৭৯
মুহরিমের জন্য যে শিকার আহার করা অবৈধ	১৮১
মুহরিম ব্যক্তির হাসি দেখে যদি কোন হালাল ব্যক্তি শিকারের সন্ধান পায় এবং তা হত্যা করে তাহলে সে (মুহরিম) তা আহার করবে কিনা ?	১৮২
যখন মুহরিম ব্যক্তি শিকারের দিকে ইশারা করে এবং হালাল ব্যক্তি তা শিকার করে (তার বিধান)... ..	১৮৪
মুহরিম যে সকল জন্তু হত্যা করতে পারে, দংশনকারী কুকুর হত্যা করা,	১৮৫
সাপ মারা	১৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইদুর মারা	১৮৫
গিরগিটি (বড় টিকটিকি) মারা	১৮৬
বিচ্ছু মারা	১৮৬
চিল মারা	১৮৬
কাক মারা	১৮৭
মুহরিম যে সকল প্রাণী হত্যা করতে পারবে না	১৮৭
মুহরিমের জন্য বিবাহের অনুমতি	১৮৮
এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা	১৮৯
মুহরিমের শিংগা লাগান	১৮৯
মুহরিম ব্যক্তি রোগের কারণে শিংগা লাগান	১৯০
মুহরিমের পায়ের উপরিভাগে শিংগা লাগান	১৯০
মুহরিমের মাথার মধ্যস্থলে শিংগা লাগান	১৯১
মুহরিমের মাথায় উকুন উপদ্রব করলে	১৯১
মুহরিম মারা গেলে তাকে কুলপাতা দিয়ে গোসল দেয়া	১৯২
মুহরিম ইনতিকাল করলে তাকে কয়টি কাপড়ে কাফন দেয়া হবে ?	১৯২
মুহরিম ব্যক্তি ইনতিকাল করলে তাঁর গায়ে সুগন্ধি লাগান নিষেধ	১৯৩
মুহরিমের মাথা এবং চেহারা ঢাকার নিষেধাজ্ঞা	১৯৩
মৃত মুহরিমের মাথা ঢাকা নিষেধ	১৯৪
যে শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়	১৯৪
মক্কায় প্রবেশ করা	১৯৬
রাতে মক্কায় প্রবেশ করা	১৯৬
কোন স্থান থেকে মক্কায় প্রবেশ করবে ?	১৯৭
পতাকা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ	১৯৭
ইহ্রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ	১৯৮
নবী ﷺ -এর মক্কায় প্রবেশের সময়	১৯৮
হারামে কবিতা পাঠ করা ও ইমামের সামনে দিয়ে হাঁটা-চলা করা	১৯৯
মক্কার মর্যাদা ও পবিত্রতা	২০০
মক্কায় যুদ্ধবিগ্রহ হারাম	২০০
হারাম শরীফের মর্যাদা ও পবিত্রতা	২০১
হারামে যে সকল প্রাণী মারা যায়	২০৩
হারাম শরীফে সাপ মারা	২০৩
টিকটিকি মারা	২০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিচ্ছু মারা	২০৪
হারামে ইঁদুর মারা	২০৫
হারামে চিল মারা	২০৬
হারামে কাক মারা	২০৬
হারামের শিকারকে ভয় দেখানো (হতচকিত করা) নিষেধ	২০৭
হজ্জকে ও হাজীকে সম্বর্ধনা জানানো	২০৭
বায়তুল্লাহ্ দর্শনকালে দুই হাত উত্তোলন না করা	২০৮
বায়তুল্লাহ্ দর্শনকালে দু'আ করা	২০৯
মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করার ফযীলত	২০৯
কা'বা ঘরের (পুনঃ) নির্মাণ	২১০
কা'বা ঘরে প্রবেশ করা	২১২
কা'বার ভিতর সালাতের স্থান	২১৩
হিজর বা (হাতীম)	২১৪
হিজরে সালাত আদায় করা	২১৫
কা'বার চারপাশে তাকবীর বলা	২১৫
কা'বা শরীফের ভিতরে যিকির এবং দু'আ করা	২১৫
কা'বার ভেতরে পেছনের দিকের সম্মুখবর্তী মুখমণ্ডল ও বুক মিলানো	২১৬
কা'বায় সালাতের স্থান	২১৭
বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার ফযীলতের আলোচনা	২১৮
তাওয়াফ করার সময় কথা বলা	২১৮
তাওয়াফে কথা বলার বৈধতা	২১৯
সব সময় তাওয়াফ করার বৈধতা	২১৯
রুগ্ন ব্যক্তি কিরূপে তাওয়াফ করবে ?	২১৯
নারীদের সাথে পুরুষের তাওয়াফ	২২০
সওয়ারীর উপর থেকে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ	২২১
ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর তাওয়াফ	২২১
উমরার ইহ্রামকারীর তাওয়াফ করা	২২১
যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম করেছে অথচ কুরবানীর পশু সাথে আনেনি তার করণীয়	২২২
কিরান হজ্জ পালনকারীর তাওয়াফ	২২৩
হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) প্রসঙ্গে	২২৪
হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা	২২৪
হাজরে আসওয়াদের চুম্বন করা	২২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিরূপে চুম্বন করবে ?	২২৫
(কা'বা শরীফে) প্রথম এসেই কিরূপে তাওয়াফ করবে, আর হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে তার কোন দিক থেকে আরম্ভ করবে ?	২২৫
কতবার সাঈ করবে ?	২২৬
স্বাভাবিকভাবে কতবার হেঁটে তাওয়াফ করবে ?	২২৬
সাতবারের মধ্যে তিনবার শরীর দুলিয়ে চলা (রমল করা)	২২৬
হজ্জ ও উমরায় রমল করা বা শরীর দুলিয়ে (দ্রুত চলা)	২২৭
হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করা	২২৭
যে কারণে নবী <small>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</small> বায়তুল্লাহ-এর সাঈ (রমল) করেন	২২৭
প্রত্যেক তাওয়াফে দুই রুকন স্পর্শ করা	২২৮
দুই ইয়ামানী রুকন করা	২২৯
অন্য দুই রুকনকে স্পর্শ না করা	২২৯
রুকন (হাজরে আসওয়াদকে) লাঠি দ্বারা স্পর্শ করা	২৩০
রুকনের (হাজরে আসওয়াদের) প্রতি ইঙ্গিত করা	২৩০
আল্লাহ তা'আলার বাণী : 'প্রত্যেক সালাতের সময় তোমাদের সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে'	২৩১
তাওয়াফের পর দু' রাকআত সালাত কোথায় আদায় করবে ?	২৩২
তাওয়াফ শেষে দু' রাকআত সালাত আদায়ের পরের বক্তব্য	২৩৩
তাওয়াফের পর দু' রাকআত সালাতের কিরাআত	২৩৪
যমযমের পানি পান করা	২৩৫
দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করা	২৩৫
যে দরজা দিয়ে (লোকেরা) বের হয়, সেই দরজা দিয়ে রাসূলুল্লাহ <small>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</small> -এর সাফার দিকে বের হওয়া	২৩৫
সাফা ও মারওয়া প্রসঙ্গে	২৩৬
সাফায় দাঁড়াবার স্থান	২৩৭
সাফা পাহাড়ে তাকবীর বলা	২৩৮
সাফা পাহাড়ে 'তাহলীল'	২৩৮
সাফার উপর যিকির এবং দু'আ করা	২৩৮
বাহনে আরোহণ করে সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ সাঈ করা	২৩৯
সাফা ও মারওয়ার মধ্যে হেঁটে চলা	২৪০
সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে রমল করা	২৪০
সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা	২৪১
নিম্ন সমতলে সাঈ করা	২৪১
হেঁটে চলার স্থান	২৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
রমলের স্থান	২৪২
মারওয়ার উপর অবস্থানের স্থান	২৪২
মারওয়ার উপর তাকবীর বলা	২৪৩
কিরান ও তামাত্ত হজ্জকারী সাফা ও মারওয়ায় কয়টি সাঈ করবে ?	২৪৩
উমরা আদায়কারী কোথায় চুল কাটবে ?	২৪৪
কিরূপে চুল কাটবে ?	২৪৪
যে হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছে এবং হাদী (কুরবানীর পশু) সাথে এনেছে, তার কী করণীয়	২৪৫
যে ব্যক্তি উমরার ইহ্রাম বেঁধেছে এবং হাদী (কুরবানীর পশু) সঙ্গে এনেছে সে কি করবে ?...	২৪৫
ইয়াওমুত্ তারবিয়া-এর আগে খুতবা	২৪৬
তামাত্ত হজ্জকারী ব্যক্তি হজ্জের ইহ্রাম কখন করবে ?	২৪৮
মিনা সম্বন্ধে আলোচনা	২৪৯
তারবিয়ার দিন ইমাম সালাত কোথায় আদায় করবে ? ..	২৫০
মিনা হতে ভোরে আরাফার দিকে গমন করা	২৫০
আরাফার দিকে যাওয়ার সময় তাকবীর পাঠ করা	২৫১
সে (আরাফার) দিন তালবিয়া পাঠ করা	২৫১
আরাফার দিন সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে	২৫২
আরাফার দিন রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা	২৫২
আরাফার দিনে অপরাহ্নে দ্রুত (উকুফের উদ্দেশ্যে) বের হওয়া	২৫৩
আরাফায় তালবিয়া পাঠ করা	২৫৪
সালাতের পূর্বে আরাফায় খুতবা প্রদান	২৫৪
আরাফার দিনে উটের উপর থেকে (পিঠে বসা) খুতবা দেয়া	২৫৪
আরাফায় জুহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করা	২৫৫
আরাফার ময়দানে দু'আয় দুই হাত উত্তোলন করা	২৫৫
আরাফায় অবস্থান করা ফরয	২৫৭
আরাফা হতে স্থিরতা সহকারে প্রত্যাবর্তনের আদেশ	২৫৮
আরাফা হতে পথচলা কিরূপে হবে ?	২৫৯
আরাফা থেকে প্রস্থানের পর (পথিমধ্যে) অবতরণ করা	২৬০
মুযদালিফায় দুই সালাত একত্রে আদায় করা	২৬০
মুযদালিফায় মহিলা এবং শিশুদেরকে আগে-ভাগে মনযিলে প্রেরণ করা	২৬২
ভোরের পূর্বেই মুযদালিফা হতে নারীদের চলে যাওয়ার অনুমতি	২৬৩
মুযদালিফায় ফজরের সালাতের সময়	২৬৩
মুযদালিফায় যে ব্যক্তি ফজরের সালাত ইমামের সঙ্গে আদায় করতে পারেনি	২৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুযদালিফায় তালবিয়া পাঠ করা	২৬৬
মুযদালিফা হতে প্রস্থানের সময়	২৬৭
দুর্বলদের জন্য কুরবানীর দিন ফজরের সালাত মিনায় আদায় করার অনুমতি	২৬৭
মুহাসিসির নামক উপত্যকায় (বাহন) দ্রুত চালান	২৬৯
(মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে) যাওয়ার সময় পথে তালবিয়া পড়া	২৭০
কংকর কুড়িয়ে নেয়া	২৭০
কংকর কোথা থেকে কুড়াবে ?	২৭১
নিষ্ক্ষেপের জন্য যে কংকর নিবে তার পরিমাণ	২৭১
জামারার উদ্দেশ্যে সওয়ার হয়ে গমন করা আর মুহরিমের ছায়া গ্রহণ	২৭২
কুরবানীর দিন জামরাতুল-আকাবায় কংকর নিষ্ক্ষেপের সময়	২৭৩
সূর্যোদয়ের আগে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	২৭৩
মহিলাদের জন্য এ বিষয়ে অনুমতি	২৭৪
সন্ধ্যার পর কংকর মারা	২৭৪
রাখালদের কংকর মারা	২৭৫
যে স্থান থেকে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা হয়	২৭৫
জামরায় ছুঁড়ে মারার কংকরের সংখ্যা	২৭৭
প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলা	২৭৮
জামরাতুল আকাবায় কংকর মারার সময় মুহরিমের তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেয়া	২৭৮
কংকর মারার পর দু'আ	২৭৯
কংকর মারার পর মুহরিমের জন্য যা হালাল হয়	২৮০
অধ্যায় : জিহাদ - ২৮১-৩৩১	
জিহাদ ওয়াজিব হওয়া	২৮১
জিহাদ বর্জনে কঠোর সতর্ক বাণী	২৮৭
যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অনুমতি	২৮৭
যারা ঘরে বসে থাকে (সম্ভব কারণ না থাকা সত্ত্বেও জিহাদ থেকে বিরত থাকে) তাদের উপর	
যারা জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের ফযীলত	২৮৮
যার পিতা-মাতা জীবিত, তার জন্য জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি	২৯০
যার মাতা জীবিত, তার জন্য জিহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি	২৯০
আল্লাহর পথে জান মাল দিয়ে জিহাদকারীর ফযীলত	২৯০
যে পায়ে হেঁটে (পদব্রজে) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তার ফযীলত	২৯১
আল্লাহর রাস্তায় যার দু'পা ধূলো-ধূসরিত হয় তার সওয়াব	২৯৪
যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় বিন্দি থাকে— তার সওয়াব	২৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বের হওয়ার ফযীলত	২৯৫
আল্লাহর রাস্তায় এক বিকেল বের হওয়ার ফযীলত	২৯৫
যোদ্ধারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি	২৯৬
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর জন্য আল্লাহ্ যে বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন	২৯৬
গনীমতের মাল হতে বঞ্চিত যোদ্ধাদের সাওয়াব	২৯৭
মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর উপমা	২৯৮
মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য যা	২৯৮
মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা	২৯৯
যে মুসলমান হয়েছে, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে তার সাওয়াব (ফযীলত)... ..	৩০০
যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া-জোড়া দান করে— তার ফযীলত	৩০২
যে আল্লাহর কালেমাকে সম্মুখ করার জন্য লড়াই করে	৩০২
যে ব্যক্তি বীর উপাধি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে	৩০৩
যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং সে (উটের) রশি ব্যতীত আর কিছু নিষেধ না করে	৩০৪
যে ব্যক্তি সাওয়াব ও সূনামের জন্য যুদ্ধ করে	৩০৫
যে ব্যক্তি উটের দুধ দোহন করার দুই টানের মধ্যবর্তী অবকাশের সময় পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে	৩০৫
যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করে— তার সাওয়াব	৩০৬
মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় যারা আহত হয়	৩০৮
শত্রু যাকে আঘাত করে সে কি বলবে ?	৩০৯
যুদ্ধক্ষেত্রে ভুলবশত নিজের তলোয়ারের আঘাতে শহীদ হলে	৩১০
আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা	৩১১
আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় শহীদ হওয়ার সাওয়াব	৩১২
ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যুদ্ধে যোগদান	৩১৩
আল্লাহর রাস্তায় যা কামনা করবে	৩১৫
জান্নাতিগণ যা কামনা করবেন	৩১৫
শহীদ কী যাতনা অনুভব করে	৩১৫
শাহাদাত প্রসঙ্গ	৩১৬
আল্লাহর রাস্তায় হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির জান্নাতে একত্রিত হওয়া	৩১৭
(হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির জান্নাতে একত্রিত হওয়া)-এর ব্যাখ্যা	৩১৭
রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়ার ফযীলত	৩১৮
সমুদ্রে (নৌ-বাহিনীর) জিহাদের ফযীলত	৩১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
হিন্দুস্থানে জিহাদ	৩২১
তুরস্ক ও হাবশার যুদ্ধ	৩২২
দুর্বল উসিলা দিয়ে সাহায্য গ্রহণ	৩২৪
যে ব্যক্তি যোদ্ধাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রদান করে	৩২৫
আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ফযীলত	৩২৭
আল্লাহর রাস্তায় সাদাকার ফযীলত	৩২৮
মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা	৩২৯
যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারের সাথে খিয়ানত করে	৩২৯
অধ্যায় : নিকাহ - ৩৩২-৪১১	
রাসূলুল্লাহ <small>ﷺ</small> -এর বিবাহ সম্পর্কীয় এবং তাঁর স্ত্রীগণ	৩৩২
আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর যা ফরয করেছেন এবং অন্যদের জন্য	
যা হারাম করেছেন— আল্লাহর নৈকট্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে	৩৩৪
বিবাহে উদ্বুদ্ধ করা	৩৩৬
যে বিবাহিত ব্যক্তি চারিত্রিক পবিত্রতা (ব্যভিচার হতে রক্ষা পেতে) চায়, তার প্রতি আল্লাহর সাহায্য...	৩৪০
কুমারীর বিবাহ	৩৪০
সম-বয়সীকে বিবাহ করা	৩৪১
আযাদকৃত গোলামের সঙ্গে আরবী স্বাধীন নারীর বিবাহ	৩৪১
বংশ মর্যাদা	৩৪৪
নারীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়	৩৪৪
বন্ধ্যা নারীকে বিবাহ করা পছন্দনীয় নয়	৩৪৪
ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা	৩৪৫
ব্যভিচারিণীদের বিবাহ করা মাকরুহ	৩৪৭
কোন নারী উত্তম ?	৩৪৭
পুণ্যবতী নারী	৩৪৮
আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারী	৩৪৮
বিবাহের পূর্বে (কনেকে) দেখা বৈধতা	৩৪৮
শাওয়াল মাসে বিবাহ	৩৪৯
বিবাহের পয়গাম	৩৪৯
এক ব্যক্তির প্রদত্ত বিবাহের প্রস্তাব চলাকালে অন্য ব্যক্তির প্রস্তাব নিষিদ্ধ	৩৫০
প্রস্তাব ছেড়ে দিলে অথবা অনুমতি দিলে অন্যজনের প্রস্তাব দেয়া সম্পর্কে	৩৫১
কোন নারী বিবাহ পয়গাম সম্বন্ধে পুরুষের নিকট পরামর্শ চাইলে তার	৩৫৩
কোন নারী সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট পরামর্শ চাইলে, সে যা জানে তা অবহিত করবে কি?	৩৫৪

বিষয়

পৃষ্ঠা

কোন ব্যক্তির নিজের কন্যাকে পছন্দনীয় ব্যক্তির কাছে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব করা	৩৫৪
কোন মহিলার পছন্দনীয় ব্যক্তির নিকট নিজেকে পেশ করা	৩৫৫
বিবাহ প্রস্তাবে মহিলার সালাত আদায় এবং এ ব্যাপারে তার রব (আল্লাহ) সমীপে ইস্তিখারা করা ...	৩৫৬
ইস্তিখারা কিভাবে করতে হবে ?	৩৫৭
পুত্রের তার মাকে বিবাহ দেওয়া	৩৫৮
ছোট (অপ্রাপ্ত বয়স্কা) কন্যার বিবাহ দান	২৫৯
বয়স্ক কন্যার বিবাহ দেয়া	৩৬০
কুমারীর বিবাহে তার সম্মতি গ্রহণ করা	৩৬১
পূর্বে বিবাহিতা নারীর অনুমতি গ্রহণ	৩৬২
বিবাহে কুমারীর সম্মতি প্রদান	৩৬৩
পূর্বে বিবাহিতা নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিতা তাকে বিবাহ দেয়া	৩৬৩
মুহরিম ব্যক্তির বিবাহের বৈধতা	৩৬৫
মুহরিমের বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা	৩৬৫
বিবাহের সময় যা বলা মুস্তাহাব	৩৬৬
কোন ধরনের খুতবা মাকরুহ	৩৬৭
যে কথা দ্বারা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়	৩৬৮
বিবাহের শর্ত প্রসঙ্গ	৩৬৮
তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, যে বিবাহ দ্বারা তালাক দাতার জন্য হালাল হয়	৩৬৯
ক্রোড়ে পালিত (স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর) কন্যা হারাম হওয়া	৩৬৯
মা ও কন্যাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম	৩৭০
দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম	৩৭১
কোন নারী এবং তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ করা প্রসঙ্গে	৩৭২
কোন নারী এবং তার খালাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম	৩৭৪
দুধ পান সম্পর্কের কারণে যারা হারাম	৩৭৫
দুধ ভাই-এর কন্যা হারাম হওয়া	৩৭৬
কতটুকু দুধ পান করা (বিবাহ) হারাম করে ?	৩৭৬
যে পুরুষের সূত্রে দুধ (মহিলার দুধ পান করানো দ্বারা পুরুষের সাথেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়)	৩৭৮
বয়স্কদের দুধ পান করানো সম্পর্কে	৩৮১
‘গীলা’ (স্তন্য দানকারিণী স্ত্রীর সহবাস) ও পরবর্তী গর্ভধারণ সম্পর্কে	৩৮৪
আযল করা	৩৮৪
স্তন্যদানের অধিকার (হক) ও এর মর্যাদা	৩৮৫
স্তন্যদান বিষয়ে সাক্ষ্য	৩৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পিতার বিবাহিতাকে বিবাহ করা	৩৮৬
আল্লাহর বাণী : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ এ আয়াতের ব্যাখ্যা	৩৮৭
শিগার (পদ্ধতির বিবাহ)	৩৮৭
শিগারের ব্যাখ্যা	৩৮৮
কুরআনের সূরা (শিখানোর) শর্তে বিবাহ দেয়া	৩৮৯
ইসলাম গ্রহণের শর্তে বিবাহ করা	৩৯০
দাসত্ব মুক্তির বিনিময়ে বিবাহ করা	৩৯১
নিজের দাসীকে মুক্ত প্রদান করে বিবাহ করা	৩৯১
মোহরের ব্যাপারে ইনসাফ করা	৩৯২
(খেজুরের) দানা পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিবাহ	৩৯৫
মোহর ব্যতীত বিবাহ	৩৯৬
মোহর ব্যতীত কোন মহিলার নিজকে কোন পুরুষকে দান করা	৩৯৯
লজ্জাস্থান হালাল করা.	৪০০
মুত'আ হারাম হওয়া সম্পর্কে	৪০১
আওয়াজ করে এবং দফ বাজিয়ে বিবাহের প্রচার করা	৪০৩
বিবাহের পর বিবাহকারীকে কীরূপে দু'আ করবে	৪০৩
যে ব্যক্তি বিবাহে উপস্থিত হয়নি, তার দু'আ	৪০৪
বিবাহে হলুদ জাতীয় রংয়ের অনুমতি	৪০৪
নির্জনবাসের (বাসরের) উপটোকন	৪০৪
শাওয়াল মাসে (নব বধূকে) তুলে নেয়া	৪০৫
নয় বছরের কনের সঙ্গে বাসর যাপন	৪০৫
সফরে বাসর যাপন	৪০৬
বিবাহ অনুষ্ঠানে সংগীত ও আমোদ-ফুর্তি করা	৪০৯
কন্যাকে গৃহস্থালীর আসবাব পত্র জাহীয দেয়া	৪০৯
বিছানা	৪০৯
গালিচা	৪১০
বাসর ঘরে হাদিয়া	৪১০

অধ্যায় : তালাক - ৪১২-৪১৫

ইদাতের সুষ্ঠু হিসাবের লক্ষ্যে....তালাকের সময় এসঙ্গ	৪১২
সুন্নাত পদ্ধতির তালাক	৪১৪
স্ত্রীর হয়েয অবস্থায় এক তালাক দিলে এর হুকুম কি ?	৪১৫
ইদত ব্যতীত তালাক	৪১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইন্দত পালনের সুষ্ঠু বিবেচনা ব্যতীত তালাক দিলে তালাকদাতার জন্য তা হিসাবে ধরা প্রসঙ্গ ...	৪১৬
একত্রে তিন তালাক এবং সে বিষয়ে কঠোর ইশিয়ারী	৪১৭
এতে অবকাশ প্রদান	৪১৭
স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সময়ে তিন তালাক দিলে	৪২০
চূড়ান্ত তালাক	৪২১
‘তোমার ব্যাপার তোমার হাতে’ প্রসঙ্গ	৪২২
তিনি তালাকপ্রাপ্তকে হালাল করে বিবাহ প্রসঙ্গে	৪২২
তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে হালাল করা	৪২৪
স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সামনা-সামনি তালাক দেওয়া	৪২৪
স্ত্রীর নিকট পুরুষের তালাক পাঠায়ে দেয়া	৪২৫
‘হে নবী ! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তা হারাম করছেন কেন ?’	
উক্ত আয়াতের তাফসীর	৪২৫
এই আয়াতের ভিন্ন ব্যাখ্যা	৪২৬
কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে : ‘তুমি তোমার পরিবারের লোকদের সাথে মিলিত হও’	৪২৬
ক্রীতদাসের তালাক	৪২৯
নাবালেগের তালাক কখন কার্যকর হবে ?	৪৩০
যে স্বামীর তালাক কার্যকর হবে না	৪৩১
মনে মনে তালাক দেয়া	৪৩১
বোধগম্য ইঙ্গিতে তালাক	৪৩২
কথা বলে, তার সম্ভাব্য কোন অর্থ উদ্দেশ্য করা	৪৩২
কোন কথা বলে, এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য না করা	৪৩৩
তালাক গ্রহণের জন্য প্রদত্ত ইখতিয়ারে মত প্রকাশের জন্য নির্ধারিত সময়	৪৩৩
যে ইখতিয়ারপ্রাপ্তা স্বামীকে গ্রহণ করে	৪৩৫
দাস-দাসী, স্বামী-স্ত্রীর যদি আযাদ হওয়ার পর ইখতিয়ার থাকা প্রসঙ্গ	৪৩৬
দাসীর ইখতিয়ার	৪৩৬
যে দাসী আযাদ হলো এবং তার স্বামী আগে থেকেই আযাদ তার ইখতিয়ার প্রসঙ্গে	৪৩৭
যে দাসী আযাদ হয়েছে এবং তার স্বামী দাস, তার ইখতিয়ার সম্পর্কে	৪৩৮
ঈলা	৪৪০
যিহার	৪৪২
খুলা’	৪৪৩
লি’আন -এর সূচনা	৪৪৬
গর্ভবস্থায় (গর্ভ সম্পর্কে অভিযোগের কারণে) লি’আন করা	৪৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বামীর পক্ষ থেকে কোন নির্দিষ্ট পুরুষকে জড়িত করে স্ত্রীর বিরুদ্ধে (যিনার) অপবাদের কারণে লি'আন	৪৪৭
লি'আনে নিয়ম	৪৪৮
ইমামের 'হে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে দিন' বলা	৪৪৯
পঞ্চমবারের (শপথের) সময়ে লি'আনকারীদের মুখে হাত রাখার আদেশ	৪৫১
লি'আন রূরানোর সময় ইমামের স্বামী-স্ত্রীকে নসিহত করা	৪৫১
লি'আনের পর লি'আনকারীদের তওবা করতে বলা	৪৫৩
লি'আনকারীদের একত্র হওয়া	৪৫৪
লি'আনের কারণে সন্তানকে পিতা থেকে সম্বন্ধচ্যুত করা	৪৫৪
সন্তানের কারণে - - - - যিনার অপবাদ দেয়া এবং সন্তান অস্বীকারের ইচ্ছা করা	৪৫৫
সন্তান অস্বীকারকারীর কঠোর সতর্কবাণী	৪৫৬
শয্যার মালিক (স্বামী) অস্বীকার না করলে সন্তান শয্যার মালিকেরই হবে	৪৫৭
বাঁদীর বিছানা বা শয্যার বিবরণ	৪৫৮
সন্তান নিয়ে বিবাদ হলে, লটারীর ব্যবস্থা করা - - - -	৪৫৯
কিফায়া প্রসঙ্গ	৪৬১
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন মুসলমান হলে	৪৬২
খুলা'কারিগীর ইদ্দত	৪৬৩
তালাকপ্রাপ্তাদের মধ্য থেকে যার ইদ্দত পালনের হুকুমে যারা ব্রতী	৪৬৪
স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত	৪৬৫
গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত	৪৬৭
যে মহিলার স্বামী তার সাথে সহবাসের পূর্বে মারা যায়, তার ইদ্দত	৪৭৬
শোক পালন	৪৭৭
যে আহলে কিতাব মহিলার স্বামী মারা গেল, তার শোক	৪৭৭
যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে, তার 'হালাল' (ইদ্দত শেষ) না হওয়া পর্যন্ত নিজ ঘরে অবস্থান করা	৪৭৮
যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায়, সে যেখানে চায়, সেখানে ইদ্দত পালনের অনুমতি	৪৭৯
যার স্বামী মারা গিয়েছে সে স্বামীর সংবাদ প্রাপ্তির দিন হতে ইদ্দত পালন করবে	৪৭৯
মুসলমান নারীর স্বামীর শোক পালনে সাজসজ্জা ত্যাগ করা	৪৮০
শোক পালনকারিগীর রঙ্গিন কাপড় পরিহার করা	৪৮১
শোক পালনকারিগীর খিযাব ব্যবহার	৪৮২
শোক পালনকারিগীর জন্য কুলপাতার পানিতে মাথা ধোয়ার অনুমতি	৪৮২
শোক পালনকারিগীর জন্য সুরমা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা	৪৮৩
শোক পালনকারিগীর কুস্ত এবং আয়ফার ব্যবহার করা	৪৮৫
মিরাছ ফরয হওয়ার এক বছরের খরচ রহিত	৪৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য ইন্দতের সময় তার বসত ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি ...	৪৮৬
যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে, দিনের বেলায় তার বের হওয়া	৪৮৯
বাইন তালাকপ্রাপ্তার খোরপোষ	৪৮৯
বাইন তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলার খোরপোষ	৪৯০
আকরা এর ব্যাখ্যা	৪৯১
তিন তালাকের পর ফিরিয়ে (রুজু করার) বিধান রহিত হওয়া সম্পর্কে... ..	৪৯১
রজ'আত করা	৪৯২

অধ্যায় : ঘোড়া- ৪৯৬-৫০৭

ঘোড়-ললাটে কল্যাণ সংযুক্ত	৪৯৬
ঘোড়ার প্রতি ভালবাসা	৪৯৮
কোন বর্ণের ঘোড়া উত্তম ?	৪৯৮
যে ঘোড়ার তিন পা সাদা ও এক পা শরীরে বর্ণের	৪৯৯
ঘোড়ার অন্তত হওয়া প্রসঙ্গ	৫০০
ঘোড়ার বরকতের বর্ণনা	৫০০
ঘোড়ার ললাটের চুল বানিয়ে দেওয়া	৫০১
ঘোড়াকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেওয়া	৫০২
ঘোড়ার দু'আ	৫০৩
গাধাকে ঘোড়ার উপর চড়ানোর ব্যাপারে কঠোর আপত্তি	৫০৩
ঘোড়াকে ঘাস ও দানা পানি খাওয়ানো	৫০৪
যে ঘোড়ার ইযমার করা হয়নি, সে ঘোড়ার দৌড়ের শেষ প্রান্ত	৫০৫
প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াকে ইযমার করা	৫০৫
ঘোড় প্রতিযোগিতা	৫০৫
জালাব প্রসঙ্গে	৫০৬
জানাব সম্পর্কে	৫০৭
(গনীমত) ঘোড়ার অংশ	৫০৭

অধ্যায় : ওয়াকফ (আল্লাহর রাস্তায় নিজের মাল দান করা)- ৫০৮-৫১৭

আল্লাহর রাস্তায় নিজের মাল দান করা	৫০৮
ওয়াকফ লেখার নিয়ম	৫০৯
বন্টনের পূর্বে শরীকী জমি ওয়াকফ করা	৫১১
মসজিদের জন্য ওয়াকফ করা	৫১২

অধ্যায় : ওয়াসিয়াত -৫১৮-৫৪০

ওয়াসিয়াতে দেবী করা মাকরুহ	৫১৮
নবী (সা) ওয়াসিয়াত করেছিলেন কি ?	৫২১
সম্পদের এক-তৃতীয়াংশে ওয়াসিয়াত করা প্রসঙ্গে	৫২২
মীরাসের পূর্বে করয পরিশোধ করা	৫২৭
ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়াত করা বাতিল	৫২৯
নিকটাত্মীয়ের জন্য ওয়াসিয়াত	৫৩০
হঠাৎ মৃত্যু হলে মৃতের পক্ষ হতে তার পরিবারের সাদাকা করা কি মুস্তাহাব ?	৫৩৩
মৃতের পক্ষ হতে সাদাকার ফযীলত	৫৩৪
সুফিয়ানের বর্ণনায় বর্ণনা বিরোধ	৫৩৬
ইয়াতীমের মালের অভিভাবক হওয়া নিষেধাজ্ঞা	৫৩৮
ইয়াতীমের মালের দায়িত্ব পালনকালে কি সুযোগ গ্রহণ করবে ?	৫৩৮
ইয়াতীমের মাল খাওয়া থেকে বিরত থাকা	৫৪০

অধ্যায় : বিশেষ দান -৫৪১-৫৪৬

নাহল সম্পর্কিত নু'মান ইব্ন বশীরের হাদীসের বর্ণনায় বিরোধ	৫৪২
--	-----

অধ্যায় : হিবা -৫৪৭-৫৫৩

শরীকী বস্তু হিবা করা	৫৪৭
পিতা কর্তৃক সন্তানকে দান করে, তা ফেরত নেয়া	৫৪৯
এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণনায় বিরোধ	৫৫০
দানকরে পুনঃ গ্রহণকারী সম্পর্কে তাউস (র)-এর হাদীসে বর্ণনায় বিরোধ	৫৫২

অধ্যায় : রুকবা-৫৫৪-৫৫৭

যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে - - - -	৫৫৪
আবু যুবায়র (র)-এর বর্ণনায় বর্ণনা বিরোধ	৫৫৫

অধ্যায় : উমরারূপে দান করা- ৫৫৮-৫৬৮

উমরার ব্যাপারে জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াতে রাবীদের বর্ণনায় বিরোধ	৫৫৯
যুহরী হতে বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় বিরোধ	৫৬২
ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু কাসীরের - - - - বর্ণনায় বিরোধ	৫৬৫
স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর দান	৫৬৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الزُّكَاةِ

অধ্যায় : যাকাত

بَابُ وَجُوبِ الزُّكَاةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত ফরয হওয়া

٢٤٣٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ الْمُعَاوَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اسْنَقُ الْمَكِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ يَعْغِي أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَانِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ *

২৪৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মু'আয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, তুমি এমন এক জাতির কাছে যাচ্ছে যারা (আসমানী) কিতাবধারী, যখন তুমি তাদের কাছে পৌছবে তখন তাদের তুমি এ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করবে যে, “আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল।” যদি তারা তোমার এই আহ্বানে সাড়া দেয় তবে তাদের তুমি অবহিত করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর দিনরাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা অর্থাৎ তোমার এই আহ্বানে সাড়া দেয় তবে তাদের তুমি অবহিত করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের মধ্যকার বিত্তবানদের থেকে নেয়া হবে এবং বিত্তহীনদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া (বণ্টন করা) হবে। যদি তারা তোমার এই দাওয়াতে সাড়া দেয় তবে তুমি নিজকে অত্যাচারিতের ফরিয়াদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

২৪৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَمِنْ عَدَدِ هِنَّ لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ أَنْ لَا أَتِيكَ وَلَا أَتِيَ دِينَكَ وَإِنِّي كُنْتُ أَمْرًا لَا أَغْلُقُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَحْيِ اللَّهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا قَالَ بِالْإِسْلَامِ قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللَّهِ وَتَخْلُتَ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ *

২৪৩৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - বাহয (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী ﷺ ! আমি আপনার কাছে এসেছি আমার দু'হাতের আংগুলসমূহের সংখ্যারও অধিক এ শপথ করার পরেই যে, আমি আপনার কাছেও আসব না আর আপনার ধর্মও গ্রহণ করব না। আর এখন আমি এমন হয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমি আর কিছুই জানি না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি আল্লাহ তা'আলার ওহী সম্পর্কে, কি দিয়ে আপনার রব আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন ? তিনি বললেন, ইসলাম দিয়ে। আমি বললাম, ইসলামের চিহ্ন কি কি ? তিনি বললেন, তোমার এ কথা বলা যে, আমি আমার চেহারাকে (নিজকে) আল্লাহ তা'আলার সমীপে সমর্পণ করলাম, অন্য সব কিছু থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে ফেললাম। আরও হলো, তোমার সালাত আদায় করা এবং যাকাত প্রদান করা।

২৪৩৮. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ شَابُورٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ *

২৪৩৮. ইসা ইবন মুসাভির (র) - - - - আবু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্ণাংগ রূপে উষ্ণ করা ঈমানের অর্ধেক। আর আলহামদু লিল্লাহ মীযানকে পরিপূর্ণ করে ফেলবে, তাসবীহ এবং তাকবীর আসমানসমূহ এবং যমীনকে পরিপূর্ণ করে ফেলবে। সালাত হল নূর (আলো) আর যাকাত হল দলীল, ধৈর্য (সাগু) হল জ্যোতি এবং কুরআন হল তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ।

২৪৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمِّرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي صُهَيْبٌ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولَانِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ثُمَّ أَكْبَ فَأَكْبَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا يَبْكِي لَأَنْدَرِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ الْبُشْرَى
فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ثُمَّ قَالَ مَامِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ
رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ
ادْخُلْ بِسَلَامٍ *

২৪৩৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবু হুরায়রা এবং আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সম্বোধন করে তিনবার বললেন : ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তিনবার বলার পর তিনি উগুড় হয়ে পড়ে গেলেন। আমাদের প্রত্যেকেই উগুড় হয়ে পড়ে গিয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। আমরা বুঝতেই পারলাম না যে, তিনি কোন কথার উপর শপথ করলেন। এরপর তিনি তাঁর মাথা উত্তোলন করলেন। তাঁর চেহারা তখন আনন্দের বিচুরণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল, যা আমাদের কাছে লাল বর্ণের উট (সব রকমের নিআমত) অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল। তারপর তিনি বললেন : যে বান্দা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমায়ান মাসে সাওম পালন করে, যাকাত প্রদান করে এবং সাতটি কবিরী গুনাহ্ পরিত্যাগ করে থাকে, অবশ্যই তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাকে বলা হবে যে, তুমি প্রশান্ত চিত্তে জান্নাতে প্রবেশ কর।

২৪৪০. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ
انْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعْبُدُ اللَّهُ هَذَا
خَيْرٌ لَكَ وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ
الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ
ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَغْنَى
أَبَا بَكْرٍ *

২৪৪০. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যে কোন জিনিসের এক জোড়া বস্তুও দান করে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ হতে আহ্বান করা হবে : হে আল্লাহর বান্দা, এ (দরজা) তোমার জন্য উত্তম। (বস্তুত:) জান্নাতের অনেক দরজা আছে। যে সালাত আদায়কারী হবে তাকে সালাতের দরজা হতে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি জিহাদকারী হবে তাকে জিহাদের দরজা হতে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি যাকাত প্রদানকারী হবে তাকে যাকাতের দরজা হতে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি সাওম পালনকারী হবে তাকে 'রাইয়ান' (পরিভূক্তি) নামক দরজা হতে আহ্বান করা হবে। আবু বকর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! যাকে ঐসব দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে, তার

তো কোন সংকটই নেই। তবে কাউকে কি প্রত্যেক দরজা দিয়েই আহবান করা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং আমি আশা করি যে, তুমি তাদের মধ্য থেকেই হবে অর্থাৎ আবু বকর (রা)।

بَابُ التَّفْلِيظِ فِي حَبْسِ الزُّكَاةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত প্রদান না করার ব্যাপারে কঠোর সতর্ক বাণী

২৪৪১. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَأَى مُقْبِلًا قَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَالِي لَعَلِّي أَنْزِلَ فِي شَيْءٍ قُلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هُكَذَا وَهَكَذَا حَتَّى بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدْعُ ابْنًا أَوْ بَقْرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أَخْرَاهَا أُعِيدَتْ أَوْلَاهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ *

২৪৪১. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে আসলাম; তখন তিনি কা'বার ছায়ায় বসা ছিলেন। তিনি আমাকে অগ্রসর হতে দেখে বললেন, কা'বার রবের শপথ, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি (মনে মনে) বললাম, আমার সর্বনাশ, মনে হয় আমার সম্পর্কে কোন বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল অধিক সম্পদশালী ব্যক্তির, কিন্তু যারা এরূপে, এরূপে দান-খয়রাত করে এমনকি তাদের সামনে, ডানে এবং বামে (কল্যাণের বিভিন্ন খাতে) দান-খয়রাত করে। এরপর তিনি বললেন যে, ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, যে ব্যক্তি উট কিংবা গরুর যাকাত প্রদান না করে মারা যায় কিয়ামতের দিন সেগুলোকে পূর্বাপেক্ষা বিরাট এবং বলিষ্ঠাকারে তার সামনে আনা হবে; সেগুলো (পালাক্রমে) চক্রাকারে তাকে ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। যখন (সারির) শেষটি পার হয়ে যাবে তখন প্রথমটি ফিরে আসবে। এরূপ চলতে থাকবে লোকজনের মাঝে বিচার কার্য নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।

২৪৪২. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعٌ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتَّبَعُهُ ثُمَّ قَرَأَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآيَةُ *

২৪৪২. মুজাহিদ ইবন মুসা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির ধন-সম্পদ রয়েছে অথচ সে তার সম্পদের 'হক' (যাকাত) প্রদান করছে না, সেগুলো দিয়ে তার গলায় দুর্দান্ত ও অতি বিষাক্ত সাপ রূপে বেড়ি দেওয়া হবে, সেই ব্যক্তি সর্প থেকে গলায়ন করতে থাকবে কিন্তু সর্প তার পশাদ্ধাবন করতে থাকবে। এরপর তিনি কুরআন থেকে তার প্রমাণ পাঠ করলেন : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গল, ইহা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং ইহা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেয়া হবে (৩ : ১৮০)।

২৪৪৩. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَمْرِو الغَدَانِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ لَا يُعْطَى حَقُّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا نَجْدَتِهَا وَرَسُولُهَا قَالَ فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْذُ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنِهِ وَأَشْرِهِ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ فَتَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا إِذَا جَاءَتْ أَخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بَقْرٌ لَا يُعْطَى حَقُّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرَسُولُهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْذُ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنِهِ وَأَشْرِهِ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا وَتَطْوُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا إِذَا جَاوَزَتْهُ أَخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا يُعْطَى حَقُّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرَسُولُهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْذُ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنِهِ وَأَشْرِهِ ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ فَتَطْوُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا عُضْبَاءٌ إِذَا جَاوَزَتْهُ أَخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ *

২৪৪৩. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তির উট রয়েছে কিন্তু সে অনটন ও প্রাচুর্যের অবস্থায় সেগুলোর যাকাত প্রদান করে না, সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, সেগুলোর অনটন ও প্রাচুর্যের অর্থ কি ? তিনি বললেন : সেগুলোর (মালিকের) দুর্দিনে কিংবা সুদিন থাকা। কেননা সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন,

অধিক হুষ্টপুষ্ট এবং অধিক দুর্বিনীতরূপে উপস্থিত হবে। সেই ব্যক্তিকে ঐ উটগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত এবং সমতল ভূমিতে উপুড় করে রাখা হবে। সেগুলো তাকে তাদের ক্ষুর দ্বারা (চক্রাকারে) দলন করতে থাকবে। যখন শেষ উটটি পার হয়ে যাবে তখন প্রথম উটটি ফিরে আসবে। (এই শাস্তি) এমন একদিন (দেওয়া হবে) যেই দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে, এই শাস্তি লোকদের মাঝে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দেওয়া হবে। এরপর সে (জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে) তার পথ দেখে নেবে। আর যে ব্যক্তির গরু রয়েছে কিন্তু সে সেগুলোর অনটন বা সচ্ছলতার অবস্থায় যাকাত প্রদান করে না, সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন, অধিক হুষ্টপুষ্ট এবং অধিক দুর্বিনীত রূপে উপস্থিত হবে। সে ব্যক্তিকে ঐ গরুগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত এবং সমতল ভূমিতে উপুড় করে রাখা হবে। তাকে প্রত্যেক শিং বিশিষ্ট জন্তু তার শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং প্রত্যেক ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তু তার ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে। যখন তাদের শেষটি পার হয়ে যাবে তখন প্রথমটি ফিরে আসবে, এমন একদিন (এই শাস্তি দেওয়া হবে) যেই দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে। এই শাস্তি লোকজনের মাঝে বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়া না পর্যন্ত দেওয়া হবে। এরপর সে (জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে) তার পথ দেখে নেবে। আর যে ব্যক্তির ছাগল রয়েছে কিন্তু সে সেগুলোর যাকাত প্রদান করে না অনটন ও সচ্ছলতার অবস্থায়, সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন, অধিক হুষ্টপুষ্ট এবং অতি বীভৎস আকৃতিতে উপস্থিত হবে। এরপর সেই ব্যক্তিকে ঐ ছাগলগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত এবং সমতল ভূমিতে উপুড় করে রাখা হবে। তখন প্রত্যেক ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তু তাকে তার ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে এবং প্রত্যেক শিং বিশিষ্ট জন্তু তাকে তার শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। (কিয়ামতের দিন) সেগুলোর কোনটি বাঁকা শিং বিশিষ্ট বা ভাঙ্গা শিং বিশিষ্ট হবে না। যখন শেষটি পার হয়ে যাবে তখন প্রথমটি ফিরে আসবে। (এই শাস্তি) এমন একদিন দেওয়া হবে, যেই দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে। এই শাস্তি লোকজনের মাঝে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়ার পর্যন্ত দেওয়া হবে। এরপর সে তার গন্তব্য স্থান দেখে নেবে।

بَابُ مَا نَعِيَ الزُّكَاةَ

পরিচ্ছেদ : যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি প্রদানকারী

٢٤٤٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا قَاتِلِينَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزُّكَاةِ فَإِنَّ الزُّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ *

২৪৪৪. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হয়ে গেল এবং তাঁর পরে আবু বকর (রা) খলীফা মনোনীত হলেন আর আরবের যারা কাফির হওয়ার ছিল তারা কাফির হয়ে গেল। (একটি দল যাকাত দিতে অস্বীকার করল) তখন উমর (রা) আবু বকর (রা)-কে বললেন : আপনি লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত লোকজন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” না পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তবে যে ব্যক্তি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বলবে তার জানমাল আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে, তবে আইনগত কারণে (অপরাধের শাস্তি তাকে পেতে হবে।) তার (বাস্তব) হিসাব আল্লাহর কাছে সোপর্দ। তখন আবু বকর (রা) বললেন : আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করব যে সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হল (শরী‘আত নির্ধারিত) সম্পদের ‘হক’। আল্লাহর শপথ, যদি লোকজন আমার কাছে এমন একটি রশিও প্রদান না করে যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদান করত, তাহলে তা প্রদান না করার কারণেও আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। উমর (রা) বলেন যে, আল্লাহর শপথ, আমি আবু বকর (রা)-এর সিদ্ধান্তের সাথে এই কারণে ঐকমত্য পোষণ করলাম যে, আমি দেখলাম, আল্লাহু তা‘আলা আবু বকর (রা)-এর অন্তর জিহাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম যে, তা-ই সঠিক (সিদ্ধান্ত)।

بَابُ عَقُوبَةِ مَا نَعِيَ الزُّكَاةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত প্রদান অস্বীকারকারীর শাস্তি

২৪৪৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي كُلِّ ابْلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونِ لَا يَفْرُقُ ابْلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا أَخَذُوهَا وَشَطَرًا مَالِ (إِبِلِهِ) عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا لَا يَحِلُّ لَالٍ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْئٌ *

২৪৪৫. আমার ইবন আলী (র) - - - - বাহয ইবন হাকীম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে প্রত্যেক অবাধে বিচরণকারী উটের ব্যাপারে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিন্ত লাবুন (তিন বছর বয়সী মাদী উট) দিতে হবে (যখন উটের সংখ্যা এক শত বিশের অধিক হবে।) এই হিসাব থেকে কোন উট বাদ যাবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে তা প্রদান করবে তাকে তার সওয়াব প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি তা প্রদানে অস্বীকার করবে আমিই তার থেকে তা উসূল করে নেব এবং তার আরো অর্ধেক মাল (উট) উসূল করে নেব। এটা আল্লাহু তা‘আলার (অবশ্য পালনীয়) ওয়াজিবসমূহের এক ওয়াজিব। যাকাতের কোন বস্তু মুহাম্মাদ ﷺ -এর বংশধরদের জন্য বৈধ নয়।^১

بَابُ الزُّكَاةِ الْإِبِلِ

পরিচ্ছেদ : উটের যাকাত

২৪৪৬. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ح

১. সম্ভবতঃ বিধানটি আর্থিক দণ্ড (জরিমানা) বৈধ থাকার সময়ের। যা পরে রহিত (মানসুখ) হয়েছে।

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৪৬. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) এবং মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওয়াসাক (এক হাজার কেজি বা ১ টন)-এর কম মালে (শয্যে) যাকাত ওয়াজিব হয় না। পাঁচ উটের কমেও যাকাত ওয়াজিব হয় না এবং পাঁচ ওকিয়া (দুই শত দিরহাম-সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা)-এর কমেও যাকাত ওয়াজিব হয় না।

২৪৪৭. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عَمَّارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৪৭. ইসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচটির কম উটে যাকাত নেই, পাঁচ ওকিয়ার কমে (রূপায়) যাকাত নেই আর পাঁচ ওয়াসাকের কম (ফসলে)ও কোন যাকাত নেই।

২৪৪৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولُهُ ﷺ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ دَوْدٍ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ

أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرَيْنِ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُسَدَّقُ عِشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرَيْنِ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُسَدَّقُ عِشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرَيْنِ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرَيْنِ وَمِائَةٍ إِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ الْمُسَدَّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْيَةِ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبُّهَا *

২৪৪৮. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা) তাদেরকে (যাকাত আদায়কারীদের) লিখলেন যে, মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে রাসূলুল্লাহ ^ﷺ মুসলমানদের উপর এ ফরয যাকাত ধার্য করেছেন। অতএব, যে মুসলমানকে নিয়ম মাসফিক যাকাত আদায় করতে বলা হবে সে আদায় করে দেবে, আর যে ব্যক্তিকে এর চেয়ে বেশি আদায় করতে বলা হবে সে তা আদায় করবে না। পঁচিশটির কম উট হলে প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি বকরী দিতে হবে। পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত বিন্ত মাখায (দুই বছরী উট) দিতে হবে। দুই বছরী উট না থাকলে একটি ইবন লাবুন (তিন বছরী পুরুষ উট) দিবে। ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি তিন বছরী উট, ছেচল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত একটি আরোহণের উপযোগী (চার বছরী মাদী উট), একষষ্ঠি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জাযা'মা (পাঁচ বছরী মাদী উট), ছিয়াত্তর

হতে নব্বই পর্যন্ত দুইটি তিন বছরী উট, একানব্বহ হতে একশত বিশ পর্যন্ত আরোহণের উপযোগী দুইটি চার বছরী উট দিতে হবে। যখন একশত বিশটি উটের বেশি হবে তখন প্রত্যেক চল্লিশে একটি তিন বছরী উট এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি চার বছরী উট ওয়াজিব হবে। যখন যাকাত আদায়কালীন সময় উটের বয়সের বিভিন্নতা দেখা দেয়, যেমন কারো উপর একটি পাঁচ বছরী মাদী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে কোন পাঁচ বছরী মাদী উট নেই বরং তার কাছে চার বছরী উট আছে তখন তার কাছ থেকে চার বছরী উট আদায় করে আরো দুটি ছাগল ধার্য করা (আদায় করা) হবে- যদি তা সহজ হয়। অন্যথা বিশটি দিরহাম আদায় করবে। যার উপর একটি চার বছর বয়সী মাদী উট ওয়াজিব হয়েছে অথচ তার কাছে পাঁচ বছর বয়সী মাদী উটই আছে তখন তার কাছ থেকে তাই আদায় করে নেবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুইটি ছাগল যা সহজ হয় ফিরিয়ে দেবে। যার উপর চার বছরী মাদী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে চার বছর বয়সী মাদী উট নেই বরং তিন বছর বয়সী উট আছে, তখন তার কাছে থেকে তাই আদায় করা হবে এবং দুইটি ছাগল যদি তা সহজ হয়। অন্যথা বিশটি দিরহাম। তার সাথে আদায় করে নেবে। আর যার উপর তিন বছর বয়সী মাদী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে শুধুমাত্র চার বছর বয়সী উট রয়েছে, তাহলে তার কাছে থেকে তাই আদায় করবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে বিশটি দিরহাম বা দুইটি ছাগল ফিরিয়ে দেবে। আর যার উপর তিন বছর বয়সী মাদী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে তিন বছর বয়সী উট নেই বরং তার কাছে দুই বছর বয়সী উট আছে তাহলে তার কাছ থেকে তাই উসূল করে নেবে এবং তার সাথে দুইটি ছাগল যদি তা সহজ হয়। অন্যথা বিশটি দিরহাম নেবে। আর যার উপর দুই বছরী মাদী উট ওয়াজিব হয়ে যায় অথচ তার কাছে শুধুমাত্র তিন বছর বয়সী পুরুষ উট থাকে তাহলে তার কাছ থেকে তাই উসূল করে নেবে এবং তার সাথে অন্য কোন কিছু নেবে না এবং দিবে না। আর যার কাছে শুধুমাত্র চারটি উট আছে তার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে হ্যাঁ, তার মালিক যদি কিছু প্রদান করতে চায় (তবে সেটা ভিন্ন কথা)। আর চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত অবাধে বিচরণকারী ছাগলে যাকাত হিসাবে একটি ছাগল ওয়াজিব হবে। একশত একশ হতে দুইশত পর্যন্ত ছাগলে দুটি ছাগল ওয়াজিব হবে। দুইশত এক হতে তিনশত পর্যন্ত ছাগলে তিনটি ছাগল ওয়াজিব হবে। যখন এরও অধিক হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক একশত ছাগলে একটি ছাগল ওয়াজিব হবে। আর অতি বৃদ্ধ (খুঁত বিশিষ্ট) এবং পাঠা ছাগলও আদায় করবে না। তবে হ্যাঁ, উসূলকারী যদি ইচ্ছা করে তবে আদায় করতে পারবে। যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশু কখনো একত্রিত করবে না এবং একত্রিত পশুও কখনো বিচ্ছিন্ন করবে না। আর শরিকী মালে যাকাত উভয় মালে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। কারো বিচরণকারী ছাগল যদি চল্লিশটি থেকে একটিও কম হয়, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য মালিক যদি যাকাত দিতে ইচ্ছে করে (তবে সেটা ভিন্ন কথা)। রূপায় চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব হবে। কারো কাছে যদি শুধু একশত নব্বই দিরহাম থাকে তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য মালিক যদি যাকাত দিতে ইচ্ছা করে (তবে সেটা ভিন্ন কথা)।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْإِبِلِ

পরিচ্ছেদ : উটের যাকাত প্রদান অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

٢٤٤٩. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقُّهَا تَطَوُّهُ

بِأَخْفَائِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقُّهَا تَطَوُّهُ بِأَظْلَانِهَا
وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ إِلَّا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتَ إِلَّا لَا
يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ الْقِيَامَةَ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ
شَيْئًا قَدْ بَلَغْتَ قَالَ وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيُطْلَبُهُ
أَنَا كَنْزُكَ فَلَا يَزَالُ حَتَّى يُلْقِيَهُ أَصْبَعُهُ *

২৪৪৯. ইমরান ইবন বাক্বার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উটের মালিক তাতে প্রাপ্য হক (ও ধার্যকৃত) যাকাত আদায় না করলে তা তার কাছে পূর্বাপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠাকারে উপস্থিত হবে। তাকে তাদের ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে। আর ছাগলের মালিকও তাতে প্রাপ্য 'হক' (যাকাত) আদায় না করলে তা তার সামনে পূর্বাপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠাকারে উপস্থিত হবে ; তাকে স্বীয় ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে এবং তাদের শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন যে, জীব-জন্তুতে প্রাপ্য 'হক'-এর অন্যতম হল পানির কাছে তার দুধ দোহন করা।^১ সাবধান, কেউ যেন কিয়ামতের দিন তার কাঁধে কোন উট নিয়ে উপস্থিত না হয়, যা চিৎকার করতে থাকবে। আর ঐ ব্যক্তি বলতে থাকবে : হে মুহাম্মাদ (সাহায্য করুন) ! আমি বলব : আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো আগেই (আল্লাহর হুকুম) পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। সাবধান, তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন তার কাঁধে কোন ছাগল নিয়ে উপস্থিত না হয়, যা চিৎকার করতে থাকবে। আর ঐ ব্যক্তি বলতে থাকবে, হে মুহাম্মাদ ! তখন আমি বলব : আমি তো আগেই (আল্লাহর হুকুম) পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : তাদের কারো কারো সম্পদ (যে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করা হয় না) কিয়ামতের দিন বিষাক্ত সাপের আকার ধারণ করবে। আর তার মালিক তা থেকে পলায়ন করতে থাকবে। কিন্তু সে তার পিছনে ধাওয়া করতে থাকবে (এবং বলতে থাকবে :) আমি তো তোমার সম্পদ। (এইরূপ পিছু নিতে নিতে) অবশেষে সে (ব্যক্তি) বাধ্য হয়ে তার আংগুল তার (সাপের) মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবে এবং ঐ সাপ তার অঙ্গুলী এবং পর্যায়ক্রমে সমস্ত দেহ গিলে ফেলবে।

بَابُ سَقُوطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ رُسُلًا لِأَهْلِهَا وَلِحَمُولَتِهِمْ

পরিচ্ছেদ : উটের যাকাত থেকে অব্যাহতি- যদি তা তার মালিকদের দুধের জন্য এবং পরিবহনের জন্য হয়

২৪৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بِهِزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً

১. আরবের লোকদের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল যে, দুগ্ধবতী পশুকে কোথাও পানি পান করাতে নেওয়া হলে দুধ দোহন করার পর উপস্থিত গরীব লোকদের কিছু দুধ দান করা হত। রাসূলুল্লাহ (সা) এ প্রথাকে মুত্তাহাব হিসেবে বহাল রেখেছেন।

لَبُونٍ لَا تَفْرُقُ اِبِلَ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرَالَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَانِثَا اَخَذُوَهَا وَشَطَرَ
اِبِلَهُ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا لَا يَحِلُّ لِاِبِلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ *

২৪৫০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - বাহয্ ইব্ন হাকীম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক অবাধে বিচরণকারী উটের যাকাত হল প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিন্ত লাবুন (তিন বছর বয়সী উটনী)। উটের হিসাব থেকে কোন উটকে বাদ দেওয়া হবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়্যতে তা দান করবে তার জন্য তার সওয়াব রয়েছে আর যে ব্যক্তি তা আদায় করতে অস্বীকার করবে আমরা অবশ্যই তার থেকে তা এবং সাথে সাথে তার অর্ধেক উট নিয়ে নেব। এটা আমার আল্লাহর অবশ্য পালনীয় বিধানসমূহ থেকে একটি বিধান। মুহাম্মাদ (সা)-এর বংশধরদের জন্য এর কোন কিছু বৈধ নয়।

بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

পরিচ্ছেদ : গরুর যাকাত

٢٤٥١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مِهْلَلٍ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاوِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ
أَرْبَعِينَ مُسْنَةً *

২৪৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি (রা) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইয়ামানে পাঠালেন এবং তাঁকে আদেশ দিলেন যেন, তাদের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার করে আদায় করেন অথবা তার সমমূল্যের মা'আফির ইয়ামানী চাদর আদায় করেন। আর গরুর যাকাত হিসেবে প্রত্যেক ত্রিশে একটি তাবী (দুই বছর বয়সী) বৃষ বা গাভী এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি 'মুসিন্না' (তিন বছর বয়সী গাভী) আদায় করেন।

٢٤٥٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ مُعَاذٌ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ
فَأَمَرَنِي أَنْ أَخْذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقْرَةً ثَنِيَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا
أَوْ عِدْلَهُ مَعَاوِرَ *

২৪৫২. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ামানে পাঠালেন এবং আমাকে আদেশ দিলেন যেন, আমি প্রত্যেক চল্লিশটি গরু থেকে একটি তিন বছর বয়সী গাভী এবং প্রত্যেক ত্রিশটি থেকে একটি তাবী (দুই বছর বয়সী) গরু আর প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার অথবা তার সমমূল্যের মা'আফির (ইয়ামানী কাপড়) আদায় করি।

২৪৫৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَغْفِرًا *

২৪৫৩. আহমাদ ইবন হারব (র) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইয়ামানে পাঠান তখন তাঁকে আদেশ করেন যেন, তিনি প্রত্যেক ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী (দুই বছর বয়সী গরু বা গাভী) এবং প্রত্যেক চল্লিশটি গরুতে একটি 'মুসিন্না' (তিন বছর বয়সী গাভী) আর প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার অথবা তার 'মা'আফির' সমমূল্যের (ইয়ামানী চাদর) আদায় করেন।

২৪৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَنُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا أَخْذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعَ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ *

২৪৫৪. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর তুসী (র) - - - - মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ামানে পাঠানোর সময় আদেশ দিয়েছিলেন যেন, আমি গরুর সংখ্যা ত্রিশ না হওয়া পর্যন্ত তার থেকে কিছু (যাকাত) আদায় না করি। যখন ত্রিশ হয়ে যাবে তখন একটি তাবী (দুই বছর বয়সী) পুরুষ অথবা স্ত্রী বাছুর (ঐড়ে বা বকনা দিতে হবে)। এ হুকুম চল্লিশ পর্যন্ত (ত্রিশের বেশী কিছু চল্লিশের কম)। চল্লিশ হয়ে গেলে তাতে একটি 'মুসিন্না' (তিন বছর বয়সী গাভী ওয়াজিব হবে)।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْبَقَرِ

পরিচ্ছেদ : গরুর যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

২৪৫৫. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا وَقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٌ قَرَقَرٌ تَطْوُهُ ذَاتُ الْأَطْلَافِ بِأَطْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمُنْذٍ جَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاذَا قَالَ أَطْرَاقُ فَحَلَّهَا وَإِعَارَةٌ دَلَوْهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا صَاحِبٍ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا يُخِيلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعٌ أَقْرَعُ يَغْرِمُنُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ يَقُولُ

لَهُ هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتُ تَبْخُلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ *

২৪৫৫. ওয়াসিল ইবন আবদুল 'আলা (রা) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উট, গরু এবং ছাগলের 'প্রাপ্য' আদায় না করবে তাকে কিয়ামতের দিন একটি সমতল ভূমিতে থামিয়ে (স্থির করে) রাখা হবে। তাকে ক্ষুর বিশিষ্ট (জন্তু)রা ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে এবং শিং বিশিষ্ট (জন্তু)রা শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। সে দিন সেগুলোর মধ্যে কোন শিং বিহীন বা ভগ্ন শিং বিশিষ্ট থাকবে না। আমরা প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! জন্তুতে (মুস্তাহাব) 'প্রাপ্য' কি? তিনি বললেন, প্রজন্মের জন্য যাঁড় গরু ধার দেওয়া, ডোল (বালতি) পানি সেচের জন্য ধার দেওয়া এবং পশুর উপর আল্লাহর রাস্তায় ভার বহন করা।^১ (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য পশু ধার দেওয়া) আর যে ধনবান ব্যক্তি ধন সম্পদের যাকাত আদায় না করবে কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ধন-সম্পদ তার সামনে বিষাক্ত সাপের আকৃতিতে উপস্থিত হবে। তার মালিক তার থেকে পলায়ন করবে কিন্তু তা (সাপ) তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকবে এবং বলবে যে, এতো তোমার ধন-সম্পদ যা থেকে তুমি কৃপণতা করতে (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় করতে না)। যখন সে ব্যক্তি দেখবে যে, তার (সাপের) হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই তখন সে তার হাত তার মুখে প্রবেশ করিয়ে দেবে আর সাপ তা কামড়াতে থাকবে যে রূপ যাঁড় কামড়াতে থাকে।

بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

পরিচ্ছেদ : ছাগলের যাকাত

২৪৫৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيحُ بْنُ النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ ﷺ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلْيُعْطِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَبُونٌ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْفَحْلُ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ

১. প্রশ্নকারিগণ মুস্তাহাব 'প্রাপ্য' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাই মানবিক কারণে যা করণীয় তাই বলেছেন। ফরয 'প্রাপ্য' তারা অবগত ছিলেন।

وَمِائَةٌ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لِبُؤْنٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةٌ لِبُؤْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بُؤْنٍ لِبُؤْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةٌ لِبُؤْنٍ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَنَفِيهَا شاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٌ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَنَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَنَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَنَفِي كُلِّ مِائَةٍ شاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا *

২৪৫৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ফাদালাহ্ (রা) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা) তাঁকে লিখেছিলেন : এ হলো ফরয যাকাত যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানদের উপর ধার্য করেছেন। তাই যে কোন মুসলমানের কাছে তা নিয়ম মাস্কি চাওয়া হবে সে তা দিয়ে দেবে। আর যার কাছে অধিক দাবী করা হবে সে তাকে দিবে না। উট, পঁচিশের কম হলে প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি বকরী। পঁচিশ হয়ে গেলে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি 'বিন্ত মাখায' (দুই বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব)। 'বিন্ত মাখায' (দুই বছর বয়সী উটনী) না পেলে 'ইব্ন লাবুন' (তিন বছর বয়সী) পুরুষ উট দিতে হবে। ছত্রিশ হয়ে গেলে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি 'বিন্ত লাবুন' (তিন বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব)। ছেচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত উটে 'হিককা' (চার বছর

বয়সী) আরোহণের উপযোগ্য একটি উটনী ওয়াজিব। একষটি থেকে পাঁচাত্তর পর্যন্ত উটে একটি 'জায়'আ' (পাঁচ বছর বয়সী উটনী দিতে হবে)। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত হলে তাতে দুটি 'বিন্ত লাবুন' (তিন বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব হবে)। উটের সংখ্যা একানব্বই থেকে একশত বিশ পর্যন্ত হলে তাতে আরোহণের উপযোগী (চার বছর বয়সী) দু'টি (উটনী ওয়াজিব হবে)। একশত বিশের অধিক হয়ে গেলে প্রত্যেক চল্লিশে একটি 'বিন্ত লাবুন' (তিন বছর বয়সী উটনী) এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি 'হিককা' (চার বছর বয়সী উটনী দিতে হবে)। যদি ফরয যাকাত আদায়কালে উটের বয়সের তারতম্য হয়ে যায়—যেমন, কারো উপর একটি জায়'আ' (পাঁচ বছর বয়সী উট) ওয়াজিব হয়ে গেল অথচ তার কাছে জায়'আ' (পাঁচ বছর বয়সী উট) নেই বরং (চার বছর বয়সী) উট রয়েছে তাহলে তার কাছ থেকে তাই আদায় করা হবে এবং তার সাথে যদি সহজ সাধ্য হয় দু'টি ছাগল দিয়ে দিবে অথবা বিশটি দিরহাম দিয়ে দিবে। আর কারো উপর একটি হিককা (চার বছরের উটনী)-র যাকাত ওয়াজিব হল, কিন্তু তার কাছে জায়'আ' (পাঁচ বছরের) ব্যতীত অন্যটি নেই তবে তার কাছ থেকে তা (জায়'আ)-ই গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে বিশ দিরহাম দিবে, অথবা দু'টি ছাগল। আর যার উপর একটি 'হিককা' যাকাত ওয়াজিব হল, কিন্তু তা তার কাছে নেই, বরং তার কাছে 'বিন্ত লাবুন' (তিন বছরের মাদী) আছে তবে তা-ই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং সে তার সংগে দু'টি ছাগল দিবে। যদি তা সহজসাধ্য হয়। অন্যথা বিশ দিরহাম (দিবে)। আর যার উপর একটি 'বিন্ত লাবুন' যাকাত ওয়াজিব হল, কিন্তু তার কাছে 'হিককা' ব্যতীত অন্য কিছু নেই তবে তার কাছ থেকে তা-ই গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে (যাকাতদাতাকে) বিশ দিরহাম অথবা দু'টি ছাগল (ফিরিয়ে) দিবে। আর কারো উপর একটি 'বিন্ত লাবুন' (তিন বছর বয়সী উটনী) ওয়াজিব হয়ে গেল কিন্তু তার কাছে 'বিন্ত লাবুন' (তিন বছর বয়সী উটনী) নেই এবং 'বিনত মাখায়' (দুই বছর বয়সী উটনী) আছে, তাহলে তার কাছ থেকে তাই আদায় করা হবে এবং তার সাথে (যাকাত প্রদানকারী যাকাত উসূলকারীকে) যদি সহজসাধ্য হয় দুটি ছাগল দিবে অথবা বিশটি দিরহাম (দিয়ে দিবে)। আর কারো উপর 'বিনত মাআয' (দু' বছর বয়সী উটনী) ওয়াজিব হয়ে গেল অথচ তার কাছে শুধুমাত্র 'ইবন লাবুন' (তিন বছর বয়সী উট) রয়েছে তাহলে তার থেকে তাই গ্রহণ করা হবে এবং তার সাথে আর কিছু লেনদেন করতে হবে না। আর যার কাছে শুধুমাত্র চারটি উট রয়েছে তার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। অবশ্য তার মালিক যদি কিছু আদায় করতে ইচ্ছা করে (তবে সেটা ভিন্ন কথা)। ছাগলের যাকাত অবাধে চরে বেড়ানো চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল। যদি (একশত বিশটির উপর) একটি ছাগলও বেশী হয় তবে দু'টি ছাগল (ওয়াজিব হবে) দুইশত পর্যন্ত। যদি তার থেকে একটি বেশী হয়ে যায় তাহলে তিনশত পর্যন্ত তিনটি ছাগল (দিতে হবে)। যদি তার থেকে একটিও বেশী হয়ে যায় তবে প্রতি একশতে একটি করে ছাগল ওয়াজিব হবে। আর যাকাত আদায়কালে অতি বৃদ্ধ এবং ক্রটিযুক্ত ও পাঁঠা ছাগল গ্রহণ করা হবে না। অবশ্য যাকাত উসূলকারী যদি ভাল মনে করে (তবে তা গ্রহণ করতে পারবে)। যাকাত আদায়ের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশু একত্রিত করা যাবে না আর একত্রিত পশুও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। শরীকী মালে দু'জন (শরীকরা) সমহারে লেনদেন করে নিবে। কারো বিচরণকারী যদি চল্লিশটি ছাগলের থেকে একটিও কম হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য তার মালিক যদি আদায় করতে ইচ্ছা করে (তবে সেটা ভিন্ন কথা)। আর রূপার যাকাত হল (দু'শ দিরহাম হলে) চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (প্রতি শতে আড়াই ভাগ) যদি কারো কাছে একশত নব্বইটি দিরহাম (দু'শ-এর কম) থাকে তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য তার মালিক যদি আদায় করতে ইচ্ছা করে (তবে সেটা ভিন্ন কথা)।

بَابُ مَانِعٍ زَكَاةِ الْغَنَمِ

পরিচ্ছেদ : ছাগলের যাকাত অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

২৪৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا
يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ يَقْرُونَهَا وَتَطْوُهُ
بِاخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتْ أَخْرَاهَا أَعَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ *

২৪৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি উট, গরু এবং ছাগলের মালিক হয়েও তার যাকাত আদায় না করবে, কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত পশু পূর্বাপেক্ষা বিশালদেহী এবং মোটা-তাজা আকারে তার কাছে উপস্থিত হবে তারা তাকে তাদের শিং দ্বারা আঘাত এবং তাদের ক্ষুর দ্বারা (চক্রাকারে) দলন করতে থাকবে। যখনই তাদের শেষেরটি পার হয়ে যাবে তখনই পূর্বেরটা ফিরিয়ে আনা হবে। এ রকমই চলতে থাকবে লোকজনের বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত।

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ

পরিচ্ছেদ : বিচ্ছিন্ন (পশু)-কে একত্রিত এবং একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করা প্রসঙ্গে

২৪৫৮. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَيْنَاهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي
عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذَ رَاحِيعَ لَبَنٍ وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا نَفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فَاتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ
كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْهَا فَأَبَى *

২৪৫৮. হান্নাদ ইব্ন সারিয়ী (র) - - - - সুওয়াইদ ইব্ন গাফালাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাকাত উসূলকারী আসলে আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম : “আমার অঙ্গীকারের (আদেশ-এর) মধ্যে আছে আমি যেন দুগ্ধবতী পশু না নেই এবং বিচ্ছিন্ন পশুগুলো একত্রিত না করি, একত্রিত (পশু)গুলো বিচ্ছিন্ন না করি। (রাবী বলেন,) ইতিমধ্যে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি উচু কুঁজ বিশিষ্ট একটি উট নিয়ে এসে বলল যে, এটা আপনি গ্রহণ করুন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

২৪৫৯. أَخْبَرَنَا هِرُونَ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزُّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ
سَاعِيًا فَاتَى رَجُلًا فَاتَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَأَنْ فَلَانًا أَعْطَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا اللَّهُمَّ لَا تَبَارِكْ فِيهِ وَلَا فِي إِبِلِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ
بِنَاقَةٍ حَسَنَاءَ فَقَالَ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِيِّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ
فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ *

২৪৫৯. হারুন ইবন যায়দ (র) - - - - ওয়ায়িল ইবন হজর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন যাকাত
উসূলকারীকে পাঠালেন। তিনি এক ব্যক্তির কাছে গেলে সে তাকে উটের একটি দুর্বল (কৃষ) বাচ্চা দিল।
(বিষয়টি অবগত হলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে যাকাত
উসূলকারীকে পাঠলাম, অথচ অমুক ব্যক্তি তাকে একটি উটের দুর্বল বাচ্চা দিল। হে আল্লাহ; তুমি তাকে এবং
তার উটে বরকত দিও না। এ সংবাদ তার কাছে পৌছলে সে একটি উত্তম উটনী নিয়ে আসল এবং বলল : আমি
আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর কাছে তওবা করছি। তখন নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তুমি তাকে এবং
তার উটের বরকত দান কর।^১

بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত দাতার জন্য ইমামের দু'আ করা

২৪৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بْنُ
مُرَّةٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ
بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ
أَبِي أَوْفَى *

২৪৬০. আমর ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
কাছে যখন সমাজের কেউ যাকাত নিয়ে আসত তখন তিনি বলতেন : হে আল্লাহ; অমুকের বংশধরদের উপর
রহমত বর্ষণ কর। (রাবী বলেন) : আমার পিতা তাঁর কাছে যাকাত নিয়ে আসলে তিনি দু'আ করলেন, হে
আল্লাহ! তুমি আবু আওফার বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ কর।

بَابُ إِذَا جَاوَزَ فِي الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত আদায়কারীর সীমালংঘন করা প্রসঙ্গে

২৪৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ
بْنِ أَبِي اسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ
الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينَا نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِكَ يَظْلِمُونَ قَالَ أَرْضَوْا مُصَدِّقَكُمْ

১. পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালনার্থে তিনি এ দু'আ করলেন। কেননা আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা) কে নির্দেশ দিয়েছেন : صَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنْ مَلَائِكَتُكَ سَكَنَ لَهُمْ। আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, কেননা আপনার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক হবে।

قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ ثُمَّ قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالَ جَرِيرٌ
فَمَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ *

২৪৬১. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) এবং মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী
ﷺ-এর কাছে কয়েকজন বেদুঈন এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাদের কাছে আপনার পক্ষ থেকে কোন
যাকাত উসূলকারী আসে; যারা জুলুম (সীমালংঘন) করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের
যাকাত উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা বলল (যাকাত উসূলকারী), জুলুম করলেও ? রাসূলুল্লাহ্
বললেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারীদের সন্তুষ্ট রাখবে। তারা আবারও বলল, যাকাত উসূলকারী জুলুম
করলেও ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারীদের সন্তুষ্ট রাখবে। জারীর (রা)
বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে থেকে (এ কথা) শোনার পর হতে কোন যাকাত উসূলকারী আমার কাছ
থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়নি।

٢٤٦٢. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ عَلِيَّةٍ قَالَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ *

২৪৬২. যিয়াদ ইবন আইযুব (র) - - - - জারীর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের
কাছে যাকাত উসূলকারী আসবে তখন (তোমরা তার সাথে এমন ব্যবহার করবে,) সে যেন তোমাদের উপর
সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়।

بَابُ إِعْطَاءِ السَّيِّدِ الْمَالِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত উসূলকারীর বাছাই করে নেয়া ব্যতীত সম্পদের মালিকের উত্তম মাল দান
করা প্রসঙ্গে

٢٤٦٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ
إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِينَةَ قَالَ أَسْتَعْمَلَ بَنُ عُلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةَ
قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ فَبَعَثَنِي أَبِي إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لِأَتِيَهُ بِمُصَدِّقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ
عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ يُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ أَنْ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ ابْنُ أَخِي
وَأَيُّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا لَنَشْبِرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنُ أَخِي فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي
كُنْتُ فِي شُعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشُّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى
بَعِيرٍ فَقَالَا إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَى فِيهَا
قَالَا شَاةٌ فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُعْتَلِكَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَ

هَذِهِ الشَّافِعُ وَالشَّافِعُ الْحَائِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وَلَادُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَا نَاوِلْنَاهَا فَرَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ أَنْطَلَقَا *

২৪৬৩. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - মুসলিম ইবন হাফিনা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইবন আলকামা (র) আমার পিতাকে তাঁর গোত্রের (অবস্থা দেখাশুনার জন্য) প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন এবং তাঁকে তাদের থেকে যাকাত উসূল করার আদেশ দিলেন। আমার পিতা আমাকে একটি ছোট গোত্রের নিকট পাঠালেন, যাতে আমি তাদের থেকে যাকাত উসূল করে তাঁর কাছে নিয়ে আসি। আমি বের হয়ে গেলাম এবং সার' নামক একজন বৃদ্ধ লোকের কাছে গেলাম। আমি তাকে বললাম যে, আমার পিতা আপনার ছাগলের যাকাত উসূল করার জন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, হে আমার ভাতুষ্পুত্র, তোমরা কিরূপ (ছাগল) নিয়ে থাক? আমি বললাম যে, আমরা পছন্দ করে উসূল করে থাকি, এমনকি আমরা বকরীর দুধের স্তনও পরিমাণ করে নেই। তিনি বললেন, হে ভাতুষ্পুত্র! আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, (শুন) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে উপত্যকাসমূহের কোন এক উপত্যকায় আমার ছাগল নিয়ে থাকতাম, তখন উটের উপর আরোহণ করে দুইজন লোক আমার কাছে এসে বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (শ্রেণিত প্রতিনিধি)। আপনার কাছে এসেছি আপনার ছাগলের যাকাত উসূল করার জন্য। তিনি বলেন, আমি বললাম যে, আমার এ (সমস্ত ছাগলের জন্য) কিরূপ (যাকাত) ওয়াজিব হবে? তারা বললেন, একটা বকরী (ওয়াজিব হবে)। তখন আমি এমন একটি বকরী দেওয়ার ইচ্ছা করলাম যার সম্পর্কে আমার জানা ছিল যে, সেটা অত্যধিক দুগ্ধবতী এবং বলিষ্ঠদেহী। আমি সেটাই তাদেরকে বের করে দিলাম। তারা বললেন যে, এটাতো 'শাফি' গর্ভবতী। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে গর্ভবতী বকরী নিতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি তাদেরকে এমন একটি উত্তম বকরী দিতে ইচ্ছা করলাম, যা এখনো গর্ভবতী হয়নি, তবে অচিরেই গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। (গর্ভবতী হওয়ার বয়সে পৌছেছে। আমি তা তাদের সামনে বের করে দিলে তারা বললেন, এটা আমাদের কাছে তুলে দিন। আমি তা তাদেরকে তুলে দিলাম। তারা সেটাকে তাদের সাথে তাদের উটের উপর উঠিয়ে নিলেন এবং গ্রস্থান করলেন।

٢٤٦٤. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ ثَفِينَةَ أَنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

২৪৬৪. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - মুসলিম ইবন হাফিনা (র) বলেন যে, আলকামা (রা) তাঁর পিতাকে (মুসলিম এর পিতা হাফিনাকে) তার গোত্রের যাকাত উসূল করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٤٦٥. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ وَقَالَ

عُمَرُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا *

২৪৬৫. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উমর (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত আদায় করতে আদেশ করলেন। (একসময়) তাঁকে বলা হল যে, ইবন জামীল, খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) এবং আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (হ্যাঁ), জামীলের যাকাত প্রদানে অসম্মতির (ও অস্বীকৃতি)-র কারণ শুধু এই যে, সে একজন দরিদ্র লোক ছিল, তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পদশালী করেছেন। আর খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর উপর তোমরা অবিচার করছ। কেননা সে তার বর্মসমূহ এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। আর আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা), রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাচা; তাঁর উপরে তো যাকাত প্রযোজ্য হবেই, বরং তার সাথে তার সমপরিমাণ (আরো কিছু তাঁকে দান করতে হবে)। (যেহেতু তিনি সম্মানিত ব্যক্তি)।^১

٢٤٦٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ مِثْلِهِ سَوَاءٌ *

২৪৬৬. আহমাদ ইবন হাফস্ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত উসূল করার আদেশ দিলেন। রাবী হুবহু পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

٢٤٦٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الشَّقْفِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كِدْتُ أَقْتُلُ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّهُ تَعَطَّى فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا *

২৪৬৭. আমর ইবন মানসূর (র) ও মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন হিলাল সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে বলল, মনে হয় যেন, (পরিস্থিতি এই যে,) আপনার তিরোধানের পরে আমাকে যাকাতের ছাগল ছানা অথবা বকরীর জন্য হত্যা করা হবে, (যাকাতের ব্যাপারে আপনার জীবদ্দশায়ই যখন এত কষাকষি, না জানি আপনার তিরোধানের পর কত কষাকষি করা হয়)

১. একটি বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (সা) সরকারী বিশেষ প্রয়োজনে আব্বাস (রা)-এর নিকট হতে দুই বছরের যাকাত (পরিমাণ) আগাম (বা ধার রূপে) নিয়েছিলেন। সুতরাং দু' বছরের যাকাত তার নিকট দাবী করার সুযোগ ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি সেগুলো গরীব মুহাজিরদের মাঝে দান করে দেয়া না হত, (অর্থাৎ প্রয়োজন না থাক) তাহলে তা আমি গ্রহণই করতাম না।

بَابُ زَكَاةِ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার যাকাত

২৪৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ *

২৪৬৮. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানের উপরে তার (খিদমতের) গোলাম এবং (আরোহণের) ঘোড়ার জন্য কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

২৪৬৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَرَّرُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ *

২৪৬৯. মুহাম্মাদ ইবন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিম ব্যক্তির উপরে তার (খিদমতের) গোলাম এবং (আরোহণের) ঘোড়ার জন্য কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

২৪৭০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ *

২৪৭০. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে মারফু' রূপে বর্ণনা করে বলেন যে, মুসলমানের উপরে তার (খিদমতের) গোলামে এবং (আরোহণের) ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হয় না)।

২৪৭১. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ خُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ *

২৪৭১. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, মুসলমানের (আরোহণের) ঘোড়ায় এবং (খিদমতের) গোলামে এর কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

بَابُ زَكَاةِ الرُّقِيِّ

পরিচ্ছেদ : গোলামের যাকাত

২৪৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرْسِهِ صَدَقَةٌ *

২৪৭২. মুহাম্মাদ ইবন সালামা এবং হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের উপরে তার (খিদমতের) গোলামে এবং (আরোহণের) ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

২৪৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي غُلَامِهِ وَلَا فِي فَرْسِهِ *

২৪৭৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানের উপরে তার খিদমতের গোলামে এবং আরোহণের ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

بَابُ زَكَاةِ الْوَرَقِ

পরিচ্ছেদ : রূপার যাকাত

২৪৭৪. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيهِمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيهِمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهِمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৭৪. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ ওকিয়ার কম রূপায়^১ যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)। পাঁচটি উটের কম উটে কোন যাকাত নেই। পাঁচ ওসকের^২ কম ফসলেও কোন যাকাত নেই।

২৪৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَفْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ

১. সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম রূপায় যাকাত ওয়াজিব হবে না।

২. বাংলাদেশীয় হিসাবে এক ওসক এ প্রায় ৫ মন ২১ সের ৪ ছটাক। সুতরাং পাঁচ ওসক এ ২৭ মন ২৬ সের ৪ ছটাক (বা এক টন) বর্তমানে প্রচলিত হিসাব অনুসারে ১০০০ (এক হাজার) কে.জি. বলা যেতে পারে।

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيهِمَا دُونُ خُمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ الثَّمَرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهِمَا دُونُ خُمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهِمَا دُونُ مِنَ الْأَيْلِ صَدَقَةٌ *

২৪৭৫. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ ওসকের কম খেজুরে কোন যাকাত নেই; পাঁচ ওকিয়ার কম রূপায় কোন যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের কম উটেও কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

٢٤٧٦. أَخْبَرَنَا هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَفْصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَدَقَةٌ فِيهِمَا دُونُ خُمْسِ أَوْسَاقٍ مِنَ الثَّمَرِ وَلَا فِيهِمَا دُونُ خُمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيهِمَا دُونُ خُمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْأَيْلِ صَدَقَةٌ *

২৪৭৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন, পাঁচ ওসকের কম খেজুরে কোন যাকাত নেই পাঁচ ওকিয়ার কম রূপায় কোন যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের (কম উটেও) কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

٢٤٧٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حَبَّانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَفْصَعَةَ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ فِيهِمَا دُونُ خُمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهِمَا دُونُ خُمْسِ مِنَ الْأَيْلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهِمَا دُونُ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৭৭. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর তুসী (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, পাঁচ ওকিয়ার কম রূপায় কোন যাকাত নেই; পাঁচটি উটের কম উটে কোন যাকাত নেই এবং পাঁচ ওসকের কম ফসলেও কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

٢٤٧٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَاضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مَائَتَيْنِ خُمْسَةً *

২৪৭৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি (আরোহণের) ঘোড়া এবং (খিদমতের) ক্রীতদাসের যাকাত থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দিলাম। এখন তোমরা তোমাদের মালের প্রত্যেক দুইশততে (দিরহামে) পাঁচ (দিরহাম) হারে যাকাত আদায় কর।^১

২৪৭৭. أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي اسْحَقٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ *

২৪৭৯. হুসায়ন ইবন মানসুর (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি (আরোহণের) ঘোড়া এবং (খিদমতের) ক্রীতদাসের (যাকাত) থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দিলাম। আর দু'শত এর কমে (রূপায়)ও কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

পরিচ্ছেদ : অলংকারের যাকাত

২৪৮০. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبِنتُ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَتُودَيْنِ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيُسْرِكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعْتُهُمَا فَالْقَتُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ *

২৪৮০. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব তার পিতা তার (রা) দাদা থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়ামানী মহিলা এবং তার কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল। তার কন্যার হাতে স্বর্ণের দু'টি পুরু কাঁকন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত আদায় করে থাক? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে এ দু'টি কাঁকনের পরিবর্তে আগুনের দু'টি কাঁকন পরাবেন? রাবী বলেন, তখন সে দুটি (কাঁকনই) খুলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিয়ে দিল এবং বলল যে, এ দু'টিই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য।

২৪৮১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا بِنْتُ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالِدٌ أَثْبَتَ مِنَ الْمُعْتَمِرِ *

২৪৮১. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আসল তার সংগে তার একটি মেয়ে ছিল এবং তার কন্যার হাতে দু'টি কাঁকন ছিল। এরপর রাবী পূর্ব বর্ণনার ন্যায় 'মুরসাল' রূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَانِعُ زَكَاةِ مَالِهِ

পরিচ্ছেদ : নিজ সম্পদের যাকাত অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

২৪৮২. أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخِيلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يَطْوِقُهُ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ *

২৪৮২. ফযল ইবন সাহল (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তার মাল তার কাছে এক বিষধর সাপের আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে, যার চোখের উপর দু'টি কাল (বিন্দু) থাকবে। রাবী বলেন, সে সাপ তাকে জড়িয়ে ধরবে অথবা গলায় বেড়ি রূপে পেঁচিয়ে ধরবে। রাবী বলেন, সে সাপ বলতে থাকবে যে, আমি তোমার ধন-ভাণ্ডার, আমি তোমার ধন-ভাণ্ডার।

২৪৮৩. أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةَ *

২৪৮৩. ফযল ইবন সাহল (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা যাকে ধন-সম্পত্তি দান করলেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করল না, কিয়ামতের দিন সে ধন-সম্পত্তিগুলোকে বিষধর সাপের আকার করে দেয়া হবে যার চোখের উপর দু'টি কাল দাগ(বিন্দু) থাকবে। কিয়ামতের দিন সে সাপ তার চোয়ালদ্বয়ে আঁকড়িয়ে (কামড়ে) ধরবে এবং বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার ধন-ভাণ্ডার। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ : وَمَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

১. অনুবাদ : এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেয়া হবে। (সূরা আল-ইমরান : ১৮০)।

بَابُ زَكَاةِ التَّمْرِ

পরিচ্ছেদ : খেজুরের যাকাত

২৪৮৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ *

২৪৮৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন : পাঁচ ওসকের কম শস্য এবং খেজুরে যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

بَابُ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ

পরিচ্ছেদ : গমের যাকাত

২৪৮৫. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خُمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خُمْسَةَ أَوْاقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خُمْسَ دَوْدٍ *

২৪৮৫. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, পাঁচ ওসক না হওয়া পর্যন্ত গমে যাকাত সাব্যস্ত (ওয়াজিব) হবে না। আর পাঁচ ওকিয়া না হওয়া পর্যন্ত রূপায় যাকাত সাব্যস্ত (ওয়াজিব) হবে না। পাঁচটি উটে না হওয়া পর্যন্ত উটেও যাকাত সাব্যস্ত (ওয়াজিব) হবে না।

بَابُ زَكَاةِ الْحَبُّوبِ

পরিচ্ছেদ : শস্য দানার যাকাত

২৪৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خُمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَلَا فِيهَا دُونَ خُمْسِ دَوْدٍ وَلَا فِيهَا دُونَ خُمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৮৬. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী বলেছেন : পাঁচ ওসক না হওয়া পর্যন্ত শস্য দানায় এবং খেজুরে কোন যাকাত নেই। আর পাঁচটির কম উটে এবং পাঁচ ওকিয়ার কম রূপাও কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ

যে পরিমাণে (সম্পদে) যাকাত ওয়াজিব হবে

২৪৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيهِمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْ أَقْ صَدَقَةٌ *

২৪৮৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহু (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : পাঁচ ওকিয়ার কমে (রূপায়) কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

২৪৮৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيهِمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْ أَقْ صَدَقَةٌ وَلَا فِيهِمَا دُونَ خُمْسٍ دُونَ خُمْسٍ وَلَا فِيهِمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْ أَقْ صَدَقَةٌ *

২৪৮৮. আহমাদ ইবন আবদাহু (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পাঁচ ওকিয়ার কমে (রূপায়) কোন যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটেও কোন যাকাত নেই। আর পাঁচ ওসকের কমে (শস্যেও) কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

بَابُ مَا يُؤْجِبُ الْعُشْرَ وَمَا يُؤْجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ

পরিচ্ছেদ : কোন্ শস্যে 'উশর' এবং কোন্ শস্যে উশরে অর্ধেক ওয়াজিব হবে ?

২৪৮৯. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْهَيْثَمِ أَبُو جَعْفَرٍ الْإِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيهِمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالسَّوَانِي وَالنَّضْعِ نِصْفُ الْعُشْرِ *

২৪৮৯. হারুন ইবন সাঈদ (র) - - - - সালিমের পিতা (আবদুল্লাহু ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যা (যে শস্যক্ষেত্র) বৃষ্টির পানি, খাল-বিল ও পুকুর-ঝর্ণা দ্বারা (প্রাকৃতিক উপায়ে) সেচপ্রাপ্ত হয়ে অথবা মাটিতে সিঞ্চিত পানি দ্বারা (স্বয়ংক্রিয়) সেচপ্রাপ্ত হয় তাতে 'উশর' (এক-দশমাংশ) যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যা সেচের উট (পশু) বা বালতি ইত্যাদি দ্বারা অথবা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়) সেচপ্রাপ্ত হয় তাতে 'উশরের অর্ধেক (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত (ওয়াজিব হবে)।

২৪৯০. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ

قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ *

২৪৯০. আমর ইব্ন সাওয়াদ ও আহমাদ ইব্ন আমর এবং হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বৃষ্টির পানি, নদীর পানি এবং ঝরনার পানি দ্বারা সেচকৃত (জমিতে) (শস্য) উশর এবং সেচের পশু দ্বারা সেচকৃত (জমিতে চাষ) উশরের অর্ধেক (যাকাত ওয়াজিব হবে)।

۲۴۹۱. أَخْبَرَنَا هُثَّاءُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخْذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وَفِيمَا سَقَى بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ *

২৪৯১. হান্নাদ ইবনুল সারি (র) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, আমি বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচকৃত (শস্য) থেকে উশর $\frac{1}{5}$ এবং বালতি (ইত্যাদি যন্ত্রের) দ্বারা সেচকৃত (শস্য) থেকে উশর এর অর্ধেক $\frac{1}{2}$ (যাকাত আদায় করি)।

كَمْ يَتْرَكِ الْخَارِصُ

আগাম পরিমাণ নির্ধারণকারী কি পরিমাণ ছাড় দেবে ?

۲۴۹۲. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ بْنِ نِيَّارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ قَالَ أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخْذُوا وَدَعُوا الثُّلْثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدْعُوا الثُّلْثَ شَكَّ شُعْبَةُ فَدَعُوا الرَّبْعَ *

২৪৯২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - সাহল ইব্ন আবু হাছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন তখন আমরা বাজারে ছিলাম। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা আনুমানিক পরিমাণ নির্ধারণ করবে তখন (নির্ধারিত পরিমাণের যাকাত) নিয়ে নেবে এবং এক-তৃতীয়াংশ ছাড় দেবে। আর যদি তোমরা তা না নাও অথবা তিনি বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ ছাড় না দাও তাহলে এক-চতুর্থাংশ ছাড় দাও। “যদি তোমরা না নাও।” “(যদি তোমরা এক-তৃতীয়াংশ) ছাড় না দাও।” এ বাক্য দুটির মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনটি বলেছেন শু'বা (র) নিশ্চয়তার সাথে তা বলতে পারেন নি।

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

৯ হান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা বাণী : وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

২৪৯৩. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصَبِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حُنَيْفٍ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ هُوَ الْجَعْرُورُ وَلَوْ كُنْ حَبِيقَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرِّذَالَةُ *

২৪৯৩. ইউনুস ইবন আবদুল 'আলা এবং হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু উমামা ইবন সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, তা হল 'জু'রুর' এবং লাতুন 'ছবায়ক' (নামক দু' প্রকার নিম্নমানের খেজুর)। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত আদায়কালে নিকৃষ্ট দ্রব্য উসূল করতে নিষেধ করেছেন।

২৪৯৪. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِيَدِهِ عَصَا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنْوً حَشَفٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُ فِي ذَلِكَ الْقَنْوِ فَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبِ مِنْ هَذَا إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

২৪৯৪. ইয়া কুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আউফ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বের হলেন। তখন তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। ইতিপূর্বে এক ব্যক্তি এক ছড়া নিকৃষ্ট খেজুর লটকিয়ে রেখেছিল (দান করার জন্য)। তিনি লাঠি দ্বারা তাতে গুঁতো দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে, যদি এ সাদাকার মালিক ইচ্ছা করত তা হলে এর চেয়ে উত্তম খেজুর সাদাকা আদায় করতে পারত। এ সাদাকার মালিক কিয়ামতের দিন এ রকম নিকৃষ্ট খেজুরই খাবে।

بَابُ الْمَعْدِنِ

পরিচ্ছেদ : খনিজ দ্রব্যের যাকাত প্রসঙ্গে

২৪৯৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

১. তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ (শস্য ইত্যাদি) হতে তার উত্তম অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করবে এবং তার নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার সংকল্প করবে না।

شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّفْطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَاتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرَفْنَاهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَاتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرُّكَازِ الْخُمْسُ *

২৪৯৫. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইব্ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতা — তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কুড়িয়ে পাওয়া মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, যা চলাচলের রাস্তা এবং জন অধ্যুষিত জনপদে কুড়িয়ে পাবে এক বছর পর্যন্ত তার প্রচার করতে থাকবে। যদি তার মালিক এসে পড়ে (তাহলে তাকে তা দিয়ে দেবে)। অন্যথা তা তোমার অধিকারে এসে যাবে। আর চলাচলের রাস্তা এবং জনবসতি সম্পন্ন জনপদে না হলে তাতে (কুড়িয়ে পাওয়া দ্রব্য) এবং মাটির তলায় প্রাপ্ত সম্পদে (খনিজ দ্রব্য) এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত আদায় করবে)।

٢٤٩٦. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُجَمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرُّكَازِ الْخُمْسُ *

২৪৯৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, চতুস্পদ জন্তু(র আঘাতজনিত মৃত্যুতে) ক্ষতিপূরণমুক্ত। কুয়া(য় পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত। আর খনি(তে পড়ে মৃত্যুবরণ করলেও তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত এবং মাটির তলায় প্রাপ্ত সম্পদে (খনিজ দ্রব্য) এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত ওয়াজিব হবে)।

٢٤٩٧. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ *

২৪৯৭. ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٢٤٩٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَرَحُ الْعُجَمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرُّكَازِ الْخُمْسُ *

২৪৯৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চতুস্পদ জন্তু(র

আঘাতজনিত মৃত্যুতে কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত। কুয়া(য়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত, খনি(তে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত এবং মাটির তলায় প্রাপ্ত সম্পদে (খনিজ দ্রব্যো) এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত ওয়াজিব হবে)।

٢٤٩٩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ وَهَشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ *

২৪৯৯. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুয়া(তে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত, চতুর্পদ জন্তু(র আঘাতজনিত মৃত্যুতে কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত, খনি(তে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত আর মাটির তলায় প্রাপ্ত সম্পদে (খনিজ দ্রব্যো) এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত ওয়াজিব হবে)।

بَابُ زَكَاةِ النَّحْلِ

পরিচ্ছেদ : মধুর যাকাত

٢٥٠٠. أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُشُورٍ نَحْلٍ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلْبَةٌ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِيَّ فَلَمَّا وَلَّى عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سَفِيَّانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ أَدَّى إِلَى مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُشْرِ نَحْلِهِ فَأَحْمَ لَهُ سَلْبَةٌ ذَلِكَ وَالْأَفَانِمَا هُوَ ذُبَابٌ غَيْثٌ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ *

২৫০০. মুগীরা ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতা — তার দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তার কিছু মধুর উশর ($\frac{1}{20}$ অংশ) নিয়ে আসলেন এবং “সালাবাহু” নামক উপত্যকা সমভূমি তাকে বরাদ্দ প্রদানের (তাঁর তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিতে) আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তাকে বরাদ্দ (খাসরুপে ছেড়ে) দিলেন। যখন উমর (রা) খলীফা হলেন, তখন সুফইয়ান ইবন ওয়াহাব উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে লিখে পাঠালেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) (উত্তরে) লিখলেন যে, যদি সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে তার মধুর যে উশর ($\frac{1}{20}$) আদায় করত তা যদি আমার কাছেও আদায় করে তাহলে “সালাবাহু” তার জন্য ‘খাসভূমি’ রূপে (তার তত্ত্বাবধানেই) রেখে দাও। অন্যথা তা ফুলে ফুলে বিচরণকারী মধু-মক্ষিকা। যার — ইচ্ছা সেই (ঐ মধু-মক্ষিকার আহরিত মধু) খেতে পারবে।

بَابُ فَرَضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদ : রমায়ানের যাকাত (সাদাকায় ফিতরা) ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

২৫০১. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ *

২৫০১. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রত্যেক) স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর রমায়ানের যাকাত (ফিতরা) ওয়াজিব করেছেন। এক "সা" করে খেজুর এবং এক "সা" করে যব।^১ পরে লোকজন অর্ধ "সা" গমকে তার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছে।^২

بَابُ فَرَضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ

পরিচ্ছেদ : গোলামদের উপর রমায়ানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া

২৫০২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ *

২৫০২. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রত্যেক) পুরুষ, নারী, স্বাধীন এবং গোলাম ব্যক্তির উপর এক "সা" করে খেজুর বা এক "সা" করে যব সাদাকায় ফিতরা স্বরূপ ওয়াজিব করেছেন। রাবী বলেন, তারপর লোকেরা অর্ধ "সা" গমকে তার সমান সাব্যস্ত করেছে।

فَرَضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর রমায়ানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া

২৫০৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ *

২৫০৩. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রত্যেক) অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর এক "সা" করে খেজুর অথবা এক "সা" করে যব রমায়ানের ফিতরা স্বরূপ ওয়াজিব করেছেন।

১. দু'শত সত্তর তোলা বা প্রায় সাড়ে তিন কে.জি।

২. গম, যব ও খেজুরের মূল্য বিবেচনা করে ফকীহগণ গমের ক্ষেত্রে অর্ধেক সা নির্ধারণ করেছেন।

فَرَضُ زَكَاةٍ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ

রমাযানের ফিতরা শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ওয়াজিব, যিম্মিদের উপর নয়

২৫০৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ *

২৫০৪. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (রা) এবং হারিস ইবন মিসকীন (রা) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের উপর রমাযান মাসের সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন। এক এক "সা" করে খেজুর অথবা এক এক "সা" করে যব, প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর।

২৫০৫. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السُّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ *

২৫০৫. ইয়াহুইয়া ইবন মুহাম্মাদ (রা) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, নারী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর এক "সা" করে খেজুর অথবা এক "সা" করে যব সাদাকায়ে ফিতর রূপে ওয়াজিব করেছেন এবং এও আদেশ করেছেন যে, তা যেন লোকজন সালাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই আদায় করে দেওয়া হয়।

كَمْ فَرَضَ

সাদাকায়ে ফিতর কি পরিমাণ ওয়াজিব ?

২৫০৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ *

২৫০৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রা) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রত্যেক) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, নারী, স্বাধীন এবং গোলামের উপর (গোলামের মালিকের উপর) এক "সা" করে খেজুর অথবা এক "সা" করে যব সাদাকায়ে ফিতর রূপে ওয়াজিব করেছেন।

بَابُ فَرَضِ مَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ نَزُولِ الزَّكَاةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেই সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

২৫০৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ *

২৫০৭. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (রা) - - - - কায়স ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আশুরার দিন (মুহাররাম মাসের ১০ তারিখে) সাওম পালন করতাম এবং সাদাকায়ে ফিতর আদায় করতাম। এরপর রমায়ান (এর সাওম পালন করার) এবং যাকাত (আদায় করার) বিধান অবতীর্ণ হলে আমাদেরকে আর তা আদায় করার নির্দেশও দেওয়া হত না এবং বারণও করা হত না। তবুও আমরা তা পালন করতাম।

২৫০৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَتَحْنُ نَفْعَلُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَمَّارٍ أَسْمَعُ عَرِيبُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ شَرْحِبِيلٍ يَكْنَى أَبَا مَيْسَرَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ خَالَفَ الْحَكَمَ فِي إِسْنَادِهِ وَالْحَكَمُ أَثْبَتَ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ *

২৫০৮. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (রা) - - - - কায়স ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আামাদেরকে যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার আদেশ দিয়েছিলেন। এরপর যাকাত (এর বিধান) অবতীর্ণ হওয়ার পর আমাদেরকে তা পালন করার নির্দেশও দিতেন না আর বারণও করতেন না। তবুও আমরা তা পালন করতাম।

مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

সাদাকায়ে ফিতরের পরিমাণ

২৫০৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ أَخْرَجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَتَطَرَّ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمُوا فَعَلَّمُوا إِخْوَانَكُمْ

فَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّ هَذِهِ الزُّكَاةُ فَرَضَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ اُنْثَى حُرٍّ وَّ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ فِقَامُوا خَالَفَهُ هِشَامٌ فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ *

২৫০৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (রা) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বসরার আমীর থাকাকালীন রমায়ান মাসের সমাপ্তি লগ্নে বলেছিলেন, তোমরা নিজ নিজ সাদাকায়ে ফিতর আদায় করে দাও। তখন তাঁরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কারা কারা আছ? তোমরা দাঁড়াও এবং তোমাদের সাথীদেরকে শিক্ষা দাও। যেহেতু তারা জানে না যে, এ সাদাকায়ে ফিতর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক পুরুষ, নারী, স্বাধীন এবং গোলাম ব্যক্তির উপর এক “সা” করে যব অথবা খেজুর অথবা অর্ধ “সা” করে গম ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তখন তাঁরা দৌড়ালেন এবং লোকদের তা’লীম করলে তারা তা আদায় করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন)।

٢٥١٠. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ صَاعًا مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ سَلْتِ *

২৫১০. আলী ইব্ন মায়মুন (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, (একবার) সাদাকায়ে ফিতর এর পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকলে তিনি বললেন যে, তার পরিমাণ হল, এক “সা” গম, এক “সা” খেজুর, এক “সা” যব অথবা এক “সা” সুলত (এক প্রকার যব)।

٢٥١١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِكُمْ يَعْزِي مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا اثْبَتَ الثَّلَاثَةُ *

২৫১১. কুতায়বা (রা) - - - - আবু রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে তোমাদের মিম্বার অর্থাৎ বসবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি যে, সাদাকায়ে ফিতরের পরিমাণ হল এক “সা” করে খাদ্য দ্রব্য।

بَابُ التَّمْرِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

পরিচ্ছেদ : সাদাকায়ে ফিতরে খেজুর প্রদান প্রসঙ্গে

٢٥١٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَرَّرُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ *

২৫১২. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক “সা” যব এক “সা” খেজুর অথবা এক “সা” পনির সাদাকায়ে ফিতর রূপে ওয়াজিব করেছেন।

الزُّبَيْبُ

শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ)

٢٥١٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ *

২৫১৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে অবস্থানকালে আমরা এক “সা” খাদ্য, এক “সা” যব, এক “সা” খেজুর, এক “সা” শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ) অথবা এক “সা” পনির সাদাকায়ে ফিতর রূপে আদায় করতাম।

٢٥١٤. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِينَا عِلْمُ النَّاسِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَرَى مُدَيْنٍ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعَدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا قَالَ فَآخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ *

২৫১৪. হানাদ ইব্নুস সারী (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে অবস্থানকালে আমরা এক “সা” করে খাদ্য, এক “সা” খেজুর, এক “সা” যব অথবা এক “সা” পনির সাদাকায়ে ফিতররূপে আদায় করতাম। মুআবিয়া (রা) সিরিয়া থেকে আগমন করা পর্যন্ত (আমরা এ পরিমাণেই আদায় করতাম)। এরপর তিনি লোকদেরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলতে লাগলেন যে, সিরিয়ার দু’ মুদ (সের) গম আমাদের (দেশীয় এক “সা”) যব, খেজুর ইত্যাদি)এর সমপরিমাণ হবে বলেই আমার মনে হয়। রাবী বলেন, এরপর লোকজন এর উপরেই আমল করতে শুরু করে দিল।

الدَّقِيقُ

আটা দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

২০১০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِيَّاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمْ تُخْرَجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سَلْتٍ ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ دَقِيقٍ أَوْ سَلْتٍ *

২৫১৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (রা) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক “সা” খেজুর, এক “সা” যব, এক “সা” শুষ্ক আঙ্গুর, এক “সা” আটা, এক “সা” পনির অথবা সুলত সাদাকায়ে ফিতর রূপে আদায় করতাম।

الْحِنْطَةُ

গম দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

২০১৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نِصْفَ صَاعٍ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ الْحَسَنُ فَقَالَ عَلِيُّ أَمَا إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا أَعْطُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ *

২৫১৬. আলী ইব্ন হুজর (রা) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বসরায় খুতবা দানকালে বললেন যে, তোমরা নিজ নিজ সাদাকায়ে ফিতর আদায় কর। তখন লোকজন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কে কে আছ? তোমরা উঠে তোমাদের সাথীদেরকে কাছে গিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর অর্ধ “সা” গম অথবা এক “সা” খেজুর বা যব সাদাকায়ে ফিতর রূপে ওয়াজিব করেছেন। হাসান (রা) বলেন, আলী (রা) বলেছেন যে, আল্লাহ তা’আলা যখন তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা দান করেছেন তাহলে তোমরাও স্বচ্ছলভাবে (হাত খুলে) দান কর এবং এক “সা” করে গম অথবা অন্যান্য বস্তু আদায় করতে থাক।

السُّلْتُ

‘সুলত’ দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

২৫১৭. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ *

২৫১৭. মুসা ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে লোকজন এক “সা” করে যব, খেজুর, সুলত^১ অথবা কিশমিশ সাদাকায়ে ফিতর রূপে আদায় করত।

الشَّعِيرُ

যব দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

২৫১৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيَّاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا أَرَى مُدَّةً مِنْ سَفَرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ *

২৫১৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমরা এক “সা” যব, খেজুর, কিশমিশ অথবা পনির (সাদাকায়ে ফিতর) রূপে আদায় করতাম। আমরা এ (রূপেই) আদায় করছিলাম। মুআবিয়া (রা)-এর যুগ আসলে তিনি বললেন যে, সিরিয়ার দু’-মুদ (সাময়া) গম এক “সা” যবের সমপরিমাণ হবে বলেই আমার মনে হয়।

الْأَقِطُ

পনির দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

২৫১৯. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عِيَّاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ *

২৫১৯. ইসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর

১. সুলত : গমের সংগে সাদৃশ্যযুক্ত এক প্রকার যব।

যুগে আমরা এক “সা” করে খেজুর, যব অথবা পনির (সাদাকায়ে ফিতর) রূপে আদায় করতাম। অন্য কিছু আমরা আদায় করতাম না।

كَمِ الصَّاعُ

“সা”-এর পরিমাণ কত?

২০২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدًّا وَثَلَاثًا بِمِدَّكُمْ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ *

২৫২০. আমর ইব্ন যুরারাহু (র) - - - - সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক “সা”-এর পরিমাণ ছিল বর্তমান কালের (তোমাদের) এক মুদ্র এবং এক মুদ্রের এক-তৃতীয়াংশ। (অর্থাৎ) পরে তাতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২০২। أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمِكْيَالُ مِثْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ *

২৫২১. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, (গ্রহণযোগ্য) মাপ হল মদীনাবাসীদের মাপ এবং (গ্রহণযোগ্য) ওজন হল মক্কাবাসীদের ওজন।

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهِ

পরিচ্ছেদ : সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার উত্তম (মুস্তাহাব) সময় প্রসঙ্গে

২০২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ *

২৫২২. মুহাম্মাদ ইব্ন মা‘দান এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহু (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদাকায়ে ফিতরের ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন যে, লোকজন ঈদগাহের দিকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যেন তা আদায় করে দেওয়া হয়। ইব্ন বাযী‘-এর বর্ণনায় ফিতরে ‘যাকাত’ শব্দ রয়েছে।

إِخْرَاجُ الزُّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

এক এলাকার যাকাত (ও সাদাকায়ে ফিতর) অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া

২০২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُوزَعُ فِي فَقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَايَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ *

২৫২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহু (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং বললেন যে, তুমি আহলে কিতাব (আসমানী গ্রন্থধারী ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। “আল্লাহু ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহু তা'আলার প্রেরিত রাসূল”-এর সাক্ষ্য প্রদানের জন্য তুমি তাদেরকে আহবান জানাবে। যদি তারা তোমার আনুগত্য করে (এ আহ্বানে সাড়া দেয়) তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, মহান মহিয়ান আল্লাহু তা'আলা তাদের উপর প্রত্যেক দিন রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। এতে যদি তারা তোমার আনুগত্য করে তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, মহান মহিয়ান আল্লাহু তা'আলা তাদের উপর তাদের মালে তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা (তাদের) স্বচ্ছল ব্যক্তিদের থেকে নিয়ে তাদের অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে যদি তারা তোমার আনুগত্য করে তাহলে তুমি তাদের উৎকৃষ্ট মাল নেওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর অত্যাচারিতের বদ দু'আকে ভয় করবে। কেননা, মহান মহিয়ান আল্লাহু তা'আলা এবং তার তাদের (দু'আর) মধ্যে কোন পর্দা নেই।

بَابُ إِذَا أَعْطَاهَا غَنِيًّا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

পরিচ্ছেদ : অজ্ঞাতসারে কোন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে যাকাত (ও সাদাকায়ে ফিতর) দিয়ে দিলে

২০২৪. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ قَالَ رَجُلٌ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدَّقُ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدَّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَا تَصْدَقُنْ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ
فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقٍ وَعَلَى
غَنِيٍّ فَأَتَى فَقِيلَ لَهُ أَمَا صَدَقْتُكَ فَقَدْ تَقَبَّلْتَ أَمَا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعْفَ بِهِ مِنْ
زَنَاهَا وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعْفَ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنْ يَغْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أُعْطَاهُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

২৫২৪. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি (বনী ইসরাঈল-এর এক ব্যক্তি) (মনে মনে) বলল যে, আমি অবশ্যই কিছু সাদাকা করব। সে সাদাকা নিয়ে বের হয়ে সেগুলো এক চোরের হাতে দিয়ে দিল। সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগল যে, একজন চোরকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। সে (সাদাকাদাতা) বলল, ইয়া আল্লাহ! তোমার প্রশংসা একজন চোরের ব্যাপারে—(আমি একজন চোরকে সাদাকা দিতে পেরেছি)। (সে বলল,) আমি অবশ্যই (আবারো) সাদাকা করব। সাদাকা নিয়ে বের হয়ে তা এক ব্যাভিচারিণীর হাতে দিয়ে দিল। সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগল যে, গত রাতে একজন ব্যাভিচারিণীকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। সে (সাদাকা দাতা) বলল যে, ইয়া আল্লাহ! তোমার প্রশংসা এক ব্যাভিচারিণীর জন্য (যে, একজন ব্যাভিচারিণীকে সাদাকাদিতে পেরেছি)। আমি অবশ্যই (আবারো) সাদাকা করব। সে সাদাকা নিয়ে বের হয়ে তা এক স্বচ্ছল ব্যক্তির হাতে দিয়ে দিল। সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগল যে, একজন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। সে (সাদাকাদাতা) বলল, ইয়া আল্লাহ! তোমার প্রশংসা যে, একজন চোর, একজন ব্যাভিচারিণী এবং একজন স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য (তাদের সাদাকা দিতে পেরেছি)। তাকে স্বপ্নে দেখানো হল যে, তোমার সাদাকা কবুল করে নেয়া হয়েছে। ব্যাভিচারিণী! সে হয়ত প্রাপ্ত সাদাকা দ্বারা ব্যাভিচার থেকে বেঁচে থাকবে। চোর! সে হয়ত প্রাপ্ত সাদাকা দ্বারা চুরিকরা হতে নিবৃত্ত থাকবে। আর স্বচ্ছল ব্যক্তি! সে হয়ত উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তাকে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্পত্তি থেকে দান করবে।

بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ غُلُولٍ

পরিচ্ছেদ : খিয়ানতের (আত্মসাতকৃত) মাল থেকে সাদাকা করা

২৫২৫. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّارِعُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ قَالَ وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ وَاللَّفْظُ لِبِشْرِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْبَلْعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ بَغِيرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولٍ *

২৫২৫. হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ (রা) - - - আবুল মালীহ (র)-এর পিতা উসামাহ ইবন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা (তাহারাত)

ছাড়া সালাত কবুল করেন না এবং খিয়ানতের (আত্মসাত, প্রতারণা চুরি ইত্যাদির) মাল থেকেও সাদাকা কবুল করেন না।

২৫২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرَبُّوْا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ أَوْ فَصِيلُهُ *

২৫২৬. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কেউ পবিত্র (হালাল মাল) থেকে সাদাকা করলে — আর বস্তুত: মহান মহিয়ান আল্লাহ পবিত্র (হালাল) ব্যতীত কবুল করেন না— তা (দান) আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। যদিও তা একটি খেজুরই হোক না কেন এবং তা (সে দান) 'রহমান'-এর হাতে প্রবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। এমনকি তা পাহাড় থেকেও বিরাট আকার ধারণ করে। যে রূপ তোমাদের কেউ কেউ তার ঘোড়ার শাবক বা উটের শাবকের লালন-পালন করে থাক।

جَهْدُ الْمُقْلِ

অনটনগ্রস্তের মেহনতের (উপার্জন হতে) দান

২৫২৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَنْ ثُمَّانِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشٍ الْخَثْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحُجَّةٌ مَبْرُورَةٌ قِيلَ فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طَوْلُ الْفُتُوتِ قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقْلِ قِيلَ فَأَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ أَهْرَيْقَ دَمَهُ وَعَقَرَ جَوَادَهُ *

২৫২৭. আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন হুশী খাছআমী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম 'আমল কোনটি? তিনি বললেন, সংশয়মুক্ত ঈমান, খিয়ানত বিহীন জিহাদ এবং 'মাবরুর' (পাপমুক্ত) হজ্জ। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম সালাত কোনটি? তিনি বললেন, দীর্ঘ কিরাআত (বিশিষ্ট সালাত,)। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম সাদাকা কোনটি? তিনি বললেন, অনটনগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্টসাধ্যের দান। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম হিজরত কোনটি? তিনি বললেন, মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা যা নিষিদ্ধ করেছেন তা যে বর্জন করে। প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বললেন, যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজের জানমাল নিয়ে জিহাদ করে। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সম্মানজনক নিহত হওয়া কোনটি? তিনি বললেন, যার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে এবং ঘোড়াকে হত্যা করা হয়েছে (যে ব্যক্তি জিহাদে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।)

২৫২৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَالْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضٍ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا *

২৫২৮. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক দিরহাম এক লাখ দিরহামের উপর প্রাধান্য পেয়ে গেল। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, এটা কিভাবে ? তিনি বললেন, এক ব্যক্তির শুধু দুইটি দিরহাম ছিল। সেখান থেকে সে একটি দান করে দিল। আর এক ব্যক্তি তার (বিশাল) ধন-সম্পদের মধ্য থেকে এক লাখ দিরহাম নিয়ে তা দান করল।

২৫২৯. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا *

২৫২৯. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক দিরহাম এক লাখ দিরহাম এর উপর প্রাধান্য লাভ করল। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, সেটা কিভাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বললেন, এক ব্যক্তির শুধু দু'টি দিরহামই রয়েছে, সেখান থেকে সে একটি দিরহাম নিল এবং তা সাদাকা করে দিল। আর এক ব্যক্তির অনেক মাল রয়েছে, তার মধ্য থেকে সে এক লাখ দিরহাম নিল এবং দান করল।

২৫৩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَمَا يَجِدُ أَحَدُنَا شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَجِيءَ بِالْمَدِّ فَيُعْطِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلًا لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ مَا كَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ دِرْهَمٌ *

২৫৩০. হুসায়ন ইবন হুরায়হ (র) - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদাকা করার আদেশ দিতেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল যার কাছে সাদাকা করার মত কিছুই ছিল না। অগত্যা সে বাজারে যেত এবং বোঝা বহন করত এবং এক মুদ (সের) নিয়ে এসে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিত। আমি এমন এক ব্যক্তিকে জানি যার আজ লাখ দিরহাম রয়েছে। অথচ সে দিন তার কাছে এক দিরহামও ছিল না।

২৫৩১. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي

مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ
إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُتَنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا
الْآخِرُ إِلَّا رِيَاءً فَنَزَلَتْ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ
لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ *

২৫৩১. বিশ্ব ইবন খালিদ (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদেরকে সাদাকা করার আদেশ দিলেন। তখন আবু আকীল অর্ধ “সা” সাদাকা করলেন আর অন্য একজন শ্রুত মাল-সামান নিয়ে আসল। তখন মুনাফিকরা বলল যে, আল্লাহ তা’আলা এর সাদাকার মুখাপেক্ষী নন। আর এই দ্বিতীয় ব্যক্তি তা লোক দেখানোর জন্য সাদাকা করল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল :

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ -

অর্থ : মু’মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না (এবং তা থেকেই) সাদাকা করে—) এদের যারা দোষারোপ (সমালোচনা) করে (এরে উপহাস করে, আল্লাহ তাদের উপহাস করবেন)।

الْيَدُ الْعُلْيَا

উপরের হাত (দাতা হাত)

٢٥٣٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعُرْوَةُ سَمِعَا
حَكِيمَ ابْنَ حِزَامٍ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ
فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالُ خَصْرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ
أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى *

২৫৩২. কুতায়বা (র) - - - - হাকীম ইবন হিয়াম (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে (একবার সাহায্য) চাইলে তিনি আমাকে দান করলেন। আবার (সাহায্য) চাইলে আবারও তিনি আমাকে দান করলেন। পুনরায় (সাহায্য) চাইলে তিনি দান করলেন এবং বললেন যে, এ সমস্ত ধন-সম্পদ খুবই সুদৃশ্য ও সুস্বাদু (মনোমুগ্ধকর এবং চিত্তাকর্ষক)। তাই যে ব্যক্তি সেগুলো মনের প্রশান্তির সংগে (নির্লোভ হয়ে) গ্রহণ করবে সেগুলোতে তার জন্য বরকত দেয়া হবে, আর যে ব্যক্তি সেগুলো লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করবে তার জন্য সেগুলোতে বরকত দেয়া হবে না। আর সে ব্যক্তি তার মত হবে যে আহার করে কিছু পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আর উপরের (দাতা) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাত থেকে উত্তম।

بَابُ أَيُّهُمَا الْيَدُ الْعُلْيَا؟

পরিচ্ছেদ : উপরের হাত কোনটি ?

২০২৩. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَأَذَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتُكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ مُخْتَصِرٌ *

২৫৩৩. ইউসুফ ইবন ইসা (র) - - - - তারিক আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একবার) মদীনা শরীফে আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষারের উপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন : দাতার হাত হল উপরের হাত। আর (দান করা) শুরু করবে তোমার পোষ্যদের থেকে — তোমার আশ্মা, আক্বা, ভাই-বোন, তারপর ক্রমান্বয়ে তোমার নিকটাত্মীয়, নিকটাত্মীয়। (সংক্ষিপ্ত)

الْيَدُ السُّفْلَى

নিম্নের হাত (গ্রহীতার হাত)

২০২৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفَقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ *

২৫৩৪. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদাকা এবং (কারো কাছে কিছু না) চাওয়া থেকে আত্মরক্ষার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। উপরের হাত হল (দাতার) ব্যয়কারী হাত আর নীচের হাত হল প্রার্থী (গ্রহীতার) হাত।

الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى

সম্পন্নতা হতে (নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস) দান করা

২০২৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ *

২৫৩৫. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্তম দান হল নিজ সচ্ছলতা অক্ষুণ্ণ রেখে (প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস) সাদাকা করা। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম এবং তোমার পোষ্য থেকে দান করা শুরু করবে।

تَفْسِيرُ ذَلِكَ

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা

২৫৩৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ *

২৫৩৬. আমার ইবন আলী এবং মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা সাদাকা করতে থাকো। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে (যদি) শুধু একটি দীনার থাকে? তিনি বললেন, তুমি তা নিজের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে যদি আর একটি দীনার থাকে? তিনি বললেন, তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে যদি আর একটি দীনার থাকে? তিনি বললেন তুমি তা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে যদি আর একটি দীনার থাকে? তিনি বললেন, তুমি তা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে যদি আর একটি দীনার থাকে? তিনি বললেন, সে ব্যাপারে তুমিই অধিক বিবেচনাকারী।

بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ

পরিচ্ছেদ : কেউ অভাবগস্ত অবস্থায় দান করলে তা কি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ?

২৫৩৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عِيَّاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَّةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُوا فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا إِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَدَأَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطَنُوا لَهُ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ تَفْعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقْتُمْ فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ خَذْ ثَوْبَكَ وَأَنْتَهَرَهُ *

২৫৩৭. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জুমুআর দিনে মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ (স)) বললেন, তুমি দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। তারপর সে দ্বিতীয় জুমুআতেও আসল। তখনও নবী (স) খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ (স)) বললেন, তুমি দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। তৃতীয় জুমুআতেও সে আসল। তিনি (রাসূলুল্লাহ (স)) বললেন, তুমি দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। এরপর বললেন, তোমরা সাদাকা কর! তোমরা সাদাকা কর এবং তিনি (স) তাকে দু'টি কাপড় দান করলেন। আবার বললেন, তোমরা সাদাকা কর! তখন সে তার কাপড়ের দু'টির একটি দিয়ে (সাদাকা করে) দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা কি এ ব্যক্তিকে দেখেছো? সে ছিন্ন বস্ত্রে মসজিদে প্রবেশ করেছিল, তখন আমি আশা করেছিলাম যে, তোমরা তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছু সাদাকা করবে। কিন্তু তোমরা তা করলে না। তখন আমি বললাম, তোমরা সাদাকা কর। তখন তোমরা সাদাকা করলে এবং আমি তাকে দু'টি কাপড় দিলাম। এরপর আমি বললাম, তোমরা সাদাকা কর। তখন সে তার দু'টি কাপড়ের একটি দিয়ে (সাদাকা করে) দিল। (রাসূলুল্লাহ (স) ঐ ব্যক্তিকে বললেন,) তুমি তোমার কাপড় নিয়ে নাও তাকে (মৃদু) ধমক দিলেন।

صَدَقَةُ الْعَبْدِ

গোলামের সাদাকা করা প্রসঙ্গে

২৫৩৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي الْلُّحْمِ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقْدَدَ لَحْمًا فَجَاءَ مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ يُطْعِمُ طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ أُمَرَهُ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى بِغَيْرِ أَمْرِي قَالَ الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا *

২৫৩৮. কুতায়বা (র) - - - - আবুল্লাহম (রা)-এর গোলাম উমায়র (রা) বলেছেন যে, আমাকে আমার মুনিব গোশত টুকরা করতে বললেন। তখন একজন মিসকীন আসলে আমি তাকে সেখান থেকে কিছু (খাওয়ার জন্য) দিলাম। আমার মুনিব তা জানতে পেরে আমাকে প্রহার করলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স) -এর কাছে গেলাম (এবং অভিযোগ (করলাম) তিনি তাকে ডাকালেন এবং বললেন যে, তুমি তাকে কেন প্রহার করেছ? তিনি বললেন, যেহেতু সে আমার খাদ্য সামগ্রী আমার অনুমতি ছাড়া খাওয়ার জন্য (দান করে) দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সওয়াব তো তোমরা দু'জনেই পাবে।

২৫৩৯. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَالَ يَفْتَعِلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُنْسِكُ عَنِ الشَّرْفَانِهَا صَدَقَةٌ *

২৫৩৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল 'আলা (র) - - - - আবু মুসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সাদাকা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। প্রশ্ন করা হল যে, যদি সাদাকা করার সামর্থ্য না থাকে (তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন) ? তিনি বললেন, সে নিজের হাতে কাজ করবে এবং তার দ্বারা সে নিজেকে উপকার পৌছাবে এবং কিছু সাদাকা করবে। প্রশ্ন করা হল যদি কেউ তা না করে (তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন) ? তিনি বললেন, তাহলে সে নিরুপায় অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, যদি তাও না করে ? তিনি বললেন, তাহলে সে সৎ কাজের আদেশ দেবে। প্রশ্ন করা হল যে, যদি তা-ও না করে ? (তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?) তিনি বললেন, তাহলে সে অনিষ্ট সাধন থেকে বিরত থাকবে। সেটাই (তার জন্য) সাদাকা স্বরূপ হবে।

مَدَقَّةُ الْمَرَأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

স্বামীর ঘরের সম্পদ থেকে স্ত্রীর সাদাকা করা

২৫৪০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ *

২৫৪০. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না এবং মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : স্ত্রী স্বামীর ঘরের (সম্পদ) থেকে সাদাকা করলে তার (স্ত্রীর) জন্যও সওয়াব হবে এবং স্বামীর জন্যও অনুরূপ (সওয়াব) হবে এবং খাজাঞ্চি (রক্ষণাবেক্ষণকারীও) অনুরূপ (সওয়াব) পাবে। এদের মধ্যে কেউ কারো সওয়াব হ্রাস করবে না। স্বামীর (সওয়াব) হবে সম্পদ উপার্জন করার কারণে এবং তার (স্ত্রীর) (সওয়াব) হবে ব্যয় (সাদাকা) করার কারণে।

عَطِيَّةُ الْمَرَأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা

২৫৪১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ لَا يَجُوزُ لِمَرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا * مُخْتَصَرٌ *

২৫৪১. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর খুতবা দিতে দাঁড়ালেন এবং তাঁর খুতবায় তিনি বললেন : স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিনা

অনুমতিতে দান করা বৈধ নয়।^১ (সংক্ষিপ্ত)

فَضْلُ الصَّدَقَةِ

সাদাকা করার ফযীলত

২৫৪২. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ أَيُّنَا بِكَ أَسْرَعُ لِحَوْقًا فَقَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذَنَ قَصَبَةً فَجَعَلْنَ يَذَرْنَ عَنْهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعَهُنَّ بِهِ لِحَوْقًا فَكَانَتْ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ *

২৫৪২. আবু দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ (একবার) তাঁর কাছে একত্রিত হয়ে বললেন : আমাদের মধ্যে কে সর্বাধিক আপনার সাথে মিলিত হবে? (মৃত্যুবরণ করবে?) তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত দীর্ঘ। তখন তাঁরা একটি কণ্ঠ নিয়ে সবার হাত মাপতে লাগলেন (আমরা ধারণা করলাম) সাওদা (রা) সর্বাধিক তাঁর সাথে মিলিত হবেন। যেহেতু তাঁর হাত সর্বাধিক দীর্ঘ ছিল। “অথচ যার হাত দীর্ঘ” এর অর্থ ছিল যে অত্যধিক সাদাকা করে।

بَابُ أَيِّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

পরিচ্ছেদ : সর্বোত্তম সাদাকা কোনটি ?

২৫৪৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْغَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ *

২৫৪৩. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম সাদাকা কোনটি? তিনি বললেন : তুমি যখন সুস্থ থাক, মালের প্রতি তোমার লোভ থাকে, অনেক দিন বেঁচে থাকার আশা কর এবং দারিদ্রকে ভয় কর তখন তোমার সাদাকা করা (সর্বোত্তম সাদাকা)

২৫৪৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبَدًا بِمَنْ تَعُولُ *

১. দান করার ব্যাপারে স্বামীর অসন্তুষ্টির আশংকা থাকলে স্পষ্ট অনুমতির প্রয়োজন হবে। বেশী দানের জন্যও অনুমতির প্রয়োজন হবে। পূর্ব অনুমতি থাকলে, স্বামী দানশীল হলে বারবার অনুমতির প্রয়োজন পড়বে না।

২৫৪৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) বর্ণনা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম সাদাকা হল; যা স্বচ্ছল অবস্থায় (সাদাকা) করা হয়। আর উপরের হাত নিম্নের হাত থেকে শ্রেয়। তুমি নিজের পোষ্যদের থেকে (দান-সাদাকা) শুরু করবে।

২৫৪৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ *

২৫৪৫. আমর ইব্ন সাওওয়াদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সর্বোত্তম সাদাকা হল; যা স্বচ্ছল অবস্থায় (সাদাকা) করা হয়। আর তুমি নিজের পোষ্যদের থেকে (সাদাকা) শুরু করবে।

২৫৪৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً *

২৫৪৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য সওয়াবের নিয়্যতে খরচ করলে তা তার জন্য সাদাকারূপে গণ্য হবে।

২৫৪৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُزْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ ذُبْرِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَيْكَ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةٍ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا هَلَكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ *

২৫৪৭. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উয়রা গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক গোলামকে তার মৃত্যুর পর মুক্ত (আযাদ) হওয়ার ঘোষণা দিল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি তাকে বললেন, তোমার কি এ (গোলাম) ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি আছে? সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ গোলামকে আমার কাছ থেকে কে খরিদ করবে? তখন নুআয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ আদাবী (রা) তাকে আটশত দিরহাম দিয়ে খরিদ করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত দিরহাম নিয়ে এসে ঐ লোকটিকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি নিজের থেকে (ব্যয়) শুরু কর (অর্থাৎ) নিজের জন্য সাদাকা কর। কিছু উদ্ধৃত থাকলে তা তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য (খরচ কর)। তারপর কিছু উদ্ধৃত থাকলে তা তোমার

আত্মীয়-স্বজনের জন্য (খরচ কর।) তারপরও কিছু উদ্ধৃত থাকলে তা এরকম এরকমভাবে (খরচ করবে) অর্থাৎ ইশারা করলেন যে, তোমার সামনে, তোমার ডানে ও তোমার বামে (ব্যয় করবে)।

صَدَقَةُ الْبَخِيلِ

কৃপণের সাদাকা করা

২০৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ أَوْ جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدْيِهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدَّرْعُ أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانُهُ وَتَغْفُوَ أَثَرُهُ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتْهُ بِتَرْقُوتِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوسِعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ قَالَ طَاوُسٌ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُوسِعُهَا وَلَا تَتَّوَسَّعُ *

২৫৪৮. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দানশীল ব্যয়কারী এবং কৃপণের উদাহরণ ঐ দুই ব্যক্তির ন্যায় যাদের বুক থেকে গলার হাঁসুলী পর্যন্ত (লম্বা) দুটি লোহার বর্ম বা জুব্বা রয়েছে (পরিধান করেছে)। (রাসূলুল্লাহ ﷺ জুব্বা বলেছেন না লোহার বর্ম বলেছেন রাবী তা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারেন নি) দানশীল ব্যক্তি দান করার ইচ্ছা করলে বর্ম সম্প্রসারিত হয়ে যায় অথবা প্রলম্বিত হয়ে যায়। (এখানেও রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্প্রসারিত হয়ে যায় বলেছেন, না প্রলম্বিত হয়ে যায় বলেছেন রাবী সেটা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারেন নাই।) সম্প্রসারিত হয়ে তার আঙ্গুল ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন মুছে দেয়। আর কৃপণ যখন ব্যয় করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মটি আরো সংকুচিত হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি কড়া নিজ নিজ স্থানে আঁটসাঁট হয়ে লেগে থাকে এবং তাকে তার হাঁসুলী অথবা ঘাড়ের সাথে আটকিয়ে দেয়।^১

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি তা সম্প্রসারিত করতে দেখেছি। কিন্তু তা সম্প্রসারিত হচ্ছিল না। তাউস (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর ব্যাপারে শুনেছি যে, তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করে দেখিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সম্প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা সম্প্রসারিত হয়নি।

২০৫৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

১. রাসূলুল্লাহ (সা) একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার মন বড় হয়ে যায়, সে সন্তুষ্টচিত্তে দান করে। কৃপণ ব্যক্তির মনে যদি কখনও দান করার ধারণা আসেও তখন তার মন সংকুচিত হয়ে যায়, দানের প্রবৃত্তি জন্মে না। হাত যেন ছোট হয়ে যায়, দানের স্পৃহা হয় না।

بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطَرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَكُلَّمَا هُمُ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ أَتَسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُغْفَى أَثَرُهُ وَكُلَّمَا هُمُ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقْبُضَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقْلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَنْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَيَجْتَهِدُ أَنْ يَوْسَعَهَا فَلَا تَتَّسِعُ *

২৫৪৯. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, কৃপণ এবং দানশীল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন দু'জন ব্যক্তির ন্যায় যাদের গায়ে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে। (যার দফন) তাদের হাত গলার হাঁসুলীর (কণ্ঠনালীর) সাথে লেগে রয়েছে। যখন দানশীল ব্যক্তি কোন কিছু দান করতে চায় তখন তা সম্প্রসারিত হয়ে যায় এবং এমন কি (তা এত লম্বা হয়) যে, তার পদচিহ্নকে মুছে ফেলে। আর কৃপণ যখন কোন কিছু দান করতে ইচ্ছা করে তখন প্রতিটি কড়া (আংটি) তার পার্শ্ববর্তীটির সংগে সংকুচিত হয়ে যায় এবং আঁটসাঁট হয়ে যায় এবং তার দুই হাত তার কণ্ঠনালীর সংগে সংযুক্ত হয়ে যায়। আর ﷺ রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি যে, সে তা সম্প্রসারিত করতে চায় কিন্তু সম্প্রসারিত হয় না।

بَابُ الْإِحْصَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

হিসাব করে সাদাকা করা প্রসঙ্গে

২৫৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أُمِّیَّةَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ قَالَ كُنَّا يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسًا وَنَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَنَا رَجُلًا إِلَى عَائِشَةَ لِيَسْتَأْذِنَ فَدْخُلَنَا عَلَيْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى سَائِلٍ مَرَّةً وَعِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْنَكَ شَيْءٌ وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا بِعِلْمِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ *

২৫৫০. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আবু উসামা ইবন সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদিন আমরা কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসারসহ মসজিদে বসা ছিলাম। আমরা আয়েশা (রা)-এর কাছে একজন লোককে অনুমতি নেওয়ার জন্য পাঠালাম। এরপর আমরা তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন যে, একবার আমার কাছে একজন ভিক্ষুক আসল। তখন নবী ﷺ আমার কাছে ছিলেন। আমি তাকে কিছু দেওয়ার জন্য (খাদিমকে) আদেশ করলাম। এরপর তাঁকে ডেকে তা দেখলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি চাও যে, তোমার ঘরে তোমার অবগতি ব্যতীত কোন কিছু প্রবেশ না করুক এবং কোন কিছু বেরও না হোক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আয়েশা, তুমি কখনও এরূপ করো না; তুমি

কখনও হিসাব (কষাকষি) করে খরচ করবে না ; নয়তো মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে হিসাব করে করে দেবেন।

২৫০১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ *

২৫০১. মুহাম্মাদ ইবন আদম (র) - - - - আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন : তুমি হিসাব করে খরচ (দান) করবে না নতুবা আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে হিসাব করে দেবেন।

২৫০২. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَى الزُّبَيْرِ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ فِي أَنْ أَرْضَعَ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَى فَقَالَ أَرْضَعِي مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُؤْكِي فَيُؤْكِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ *

২৫০২. হাসান ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একবার) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার কাছে তো (আমার স্বামী) যুবায়র (রা)-এর দেয়া কিছু (সম্পদ) ছাড়া অন্য কিছু নেই। অতএব তার দেয়া সম্পদ থেকে আমি কি কিছু দান করলে দোষ হবে কি ? (তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি অল্প-সল্প দান করবে এবং আটকে রাখবে (কুপণতা করবে) না ; নয়তো আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে (প্রদান করা) আটকে দেবেন।

الْقَلِيلُ فِي الصَّدَقَةِ

সামান্য দান করা

২৫০৩. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُحَلِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ *

২৫০৩. নাসর ইবন আলী (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ (নিজেদের রক্ষা কর) যদিও তা খেজুরের টুকরা দ্বারাও হয়। (সামান্য বস্তু সাদাকা করতে পারলেও তা কর।)

২৫০৪. أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَرْةٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ذَكَرَ شُعْبَةُ أَنَّهُ فَعَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ فَإِنَّ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ *

২৫৫৪. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (জাহান্নামের) আগুনের আলোচনা করলেন ও তিনি তাঁর চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন (এভাবে ফিরালেন যেন তিনি জাহান্নামকে সামনে দেখছিলেন।) এরপর তা (জাহান্নামের আগুন) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। শু'বা (র) উল্লেখ করেছেন যে, তিনবার তিনি এরূপ করেছিলেন। তারপর বললেন, তোমরা (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচো, যদিও তা খেজুরের টুকরা দ্বারাও হয়। তাও যদি না পাও তাহলে অন্তত উত্তম কথা দ্বারা (জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো)।

بَابُ التَّخْرِيقِ عَلَى الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ : সাদাকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

২৫৫৫. أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَذَكَرَ عَوْنُ ابْنِ أَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَجَاءَ قَوْمٌ عُرَاءَ حُفَاةٍ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمْرَبِلَا فَأَذَنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلِتَنْظُرُنَّ أَنْفُسًا قَدْ قَدِمَتْ لَعَدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهِمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعٍ بُرِّهِ مِنْ صَاعٍ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تُعْجِزُ عَنْهَا بَلَّ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا وَوَزَرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا *

২৫৫৫. আযহার ইবন জামীল (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা একবার দুপুর বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে বসা ছিলাম এমতাবস্থায় কিছু নগ্গদেহী এবং নগ্নপদী লোক তলোয়ার (কাঁখে) লটকানো অবস্থায় (আমাদের কাছে) আসল। তাদের অধিকাংশ বরং সবাই মুদার গোত্রের ছিল। তাদের অনাহারে থাকার অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ রূপ ধারণ করল। তিনি (বাড়ির) ভিতরে গেলেন এবং বের হয়ে এসে বিলাল (রা)-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান এবং সালাতের

ইকামাত দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (জামাআতে) সালাত আদায় করে খুতবা (ভাষণ) দিলেন এবং বললেন :

অর্থ : হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (সত্ত্বা) হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী (সৃষ্টি করে) ছড়িয়ে দিয়েছেন ; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাত্রা কর এবং (সতর্ক থাক) জ্ঞতিবন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রীম পাঠিয়েছে (সূরা : ৪ নিসা : ৪)।

প্রত্যেকে নিজ নিজ দীনার, দিরহাম, কাপড়, এক সা' গম হতে এবং এক সা' খেজুর হতেও দান কর বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পর্যন্ত বললেন যে, এক টুকরা খেজুর হলেও (দান কর)। তখন একজন আনসারী (সাহাবী) একটি থলি নিয়ে আসলেন যেন তাঁর হাত তা বহন করতে অপারগ হয়ে পড়ছিল বরং অপারগ হয়েই গিয়েছিল। এরপর অন্যান্য লোকজনও তার অনুসরণ করল। আমি সেখানে কাপড় এবং খাদ্যের দু'টো স্তুপ দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল (ও তাঁকে প্রফুল্ল দেখতে পেলাম)। যেন তা সোনালী শ্বেলেপযুক্ত। তখন তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করবে সে তার সওয়াব তো পাবেই, উপরন্তু সে অনুসারে আমলকারীদের সমপরিমাণ সওয়াবও পাবে। অথচ আমলকারীদের সওয়াব এর পরিমাণ কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ প্রথার প্রচলন করবে, তার জন্য তার গুনাহ তো রয়েছেই, উপরন্তু সে (খারাপ প্রথার) অনুসারে আমলকারীদের সমপরিমাণ গুনাহও তার জন্য (রয়েছে)। অবশ্য তাদের গুনাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না (সূরা : ৫৯ হাশ্ব : ২৮)।

২০০৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي يُعْطَاهَا لَوْجِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ قَبْلُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا *

২৫৫৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল 'আলা (র) - - - - হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা সাদাকা কর। কেননা তোমাদের সামনে এমন এক সময় আসবে যখন কেউ সাদাকা নিয়ে তা দেওয়ার জন্য ঘুরতে থাকবে এবং যাকে দিতে চাইবে সে বলবে, তুমি যদি এগুলো গতকাল আনতে তাহলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ তো আমার (এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই)।

الشَّفَاعَةُ فِي الصَّدَقَةِ

সাদাকা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা

২০০৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اشْفَعُوا تُشَفَّعُوا وَيَقْضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ *

২৫৫৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আবু মুসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (তোমরা সুপারিশ করার জন্য সওয়াবের অধিকারী হবে।) মহান মহিয়ান আল্লাহ তাঁর নবীর কথার মাধ্যমে যা ইচ্ছা তা পূর্ণ করেন।

২৫৫৮. أَخْبَرَنَا هَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُنْبَهٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ الرَّجُلُ لَيْسَ أَلَيْ الشَّيْءِ فَأَمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ فَتُوجَرُوا وَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَشْفَعُوا تُوجَرُوا *

২৫৫৮. হারুন ইবন সাঈদ (র) - - - মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে নিষেধ করে দেই যাতে তোমরা তার ব্যাপারে সুপারিশ কর এবং তোমরা সওয়াব পাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, তোমরা সুপারিশ কর তাহলে তোমরাও সওয়াব পাবে।

الْإِخْتِيَالُ فِي الصَّدَقَةِ

সাদাকায় বাহাদুরী প্রকাশ করা প্রসঙ্গে

২৫৫৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الثِّمَمِيُّ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِنْ الْغِيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ الْخِيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا الْغِيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغِيْرَةُ فِي الرِّبَّةِ وَأَمَّا الْغِيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغِيْرَةُ فِي غَيْرِ رِبَّةٍ وَالْإِخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أِخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالْإِخْتِيَالُ الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخِيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ *

২৫৫৯. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন কিছু আত্মসম্মানবোধ আছে যা মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন, আবার তা (আত্মসম্মানবোধ) এমনও কিছু আছে যা মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। অনুরূপ এমন কিছু অহং (বাহাদুরী) আছে যা মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এবং তা বীরত্ব এমনও কিছু আছে যা মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ হল সন্দেহ ও বদনামের ক্ষেত্রে (আত্মসম্মানবোধ)। আর মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ হল সন্দেহ ও বদনামের ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্যস্থানের (সম্মানবোধ)। মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় অহং হল জিহাদের সময় এবং দান করার সময় বাহাদুরী করা। আর মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় বাহাদুরী হল অন্যায়

ক্ষেত্রে (বীরত্ব করা)।^{১১}

২৫৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ *

২৫৬০. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তার পিতা— তার দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অপব্যয় ও আত্মগরিভা না করে খাও, দান কর এবং পরিধান কর।

بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

পরিচ্ছেদ : মালিকের অনুমতিতে দান করলে খাজাঞ্চির সওয়াব প্রসঙ্গে

২৫৬১. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَقَالَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطَى مَا أَمَرَهُ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ *

২৫৬১. আবদুল্লাহ ইবনুল হায়ছাম (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, এক মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য ঐ দেয়াল সমতুল্য, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে। তিনি আরো বলেছেন : বিশ্বস্ত খাজাঞ্চির (রক্ষণাবেক্ষণকারী) যে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে দান করে সেও দু'জন দানকারীর একজন।

بَابُ الْمُسْرِ بِالْصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ : গোপনে দানকারী

২৫৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسْرِ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسْرِ بِالْصَّدَقَةِ *

১. হাদিসটির মর্ম হল : ইসলামী শরীআত বিরোধী কাজে ঘৃণাবোধ করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে শরীআত অনুমোদিত কার্যাবলীতে ঘৃণাবোধ করাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন, অনুরূপভাবে জিহাদের ময়দানে বাহাদুরী প্রকাশ করা এবং সাদাকা দেওয়ার সময় ধন-সম্পদকে তুচ্ছ মনে করে হিম্মত ও বাহাদুরীর সংগে দান করা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে অন্যায় কাজে বীরত্ব প্রকাশ করা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়।

২৫৬২. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সশব্দে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দানকারীর ন্যায় আর নিঃশব্দে কুরআন পাঠকারী গোপনে দানকারীর ন্যায়।

الْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ

দানকৃত বস্তু দ্বারা খেঁটা (গঞ্জনা) দেওয়া

২৫৬৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالذَّيُّوْتُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ *

২৫৬৩. আমার ইবন আলী (র) - - - - সালিম-এর পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির প্রতি মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টি দিবেন না (ব্রহ্মতের দৃষ্টিতে দেখবেন না) পিতা-মাতার অবাধ্য (সন্তান), পুরুষের বেশধারী নারী এবং দায়ুহ (নিজ স্ত্রী-কন্যার পাপাচারে যে ঘৃণাবোধ করে না।) আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না — পিতা-মাতার অবাধ্য (সন্তান), মাদকাসক্ত ব্যক্তি (যে মদ্যপ তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে) এবং দানকৃত বস্তুর খেঁটা দানকারী ব্যক্তি (দান করার পর যে দানের উল্লেখ করে গঞ্জনা দেয়।)

২৫৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُدْرِكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرِيرٍ عَنْ خُرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنَانُ عَطَاءُهُ *

২৫৬৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু যর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সংগে কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের সাথে কোন কথাও বলবেন না, তাদের পরিশুদ্ধতা প্রত্যায়ন করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত (সংশ্লিষ্ট আয়াত) পাঠ করলেন। তখন আবু যর (রা) বললেন, তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, (তারা হল) যারা পায়ের গিরার নীচে (পায়ের উঁচু হাড়) কাপড় পরিধান করে, মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য চালিয়ে দেয় (বিক্রয় করে) এবং দানকৃত বস্তুর খেঁটা দেয়।

২৫৬৫. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْنَرٍ عَنْ خُرْشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَكُلُمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ وَالْمُسْتَبِيلُ إِزَارَهُ وَالْمُنْفَقُ سَلَعَتُهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ *

২৫৬৫. বিশর ইবন খালিদ (র) - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিন ব্যক্তির সাথে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না আর তাদের পবিত্রতা প্রত্যায়ন করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (তারা হল) দানকৃত বস্তুর খোঁটাদানকারী, পায়ের গিরার নীচে কাপড় পরিধানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রয়কারী।

بَابُ رَدِّ السَّائِلِ

পরিচ্ছেদ : ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দেয়া

২৫৬৬. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَأَنْبَاءًا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ يَظْلِفُ فِي حَدِيثِ هُرُونٍ مُحْرَقٌ *

২৫৬৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ এবং কুতায়বা (র) - - - ইবন বুজায়দ আনসারী (র)-এর দাদী থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ভিক্ষুককে কিছু দিয়ে দাও যদিও তা খুবই (তুচ্ছ) হোক না কেন। আর হারুন (র)-এর হাদীসে রয়েছে পোড়া খুর। (অর্থাৎ ভিক্ষুককে খালি হাতে না ফিরায়ে যথকণ্ঠিত হলেও দাও।)

بَابُ مَنْ يُسْأَلُ وَلَا يُعْطَى

পরিচ্ছেদ : সওয়াল করা সত্ত্বেও না দেওয়া

২৫৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَّا هُ أَدْعَى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ *

২৫৬৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল 'আলা (র) - - - বাহয ইবন হাকীম (র) সূত্রে তার পিতা— তার দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি স্বীয় মুনীবের কাছে এসে তার কাছে বিদ্যমান (উদ্ধৃত) বস্তু চায় অথচ তাকে তা দেয়া না হয়, কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি বিরাট সাপ ডাকা হবে যা তার না দেয়া উদ্ধৃত বস্তু (জিহবা দ্বারা) চাটতে থাকবে। (উদ্ধৃত সম্পদ সাপের রূপ ধারণ করে চাটতে থাকবে।)

مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহর নামে কিছু চায়

২০৬৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكَم بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ أَسْتَجَارَ بِاللَّهِ فَأَجِيرُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَفَّاتُمُوهُ *

২৫৬৮. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে প্রার্থনা করে তাকে আশ্রয় দাও, যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে (কিছু) চায় তাকে দিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করে তাকে সুরক্ষা দাও আর যে ব্যক্তি তোমাদের উপর ইহসান করে (দান-সদাচরণ) তার প্রতিদান দিয়ে দাও। অগত্যা যদি দিতে নাই পার তাহলে তার জন্য হুকুম কর যে পর্যন্ত না তোমরা মনে কর যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছ।

مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহর নামে চায়

২০৬৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بِهِزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَتَيْتَكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ هِنٍّ لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَّا أَتَيْتَكَ وَلَا أَتَى دِينَكَ وَإِنِّي كُنْتُ أَمْرًا إِلَّا أَعْقَلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا قَالَ بِالْإِسْلَامِ قَالَ قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَخْلُيْتَ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ كُلَّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ *

২৫৬৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - বাহয ইবন হাকীম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি বললাম, ইয়া নবীয়াল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে আসার পূর্বে এই সংখ্যার (আমার দুই হাতের অঙ্গুলীসমূহের সংখ্যার) চেয়েও অধিক সংখ্যক শপথ করেছিলাম যে, আমি আপনার কাছে আসব না এবং আপনার ধর্মও গ্রহণ করব না। এখন আমি এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের শিখানো নীকা ছাড়া আর কিছুই আমি বুঝি না। আমি মহান মহিয়ান আল্লাহর ওয়াস্তে (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) আপনার কাছে জানতে চাই আপনার পালনকর্তা আপনাকে কি সহ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, (আল্লাহ

তা'আলা আমাকে) ইসলামসহ (পাঠিয়েছেন,) আমি বললাম, ইসলামের পরিচয় কি? তিনি বললেন, তুমি বলবে যে, আমি আমার চেহারা মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরিয়ে দিলাম এবং (মুক্ত হলাম) (শিরক পরিত্যাগ করলাম)। এবং তুমি সালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য সম্মানের পাত্র; তারা দুই ভাইয়ের (ন্যায়) একে অন্যের সাহায্যকারী। মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের পরও তাদের কোন আমল কবুল করবেন না যতক্ষণ না তারা মুশরিকদেরকে পরিত্যাগ করে মুসলমানদের কাছে এসে যায়।

مَنْ يُسْأَلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُعْطَى بِهِ

আল্লাহ তা'আলার নামে যাওয়া করার পরও যে না দেয়

২০৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ وَأَخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِغْبٍ يَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ وَأَخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُعْطَى بِهِ *

২৫৭০. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - ইবন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না ? আমরা বললাম, কেন নয়? (নিশ্চয়ই) ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : সে ঐ ব্যক্তি, যে মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে বের হয়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে বা শহীদ হয়ে যায়। তার পরবর্তী পর্যায়ের লোকের সংবাদও তোমাদেরকে দেব কি ? আমরা বললাম, হ্যাঁ; ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বললেন, সে হল ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে কোন গুহায় থাকে, সেখানে সে সালাত আদায় করে, যাকাত আদায় করে এবং লোকদের অনিষ্ট থেকে দূরে সরে থাকে। তোমাদেরকে কি সর্বনিকৃষ্ট লোক সম্পর্কে অবহিত করব? আমরা বললাম, হ্যাঁ; ইয়া রাসূলুল্লাহ! (অবহিত করুন)। তিনি বললেন, সে হল ঐ ব্যক্তি যার কাছে কেউ আল্লাহ তা'আলার নামে (সাহায্য) চায় কিন্তু সে তাকে দান করে না।

ثَوَابُ مَنْ يُعْطَى

দাতার সওয়াব প্রসঙ্গে

২০৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَسْأَلَهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَتَخَلَّفَهُ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النُّومُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُوا آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهَزِمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ *

২৫৭১. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - আবু যর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: তিন ব্যক্তিকে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এবং তিন ব্যক্তিকে মহান মহিয়ান আল্লাহ অপছন্দ করেন। তাদেরকে মহান মহিয়ান আল্লাহ পছন্দ করেন তারা হল: যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এসে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার নামে কিছু সাহায্য চায়। সে তার এবং তাদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে সাহায্য চায় না। তারা তাকে কিছু না দিয়েই ফিরিয়ে দেয়। (তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার) পরে তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তার পিছু পিছু যায় এবং তাকে এমনভাবে গোপনে সাহায্য করে যে, তার সাহায্য সম্পর্কে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা এবং সাহায্য গ্রহীতা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না। আর এক দল লোক যারা সন্তোষের সফর করছিল, যখন নিদ্রা তাদের কাছে তার সাথে তুলনায় সমুদয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয় হয়ে গেল তখন তারা অবতরণ করল এবং তাদের মাথা (বালিশে) রেখে দিল। তখন এক ব্যক্তি জেগে গেল এবং আমার কাছে (আল্লাহর কাছে) অনুনয়-বিনয় (করে কান্নাকাটি করে দু'আ) করতে লাগল। আর আমার আয়াতসমূহ (কুরআন) তিলাওয়াত করতে লাগল। আর এক ব্যক্তি জিহাদে কোন বাহিনীর সাথে ছিল, তারা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে পরাজয়বরণ করল। কিন্তু সে বুক পেতে দিয়ে (সাহসের সাথে) সামনে অগ্রসর হয়ে শহীদ হয়ে গেল অথবা আল্লাহ তা'আলা তাকে বিজয় দান করলেন। আর যে তিন ব্যক্তিকে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন তারা হল, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী ফকীর এবং অত্যাচারী ধনী।

تَفْسِيرُ الْمِسْكِينِ

'মিসকীন'-এর ব্যাখ্যা

২০৭২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الثَّمَرَةُ وَالثَّمَرَتَانِ وَالْقَمَّةُ وَالْقَمَتَانِ إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفِ اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا *

২৫৭২. আলী ইবন হুজর (র) - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একটা ছোটো খেজুর এবং এক দু' লোকমা খাদ্য যাকে ফিরিয়ে দেয় সে মিসকীন নয় বরং মিসকীন হল যে নিজেকে (সওয়াব ভিক্ষা থেকে) বিরত রাখে। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহলে পাঠ কর (এ আয়াত) —

১. لَا يَسْتَلُونُ النَّاسَ الْخَافًا =

২০৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوْفِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ الْقُعْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالثَّمَرَةُ وَالثَّمَرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ *

২৫৭৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন ঘুরা-ফিরাকারী ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরাঘুরি করে এবং এক দু'লোকমা খাদ্য এবং একটা দু'টা খেজুর তাকে ফিরিয়ে দেয়। (এবং এক দুই খেজুর ও লোকমার জন্য এক দুয়ার থেকে অন্য দুয়ারে ঘুরে বেড়ায়।) তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, যার এমন সচ্ছলতা নেই যা তাকে পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। এবং তাকে (তার দারিদ্র্য) আঁচ করা যায় না। ফলে তাকে সাদাকাও দেয়া হয় না আর সে এমন অবস্থায় দাঁড়ায় না যাতে লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে।

২০৭৪. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَالثَّمَرَةُ وَالثَّمَرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ حَاجَتَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ *

২৫৭৪. নাসর ইবন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মিসকীন সে ব্যক্তি নয় যে, এক লোকমা বা দু' লোকমা এবং একটা-দু'টা খেজুর তাকে ফিরিয়ে দেয়। তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, যার কোন সহায়-সম্মলও নেই আর লোকেরাও তার অভাবের বিষয়ে জানে না, যাতে তাকে দান-সাদাকা করা হবে।

২০৭৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَمْ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِنْ بَايَعَتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ *

২৫৭৫. কুতায়বা (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন বুজায়দ (রা)-এর দাদী উম্ম বুজায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণকারী (নারী)-দের অন্যতম ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন যে, কখনো কোন মিসকীন আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু আমার কাছে তাকে দেয়ার

মত তখন কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন যে, তুমি যদি তাকে দেয়ার মত একটি ঝলসানো স্বর ব্যতীত আর কিছুই না পাও তবে তাকে তাই দাও।

الْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ

অহংকারী ফকীর

২০৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ *

২৫৭৬. মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির সাথে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী ফকীর এবং মিথ্যাবাদী নেতা।

২০৭৭. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ *

২৫৭৭. আবু দাউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চার ব্যক্তিকে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন — অধিকহারে শপথকারী বিক্রেতা, অহংকারী ফকীর, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং অত্যাচারী শাসক।

فَضْلُ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ

বিধবার জন্য সাধনাকারীর ফযীলত

২০৭৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِبِنْ زَيْدٍ الدِّيَلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

২৫৭৮. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিধবা এবং মিসকীনদের জন্য চেষ্টা সাধনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের ন্যায়।

الْمَوْلَفَةُ قُلُوبَهُمْ

মনোরঞ্জন করার জন্য দান করা

২০৭৯. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ

أَبَى نَعِيمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلَيَّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهِيبَةٍ يَتَرَبَّتْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَلَاثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدِ الطَّائِي ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نُبَهَانَ فَغَضِبْتُ قُرَيْشٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا تَعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدْعُنَا قَالَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُ اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِيءُ الْجَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَأَتَأْمَنُونَنِي ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يَرُونَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِنْ ضَيْضِيءٍ هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَفْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ يَمْرِقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرِقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ لَنْ أَدْرَكَتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادَ *

২৫৭৯. হান্নাদ ইবনুস সারী (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আলী (রা) (শাসকরূপে) ইয়ামানে অবস্থানকালে মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলো চারজন ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন : আকরা ইবন হাবিস হানযালী, উওয়ায়না ইবন বদর ফাযারী, আলকামা ইবন উলাছা 'আমিরী পরবর্তীতে কিলাবী, এবং যায়দ ত্বায়ী (রা) পরবর্তীতে নাবহানী। তখন কুরায়শ বংশের লোকজন রাগান্বিত হয়ে গেলেন। (রাবী) অন্যত্র বলেছেন— কুরায়শের সর্দারগণ (রাগান্বিত হলেন)। তারা বললেন যে, আপনি নাজ্দের সর্দারদেরকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে বাদ দিচ্ছেন? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন যে, আমি এরকম করেছি তাদের মনোরঞ্জনোর জন্য। এমন সময় ঘন শাশ্ব, উখিত চোয়াল, কোটেরাগত চোখ, উচু ললাট এবং মুণ্ডিত মাথা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে বলল যে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। তিনি বললেন যে, যদি আমিই মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হই তাহলে আর কে আল্লাহ তা'আলার বাধ্য হবে? তিনি (আল্লাহ তা'আলা) তো আমাকে পৃথিবীর বাসিন্দাদের ব্যাপারে বিশ্বস্ত সাব্যস্ত করে পাঠিয়েছেন আর তোমরা আমাকে বিশ্বস্ত মনে করছ না? এরপর সে ব্যক্তি চলে গেল এবং উপস্থিত লোকদের একজন তাকে হত্যা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। লোকের ধারণা যে, অনুমতি প্রার্থনাকারী ছিলেন খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, এই ব্যক্তির ঔরসে এমন কিছু লোক জনগ্রহণ করবে যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং প্রতিমা পূজারীদেরকে ছেড়ে দেবে। তারা ইসলাম থেকে এরকমভাবে দূরে সরে যাবে, যে রকম তীর (তীর) নিক্ষিপ্ত পশু থেকে পার হয়ে যায়। আমি যদি তাদেরকে পেতাম তাহলে তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করতাম, যে রকমভাবে 'আদ গোত্রের লোকদেরকে হত্যা (ধ্বংস) করা হয়েছিল।

الصَّدَقَةُ لِمَنْ تَحْمِلُ بِحَمَالَةٍ

(পাওনা আদায়ের) যামিনদার ব্যক্তিকে দান করা

২০৪০. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هُرُونَ بْنِ رَبَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ ابْنُ نَعِيمٍ ح وَآخِبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ هُرُونَ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةِ رَجُلٍ تَحْمِلُ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ *

২৫৮০. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (র) এবং আলী ইবন হুজর (র) - - - - কাবীসা ইবন মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একজনের পাওনা আদায় করে দেয়ার যামিন হয়েছিলাম। তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম এবং এব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন, তিন ব্যক্তি ব্যতীত সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়। এক ব্যক্তি হল, যে সমাজের কারো পাওনা আদায় করে দেওয়ার যামিন হয়েছে এবং এব্যাপারে অন্য কারো সাহায্য চায় এবং যাতে (সাহায্য দ্বারা) তা আদায় করে দিতে পারে। এরপর সে (সাহায্য চাওয়া থেকে) বিরত থাকে।

২০৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هُرُونَ بْنِ رَبَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نَعِيمٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمِ يَاقَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَاقَبِيصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً رَجُلٍ تَحْمِلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَانِحَةٌ فَأُجْتَاخَتْ مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سَوَى هَذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَاقَبِيصَةُ سَحَتْ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا *

২৫৮১. মুহাম্মাদ ইবন নাদর (র) - - - - কাবীসা ইবন মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজনের পাওনা আদায় করে দেয়ার যামিন হয়েছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন যে, হে কাবীসা! তুমি আমার কাছে সাদাকার কোন মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর; তবে (আসলেই) আমি তোমাকে দিয়ে দেয়ার আদেশ দেব। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে কাবীসা! সাদাকা তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয় : যে কারো পাওনা আদায় করে দেওয়ার যামিন হয়,

তার জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ। যাতে সে জীবন ধারণের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাতে পারে। যার উপর কোন বিপদ নিপতিত হয় এবং তার ধন-সম্পত্তি সমূলে শেষ করে দেয় তার জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ, যাতে তার বিপদ দূর হয়ে যায়। এরপর সে (সাহায্য চাওয়া থেকে) বিরত হয়ে যায় এবং এমন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যার সম্পর্কে তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে অভাবগ্রস্ত, তাহলে তার জন্যও সাহায্য চাওয়া বৈধ, যাতে সে নিজের জীবন ধারণের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাতে পারে। হে কাবীসা! এ তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো জন্য সাহায্য চাওয়া সুদ (তুল্য হারাম)। যার আহরণকারী তা সুদ (হারাম) রূপে ভক্ষণ করে।

الصَّدَقَةُ عَلَى الْيَتِيمِ

ইয়াতীমকে দান-সাদাকা করা

২০৪২. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ وَذِكْرٍ الدُّنْيَا وَزَيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تَكْلُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَكْلَمُكَ قَالَ وَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَاثِقًا يَمْسَحُ الرُّخَصَاءَ وَقَالَ أَشَاهِدُ السَّائِلَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنْ مِمَّا يُنْبِئُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ فَأَتَاهَا أَكَلْتُ حَتَّى إِذَا أُمْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا أَسْتَقْبَلْتُ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَّتُ ثُمَّ بَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنْ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ إِنْ أُعْطِيَ مِنْهُ الْيَتِيمَ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَإِنْ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

২৫৮২. যিয়াদ ইবন আইয়ুব (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিন্বারের উপর বসলেন। আমরাও তাঁর চারপাশে বসে গেলাম। তিনি বললেন, আমার পরবর্তীকালে তোমাদের বিজিত পার্থিব ধন-দৌলতের আধিক্যে আমি আশংকিত। (এ প্রসংগে) তিনি দুনিয়া ও তার চাকচিক্যের কথা আলোচনা করলেন। এক ব্যক্তি বলল, ভাল কি মন্দ (পরিনতি) নিয়ে আসে? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাকে (প্রশ্নকারীকে) তিনি বলা হল যে, তোমার কি হল, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলছ অথচ তিনি তোমার সাথে কথা বলছেন না? (রাবী বলেন) আমরা দেখলাম যে, তখন তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। যখন চেতনা ফিরে পেলেন (ওহী অবতীর্ণ হয়ে গেল) তিনি ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, প্রশ্নকারী কি উপস্থিত আছে? নিশ্চয়ই ভাল মন্দ নিয়ে আসবে না। তবে দেখ, বসন্ত ঋতু যা জন্মায় তা মেরে ফেলে অথবা মেরে ফেলার উপক্রম করে (অথচ সবুজ ঘাসপাতা একটি উত্তম বস্তু কিন্তু কোন চতুষ্পদ

জন্তু যখন তা অপরিমিত ভক্ষণ করে তখন বদহজমীর দরুন মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয় বা মরেই যায়।) কিন্তু কোন তৃণভোজি জন্তু যখন তা ভক্ষণ করে তখন তার পেট ভরে যায় আর সে সূর্যের আলোর মুখোমুখি হয়ে পায়খানা করে ও পেশাব করে। এরপর চড়ে বেড়ায়। অনুরূপভাবে এ সমস্ত মাল মুসলমানদের জন্য কত উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু এবং উপকারী সাথী, যদি তার থেকে ইয়াতীম মিসকীন এবং মুসাফিরকে দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে সে যেন আহার করল কিন্তু পরিভৃগু হতে পারল না আর এ ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে দাঁড়াবে।

الْصَّدَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ

আত্মীয়-স্বজনকে দান করা

২০৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ الرَّائِغِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى نَبِي الرُّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ *

২৫৮৩. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল 'আলা (র) - - - - সালমান ইবন আমির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিসকীনকে দান করার মধ্যে শুধু সাদাকা (র সওয়াব রয়েছে) আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করা দু'টি (সওয়াব রয়েছে) দান করা (র সওয়াব) এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা (র সওয়াব)।

২০৮৪. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ أُمْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ أَيْسَعْنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَاتَيْنَتُ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ أُمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِإِلَالٍ فَقُلْنَا لَهُ أَنْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَاَنْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيْ الزَّيْنَبِ قَالَ زَيْنَبُ أُمْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَ نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ *

২৫৮৪. বিশর ইবন খালিদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন : তোমরা সাদাকা কর যদিও তা তোমাদের অলংকারই হোক না কেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ দরিদ্র ছিলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমার সাদাকা আপনাকে এবং আমার ইয়াতীম ভ্রাতৃপুত্রদেরকে দেওয়ার অবকাশ আমার আছে কি? আবদুল্লাহ (রা) বললেন : তুমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা কর। তিনি (যয়নাব রা) বলেন, তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম, এসে

দেখলাম তাঁর দরজার সামনে যয়নাব নামী (আর) একজন আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে এবং আমি যে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে এসেছি তিনিও সে ব্যাপারেই প্রশ্ন করছেন। আমাদের কাছে বিলাল (রা) আসলেন, আমরা তাঁকে বললাম যে, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। আর আমরা কারা তা তাঁকে বলবেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কারা? বিলাল (রা) বললেন, যয়নাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন যয়নাব? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী যয়নাব এবং আনসারী যয়নাব। তিনি বললেন, হ্যাঁ; তাদের জন্য দু'টি (দুই গুণ) সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার (সম্পর্ক বজায় রাখার) সওয়াব এবং দান করার সওয়াব।

الْمَسْأَلَةُ

ভিক্ষা করা

২০৪০. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَحْتَرِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ *

২৫৮৫. আবু দাউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন : তোমাদের কারো এক বোঝা কাঠ সংগ্রহ করে তা নিজ পিঠে বহন করে আনা এবং বিক্রি করা ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম। যে সে কারো কাছে ভিক্ষা চাইবে এবং সে হয়তো তাকে দিবে অথবা দিবে না।

২০৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ *

২৫৮৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - হামযা ইবন আবদুল্লাহ সূত্রে। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করে বেড়ায় কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহারা গোশতের কোন টুকরাই থাকবে না।

২০৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَسْطَامَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِوٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أَسْكُفَةِ الْبَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْئَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا *

২৫৮৭. মুহাম্মাদ ইবন উসমান (র) - - - - আইয ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি (নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}) তাকে ভিক্ষা দিলেন। যখন সে দরজার চৌকাঠে পা রেখে প্রস্থান করছিল তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন, যদি তোমরা ভিক্ষা(র অপকারিতা) সম্পর্কে জানতে তাহলে তোমাদের কেউ কারো কাছে কখনো কোন কিছু ভিক্ষা চাওয়ার জন্য যেতো না।

سَوَالُ الصَّالِحِينَ

নেক্কার লোকদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া

২০৮৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ عَنْ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا وَإِنْ كُنْتُ سَائِلًا لَأَبْدُ فَأَسْأَلَ الصَّالِحِينَ *

২৫৮৮. কুতায়বা (র) - - - - ইবন ফিরাসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফিরাসী (রা) রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি ভিক্ষা চাইব? তিনি বললেন, না। অগত্যা যদি চাইতেই হয় তবে নেক্কার লোকদের কাছে চাইবে।

الِاسْتِغْفَافُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

ভিক্ষা থেকে আত্মরক্ষা করা

২০৮৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَاَعِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفِهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ *

২৫৮৯. কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক আনসারী রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি তাদেরকে দিলেন। এরপর তারা আবার চাইলে আবারও দিলেন। এমনভাবে তাঁর কাছে যা ছিল সব শেষ হয়ে গেলে তিনি বললেন, আমার কাছে কোন সম্পদ থাকলে তা কখনো তোমাদের থেকে সঞ্চয় করে রাখব না। (এখন আমার কাছে আর দেওয়ার মত কিছুই নেই।) যে ব্যক্তি ভিক্ষা থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে সুরক্ষিত রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দেন। কাউকে ধৈর্য থেকে উত্তম কোন জিনিস দান করা হয়নি।

২০৯০. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْنُ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ

حَبْلُهُ فَيَخْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ
فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ *

২৫৯০. আলী ইব্ন শুআয়ব (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে এবং কাঠ সংগ্রহ করে তা পিঠে বহন করে আনা তার জন্য এর চেয়ে উত্তম, যে মহান মহিয়ান আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পত্তির অধিকারী কোন ব্যক্তির কাছে এসে তার কাছে ভিক্ষা চাইবে, সে হয়তো ভিক্ষা দেবে নয়তো দেবে না।

فَضَّلَ مَنْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

যে ব্যক্তি মানুষের কাছে কিছুই চায় না তার ক্ষয়ীলত

২৫৯১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً وَلَهُ الْجَنَّةُ قَالَ يَحْيَى هَهْنَا كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا *

২৫৯১. আমার ইব্ন আলী (র) - - - - ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে একটি কথার (প্রতিশ্রুতি দেবে) এ (বিনিময়ের) শর্তে যে, তার জন্য জান্নাত (ওয়াজিব হয়ে যাবে,) ইয়াহুইয়া (র) বলেন, এখানে এমন এক বাক্য রয়েছে যার অর্থ এই যে, মানুষের কাছে কোন কিছু চাইবে না।

২৫৯২. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ هُرُونَ ابْنِ رَبَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةِ رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ جَانِحَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ تَحْمَلُ حِمَالَةً فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حِمَالَتَهُمْ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ ذَوِي الْحِجَابِ بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلَانٍ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ مَعِيشَةٍ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فَمَا سِوَى ذَلِكَ سُحَتْ *

২৫৯২. হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - - - কাবীসা ইব্ন মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য সাহায্য চাওয়া যথার্থ (বৈধ) নয়। যার সম্পদ বিনাশের শিকার হয়েছে। সে সাহায্য চেয়ে জীবন ধারণের প্রয়োজন মিটাতে পারবে, এরপর (সাহায্য চাওয়া থেকে) বিরত থাকবে। যে কারো পাওনার যামিন হয়েছে। সে সাহায্য চেয়ে সে (পাওনা আদায় করে দেবে, পাওনা আদায় করে দেওয়ার) এরপর (আর সাহায্য চাওয়া থেকে) বিরত থাকবে। আর ঐ ব্যক্তি যার সম্পর্কে তার সমাজের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, অমুকের জন্য সাহায্য চাওয়া

বৈধ হয়েছে, তাহলে সে সাহায্য চেয়ে জীবন ধারণের প্রয়োজন মিটাবে। এরপর সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকবে। এরা ছাড়া (অন্য কেউ যদি সাহায্য চায় তাহলে তা তার জন্য) হারাম হবে।

حَدُّ الْفَنَى

স্বচ্ছলতার পরিসীমা

২০৭৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يَغْنِيهِ جَاءَتْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَاذَا يَغْنِيهِ أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ *

২৫৯৩. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার কাছে এই পরিমাণ মাল আছে যাতে তার প্রয়োজন মিটে যায়, তাহলে তা কিয়ামতের দিন তার মুখে ক্ষত কিংবা আঘাত অবস্থায় উথিত হবে। প্রশ্ন করা হল যে, কতটুকু মাল দ্বারা প্রয়োজন মিটে যায়? (‘সচ্ছলতা’ সাব্যস্ত হয়?) তিনি বললেন, পঞ্চাশ দিরহাম বা তার সমপরিমাণ স্বর্ণ।

بَابُ الْأَلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ

পরিচ্ছেদ : পীড়াপীড়ি করে সাহায্য চাওয়া

২০৭৪. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبَهٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَسْأَلْنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارُهُ فَيَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ *

২৫৯৪. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাহায্য চাইতে পীড়াপীড়ি করবে না আর তোমাদের কেউ আমার কাছে এমন জিনিস চাইবে না যা আমি অপছন্দনীয় মনে করি, তাহলে আমি তাকে যা দেব আল্লাহ তা'আলা তাতে বরকত দেবেন এমন হবে না।

مَنْ الْمُلْحَفُ ؟

কাকে পীড়াপীড়িকারী বলা হবে ?

২০৭৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ

بْنِ شَابُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ
أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ الْمُحْتَفُ *

২৫৯৫. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন
যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার চল্লিশটি দিরহাম রয়েছে সেই পীড়াপীড়িকারী।

۲۵۹۶. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَرَّحْتَنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ
فَاسْتَقْبَلَنِي وَقَالَ مَنْ أَسْتَفْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَسْتَعْفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ
أَسْتَكْفَى كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيَمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ فَقُلْتُ نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ
خَيْرٌ مِّنْ أُوقِيَّةٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ *

২৫৯৬. কুতায়বা (র) - - - - আবদুর রহমান (র)-এর পিতা আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন
যে, আমার আত্মা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালে আমি তাঁর কাছে আসলাম এবং বসে গেলাম।
তিনি আমার দিকে মুখ করে বললেন যে, যে ব্যক্তি (হাত না পেতে) স্বচ্ছলতা প্রকাশ করতে চায় মহান মহিয়ান
আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বচ্ছলতা দান করেন। আর যে ব্যক্তি কারো কাছে কিছু চাওয়া হতে বাঁচতে চায়, মহান
মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা তাকে তা হতে বাঁচিয়ে রাখেন (অভাবমুক্ত রাখেন)। আর যে ব্যক্তি যা আছে তা যথেষ্ট
মনে করে (অল্পে তুষ্ট থাকতে চায়) মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা তাকে সমাধা করে দেন। (অল্পে তুষ্ট
রাখেন)। আর যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার কাছে এক উকিয়া (চল্লিশটি দিরহাম) আছে তাহলে সে
পীড়াপীড়ি করল। আমি মনে মনে বললাম যে, আমার ইয়াকূতা নামক উষ্ট্রীর মূল্য তো চল্লিশ দিরহাম থেকেও
বেশি হবে, তাই আমি ফিরে আসলাম এবং তাঁর কাছে কিছুই চাইলাম না।

إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَاهِمٌ وَكَانَ لَهُ عِدْلُهَا

যার নিকট দিরহাম নেই কিন্তু তার সমপরিমাণ (মূল্যের মাল) আছে সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে

۲۵۹۷. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ
زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ
الْفَرَقْدِ فَقَالَتْ لِي أَهْلِي أَذْهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلُّهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ فَوَلَّى الرَّجُلُ
عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَيَغْضَبُ
عَلَى أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ الْحَافَا قَالَ الْأَسَدِيُّ

فَقُلْتُ لِلْفَحْهَ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أَوْقِيَّةٍ وَالْأَوْقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَيْبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

২৫৯৭. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - 'আতা ইবন ইয়সার (র) সূত্রে আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং আমার স্ত্রী বকীউল গারকাদ নামক স্থানে আসলাম। আমার স্ত্রী আমাকে বলল যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যাও এবং তাঁর কাছে থেকে কিছু নিয়ে আস, আমরা খাব। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর সামনে এমন একজন লোক পেলাম, যে তাঁর কাছে কিছু সাহায্য চাচ্ছিল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, আমার কাছে তোমাকে দেওয়ার মত কিছুই নেই। তখন সে ব্যক্তি ক্ষুদ্ধ হয়ে চলে যাচ্ছিল এবং বলছিল যে, আমার জীবনের কসম! আপনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার কাছে তাকে দেওয়ার মত কিছুই না থাকার কারণে সে আমার উপর ক্ষুদ্ধ হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার কাছে এক উকিয়া (দিরহাম) বা তার সমপরিমাণ মূল্যের কোন বস্তু থাকে তবে সে যেন পীড়াপীড়ি করে সাহায্য প্রার্থনা করল। আসাদী ব্যক্তি মনে মনে বলল যে, আমার উদ্বীর মূল্য এক উকিয়া (দিরহাম) থেকেও বেশী হবে। এক উকিয়া হল চল্লিশ দিরহাম। তাই আমি ফিরে আসলাম এবং কোন সাহায্য চাইলাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কিছু যব এবং শুক্ক আঙ্গুর (কিশমিশ) আসলে তিনি তা থেকে আমাদের জন্যও কিছু বণ্টন করে দিলেন। এমনভাবে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অভাবমুক্ত করে (পরমুখাপেক্ষী তা হতে বাঁচিয়ে) দিলেন।

২৫৯৮. অখবরা হুদা বন সুরী' عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنَى وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوَى *

২৫৯৮. হানাদ ইবন সারী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ নয় এবং সক্ষম ও সবল ব্যক্তির জন্যও নয়।

مَسْأَلَةُ الْقَوَى الْمُكْتَسِبِ

উপার্জনে সক্ষম ও সবল ব্যক্তির সাহায্য চাওয়া প্রসঙ্গে

২৫৯৯. অখবরা عمرو বন আলী' وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ بْنُ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا اتَّيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَصَرَهُ فَرَأَاهُمَا جُلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شِئْتُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنَى وَلَا لِقَوَى مُكْتَسِبٍ *

২৫৯৯. আমর ইবন আলী এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না - - - - উবায়দুল্লাহ ইবন আদী (র) বর্ণনা করেছেন যে, দু'জন লোক তাঁকে বলেছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁর কাছে সাদাকা (যাকাত) হতে কিছু সাহায্য চাইলেন। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তারা দু'জনই শক্তিমান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ

বললেন, যদি তোমরা চাও, (তবে তোমাদেরকে দেব), কিন্তু স্বচ্ছল ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য এতে কোন অংশ নেই।

مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ ذَا سُلْطَانٍ

শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাওয়া

২৬০০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ شَيْئًا لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدَأً *

২৬০০. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভিক্ষা করা এমন একটি ক্ষত যদ্বারা মানুষ তার চেহারাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তাই যার ইচ্ছা হয় সে চেহারাকে ক্ষতযুক্ত করুক, আর যার ইচ্ছা হয় সে না করুক। তবে হ্যাঁ ; কোন মানুষ শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাইতে পারে অথবা এমন কোন জিনিস সাহায্য চাইতে পারে যা তার একান্ত দরকার।

مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ فِي أَمْرِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ

অত্যাবশ্যকীয় জিনিস চাওয়া প্রসঙ্গে

২৬০১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةُ كَدُ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ *

২৬০১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ভিক্ষা চাওয়া এমন একটি ক্ষত যা দ্বারা মানুষ তার চেহারাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তবে হ্যাঁ, কোন মানুষ শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাইতে পারে অথবা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু চাইতে পারে।

২৬০২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى *

২৬০২. আবদুল জাব্বার ইবন 'আলা' (র) - - - - হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। এরপর তাঁর কাছে আবারও সাহায্য চাইলে তিনি আবার আমাকে সাহায্য করলেন। এরপর আমি তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে পুনরায় সাহায্য করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর বললেন, হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ সুদৃশ্য-সুস্বাদু বটে, তবে যে ব্যক্তি এগুলো মনের পবিত্রতার সাথে (লোভাতুর না হয়ে) গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয়, আর যে ব্যক্তি লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে কোন বরকত দেয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহাৰ করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাত (দাতা গ্রহীতার চেয়ে) উত্তম।

২৬.৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى *

২৬০৩. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু (সাহায্য) চাইলে তিনি আমাকে দান করলেন। তাঁর কাছে আবারও কিছু দান (সাহায্য) চাইলে তিনি আমাকে কিছু দান (সাহায্য) করলেন। পুনরায় সাহায্য চাইলে আমাকে দান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ সুদৃশ্য ও সুস্বাদু (উত্তম এবং উৎকৃষ্ট)। যে ব্যক্তি সেগুলো (লোভমুক্ত মন নিয়ে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় আর যে ব্যক্তি লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহাৰ করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আর উপরের হাত (দাতা হাত গ্রহীতা হাত) নীচের হাত থেকে উত্তম।

২৬.৪. أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَرْزَأُ أَحَدًا بِعَدَدِكَ حَتَّى أَفَارِقَ الدِّينَا بِشَيْءٍ *

২৬০৪. রবী ইবন সুলায়মান (র) - - - হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কিছু (সাহায্য) চাইলাম। তিনি আমাকে দান করলেন। আমি তাঁর কাছে আবার কিছু দান (সাহায্য) চাইলে তিনি আমাকে আবারও দান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ হলো সুস্বাদু (মনোমুগ্ধকর)। যে ব্যক্তি এগুলো (লোভমুক্ত মন নিয়ে) গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয়, আর যে ব্যক্তি এগুলো লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় না। সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করল কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারল না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, 'আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, আপনার (কাছে চাওয়ার) পরে আমি আমার দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত (জীবিত থাকাকালীন) আর কাউকে ঝামেলা করব না। (কারো কাছে কিছুই চাইব না)।

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ

চাওয়া ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা যাকে কোন ধন-সম্পদ দান করেন তার প্রসঙ্গে

২৬০৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا فَأَذَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطَيْتَكَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ *

২৬০৫. কুতায়বা (র) - - - ইবন সাঈদী মালিকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা) আমাকে সাদাকা আদায়কারী রূপে নিযুক্ত করলেন। যখন আমি কাজ (সাদাকা আদায়) সম্পন্ন করলাম এবং সেগুলো তাঁকে (উমর ইবন খাত্তাব (রা)) দিয়ে দিলাম, তখন তিনি আমাকে কাজের বিনিময় নিতে আদেশ দিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি এ কাজ আল্লাহর ওয়াস্তে করেছি আর এর প্রতিদান আমি আল্লাহর কাছ থেকে নেব। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যা দিচ্ছি তা তুমি নিয়ে নাও। যেহেতু আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে (সাদাকা উসূল করার) কাজ করতাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তোমার মতই বললাম। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন যে, চাওয়া ব্যতীত তোমাকে কিছু দেয়া হলে সেটা নিয়ে নেবে এবং খাবে ও (দান-সাদাকা) করে দেবে।

২৬০৬. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ أَلَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍ مِنَ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَتُعْطَى عَلَيْهِ عُمَالَةٌ فَلَا تَقْبَلُهَا قَالَ أَجَلُ إِن لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبَدًا وَأَنَا

بَخِيرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي أَرَدْتُ
الَّذِي أَرَدْتُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْمَالَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي وَإِنَّهُ
أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ مَا أَتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذَا
الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَالًا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ *

২৬০৬. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান আবু উবায়দুল্লাহ্ মাখযুমী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইবন সাদী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার সিরিয়া থেকে উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর কাছে আসলে তিনি তাঁকে বললেন যে, আমি জ্ঞেছি যে, তুমি মুসলমানদের কোন কাজ (যাকাত আদায়) করলে তোমাকে তার পারিশ্রমিক দেয়া হলে তা তুমি নাকি গ্রহণ কর না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার কিছু ঘোড়া এবং দাস-দাসী রয়েছে এবং আমি স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমার ইচ্ছা আমার কাজ মুসলমানদের জন্য সাদাকা স্বরূপ হোক। উমর (রা) তাঁকে বললেন, তুমি যা ইচ্ছা করেছ আমিও তাই ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু নবী ﷺ আমাকে সম্পদ (বিনিময়) দিতেন, আমি তাঁকে বলতাম : যে ব্যক্তি আমার থেকেও বেশি অভাবী আপনি এই (মাল) তাকে দিন। তিনি আমাকে একবার কিছু (মাল) দিলে আমি তাঁকে বললাম, এই (মাল) যে আমার থেকে বেশি অভাবী আপনি তাকেই দিন। তিনি বললেন, তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত যে মাল মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তোমাকে দেন তা গ্রহণ করে নেবে এবং ইচ্ছা করলে তা তোমার কাছে রেখে দেবে নয়তো সাদাকা করে দেবে। আর যা তেমন (লোভ বিহীন) নয় তার প্রতি তোমার মনকে ধাবিত করবে না।

২৬.৭. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ
عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَلَمْ أَحْدِثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا
فَإِذَا أُعْطِيتِ الْعُمَالَةَ رَدَدْتَهَا فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ فَقُلْتُ
لِي أَفْرَاسٌ وَأَعْبُدٌ وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلَا
تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ
أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ
غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ *

২৬০৭. কাসীর ইবন উবায়দা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইবন সাদী (র) অবহিত করেছেন যে, তিনি একবার উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর কাছে গেলেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন যে, আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি নাকি মুসলমানদের কাজে নিয়োজিত রয়েছে এবং তোমাকে তোমার কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া হলে তুমি তা গ্রহণ কর না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন উমর (রা) বললেন, এতে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি বললাম যে, আমার কিছু ঘোড়া এবং দাস-দাসী রয়েছে আর আমি স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমি চাচ্ছিলাম যে, আমার

কাজ মুসলমানদের জন্য সাদাকা স্বরূপ হোক। উমর (রা) তাঁকে বললেন যে, তুমি এরূপ কর না। কেননা তুমি যে রকম চাচ্ছ আমিও সে রকম চাইতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দান (পারিশ্রমিক) দিলে আমি বলতাম যে, আপনি তা আমার থেকে বেশী অভাবীকে দিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন যে, তুমি এগুলো নিয়ে নাও। ইচ্ছা করলে নিজের কাজে লাগাও নতুবা তা সাদাকা করে দাও। তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত যে মাল তোমার হস্তগত হয় তা তুমি নিয়ে নাও। (কোন মাল) এভাবে (তোমার হস্তগত) না হলে তার প্রতি তোমার মনকে ধাবিত করবে না।

২৬.৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَمَلَةَ كَرِهْتَهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا تُرِيدُ إِلَيَّ ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنْ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبَدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتُ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أُعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ *

২৬০৮. আমার ইবন মানসূর এবং ইসহাক ইবন মানসূর (রা) - - - আবদুল্লাহ ইবন সাদী (রা) অবহিত করেছেন যে, তিনি একবার উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর কাছে আসলেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন, আমাকে তা অবহিত করা হয়েছে যে, তুমি নাকি মানুষের কাজে নিয়োজিত থাক এবং তার বিনিময় দেওয়া হলে তুমি তা অপছন্দ কর? তিনি বলেন, আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি (উমর (রা)) বললেন, 'এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি?' আমি বললাম, আমার কিছু ঘোড়া এবং দাস-দাসী রয়েছে আর আমি স্বচ্ছল অবস্থায় রয়েছি। তাই আমি চাচ্ছিলাম যে, আমার কাজগুলো মুসলমানদের জন্য সাদাকা স্বরূপ হোক। উমর (রা) তাঁকে বললেন, তুমি এরূপ করবে না। তুমি যে রকম ইচ্ছা করছ আমিও সে রকমই ইচ্ছা করতাম। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে বিনিময় দিতেন আর আমি বলতাম যে, আপনি এটা আমার চেয়েও বেশী অভাবীকে দিয়ে দিন। তিনি আমাকে একবার কিছু মাল দিলে আমি তাকে বললাম যে, আপনি তা আমার চেয়েও বেশী অভাবীকে দিয়ে দিন। তখন নবী ﷺ বললেন: তুমি এটা নিয়ে নাও; ইচ্ছা করলে নিজের কাজে লাগাও নতুবা সাদাকা করে দাও। আর যে মাল তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত তোমার কাছে আসে তুমি তা নিয়ে নেবে অন্যথা নিজেকে তার পেছনে ধাবিত করবে না।

২৬.৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ

الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ *

২৬০৯. আমার ইবন মানসূর (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দান (বিনিময়) দিতেন আর আমি বলতাম, আপনি তা আমার চেয়েও বেশি অভাবীদেরকে দিয়ে দিন। এরপর একবার তিনি আমাকে কিছু দান (বিনিময়) দিলে আমি তাঁকে বললাম : আপনি এটা আমার চেয়েও কোন অভাবী ব্যক্তিকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি এটা নাও, ইচ্ছা করলে নিজের কাজে ব্যয় কর নতুবা সাদাকা করে দাও। আর তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত এ মাল হতে কিছু যদি তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি তা নিয়ে নেবে, অন্যথা তুমি নিজেকে তার পেছনে খাবিত করবে না।

بَابُ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বংশধরগণকে সাদাকা উসূল করার কাজে নিযুক্ত করা প্রসঙ্গে

٢٦١٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سُوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اثْنِيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُولَا لَهُ اسْتَغْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَأَتَى عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَسْتَغْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ *

২৬১০. আমার ইবন সাওয়াদ (র) - - - আবদুল মুত্তালিব ইবন রবীআ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা রবীআ ইবন হারিস (রা) তাঁকে এবং ফযল ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাও এবং তাঁকে বল যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে সাদাকা উসূল করার জন্য (কর্মচারী) নিযুক্ত করুন। আমরা এই অবস্থায় থাকাকালে (হযরত) আলী (রা) আসলেন এবং তাদের (আমাদেরকে) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের কাউকেও সাদাকা উসূল করার জন্য (কর্মচারী) নিযুক্ত করবেন না। আবদুল

মুত্তালিব (রা) বলেন, তখন আমি এবং ফযল (রা) চলে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে পৌঁছলে (এবং নিবেদন করলে) তিনি আমাদেরকে বললেন যে, সাদাকা লোকজনের ধন-সম্পত্তির ময়লা। তাই তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের জন্য হালাল নয়।

بَابُ ابْنِ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

পরিচ্ছেদ : কোন সম্প্রদায়ের ভাগ্নে সে সম্প্রদায়ের সদস্য (হিসেবেই পরিগণিত)

২৬১১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِيَّاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنُ قُرَّةَ أَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالَ نَعَمْ *

২৬১১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ইয়াস (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম — আপনি কি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন সম্প্রদায়ে ভাগ্নে সে সম্প্রদায়ের সদস্য (হিসাবে পরিগণিত) ? তখন আবু ইয়াস (র) বললেন : হ্যাঁ, (আমি শুনেছি)।

২৬১২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ *

২৬১২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, কোন সম্প্রদায়ে ভাগ্নে সে সম্প্রদায়ের সদস্য (হিসাবে পরিগণিত হবে)।

بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

পরিচ্ছেদ : কোন সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম সে সম্প্রদায়ের সদস্য (হিসেবে পরিগণিত)

২৬১৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتَّبِعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنْ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ *

২৬১৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু রাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদাকা উসূল করার জন্য নিযুক্ত করলেন। তখন আবু রাফি (রা) তাঁর সংগে যেতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, সাদাকা আমাদের জন্য বৈধ নয়। আর কোন সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত (সদস্য হিসেবেই পরিগণিত)।^১

الْمَدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ ﷺ

সাদাকা নবী সাদাকা নবী -এর জন্য হালাল নয়

২৬১৬. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى بِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةً أَمْ مَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ مَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ *

২৬১৪. যিয়াদ ইবন আইয়ুব (র) - - - - বাহুয (রা)-এর দাদা (হাযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, নবী সাদাকা নবী -কে কোন কিছু পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে, এটা হাদিয়া না সাদাকা? সাদাকা বলা হলে তিনি তা খেতেন না আর হাদিয়া বলা হলে তিনি হাত প্রসারিত করতেন (খেতেন)।

إِذَا تَحَوَّلَتِ الْمَدَقَةُ

সাদাকা হস্তান্তরিত হলে (তার বিধান)

২৬১৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتَعْتِقَهَا وَأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيْرْتُ حِينَ أَعْتَقْتُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيلَ هَذَا مِمَّا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا مَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا *

২৬১৫. আমর ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারীরা (রা)-কে খরিদ করে মুক্ত (আযাদ) করে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। তাঁর মালিকেরা তাঁর মীরাছ প্রাপ্তির শর্ত আরোপ করলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাদাকা নবী -কে একথা জানালেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে কিনে মুক্ত করে দাও। কেননা, (গোলামের) মুক্তিদাতাই মীরাছের হকদার। আর মুক্তি দেয়া হলে তাকে (পূর্ববর্তী বিয়ে অক্ষুণ্ণ রাখা না রাখার) এখতিয়ার দেয়া হল। (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাদাকা নবী -এর কাছে কিছু গোশত আনা হলে তাঁকে বলা হল যে, তা বারীরা (রা)-কে সাদাকা (রূপে প্রদত্ত গোশতের অংশ)। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাদাকা নবী) বললেন যে, “তা তার জন্য সাদাকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া।” তার স্বামীও স্বাধীন ব্যক্তি ছিল।

شِرَاءُ الْمَدَقَةِ

সাদাকা ক্রয় করা প্রসঙ্গে

২৬১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ

فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدْرِهِمْ فَإِنَّ الْعَانِدَ فِي صَدَقَتِهِ
كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ *

২৬১৬. মুহাম্মাদ ইবন সালামা এবং হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি একবার আল্লাহর রাস্তায় বাহনরূপে একটি ঘোড়া দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে ওটাকে (যত্ন না নিয়ে) নষ্ট (করে দেওয়ার উপক্রম) করলে আমি তার কাছ থেকে ওটা কিনে নিতে মনস্থ করলাম। আমার মনে হল যে, সে তা সস্তা দামেই বিক্রি করে দেবে। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি সেটা খরিদ করা না, যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামেও দিয়ে দেয়। যেহেতু সাদাকা ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি নিজের বমি পুনরায় আহাংকারী কুকুরের সমতুল্য।

٢٦١٧. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَاهَا تَبَاعُ فَأَرَادَ شَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَعْرِضْ فِي صَدَقَتِكَ *

২৬১৭. হারুন ইবন ইসহাক (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার একটি ঘোড়া বাহনরূপে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন। এরপর তিনি তা বিক্রয় হতে দেখে তা ক্রয় করতে চাইলেন (এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরামর্শ চাইলে) তিনি (নবী ﷺ) বললেন, তুমি তোমার সাদাকায় হস্তক্ষেপ কর না।

٢٦١٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ أَتْبَانَا حُجَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدَهَا تَبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ *

২৬১৮. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) (একবার) একটি ঘোড়া মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় সাদাকা করে দিলেন। তারপর তা বিক্রয় হতে দেখে তা ক্রয় করতে চাইলেন, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, তুমি তোমার সাদাকা ঘোড়া ফিরিয়ে নিও না।

٢٦١٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَالٍ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَبِزِيدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخْرِصَ الْعِنَبَ فَنَوْدَى زَكَاتُهُ زَيْبًا كَمَا تَوْدَى زَكَاةُ الْبُخْلِ تَمْرًا *

২৬১৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ আত্তাব ইবন উসায়দ (রা)-কে আঙ্গুরের পরিমাপ করে শুকনা আঙ্গুর (কিশমিশ) দ্বারা তার যাকাত আদায় করতে বললেন, যে রূপ খেজুরের যাকাত শুকনা খেজুর দ্বারা আদায় করা হয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ مَنْاسِكِ الْحَجِّ

অধ্যায় : হজ্জের বিধি-বিধানসমূহ

بَابُ وَجُوبِ الْحَجِّ

পরিচ্ছেদ : হজ্জ ফরয হওয়া

২৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرُمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ وَأَسْمَةُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَوْ وَجِبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ *

২৬২০. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক মুখাররামী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার লোকদের সামনে খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন, তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! (তা কি) প্রতি বছরে ? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তার উত্তর দেয়া থেকে নীরব রইলেন। লোকটি তিনবার এর পুনরাবৃত্তি করলো। পরে তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ, তা হলে অবশ্যই তা (প্রতি বছরের জন্য) ফরয হয়ে যেতো। আর যদি ফরয হয়েই যেতো, তাহলে তোমরা তা আদায় করতে পারতে না। আমি যা বলি তা বলতে দাও, (প্রশ্ন করে সহজ কাজকে জটিল করো না।) কেননা তোমাদের পূর্বে যার ছিল তারা অধিক প্রশ্ন করা এবং তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছে। আমি যখন তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেই তখন তা তোমরা সাধ্যানুযায়ী পালন করো। আর যখন কোন কাজ করতে নিষেধ করি, তখন তা পরিত্যাগ করো।

২৬২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ

قَالَ أَنبَانَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ كُلُّ عَامٍ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَكَتَ فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ ثُمَّ إِذَا لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تَطِيعُونَ وَلَكِنَّهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ *

২৬২১. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) (ভাষণ দিতে) দাঁড়িয়ে বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। তখন আকরা ইবন হাবিস তামীমী (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! (তা কি) প্রতি বছরের জন্য ? (তিনি) রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব রইলেন। তারপর বললেন : আমি যদি বলতাম, হ্যাঁ, তবে তা ফরয হয়ে যেতো। তখন তোমরা তা শুনতেও না এবং মানতেও না। কিন্তু (তোমরা জেনে রাখ) হজ্জ তা একটিই, হজ্জ একবারই ফরয।

وَجُوبُ الْعُمْرَةِ

উমরা ওয়াজিব হওয়া

٢٦٢٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رُزَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَبِي شَيْخٌ كَثِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّنَّ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَأَعْتَمِرَ *

২৬২২. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল 'আলা (র) - - - আবু রুযাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার পিতা একজন অতিবৃদ্ধ লোক, হজ্জ ও উমরা করার এবং বাহনে আরোহণেরও ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ (সা)) বললেন : তাহলে তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা আদায় কর।

فَضْلُ الْحَجِّ الْمُبْرُورِ

মাবরুর (মাকবুল) হজ্জের ফযীলত

٢٦٢٣. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيِّ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّةُ الْمُبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا *

২৬২৩. আবদা ইবন আবদুল্লাহ্ সাফ্ফার বাসরী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ‘মাবরুর’ (কবুল হওয়া) হজ্জের জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন প্রতিদান নেই। আর এক উমরা অন্য উমরার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য গুনাহর কাফ্ফারা হয়।

২৬২৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ سَمْعَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ مِثْلَهُ سِوَاءُ إِلَّا أَنْتَ قَالَ تَكْفُرُ مَا بَيْنَهُمَا *

২৬২৪. আমর ইবন মানসুর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : ‘মাবরুর’ হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

فَضْلُ الْحَجِّ

হজ্জের ফযীলত

২৬২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ *

২৬২৫. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কোন্ আমল সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। সে বললেন : এরপর কোনটি ? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। ঐ ব্যক্তি আবার বলল : তারপর কোনটি ? তিনি বললেন : মাবরুর হজ্জ।

২৬২৬. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَدُ اللَّهُ ثَلَاثَةَ الْغَارِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ *

২৬২৬. ইসা ইবন ইবরাহীম ইবন মাহরুদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর প্রতিিনিধি তিন ব্যক্তি ; গাযী (মুজাহিদ), হাজী ও উমরা আদায়কারী।

২৬২৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ

عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ # قَالَ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ *

২৬২৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বৃদ্ধ, অল্প বয়স্ক, দুর্বল এবং নারীদের জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরা।

٢٦٢٨. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرَفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ *

২৬২৮. আবু আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়স মারওয়াযী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এই ঘরের (বায়তুল্লাহর) হজ্জ করলো এবং অশ্লীল কথা বললো না ও কোন পাপ করলো না সে সদ্যজাত শিশুর মত (নিষ্পাপ) হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।

٢٦٢٩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَاجْمَعْلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجُّ مَبْرُورٌ *

২৬২৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আয়েশা বিন্ত তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন যে, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা কি আপনার সাথে জিহাদে যোগদান করবো না ? আমি কুরআনে জিহাদ অপেক্ষা উত্তম কোন আমলই দেখছি না। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : না, বরং তোমাদের (নারীদের) জন্য অতি সুন্দর ও অতি উত্তম জিহাদ হলো বায়তুল্লাহর হজ্জ (অর্থাৎ) 'মাবরুর' হজ্জ।

فَضْلُ الْعُمْرَةِ

উমরার ফযীলত

٢٦٣٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمْعَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ *

২৬৩০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন : এক উমরা হতে অন্য উমরা পর্যন্ত উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা। আর 'মাবরুর' হজ্জের নিমিত্ত জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

فَضَلَ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

পরস্পর হজ্জ ও উমরা করার ফযীলত

২৬৩১. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ *

২৬৩১. আবু দাউদ (র) - - - - আমর ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা হজ্জ ও উমরা পরস্পর পালন (হজ্জ সমাপনের পর উমরা এবং উমরার পর হজ্জ) করবে, কেননা তা (এ দু'টি) অভাব অনটন ও পাপকে দূর করে দেয় যেমন (কামারের) হাপর লোহার মরিচা দূর করে থাকে।

২৬৩২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانٍ أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ *

২৬৩২. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আইউব (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা হজ্জ ও উমরা পরস্পর (হজ্জ সমাপনের পর উমরা এবং উমরার পর হজ্জ) আদায় করবে, কেননা তা অভাব ও পাপ এরূপ দূর করে দেয়, যেদ্রুপ হাপর লোহা, সোনা ও রূপার ময়লা দূর করে থাকে। আর 'মাবরুর' হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

الْحَجُّ عَنِ الْمَيْتِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ

হজ্জ মান্নত করে মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা

২৬৩৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ *

২৬৩৩. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলা হজ্জ মানুত করেছিল। সে মৃত্যুবরণ করলো (হজ্জ করতে পারলো না)। এরপর তার ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন : তুমি কি মনে কর, যদি তোমার বোনের দেনা থাকতো তুমি কি তা আদায় করতে ? সে বলল : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে, আল্লাহর হকও আদায় কর; কেননা তা আদায় করার অধিক উপযোগী।

الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ

যে ব্যক্তি হজ্জ না করে মারা গেল তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা

২৬৩৪. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الثَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهَذَلِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ سِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْجَهَنِّيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزَى عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتُهُ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ يُجْزَى عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا *

২৬৩৪. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - মুসা ইবন সালামা ছয়ালী (র) থেকে বর্ণিত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন যে, সিনান ইবন সালামা জুহানী (রা)-এর স্ত্রী তাকে বললেন, যেন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার মা হজ্জ না করেই ইনতিকাল করেছেন। তার মায়ের পক্ষ থেকে সে হজ্জ করলে তা যথেষ্ট হবে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যদি তার মায়ের কোন দেনা থাকতো আর তার পক্ষ হতে সে আদায় করতো, তা হলে বি তার মায়ের পক্ষ থেকে তা আদায় হতো না ? অতএব সে যেন তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে।

২৬৩৫. أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَّانِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْبِنِهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيكَ *

২৬৩৫. উসমান ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো যে, তিনি হজ্জ না করে ইনতিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

الْحَجُّ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ

বাহনে স্থির থাকতে অসমর্থ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ করা

২৬৩৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٌ أَنَّ أُمْرَأَةً مِنْ خَتَمٍ سَأَلَتْ أَبِيَّ ﷺ غَدَاةً جَفَعَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرِيضَةٌ
اللَّهُ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ أَفَاحُ عَنْهُ
قَالَ نَعَمْ *

২৬৩৬. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাছআম গোত্রের একজন মহিলা
মুয়দালিফায় (১০ যিলহাজ্জ) সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো : সে বা ল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার
পিতার অতি বৃদ্ধাবস্থায় তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না,
এমতাবস্থায় আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

٢٦٣٧. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ *

২৬৩৭. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান আবু উবায়দুল্লাহ মাখযুমী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ
হাদীস বর্ণনা করেছেন।

الْعُمْرَةُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ
অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষ হতে উমরা করা

٢٦٣٨. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ
لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَالظُّغْنُ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ *

২৬৩৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু রাযীন উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া
রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি, হজ্জ ও উমরা করার এবং (বাহনে) আরোহণের মত ক্ষমতা
নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ এবং উমরা আদায় কর।

تَشْبِيهُ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّائِنِ
ঋণ পরিশোধের সাথে হজ্জ আদায়ের উপমা

٢٦٣٩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ
الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَتَمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ
أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ وَأَذْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ

قَالَ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْهُ *

২৬৩৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন যুবার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খাছ'আম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : আমার পিতা একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, তিনি বাহনের উপর আরোহণে অসমর্থ অথচ তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। তার পক্ষ হতে আমি হজ্জ আদায় করলে তিনি দায়মুক্ত হবে কি ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি তার বড় ছেলে ? সে বলল : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি বলো, যদি তার উপর ঋণ থাকতো তাহলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে ? সে বলল : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

٢٦٤٠. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ أَنْبَاءَنَا مَفْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَأْرَسُوَلِ اللَّهِ إِنْ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ *

২৬৪০. আবু আসিম খুশায়শ ইবন আসরাম নাসাঈ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার পিতা ইনতিকাল করেছেন, অথচ তিনি হজ্জ করেন নি। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করবো ? তিনি বললেন : তুমি বলো— যদি তার উপর ঋণ থাকতো, তাহলে তুমি কি তা আদায় করে দিতে ? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আল্লাহর হক আদায় করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

٢٦٤١. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَأْسِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ *

২৬৪১. মুজাহিদ ইবন মুসা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, অথচ তিনি একজন অতি বৃদ্ধ লোক। তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না। যদি তাকে (বাহনের সংগে) বেঁধে দেই, তবে ভয় হয় যে, তার মৃত্যু ঘটবে। এমতাবস্থায় আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করবো ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দেখ, যদি তার উপর ঋণ থাকতো, তবে তুমি তা আদায় করলে তার পক্ষ হতে কি তা আদায় হতো ? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : অতএব তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করো।

حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর হজ্জ করা

২৬৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ تَسْتَفْتِيهِ وَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ *

২৬৪২. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (হজ্জের সফরে) ফযল ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে বাহনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় খাছাম গোত্রের এক মহিলা এক সমস্যার সমাধান জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। তখন ফযল ঐ মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর ঐ মহিলাও তার দিকে তাকাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন ঐ মহিলাটি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ বান্দাদের উপর আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত (ফরয) হজ্জ আমার পিতার উপর তাঁর অতি বৃদ্ধাবস্থায় সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : হ্যাঁ। এ ঘটনাটি ছিল বিদায় হজ্জের।

২৬৬৩. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ أَسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضَى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَآخِذَ الْفَضْلُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً حَسَنَاءَ وَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْآخَرِ *

২৬৪৩. আবু দাউদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের দিন খাছাম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফাতাওয়া চাইলো। তখন ফযল ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনে তাঁর পেছনে আরোহী ছিলেন। সে (মহিলা) বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ বান্দাদের উপর আল্লাহ

তা'আলার নির্ধারিত (ফরয) হজ্জ আমার পিতার উপর তাঁর অতি বৃদ্ধাবস্থায় সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি তার পক্ষ হতে হজ্জ করলে তা কি আদায় হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হ্যাঁ। তখন ফযল ইবন আব্বাস (রা) ঐ মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আর ঐ মহিলাটি ছিল সুন্দরী। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযল (রা)-কে ধরে তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।^১

بَابُ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ

নারীর পক্ষ হতে পুরুষের হজ্জ করা

২৬৪৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَإِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ *

২৬৪৪. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাহনের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা অতি বৃদ্ধা, তাকে বাহনের উপর উঠালে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, আর তাঁকে বেঁধে (বাহনে) বসিয়ে দিলে আশংকা হচ্ছে, আমি হয়ত তাকে খুন করেই ফেলব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বলতো! যদি তোমার মাতার ঋণ থাকতো, তা হলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে? সে বললো : হ্যাঁ। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : তাহলে তুমি তোমার মাতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

مَا يَسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ أَكْبَرُ وَلَدِهِ

কারো পক্ষ হতে তার বড় ছেলের হজ্জ করা মুস্তাহাব

২৬৪৫. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَوْسُفَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ فَحُجَّ عَنْهُ *

২৬৪৫. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - ইবন যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : তুমি তোমার পিতার বড় ছেলে? অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

الْحَجُّ بِالصَّغِيرِ

শিশু সন্তান (অথবা বয়স্ক)-কে নিয়ে হজ্জ করা

২৬৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ *

২৬৬৬. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে **সুল্লাহ** -এর দিকে তুলে ধরে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এবং সওয়াব তোমারই।

২৬৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ هَوْدَجٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ *

২৬৬৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - (আবদুল্লাহ) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মহিলা হাওদা থেকে একটি শিশু সন্তানকে বের করে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এবং তোমার জন্য সওয়াব।

২৬৬৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَبِيًّا فَقَالَتْ الْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ *

২৬৬৮. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মহিলা একটি শিশু সন্তানকে নবী **সাল্লাল্লাহু** -এর দিকে উঁচু করে ধরে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এবং তোমার জন্য সওয়াব।

২৬৬৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَدَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ بِالرُّوْحَاءِ لَقِيَ قَوْمًا فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ قَالُوا مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَأَخْرَجَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا مِنَ الْمِحْفَةِ فَقَالَتْ الْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ *

২৬৪৯. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করে ফেরার পথে যখন রাওহা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন একদল লোকের সাথে তাঁর দেখা হলো। তিনি বললেন : তোমরা কারা ? তারা বললো : আমরা মুসলমান। তারা জিজ্ঞাসা করলো : আপনারা কারা ? (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন : (ইনি) তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিগণ। রাবী বলেন : এমন সময় একজন মহিলা হাওদা থেকে একটি শিশুকে বের করে বলল : এর জন্য কি হজ্জ আছে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, এবং তোমার সওয়াব।

২৬৫০. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادٍ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ أَبُو الرُّبَيْعِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا مَعَهَا صَبِيٌّ فَقَالَتْ أَلْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ *

২৬৫০. সুলায়মান ইবন দাউদ ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর মহিলাটি ছিল (পর্দার মধ্যে) এবং তার সাথে একটি শিশু ছিল। তখন সে (শিশুটিকে দেখিয়ে) বললেন : এর জন্য কি হজ্জ আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তবে সওয়াব তোমার জন্য।

الْوَقْتُ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ لِلْحَجِّ

মদীনা হতে হজ্জের জন্য নবী ﷺ -এর বের হওয়ার সময়

২৬৫১. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عُمَرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسِ بَقِيعِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لِأَتْرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ *

২৬৫১. হিশাম ইবন সারী (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে বের হয়েছিলাম। হজ্জ ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন : যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সমাপ্ত করে (উমরা الْمُوَاقِفَتِ করে) হজ্জের মীকাতসমূহ (ইহরামের নির্ধারিত স্থান) হালাল হয়ে যায়।

الْمُوَاقِفَتِ مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

মদীনাবাসীদের মীকাত (ইহরামের নির্ধারিত স্থান)

২৬৫২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَّغْنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ *

২৬৫২. কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদীনাবাসীরা তালবিয়া পাঠ করবে (ইহরাম বাঁধবে) ‘যুলহ্লামা’ থেকে, আর সিরিয়াবাসিগণ ‘জুহফা’ নামক স্থান থেকে, নজদবাসিগণ ‘কারন’ (নামক স্থান) হতে এবং আমরা নিকট বর্ণনা পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর ইয়ামানবাসিগণ ইহরাম বাঁধবে ‘ইয়ামামা’ থেকে।

مِنْقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ

শাম (বৃহত্তর সিরিয়া)বাসীদের মীকাত

٢٦٥٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَهْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

২৬৫৩. কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি কোন্ স্থান থেকে আমাদেরকে ইহরাম বাঁধার আদেশ করেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মদীনাবাসিগণ ইহরাম বাঁধবে ‘যুলহ্লামা’ থেকে। আর সিরিয়াবাসিগণ ‘জুহফা’ থেকে আর নজদবাসিগণ ‘কারন’ থেকে। ইবন উমর (রা) বলেন : তাঁরা (সাহাবী (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়ামানবাসিগণ ‘ইয়ামামা’ থেকে তালবিয়া পাঠ (ইহরাম) করবে। ইবন উমর (রা) বলতেন : এ কথাটি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (স্পষ্ট শুনতে ও) বুঝতে পারিনি।

مِنْقَاتُ أَهْلِ مِصْرَ

মিসরবাসীদের মীকাত

٢٦٥٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ عَنْ أَفْلَحِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلَأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِزْقٍ وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ *

২৬৫৪. আমর ইবন মানসুর (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য

‘যুল্‌হুলায়ফা’ কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন এবং সিরিয়া ও মিসরবাসীদের জন্য ‘জুহুফা’, ইরাকীদের জন্য ‘যাতু ইরক’ আর ইয়ামানবাসীদের জন্য ‘ইয়ালামলাম’ কে।

مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ

ইয়ামানবাসীদের মীকাত

২৬০৫. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَأَهْلَ نَجْدٍ قَرْنًا وَأَهْلَ الْيَمَنِ يَلْعَلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يَنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ *

২৬৫৫. রবী‘ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য ‘যুল্‌হুলায়ফা’, সিরিয়াবাসীদের জন্য ‘জুহুফা’, নজদবাসীদের জন্য ‘কারন’, আর ইয়ামানবাসীদের জন্য ‘ইয়ালামলাম’-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন : এই সকল মীকাত তো ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদের জন্য, আর ঐ সকল লোকের জন্যও যারা অন্য স্থানের বাসিন্দা, কিন্তু এসকল স্থান দিয়ে আগমন করে। আর যে ব্যক্তির পরিবার মীকাতের মধ্যে রয়েছে, তারা যে স্থান হতে ইচ্ছা করে, আর এ বিধান মক্কাবাসীদের জন্যও প্রযোজ্য।

مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ

নজদবাসীদের মীকাত

২৬০৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَذِكْرِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْعَلَمَ *

২৬৫৬. কুতায়বা (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদীনাবাসিগণ তালবিয়া পাঠ করবে (ইহুরাম বাঁধবে) ‘যুল্‌হুলায়ফা’ থেকে, সিরিয়াবাসিগণ ‘জুহুফা’ থেকে, নজদবাসিগণ ‘কারন’ থেকে। আর আমি (নিজে) শুনিনি, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন : আর ইয়ামানবাসিগণ তালবিয়া পাঠ করবে ‘ইয়ালামলাম’ থেকে।

مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ

ইরাকবাসীদের মীকাত

২৬০৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُؤَمِّلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ

عَنِ الْمُعَاذِيِّ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ
الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصَرَ الْجُحْفَةَ وَلَأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلَأَهْلَ نَجْدٍ قَرْنًا
وَلَأَهْلَ الْيَمَنِ يَلْمَمُ *

২৬৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আশ্কার মাওসিলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু
আলয়হি
ওয়াসালম মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', সিরিয়া ও মিসরবাসীদের জন্য 'জুহুফা', ইরাকবাসিগণ জন্য
'যাতু ইরক', নজদবাসীদের জন্য 'কারন' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' কে মীকাত নির্ধারণ
করেছেন।

مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمَيْقَاتِ
যাদের পরিবার মীকাতের মধ্যে বসবাস করে

২৬৫৮. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ
الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَأَهْلَ نَجْدٍ قَرْنًا وَلَأَهْلَ الْيَمَنِ يَلْمَمُ قَالَ هُنَّ لَهُمْ
وَلَمْ أَتِ عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ
حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ *

২৬৫৮. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু
আলয়হি
ওয়াসালম মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহুফা', নজদবাসীদের জন্য 'কারন'
এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন : এ সকল (মীকাত)
উল্লিখিতদের (দেশের অধিবাসীদের) জন্য এবং ঐ সকল লোকের জন্যও যারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে এ
সকল স্থান দিয়ে আগমন করে। আর এছাড়া যার এর ভেতরে রয়েছে তারা যে স্থান হতে আরম্ভ করে; এমনকি
মক্কাবাসীদের জন্যও ইহা (অর্থাৎ মক্কা)।

২৬৫৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী পালাল্লাহু
আলয়হি
ওয়াসালম মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল
হুলায়ফা', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহুফা', ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম', নজদবাসীদের জন্য 'কারন' কে
دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَنْ أَهْلَ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا *

২৬৫৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী পালাল্লাহু
আলয়হি
ওয়াসালম মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল
হুলায়ফা', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহুফা', ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম', নজদবাসীদের জন্য 'কারন' কে

মীকাত নির্ধারণ করেছেন। এ সকল স্থান ঐ সকল লোকদের জন্য এবং ঐ লোকদের জন্যও যারা এ সকল স্থান দিয়ে হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমন করবে। ঐ সকল স্থানের অধিবাসী ব্যতীত (ভেতরে যারা হজ্জ ও উমরার ইচ্ছা করে,) তারা নিজ নিজ পরিবার (বাসস্থান) থেকে (ইহরাম বাঁধবে)। এমনকি মক্কাবাসীরাও তালবিয়া পাঠ করবে সেখান (মক্কা) থেকে।^১

التُّغْرِيسُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

যুল-হুলায়ফায় রাতযাপন

২৬৬০. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بَيْنَاءٍ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا *

২৬৬০. ঈসা ইব্ন ইবরাহীম মাসরুদ (র) - - - - ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের পুত্র উবায়দুল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, তার পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল হুলায়ফার বায়দা নামক স্থানে রাতযাপন এবং সেখানকার মসজিদে সালাত আদায় করেন।

২৬৬১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُؤَيْدٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُوسَى ابْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ وَهُوَ فِي الْمُبْعَرَسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَتَى فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءٍ مُبَارَكَةٍ *

২৬৬১. আব্দা ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন যুলহুলায়ফার রাতযাপনের স্থানে ছিলেন। সে সময় তাঁর নিকট ওহী আসলো এবং তাঁকে বলা হলো : আপনি বরকতপূর্ণ প্রশস্ত উপত্যকায় আছেন।

২৬৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَصَلَّى بِهَا *

২৬৬২. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল হুলায়ফার ময়দানে (প্রশস্ত উপত্যকায়) উট বসালেন এবং সেখানে সালাত আদায় করলেন।

الْبَيْدَاءُ

যুল হুলায়ফার বায়দা প্রসংগ

২৬৬৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ

১. এটা কেবল হজ্জের ইহরামের বেলায় প্রযোজ্য। উমরার ইহরামের জন্য মক্কাবাসীদেরও নিকটবর্তী মীকাতে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে।

وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ فَاهْلُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ *

২৬৬৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'বায়দা' নামক স্থানে জুহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর বাহনে সওয়ার হয়ে বায়দার পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধলেন।

الْفَسْلُ لِلْإِهْلَالِ

ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল করা

٢٦٦٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَالْفُظُّ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مُرَّهَا فَلْتَفْتَسِلْ ثُمَّ لَتْهَلْ *

২৬৬৪. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আসমা বিন্ত উমায়স (রা) বর্ণনা করেন, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আবু বকর সিদ্দীককে বায়দায় প্রসব করেন। আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ সংবাদ জানালে তিনি বললেন : তাকে বল, যেন সে গোসল করে, এরপর ইহরাম বাঁধে।

٢٦٦٥. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ أَمْرَاتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ فَلَمَّا كَانُوا بِبَيْدَى الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَاتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَفْتَسِلَ ثُمَّ تَهْلُ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ *

২৬৬৫. আহমাদ ইব্ন ফাযালা ইব্ন ইবরাহীম নাসাঈ (র) - - - - আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন তাঁর সাথে তার স্ত্রী আসমা (রা) বিন্ত উমায়স খাছআমীয়াও ছিলেন। যখন তাঁরা যুলহলায়ফায় ছিলেন, তখন আসমা (রা) মুহাম্মাদ ইব্ন আবু বকর (রা)-কে প্রসব করেন। আবু বকর (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে (আবু বকরকে) আদেশ করলেন যে, তিনি যেন তাকে (আসমাকে) গোসল করে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে আদেশ করেন। এরপর অন্যান্য লোক (হজ্জের আমলরূপে) যা করে সেও তা করবে, কিন্তু সে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করবে না।

غُسْلُ الْمُحْرِمِ

মুহরিমের গোসল করা

٢٦٦٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَفْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيْ الْبِئْرِ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَأَهُ حَتَّى بَدَأَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَنْسَانَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ *

২৬৬৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস এবং মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা 'আবওয়া' নামক স্থানে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইবন আব্বাস বললেন : মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধুবে, আর মিসওয়ার বললেন : সে মাথা ধুবে না। এরপর আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) আমাকে আবু আইয়ুব আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন, যেন আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। আমি তাঁকে পেলাম, তিনি কূপের পাশে (পানি তোলার) দুটি কাঠের মধ্যস্থলে গোসল করছিলেন। আর তিনি ছিলেন একটি কাপড়ের পর্দার আড়ালে। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম : কিরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় মাথা ধৌত করতেন, তা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আমার কথা শুনে আবু আইয়ুব আনসারী (রা) কাপড়ের উপর হাত রেখে তা সরিয়ে দিলেন, তাতে তার মাথা দৃশ্যমান হলো। পরে তিনি একজন লোককে তার মাথায় পানি ঢালতে বললেন। তারপর দু'হাত দ্বারা তিনি মাথা ঝাড়া দিলেন এবং দুই হাত একবার সামনের দিকে একবার পেছনের দিকে নিলেন। তারপর তিনি বললেন : এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গোসল করতে দেখেছি।

النَّهْيُ عَنِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوغَةِ بِالْوَرَسِ وَالزُّعْفَرَانِ فِي الْأَحْرَامِ

ইহরাম অবস্থায় যা'ফরান এবং ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ

٢٦٦٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِوَرَسٍ *

২৬৬৭. মুহাম্মাদ ইবন সালমা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহর্রিমকে যাফরান ও ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

২৬৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَأْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا خَفَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৬৮. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুহর্রিম ব্যক্তি কিরূপে কাপড় পরিধান করবে। তিনি বলেছিলেন : মুহর্রিম ব্যক্তি জামা, বুরনুস^১, পাজামা, পাগড়ী এবং ঐ সকল কাপড়, যা ওয়ারস বা যাফরান দ্বারা রং করা হয়েছে তা পরিধান করবে না। আর (পরিধান করবে না) মোজা। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যার জুতা না থাকে। যদি জুতা না পায় তাহলে নিম্ন পর্যন্ত সে দুটি (মোজা) কেটে তা পরিধান করবে।

الْحَبَّةُ فِي الْأَجْرَامِ

ইহরাম অবস্থায় জুকা পরিধান করা

২৬৬৯. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَوْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعْرَانَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي قُبَّةٍ فَأَتَاهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ إِلَى عُمَرَ أَنْ تَعَالَ فَادْخُلْتَ رَأْسِي الْقُبَّةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ أَحْرَمَ فِي جَبَّةٍ بِعُمَرَةَ مُتَضَمِّخٍ بِطَيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَدْ أَحْرَمَ فِي جَبَّةٍ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَغِطُّ لِدَلِكِ فَسَرَرِي عَنْهُ فَقَالَ آيُنَ الرَّجُلِ الَّذِي سَأَلَنِي أَنْفًا فَأَتَى بِالرَّجُلِ فَقَالَ أَمَّا الْجَبَّةُ فَأَخْلَعَهَا وَأَمَّا الطَّيْبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ أَحْدَثَ إِحْرَامًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَحْدَثَ إِحْرَامًا مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرَ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ وَلَا أَحْسِبُهُ مَحْفُوظًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ *

২৬৬৯. নূহ ইবন হাবীব কওমাসী (র) - - - - ইয়াল্লা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : যদি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখতে পেতাম ! এরপরে এক সময় আমরা জি'ইররানা নামক স্থানে ছিলাম, তখন নবী ﷺ তাঁবুর ভিতরে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট ওহী আসলে উমর (রা)

আমার দিকে ইশারা করলেন : এদিকে এসো। আমি তাঁবুর ভিতরে আমার মাথা ঢুকালাম। এমন সময় তাঁর নিকট একজন লোক আগমন করলো। সে উমরার জন্য জুব্বা পরিহিত অবস্থায় ইহরাম বেঁধেছিল এবং সুগন্ধি ব্যবহার করেছিল। সে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে জুব্বা পরিহিত অবস্থায় ইহরাম বেঁধেছে ? হঠাৎ নবী ﷺ -এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হতে লাগলো। এজন্য নাক ডাকতে শুরু করলেন। তারপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে গেলে তিনি বললেন : একটু পূর্বে যে ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করেছিল, সে কোথায় ? সে লোকটিকে আনা হলে তিনি বললেন : জুব্বা খুলে ফেল, আর সুগন্ধি ধুয়ে ফেল, তারপর নতুন করে ইহরাম বাঁধো। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন : “নতুন করে ইহরাম বাঁধ” নূহ ইবন হাবীব ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ বলেছেন বলে আমি জানি না। আর এ বর্ণনাকে সুরক্ষিত (যথার্থ) বলেও মনে করি না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

النَّهْيُ عَنْ لِبْسِ الْقَمِيصِ الْمُحْرَمِ

মুহরিম ব্যক্তির জন্য জামা পরিধান নিষিদ্ধ

২৬৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزُّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ *

২৬৭০. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (মুহরিম) কি বস্ত্র পরিধান করবে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : জামা, পাগড়ি, পায়জামা, বুরনুস, মোজা তোমরা পরিধান করবে না। তবে যদি কেউ জুতা না পায়, তাহলে সে (মোটো) মোজা পরিধান করতে পারবে; আর সে যেন তা গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত কেটে নেবে। আর তোমরা ইহরাম অবস্থায় এমন কাপড় পরিধান করবে না, যাতে যাঁফরান অথবা ওয়ারস (রঞ্জিত হয়েছে) লেগেছে।

النَّهْيُ عَنْ لِبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي الْإِحْرَامِ

ইহরাম অবস্থায় পায়জামা পরা নিষিদ্ধ

২৬৭১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ أُخْرَى الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ *

২৬৭১. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। (একদা) এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া

সুল্লাহ (রা) আমরা যখন ইহুলাম অবস্থায় থাকি তখন আমরা কোন্ কোন্ কাপড় পরিধান করবো? তিনি (রা) বলেন : তোমরা 'কামীস' (জামা) পরিধান করবে না। আমরা (একবার 'কামীস' স্থলে 'কুম' (বহুবচন) বলেছেন) বললেন, তোমরা জামা-পাগড়ী, পায়জামা পরিধান করবে না এবং মোজা, ওড়না কিন্তু যদি তোমাদের কারো জুতা না থাকে, তাহলে তা গ্রহিষ্ণ নীচ থেকে কেটে নেবে। আর পরিধান করবে না এমন কাপড় যাতে ওয়ারস ও যাফরান-এর রং লেগেছে।

الرُّخَصَةُ فِي لِبْسِ السَّرَاوِيلِ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ

যে ব্যক্তি তহবন্দ (খোলা লুংগী) না পায় তার জন্য পায়জামা পরিধানের অনুমতি

২২৭২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ وَالْخَفَيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرِمِ *

২৬৭২. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (সা) -কে খুতবা দেয়ার সময় বলতে শুনেছি যে, (মুহরিম ব্যক্তিদের মধ্যে) যে তহবন্দ (খোলা লুংগী) না পায়, সে পায়জামা পরিধান করতে পারে আর যে ব্যক্তি জুতা না পায়, সে মোজা পরিধান করতে পারে।

২৬৭৩. أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خَفَيْنِ *

২৬৭৩. আইউব ইবন মুহাম্মাদ ওয়যান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি সুল্লাহ (রা) -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তহবন্দ (খোলা লুংগী) না পায়, সে পায়জামা পরিধান করতে পারে, আর যে ব্যক্তি জুতা না পায়, সে মোজা পরতে পারে।

النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ الْحَرَامَ

মুহরিম নারীর জন্য 'নিকাব' পরিধান নিষিদ্ধ

২৬৭৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْأَحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعَمَامَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُفْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزُّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامَ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ *

২৬৭৪. কুতায়বা (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ইহ্রাম অবস্থায় আমাদেরকে কি কি কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেন ? রাসূলুল্লাহ্ বললেন, তোমরা জামা, পায়জামা, পাগড়ী এবং বুরনুস পরবে না, আর মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু যদি কারো জুতা না থাকে, তবে সে পায়ের গ্রস্থির নিম্ন পর্যন্ত মোজা পরিধান করতে পারে। আর যে কাপড়ে যা'ফরান বা ওয়ারস রং লেগেছে ঐ সকল কাপড় তোমরা পরিধান করবে না, আর মুহরিম নারী নিকাব পরিধান করবে না আর হাত মোজাও পরিধান করবে না।

النَّهْيُ عَنْ لَبْسِ الْبِرَانِسِ فِي الْإِحْرَامِ

ইহ্রামে বুরনুস পরা নিষিদ্ধ

২৬৭৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقُطْعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزُّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ *

২৬৭৫. কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ -কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! মুহরিম ব্যক্তি কি কাপড় পরিধান করবে ? রাসূলুল্লাহ্ বললেন : জামা, পায়জামা, পাগড়ী, বুরনুস ও মোজা পরিধান করবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি জুতা না পায়, সে মোজা পরিধান করবে, এবং সে দুটো (মোজা) পায়ের গ্রস্থির নীচ থেকে কেটে নেবে। আর ওয়ারস ও যা'ফরান মিশ্রিত (রঞ্জিত) কাপড় পরিধান করবে না।

২৬৭৬. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْعَمَامَةَ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدًا لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ *

২৬৭৬. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ও আমর ইবন আলী (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ -কে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমরা ইহ্রাম অবস্থায় কি কাপড় পরিধান করবো ? তিনি বললেন : তোমরা জামা, পায়জামা, পাগড়ী, বুরনুস ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে, তাহলে সে গ্রস্থির নীচ পর্যন্ত মোজা পরিধান করবে, আর যে কাপড়ে যা'ফরান কিংবা ওয়ারস-এর রং লেগেছে এমন কোন কাপড় পরিধান করবে না।

النَّهْيُ عَنْ لَبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الْإِحْرَامِ

ইহরাম অবস্থায় পাগড়ী পরা নিষেধ

২৬৭৭. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُونَ الْكُعْبَيْنِ *

২৬৭৭. আবুল আশআছ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে সম্বোধন করে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা ইহরাম অবস্থায় কি (কাপড়) পরিধান করবো? তিনি বললেন : হুমি জামা, পাগড়ী, পায়জামা আর বুরনুস। আর মোজা পরিধান করবে না, কিন্তু যদি জুতা না পাও, (তবে পরতে পার)। যদি জুতা না থাকে তাহলে গ্রস্থির নীচে পর্যন্ত (মোজা পরতে পার)।

২৬৭৮. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ نِعَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَيْنِ دُونَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرَسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مَسَهُ وَرَسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ *

২৬৭৮. আবুল আশআছ আহমাদ ইবন মিকদাম (র) - - - - ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আমরা ইহরাম অবস্থায় কি (কাপড়) পরিধান করবো? তিনি বললেন : জামা, পাগড়ী, বুরনুস, পায়জামা আর মোজা পরিধান করো না। কিন্তু যদি জুতা না থাকে যদি জুতা না থাকে তাহলে গ্রস্থির নীচে পর্যন্ত এক জোড়া মোজা (পরতে পার)। আর পরিধান করবে না এমন কাপড় যা ওয়ারস্ ও যা'ফরান দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, এমন কাপড় যাতে ওয়ারস ও যা'ফরান লেগেছে।

النَّهْيُ عَنْ لَبْسِ الْخُفَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ

ইহরাম অবস্থায় মোজা পরা নিষেধ

২৬৭৯. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا فِي الْإِحْرَامِ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ *

২৬৭৯. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমরা ইহরাম অবস্থায়, জামা, পায়জামা, পাগড়ী, বুরনুস এবং মোজা পরিধান করবে না।

الرُّخْصَةُ فِي لِبْسِ الْخُفَيْنِ فِي الْأَحْرَامِ لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ

যার জুতা নেই তার জন্য ইহরাম অবস্থায় মোজা পরার অনুমতি

২৬৮০. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৮০. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন মুহরিরের তহবন্দ (ইযার খোলা লুংগী) না থাকে, তখন সে পায়জামা পরতে পারে, আর যখন জুতা না থাকে, তখন মোজা পরতে পারে। কিন্তু সে যেন সে দুটিকে গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত কেটে নেয়।

قَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

গোড়ালীর নীচ পর্যন্ত মোজা কাটা

২৬৮১. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৮১. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যখন মুহরির ব্যক্তি জুতা না পায় তখন সে মোজা পরতে পারে এবং সে দুটি (মোজা) যেন গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত কেটে নেয়।

النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَلْبِسَ الْمُحْرِمَةُ الْقَفَازِينَ

মুহরির মহিলার জন্য হাত মোজা পরা নিষিদ্ধ

২৬৮২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْأَحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

رَجُلٌ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزُّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرُسُ وَلَا تَتَّقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُقَازِينَ *

২৬৮২. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। (একদা) এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ইহুরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেন ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা জামা, পায়জামা, মোজা পরিধান করবে না। অবশ্য ঐ ব্যক্তি, যার ছুতা নেই, সে মোজা পরতে পারবে এস্ত্রির নীচ পর্যন্ত। আর পরিধান করবে না এমন কাপড়, যাতে যা'ফরান ও গুয়ারস লেগেছে। আর মুহরিম মহিলা নেকাব পরিধান করবে না, আর হাত মোজাও পরিধান করবে না।

التَّيْبِذُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ইহুরামের সময় তাল্বীদ করা

২৬৮৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلِّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبِذْتُ رَأْسِي وَقُلْتُ هَذَيْنِ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ *

২৬৮৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমার (রা) সূত্রে তাঁর বোন হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বললাম : কী ব্যাপার ? লোকেরা ইহুরাম ছেড়ে হালাল হয়ে গেছে অথচ আপনি উমরা ইহুরাম (থেকে) হালাল হননি। তিনি বললেন : আমি আমার মাথায় “তাল্বীদ” (আঠাল বস্ত্র ব্যবহার) করেছি এবং আমার কোরবানীর পশুর গলায় কালাদা বেঁধেছি। আমি হজ্জ (সম্পন্ন করে তা) থেকে হালাল না হওয়া পর্যন্ত হালাল হব না।

২৬৮৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مُلَبِّدًا *

২৬৮৪. আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ এবং হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি (মাথায়) ‘তাল্বীদ’ করা অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করেছেন।

إِبَاحَةُ الطَّيْبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ইহুরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহারের বৈধতা

২৬৮৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

১. মুহরিম দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইহুরাম অবস্থায় থাকলে চুলে যাতে ধূলাবালি প্রবেশ না করে এবং চুলে যাতে উঁকুন না জন্মে, সে উদ্দেশ্যে চুলে (আঠাল) তেল বা গাম জাতীয় জিনিষ ব্যবহার করাকে তাল্বীদ বলা হয়।

طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَعِنْدَ إِخْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ بِيَدِي *

২৬৮৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইহ্রাম বাঁধার ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁর ইহ্রামের সময় আর যখন তিনি ইহ্রাম খুলছিলেন, তাঁর ইহ্রাম খোলার পূর্বে তাঁকে আমার নিজ হাতে সুগন্ধি মাখিয়েছি।

٢٦٨٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحُلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ *

২৬৮৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে এবং তাঁর বায়তুল্লাহ তওয়াফ করার পূর্বে ইহ্রাম খোলার সময়ও তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়েছি।

٢٦٨٧. أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحُلِّهِ حِينَ أَحَلَّ *

২৬৮৭. হুসায়ন ইবন মানসুর ইবন জা'ফর নিশাপুরী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গায়ে তাঁর ইহ্রামের সময়, তাঁর ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়েছি। তাঁর ইহ্রাম খোলার সময়ও যখন তিনি ইহ্রাম খুললেন।

٢٦٨٨. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحُلِّهِ بَعْدَ مَارَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ *

২৬৮৮. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান আবু উবায়দুল্লাহ মাখযুমী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর ইহ্রামের সময় এবং তাঁর ইহ্রাম খোলার জন্যও, জামারাতুল আকাবায় (বড় শয়তানকে) কঙ্কর নিক্ষেপের পর এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়েছি।

٢٦٨٩. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرٍ عَنْ ضَمْرَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِخْلَالِهِ وَطَيَّبْتُهُ لِإِحْرَامِهِ طَيِّبًا لَا يُشْبِهُ طَيِّبَكُمْ هَذَا تَغْنَى لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ *

২৬৮৯. ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ আবু উমায়র (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর হালাল হওয়ার সময় সুগন্ধি লাগিয়েছি আর আমি তাঁকে তাঁর ইহরামের সময় সুগন্ধি লাগিয়েছি। এমন সুগন্ধি যা তোমাদের সুগন্ধির অনুরূপ নয়। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তার স্মৃতিস্তম্ভ ছিল না।

২৬৯০. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - উসমান ইব্ন উরওয়া (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলেছিলাম : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কোন প্রকারের সুগন্ধি লাগিয়েছিলেন ? তিনি বললেন : সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি, তাঁর ইহরামের সময় এবং হালাল হওয়ার সময়।

২৬৯১. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন ওয়াযীর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম তাঁর ইহরামের সময়, উত্তম সুগন্ধি দ্বারা যা আমি যোগাড় করতে পারতাম।

২৬৯২. মুহাম্মাদ ইব্ন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগাতাম তাঁর, ইহরাম-এর সময়, হালাল হওয়ার সময় আর যখন তিনি বায়তুল্লাহর স্মারতের (তাওয়াফের) ইচ্ছা করতেন, যা (সুগন্ধি) আমি সংগ্রহ করতে পারতাম।

২৬৯৩. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুগন্ধি লাগিয়েছি তাঁর ইহরাম বাঁধার পূর্বে, আর 'নহর' এর দিন (১০ই যিলহাজ্জ) তওয়াফ করার পূর্বে এমন সুগন্ধি, যাতে কস্তুরী মিশ্রিত ছিল।

২৬৯৪. মুহাম্মাদ ইব্ন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগাতাম তাঁর, ইহরাম-এর সময়, হালাল হওয়ার সময় আর যখন তিনি বায়তুল্লাহর স্মারতের (তাওয়াফের) ইচ্ছা করতেন, যা (সুগন্ধি) আমি সংগ্রহ করতে পারতাম।

২৬৯৫. মুহাম্মাদ ইব্ন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগাতাম তাঁর, ইহরাম-এর সময়, হালাল হওয়ার সময় আর যখন তিনি বায়তুল্লাহর স্মারতের (তাওয়াফের) ইচ্ছা করতেন, যা (সুগন্ধি) আমি সংগ্রহ করতে পারতাম।

২৬৯৬. মুহাম্মাদ ইব্ন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগাতাম তাঁর, ইহরাম-এর সময়, হালাল হওয়ার সময় আর যখন তিনি বায়তুল্লাহর স্মারতের (তাওয়াফের) ইচ্ছা করতেন, যা (সুগন্ধি) আমি সংগ্রহ করতে পারতাম।

২৬৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগাতাম তাঁর, ইহরাম-এর সময়, হালাল হওয়ার সময় আর যখন তিনি বায়তুল্লাহর স্মারতের (তাওয়াফের) ইচ্ছা করতেন, যা (সুগন্ধি) আমি সংগ্রহ করতে পারতাম।

২৬৯৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ يَغْنَى الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ح
وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَقُ يَغْنَى الْأَزْرَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا
سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أَنْظُرُ إِلَى
وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ فِي حَدِيثِهِ
وَبَيْصِ طَيْبِ الْمَسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

২৬৯৪. আহমাদ ইবন নাসর ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যেন আমি এমনও দেখছি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার সুগন্ধির দীপ্তি, যখন তিনি ছিলেন মুহরিম। আহমাদ ইবন নাসর (র) তাঁর বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার সিঁথিতে কস্তুরীর দীপ্তি (দেখতে পাচ্ছি)।

২৬৯৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ
قَالَ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يَرَى وَبَيْصَ الطَّيِّبِ
فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার মধ্যস্থলে (সিঁথিতে) সুগন্ধির দীপ্তি ছিল, তখন তিনি মুহরিম (ইহরাম অবস্থায়) ছিলেন।

مَوْضِعُ الطَّيِّبِ সুগন্ধির স্থান

২৬৯৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৬. মুহাম্মাদ ইবন কুদামা (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : আমি যেন দেখছি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার সুগন্ধির দীপ্তি, তখন তিনি মুহরিম ছিলেন।

২৬৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي أُصُولِ شَعْرِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার চুলের মূলে সুগন্ধির দীপ্তি দেখেছিলাম ; অথচ তখন তিনি ছিলেন মুহরিম।

২৬৭৮. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرِقِ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৮. হুমায়দ ইবন মাসা'আদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন দেখছি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির দীপ্তি, অথচ তখন তিনি মুহরিম ছিলেন।

২৬৭৯. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ غَنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبَيْصَ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৯. বিশর ইবন খালিদ আসকারী (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথায় সুগন্ধির দীপ্তি দেখেছি তাঁর ইহরাম অবস্থায়।

২৭০০. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَهْلُ *

২৭০০. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির দীপ্তি দেখছি, তখন তিনি (ইহরামের) তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

২৭০১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَهُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ هُنَادُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ أَذْهَنَ بِأُطْيَبِ مَا يَجِدُهُ حَتَّى أَرَى وَبَيْصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ تَابِعُهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ *

২৭০১. কুতায়বা ও হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করতেন, তখন উত্তম যে সুগন্ধি পেতেন, তা ব্যবহার করতেন, এমনকি আমি তাঁর দাড়িতে ও মাথায় এর দীপ্তি দেখতে পেতাম।

২৭০২. أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطْيِبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأُطْيَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الطَّيِّبِ حَتَّى أَرَى وَبَيْصَ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ *

২৭০২. আবদা ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর ইহরামের পূর্বে সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম, যা আমি পেতাম। এমনকি তাঁর দাড়িতে এবং মাথায় আমি সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পেতাম।

২৭.৩. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبَيْصَ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ *

২৭০৩. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য তিন দিন পরেও দেখতে পেয়েছি।

২৭.৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَرَى وَبَيْصَ الطَّيِّبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ *

২৭০৪. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার সিঁথিতে তিন দিন পরেও সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পেয়েছি।

২৭.৫. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ بِشْرِ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطَّيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَقَالَ لَأَنْ أَطْلَى بِالْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَنْضَعُ طِيبًا *

২৭০৫. হুমায়দ ইবন মাসআদাহ (র) - - - - ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুনতশির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : আমার নিকট এ থেকে (আলকাতরা) ব্যবহার করা অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা আবু আবদুর রহমান (ইবন উমর)-কে রহম করুন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুগন্ধি লাগাতাম। তারপর তিনি তাঁর সকল স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতেন। পরে সকাল বেলায়ও এর সুগন্ধি তাঁর থেকে ছড়িয়ে পড়তো।

২৭.৬. أَخْبَرَنَا هُبَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَأَنْ أَصْبِحَ مُطْلَبًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَعُ طِيبًا فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا *

২৭০৬. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুনতশির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা অপেক্ষা আমার কাছে আলকাতরা ব্যবহার করা অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ কথা জানালে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সুগন্ধি লাগিয়েছি ; আর তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতেন। তারপর সকালে তিনি ইহরাম বেঁধেছেন।

الزُّعْفَرَانُ لِلْمَحْرَمِ

মুহরিমের জন্য যা'ফরান ব্যবহার

২৭.৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ *

২৭০৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের জন্য যা'ফরান ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

২৭.৮. أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ *

২৭০৮. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা'ফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

২৭.৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ قَالَ حَمَادُ يَعْنِي لِلرِّجَالِ *

২৭০৯. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা'ফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, হাম্মাদ (র) বলেন : অর্থাৎ পুরুষদের জন্য।

فِي الْخُلُوقِ لِلْمَحْرَمِ

মুহরিমের জন্য খালুক ব্যবহার

২৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ مَقْطَعَاتٌ وَهُوَ مُتَضَمِّعٌ بِخُلُوقٍ فَقَالَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَمَا أَصْنَعُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ قَالَ كُنْتُ أَتَقِي هَذَا وَأَغْسِلُهُ فَقَالَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ *

২৭১০. মুহাম্মাদ ইবন মানসুর (র) - - - - সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। আর তখন সে উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিল। তার গায়ে কয়েক টুকরা কাপড়ে তৈরি পোশাক ছিল। আর সে খালুক^১ মেখেছিল। সে বললো : আমি উমরার ইহ্রাম বেঁধেছি, এখন আমি কি করবো? নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি তোমার হজেজ কি করতে? সে বললো : আমি ইহা পরিত্যাগ করতাম এবং ধুয়ে ফেলতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার হজেজ যা করতে তোমার উমরাতেও তাই কর।

২৭১১. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجَعْرِانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفَّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بَعْمَرَةَ وَأَنَا كَمَا تَرَى فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ *

২৭১১. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র) - - - - সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি আগমন করে। তিনি তখন জি'ইররানায় ছিলেন। তার (আগন্তুকের) গায়ে একটি জুব্বা ছিল, আর মাথা এবং দাড়িতে সুফরা সুগন্ধি লাগান ছিল। সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি উমরার ইহ্রাম বেঁধেছি— আর আমার অবস্থা (হলদে বর্ণের) যেরূপ আপনি দেখছেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : তুমি তোমার জুব্বা খুলে ফেল, আর তোমার শরীর হতে সুফরা (সুগন্ধি) ধুয়ে ফেল। আর তুমি হজেজ যা করতে উমরাতেও তা-ই কর।

الْكُمْلُ بِالْمَحْرَمِ

মুহরিমের সুরমা ব্যবহার

২৭১২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَحْرَمِ إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ أَنْ يَضُمَّدَهُمَا بِصَنْبِرٍ *

২৭১২. কুতায়বা (র) - - - - আবান ইবন উসমান (রা) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম সম্বন্ধে বলেছেন : যখন তার চোখে এবং মাথায় সমস্যা দেখা দিলে তখন সে যেন ইলুয়া^২ দ্বারা সে দু'স্থানে (মাথা ও চোখ) পালিশ করে।

১. যা'ফরান ইত্যাদি দিয়ে তৈরী মিশ্রিত সুগন্ধি দ্রব্য।

২. এক প্রকার গাছের রস।

الْكَرَامِيَةُ فِي الثِّيَابِ الْمُصَنَّفَةِ لِلْمُحْرِمِ

মুহর্রিম ব্যক্তির রঙ্গীন কাপড় ব্যবহার করা মাকরুহ

২৭১৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حِجَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَقَدِمَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ بِهِدْيٍ وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا وَإِذَا فَاطِمَةُ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاکْتَحَلَتْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مُحْرَشًا اسْتَفْتَيْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَاطِمَةَ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاکْتَحَلَتْ وَقَالَتْ أَمَرَنِي بِهِ أَبِي ﷺ قَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ أَنَا أَمَرْتُهَا *

২৭১৩. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমরা জাবির (রা)-এর নিকট এসে তাকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা যা পরে বুঝতে পেরেছি, যদি তা পূর্বে বুঝতাম, তা হলে আমি কুরবানীর জন্তু (হাদী) সংগে নিয়ে আসতাম না এবং আগে উমরার কাজ সম্পাদন করতাম। অতএব যার কাছে কুরবানীর জন্তু নেই, সে যেন ইহরাম থেকে হালাল এটিকে উমরা বানিয়ে নেয়। আলী (রা) ইয়ামান হতে কুরবানীর পশু নিয়ে আগমন করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর পশু নিয়ে আসেন। হঠাৎ তিনি (আলী রা) দেখতে পেলেন যে, ফাতিমা (রা) রঙ্গীন কাপড় পরিধান করেছেন এবং সুরমা লাগিয়েছেন। আলী (রা) বলেন : আমি উত্তেজিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ফাতিমা রঙ্গীন কাপড় পরিধান করেছে এবং সুরমা লাগিয়েছে এবং সে বলছে আমার পিতা আমাকে এর আদেশ করেছেন। শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (ফাতিমা) সত্যই বলেছে, সে সত্যই বলেছে, সে সত্যই বলেছে। আমি তাকে আদেশ করেছি।

تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ

মুহর্রিমের মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা

২৭১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَشِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيَكْفَنُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجَارِاسُهُ وَوَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৭১৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বাহন থেকে পড়ে

যাওয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় (এবং মারা যায়)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে কুল পাতার পানি দ্বারা গোসল দাও, এবং তাকে এমনভাবে দু'টি কাপড়ে কাফন দিতে হবে, যেন তার মাথা এবং চেহারা বাইরে থাকে। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত (মুহরিম) অবস্থায় উঠানো হবে।

২৭১০. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تَخْمَرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৭১৫. আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ সাফফার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক (মুহরিম) ব্যক্তি মারা গেল। তখন নবী ﷺ (সাহাবাদেরকে) বললেন : তাকে কুল পাতার পানি দ্বারা গোসল করাও এবং তার কাপড়েই তাকে কাফন দাও। তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকবে না। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

افْرَادُ الْحَجِّ

হজ্জ ইফরাদ

২৭১৬. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ *

২৭১৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ইফরাদ করেছেন।^১

২৭১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجَّ *

২৭১৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহরাম বাঁধেন।

২৭১৮. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ أَنْ يَهْلَ بِحَجٍّ فَلْيَهْلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلْ بِعُمْرَةٍ *

১. শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে তা সম্পন্ন করাকে 'ইফরাদ', একই সংগে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা সম্পন্ন করে ইহরাম অবস্থায় থেকে (হালাল না হয়ে) যথাসময়ে হজ্জ সম্পন্ন করাকে 'কিরান' এবং প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা সম্পন্ন করার পরে হালাল হয়ে এবং পরে (হজ্জের কাছাকাছি সময়ে) নতুন করে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পন্ন করাকে 'তামাত্ত' বলে।

২৭১৮. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব (র) - - - - আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে (যিলকাদ মাস শেষে) যিলহিজ্জার চাঁদ সামনে রেখে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন (হজ্জের) ইহরাম বেঁধে। আর যে উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন উমরার ইহরাম বাঁধে।

২৭১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبْرَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مَنصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَأَنْتَرَى الْإِثْمَ الْحَجَّ *

২৭১৯. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাদিল (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে বের হয়েছিলাম, তখন হজ্জ ছাড়া আমাদের আর কোন কিছুর ধারণা ছিল না।

الْقُرْآن

হজ্জে কিরান

২৭২০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصَّبِيُّ ابْنُ مَعْبُدٍ كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَى فَاتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اجْمَعُهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُدَيْبَ لِقِيْنِي سَلْمَانَ ابْنَ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أَهْلُ بِهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا هَذَا بِأَفْقَةٍ مِنْ بَعِيرِهِ فَاتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَى فَاتَيْتُ هُرَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا هَنَاهُ إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَى فَقَالَ اجْمَعُهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُدَيْبَ لِقِيْنِي سَلْمَانَ ابْنَ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا هَذَا بِأَفْقَةٍ مِنْ بَعِيرِهِ فَقَالَ عُمَرُ هَدَيْتَ لِسِنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ *

২৭২০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুবায়্য ইবন মা'বাদ বলেছেন : আমি একজন খ্রিস্টান বেদুঈন ছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমি জিহাদের জন্য (উদগ্রীব) ছিলাম। আবার দেখলাম, আমার উপর হজ্জ ও 'উমরা' ফরয হয়েছে। আমি আমার গোত্রের হুরায়ম নামক এক ব্যক্তির কাছে আসলাম এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এ দু'টিকে একত্রে আদায় কর। এরপর যে জন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তা যবাই কর। আমি দু'টির ইহরাম বাঁধলাম।

যখন আমি উযায়ব নামক স্থানে উপস্থিত হলাম, তখন সালমান ইবন রাবী'আ এবং যায়দ ইবন সুহান এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তখনও আমি এ দু'য়ের (হজ্জ ও উমরার) তাল্‌বিয়া পাঠ করছিলাম। তাদের একজন অন্য জনকে বললেন : এই ব্যক্তি তার উট অপেক্ষা অধিক ওয়াকিফহাল নয়। পরে আমি উমর (রা)-এর নিকট এসে বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমি জিহাদ করতে উদগ্রীব। আর আমি দেখছি যে, হজ্জ ও উমরা আমার উপর ফরয। আমি হুরায়ম ইবন আবদুল্লাহ্-এর নিকট এসে বললাম : আমার উপর হজ্জ ও উমরা ফরয হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন : হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় কর। তারপর যে জন্তু তোমার জন্য সহজলভ্য হয় তা যবাই (কুরবানী) কর। আমি এ দু'য়ের নিয়তে ইহরাম বাঁধলাম। যখন আমি উযায়ব নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন সালমান ইবন রবী'আ এবং যায়দ ইবন সুহান-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাদের একজন অন্যজনকে বললেন : এই ব্যক্তি তার উট অপেক্ষা অধিক অবহিত নয়। তখন উমর (রা) বললেন : তুমি তোমার নবী ﷺ-এর সুলতের সঠিক নির্দেশনা লাভ করেছে।

২৭২১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الصَّبِيُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الْأَقْوَلَةَ يَاهَنَاهُ *

২৭২১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুবায়্য (র) আমাদের অবহিত করেছেন— তিনি পূর্ব হাদীসের মত বর্ণনা করে বললেন : আমি উমর (রা)-এর নিকট এসে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম—(“ইয়া হান্নাহ” শব্দ ব্যতীত)।

২৭২২. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبٍ يُقَالُ لَهُ الصَّبِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا فَاسْلَمَ فَأَقْبِلَ فِي أَوَّلِ مَاحِجٍ فَلَبَّى بِحِجٍّ وَعُمَرَةَ جَمِيعًا فَهُوَ كَذَلِكَ يَلْبَى بِهِمَا جَمِيعًا فَمَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ جَمَلِكَ هَذَا فَقَالَ الصَّبِيُّ فَلَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي حَتَّى لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَدَيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ قَالَ شَقِيقٌ وَكُنْتُ اخْتَلَفُ أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ إِلَى الصَّبِيِّ بْنِ مَعْبُدٍ نَسْتَذْكِرُهُ فَلَقَدْ اخْتَلَفْنَا إِلَيْهِ مِرَارًا أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ *

২৭২২. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) ও ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - ইরাক অধিবাসী এক ব্যক্তি যাকে শাকীক ইবন সালামা আবু ওয়ায়িল বলা হয়, তিনি বর্ণনা করেন, সুবায়্য ইবন মা'বাদ নামক বনী তাগলিবের এক ব্যক্তি যে খ্রিস্টান ছিল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। সে প্রথম হজ্জ করতে গিয়ে হজ্জ এবং উমরার তাল্‌বিয়া পাঠ

(ইব্রাহাম) করলো। এভাবে সে হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পাঠ করছিল। সে সালামান ইবন রবী'আ এবং সাদ ইবন সুহানের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করল। তখন তাদের একজন বললেন : তুমি তোমার এই উট হতে অজ্ঞ। সুবায়্য বলেন : আমার অন্তরে এই কথা দাগ কেটে থাকল এবং পরে আমি উমর ইবন খাতাব (রা)-এর সাথে দেখা করলাম ও তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : তুমি তোমার নবীর সুন্নতের হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে। শাকীক (র) বলেন : আমি এবং মসরুক ইবন আজদা সুবায়্য ইবন মা'বাদের নিকট এ বিষয়ে আলোচনার জন্য বারবার যাতায়াত করেছি।

২৭২৩. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَسَمِعَ عَلِيًّا يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ أَلَمْ نَكُنْ نُنْهَى عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمْ أَدْعُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقَوْلِكَ *

২৭২৩. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - মারওয়ান ইবন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) আমি উসমান (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি তখন আলী (রা)-কে (এক সংগে) হজ্জ এবং উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনতে পেলেন। তিনি বললেন : আমাদের কি এরূপ করতে নিষেধ করা হত না ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ দুয়ের জন্য একসাথে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। অতএব আমি তোমার কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত পরিত্যাগ করি না।

২৭২৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ أَنَّ عُثْمَانَ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيُّ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ عَلِيُّ لَمْ أَكُنْ لَأَدْعُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ *

২৭২৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - মারওয়ান (রা) বর্ণনা করেন, উসমান (রা) তামার হজ্জ এবং কোন ব্যক্তির হজ্জ ও উমরা একত্র করতে নিষেধ করলেন। তখন আলী (রা) বললেন : হজ্জ ও উমরার জন্য একসঙ্গে লাঝায়কা। তখন উসমান (রা) বললেন : আমি তা (হজ্জ ও উমরার ইহরাম একসঙ্গে করা) নিষেধ করা সত্ত্বেও কি তুমি তা করছো ? আলী (রা) বললেন : কোন লোকের কথায় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত পরিত্যাগ করতে পারি না।

২৭২৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ *

২৭২৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৭২৬. أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى فَاَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ صَنَعْتَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِأَهْلَالِكَ قَالَ فَاِنِّي سَفَتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ قَالَ وَقَالَ ﷺ لِأَصْحَابِهِ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ دَفَعْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلَكِنِّي سَفَتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ *

২৭২৬. মু'আবিয়া ইব্ন সালিহ (র) - - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-কে ইয়ামানে আমীর নিযুক্ত করে পাঠান তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। যখন তিনি (সেখান হতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করেন, আলী (রা) বলেন : তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : কিরূপ (ইহরাম) করেছে? আমি বললাম : আমি আপনার ইহরামের মত ইহরাম বেঁধেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি 'হাদী' সঙ্গে (কুরবানীর জন্তু) নিয়ে এসেছি এবং 'কিরান' (হজ্জ ও উমরা সংযুক্ত) নিয়্যত করেছে। বর্ণনাকারী বলেন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন : আমার (কর্ম) বিষয়ে যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি তা যদি আমি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে তোমরা যা করেছে আমিও তা করতাম। উমরা করে হালাল হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) সাথে নিয়ে এসেছি এবং 'কিরান'-এর নিয়্যত করেছে।

٢٧٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُولُ قَالَ فِي عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ تَوَفَّى قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا وَقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ *

২৭২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা সান'আলী (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরা একত্রে সমাধা করেন। তারপর এ ধরনের হজ্জ হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার এবং এ ধরনের কাজ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করার পূর্বে তিনি ওফাত বরণ করেন।

٢٧٢٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فِيهِمَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ *

২৭২৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করেন। তারপর এ সম্পর্কে (নিষেধাজ্ঞায়) কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও এর থেকে নিষেধ করেন নি। কেউ কেউ এ বিষয়ে তার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

٢٧٢٩. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ تَمَعَّنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ اسْمِعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ هَذَا أَحَدُهُمْ لَبَّاسٌ بِهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ يَزُورِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لَبَّاسٌ بِهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَزُورِي عَنْ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ *

২৭২৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু দাউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে ইমরান ইবন ইস্মায়ন (রা) বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্ত হজ্জ আদায় করেছি।

২৭৩. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى وَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَ حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ح وَ أَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَ حُمَيْدُ الطَّوِيلُ وَ يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ سَمِعُوهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا *

২৭৩০. মুজাহিদ ইবন মূসা ও ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : লাক্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান, লাক্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান। (লাক্বায়কা— হজ্জ ও উমরার)

২৭৩১. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَبَّيْ بِهَمًا *

২৭৩১. হানাদ ইবন সারী (র) - - - - আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ দুয়ের জন্য তালবিয়া পড়তে শুনেছি।

২৭৩২. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ قَالَ أَنْبَأَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعْدُونَا إِلَّا صَبِيحَانَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مَعًا *

২৭৩২. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - বকর ইবন আবদুল্লাহ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস (রা) থেকে বলতে শুনেছি। নবী ﷺ-কে হজ্জ ও উমরার একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। নবী বলেন, আমি এ বিষয়ে (আনাস (রা)-এর কথা) ইবন উমর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন :

নবী ﷺ কেবলমাত্র হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছেন। এরপর আমি আনাসের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। ইবন উমরের এই উক্তি তার নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, তোমরা আমাদেরকে বালকই মনে কর ? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে **لَبَّيْكَ عُمْرَةَ وَحَجًّا** অর্থাৎ উমরা ও হজ্জের তালবিয়া একত্রে পড়তে শুনেছি।

التَّمَتُّعُ

হজ্জে তামাত্তু

২৭৩২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (رَضَ) قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى حَجُّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا وَالْمَرَوَةِ وَلْيَقْصِرْ وَلْيَحِلِّ ثُمَّ لِيَهْلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ لِيَهْدِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصُّفَا فَطَافَ بِالصُّفَا وَالْمَرَوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى حَجُّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ *

২৭৩৩. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - সালিম ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জের উমরা ও হজ্জ একত্রে (পর্যায়ক্রমে) আদায় করে তামাত্তু করেন। আর তিনি যুল হলায়ফায় তাঁর সাথে 'হাদী' কুরবানীর পশু নিয়ে আসেন এবং তা সংগে নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ (ঐ দিনে) হজ্জের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধলেন, তারপর হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। আর অন্যান্য লোক তাঁর সাথে পর্যায়ক্রমে উমরা ও

১. এখানে তামাত্তু দ্বারা তামাত্তু-হজ্জের পারিভাষিক অর্থ বুঝানো হয়নি বরং অভিধানিক অর্থ অর্থাৎ (একই সফরে হজ্জ ও উমরা সম্পাদন দ্বারা) লাভবান হওয়া বা উপকৃত হওয়ার অর্থ বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) একই ইহরামে উমরা ও হজ্জের কাজ সমাধা করে লাভবান হওয়া অর্থে তামাত্তু শব্দ ব্যবহার করেছেন। কুরআন মজীদেও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য সাহাবাদের নিকট তামাত্তু দ্বারা কিরানও বুঝা যেত।

হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলো। লোকদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি 'হাদী' (কুরবানীর পশু) সাথে নিয়ে এসেছিল এবং তারা 'হাদী' সাথে নিয়ে চলল, আর তাদের মধ্যে কতক এমন ছিল যারা 'হাদী' (কুরবানীর পশু) নিয়ে আসেনি। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমন করলেন, তখন তিনি লোকদের বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 'হাদী' (কুরবানীর পশু) এনেছে, সে হজ্জ আদায় করা পর্যন্ত তার জন্য যা হারাম করা হয়েছে তা থেকে হালাল হবে না। আর যে ব্যক্তি 'হাদী' (কুরবানীর পশু) আনে নি, সে যেন কা'বার তওয়াফ করে এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করে এবং মাথার চুল ছাঁটে এবং হালাল হয়ে যায় (ইহ্রাম ভঙ্গ করে)। তারপর সে যেন (নতুন কক্ষে) হজ্জের ইহ্রাম বাঁধে এবং 'হাদী' (কুরবানী) করে। আর যে ব্যক্তি 'হাদী' কুরবানী করতে সমর্থ না হয়, সে যেন হজ্জের মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করে, এবং পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পর সাতদিন সিয়াম পালন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় আগমন করলেন, সর্বপ্রথম তওয়াফ করলেন এবং প্রথম ককনে (ইয়ামানী) চুষন করলেন, তারপর তিনি সাত তওয়াফের তিন তওয়াফে রমল করলেন এবং চার তওয়াফে হাঁটলেন। তওয়াফ সমাপ্ত করে তিনি বায়তুল্লাহর নিকট মকামে ইবরাহীমে দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সেখান হতে সাফায় আগমন করলেন এবং সাফা ও মারওয়ায় সাতবার সাঈ করলেন। পরে হজ্জ আদায় করার পূর্ব পর্যন্ত যা তাঁর জন্য হারাম ছিল, তার কোনটি করে হালাল হননি (ইহ্রাম ভঙ্গ করেন নি)। এরপর কুরবানীর দিন 'হাদী' কুরবানী করলেন এবং সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন। তারপর তাঁর জন্য যা হারাম ছিল তার সব কিছু হতে তিনি হালাল (বৈধতাসম্পন্ন) হলেন। পরে লোকদের মধ্যে যারা 'হাদী' (কুরবানীর পশু) এনেছিল বা সাথে নিয়ে এসেছিল, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করলেন তদ্রূপ করলো।

২৭২৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ حَجَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا فَلَبِىَّ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمُ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَلَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ قَالَ بَلَى قَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَتُّعَ قَالَ بَلَى *

২৭৩৪. আমরা ইবন আলী (র) - - - আবদুর রহমান ইবন হারমালা (র) বলেন : সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আলী ও উসমান (রা) হজ্জ করলেন। আমরা যখন পথিমধ্যে ছিলাম, তখন উসমান (রা) তামাত্ত্ব করতে নিষেধ করলেন। তখন আলী (রা) বললেন : যখন তোমরা তাকে প্রস্থান করতে দেখ তোমরাও প্রস্থান কর। পরে আলী (রা) এবং তাঁর অনুসারিগণ উমরার তালবিয়া পড়লেন। আর উসমান তাদেরকে নিষেধ করেন নি। আলী (রা) বললেন : আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, আপনি তামাত্ত্ব করতে নিষেধ করেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন আলী (রা) তাকে বললেন : আপনি কি শুনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্ত্ব করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

২৭২৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْقَلٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَالضُّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ

عَامَ حَجِّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضُّحَّاكُ لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهَلَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ سَعْدُ يَنْسَمَا قُلْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ الضُّحَّاكُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ سَعْدُ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ *

২৭৩৫. কুতায়বা (র) - - - মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস এবং দাহহাক ইবন কায়স (রা)-কে মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ানের হজ্জের বছর বলতে শুনেছেন : তারা হজ্জ ও উমরা সংযুক্ত করে তামাত্ত করার ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন। দাহহাক (র) বলেন : “যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে অজ্ঞ, সে ব্যতীত কেউই এরূপ করতে পারে না।” সা'দ (রা) বলেন : “হে ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি যা বললে তা অত্যন্ত মন্দ।” তখন দাহহাক (র) বললেন : “উমর ইবন খাত্তাব (রা) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।” সা'দ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন। আর আমরাও তাঁর সাথে এরূপ করেছি।”

٢٧٣٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْأَلْفُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتَى بِالْمُتَمَتُّعِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوِيَكَ بِيَعُضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسْكِ بَعْدَ حَتَّى لَقِيْتَهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظْلُوهَا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُسُهُمْ *

২৭৩৬. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মাদ বাশ্শার (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তামাত্ত হজ্জ-এর ফাতাওয়া দিতেন। তাকে এক ব্যক্তি বললেন : আপনি এ ধরনের ফাতাওয়া দান থেকে বিরত থাকুন। কেননা আপনি জানেন না আমীরুল মু'মিনীন হজ্জের আহকামে কি নতুন আদেশ করেছেন। পরে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে উমর (রা) বলেন : আমি নিশ্চিতরূপে জানি রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেছেন। কিন্তু লোক আরাকে^১ স্ত্রী সহবাস করে হজ্জ গমন করবে, আর তাদের মাথা থেকে পানি পড়তে থাকবে, তা আমার পছন্দনীয় নয়।

٢٧٣٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْهَاكُمُ عَنِ الْمُتَمَتُّعِ وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ *

২৭৩৭. মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন হাসান (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর শপথ ! আমি তোমাদেরকে তামাত্ত থেকে নিষেধ করছি। অথচ ত-

আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেছেন। অর্থাৎ তিনি হজ্জের সাথে উমরা করেছেন।

২৭৩৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَعْلِمْتُ أَنَّي قَصَرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرَّةِ قَالَ لَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا مُعَاوِيَةُ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتَعَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ ﷺ *

২৭৩৮. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - তাউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুআবিয়া (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনি জানেন কি, আমি মারওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল ছেঁটেছিলাম? তিনি বললেন : না। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : মুআবিয়া (রা) লোকদেরকে তামাত্তু করতে নিষেধ করেন, অথচ নবী ﷺ তামাত্তু করেছেন।

২৭৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِأَهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْ سَقَيْتَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ ثُمَّ حَلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَسَّطَطْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أَفْتَى النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ وَأَنَّى لِقَائِهِ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَذَرُنِي مَا أَحَدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسْكِ قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَنَذِرْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَانْتَمُوا بِهِ فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحَدَثْتَ فِي شَأْنِ النَّسْكِ قَالَ إِنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ فَإِنَّ نَبِيَّنَا ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحْرَ الْهَدْيِ *

২৭৩৯. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি (ইয়ামান থেকে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন তিনি 'বাতহায়' ছিলেন। তিনি বললেন : কিসের ইহ্রাম করেছ? আমি বললাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ যার ইহ্রাম পাঠ করেছেন, আমিও তার ইহ্রাম পাঠ করেছি। তিনি বললেন : তুমি কি 'হাদী' (কুরবানীর পশু) সাথে নিয়ে এসেছ? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : তা হলে তুমি প্রথমে বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় সাঈ কর, তারপর হালাল হয়ে যাও। (ইহ্রাম ভঙ্গ কর)। আমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ এবং সাফা মারওয়ায় সাঈ করলাম এরপর আমার বংশের একজন মহিলার নিকট গেলাম, সে আমার মাথা আঁচড়িয়ে ও মাথা ধুইয়ে দিল। আমি লোকদেরকে আবু বকর ও উমরের খিলাফতের সময় এই ফাতাওয়াই দিতাম। আমি এক হজ্জের মওসুমে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললেন :

আমীরুল মু'মিনীন হজ্জের ব্যাপারে যে নতুন কথা বলছেন, তা কি আপনি জানেন না? আমি বললাম : হে লোকসকল ! আমি যাকে কোন ফাতাওয়া দিয়েছি সে যেন তাড়াহুড়া না করে। কেননা তোমাদের নিকট আমীরুল মু'মিনীন শীঘ্রই আসছেন, তাঁর অনুসরণ কর। যখন তিনি আগমন করলেন, তখন আমি বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন ! হজ্জের ব্যাপারে আপনি কি নতুন বিধান প্রবর্তন করেছেন? তিনি বললেন : আমরা যদি আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করতে চাই তাহলে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : “তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ এবং উমরা পূর্ণ (সতন্ত্র আদায়) কর।” আর আমরা যদি আমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নত অনুযায়ী কাজ করি তবে তিনি তো কুরবানী করার পূর্বে হালাল হননি (ইহরাম ভঙ্গ করেন নি)।

২৭৪০. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ خُصَيْنٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَمَتَّعَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ قَالَ فِيهَا قَائِلٌ بِرَأْيِهِ *

২৭৪০. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু করেছেন এবং তাঁর সাথে আমরাও তামাত্তু করেছি। এ ব্যাপারে কেউ কেউ তার (ব্যক্তিগত) মত ব্যক্ত করেছেন।

تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِهْلَالِ

তালবিয়া পাঠের সময় বিসমিল্লাহ না পড়া

২৭৪১. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حُجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدَّسَنَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حِجَجٍ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجٍ هَذَا الْعَامَ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتِمَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَفْعَلَ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُمْسٍ بَقِيْنٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ جَابِرُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهَرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا فَخَرَجْنَا لَأَنْتَوِيَ إِلَّا الْحَجَّ *

২৭৪১. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় নয় বছর (হজ্জ না করে) অবস্থান করেন। তারপর জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ দেয়া হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বছর হজ্জ করতে যাবেন। এ সংবাদে মদীনায় বহু লোকের সমাগম হলো। সকলেই কামনা করছিলো যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ

(করে হজ্জ সমাপন) করবেন এবং তিনি যা করেন তা করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিলকা'দা মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে মদীনা থেকে বের হন। আর আমরাও তাঁর সাথে বের হই। জাবির (রা) বলেন : এসময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যেই ছিলেন, তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল আর তিনি এর মর্ম অনুধাবন করতেন। তিনি তদনুযায়ী যা করতেন, আমরাও তা করতাম। আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিলাম।

২৭৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا لَأَتْنُوِيَ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرْفٍ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ أَحِضْتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ أَدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ *

২৭৪২. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ ও হারিস ইবন মিসকীন (রা) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা সফরে বের হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সারিফ নামক স্থানে পৌঁছার পর আমি ঋতুমতী হই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি ঋতুস্রাব দেখা দিয়েছে? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : ইহা এমন বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদমের কন্যা সন্তানদের উপর নির্ধারিত করেছেন। তুমি মুহরিম ব্যক্তি হজ্জের যে সকল কাজ করে তুমিও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত তা করতে থাক।

الْحَجُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ

মুহরিম ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট নিয়্যত ব্যতীত হজ্জ আদায় করা

২৭৪৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ حِينَئِذٍ فَقَالَ أَحْجَجْتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ قُلْتُ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ بِإِهْلَالٍ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَطُفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَجَلَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً فَقُلْتُ رَأْسِي فَجَعَلْتُ أَفْتَى النَّاسَ بِذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسَى رَوَيْدَكَ بَعْضُ فَتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسْكِ بِعَدَاكَ قَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فَلْيَتَذَرْنَا فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَاتَّقُوا بِهِ وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ نَاخِذَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّعَامِ وَإِنْ نَاخِذَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَلْغِ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ *

২৭৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল 'আলা (র) - - - - তারিক ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু মূসা (রা) বলেছেন : আমি ইয়ামান থেকে আসলাম। তখন নবী ﷺ বাতহায় অবস্থানরত ছিলেন। যখন তিনি হজ্জ আদায় করেন। তিনি আমাকে বলেন : তুমি কি হজ্জ (-এর ইহ্রাম) করেছ ? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি কিরূপ বলেছ (নিয়্যত করেছ) ? তিনি বলেন : আমি বললাম : “আমি নবী ﷺ -এর ইহ্রামের ন্যায় ইহ্রাম করলাম। তিনি বললেন : তাহলে বায়তুল্লাহর তওয়াফ কর এবং সাফা মারওয়ার সাঈ কর এবং (ইহ্রাম ভঙ্গ করে) হালাল হয়ে যাও। আমি তা-ই করলাম। তারপর আমি এক মহিলার নিকট আসলাম, সে আমার মাথা বেছে দিল (উকুন বের করলো)। এরপর আমি লোকদেরকে এরূপ ফাতাওয়া দিতে লাগলাম। এমনকি উমর (রা)-এর খিলাফতকালেও। তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বললো : হে আবু মূসা ! এরূপ ফাতাওয়া দেয়া থেকে আপনি বিরত থাকুন। কেননা জানেন না আপনার পরে আমীরুল মু'মিনীন হজ্জের আহকামে কি নতুন বিধান দিয়েছেন। আবু মূসা বললেন : হে লোকসকল ! আমি যাকে ফাতাওয়া দিয়েছি, সে যেন অপেক্ষা করে। কেননা আমীরুল মু'মিনীন তৌমাদের নিকট আগমন করেছেন। তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে। উমর (রা) বললেন : আমরা যদি আল্লাহর কিতাব অনুসারে কাজ করতে চাই তবে তিনি তো আমাদেরকে (হজ্জ ও উমরা স্বতন্ত্র রূপে) আহকাম পূর্ণ করতে আদেশ করেছেন। আর আমরা নবী ﷺ -এর সুন্নত অনুযায়ী কাজ করলে নবী ﷺ ইহ্রাম ভঙ্গ করেন নি, যতক্ষণ না কুরবানীর পশু যবাই-এর স্থানে পৌছে যেতো।

২৭৪৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْيٍ وَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا قَالَ لِعَلِيٍّ بِمَا أَهْلَلْتُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهْلُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعِيَ الْهَدْيُ قَالَ فَلَا تَحِلُّ *

২৭৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট এসে তাকে নবী ﷺ -এর হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন : আলী (রা) ইয়ামান থেকে আগমন করলেন 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) নিয়ে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মদীনা থেকে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) এনেছিলেন। তিনি আলী (রা)-কে বললেন : তুমি কিসের ইহ্রাম (নিয়্যত) করেছ ? তিনি বললেন : আমি বলেছি : হে আল্লাহ ! আমি ইহ্রাম করছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার ইহ্রাম করেছেন। আর আমার সাথে রয়েছে 'হাদী' (কুরবানীর পশু)। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : তাহলে তুমি (হজ্জ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত) হালাল হবে না।

২৭৪৫. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ عَلَى مَنْ سَعَايَهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَلْتُ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا أَهْلُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدِي عَلِيٌّ لَهُ هَدْيًا *

২৭৪৫. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন : আলী (রা) ইয়ামানে তাঁর

সাদাকা-জিয়্যা আদায়ের কর্তব্য পালন করে আগমন করলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন : হে আলী (রা) ! তুমি কিরূপ ইহরাম করেছ ? তিনি বললেন : নবী ﷺ যেরূপ ইহরাম করেছেন। নবী ﷺ বললেন : তাহলে তুমি 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) সাথে রাখ এবং মুহরিম অবস্থায় থাক, যেমন তুমি আছ। রাবী বলেন : আলী (রা) তাঁর নিজের জন্য 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) সাথে নিয়ে এসেছিলেন।

২৭৬৬. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ فَأَصْبَتُ مَعَهُ أَوَاقِي فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلِيٌّ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ قَالَ فَتَخَطَّيْتُه فَقَالَتْ لِي مَالِكُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحْلُوا قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِي كَيْفَ صَنَعْتَ قُلْتُ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَلْتُ قَالَ فَأَنَّى قَدْ سَقَتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ *

২৭৪৬. আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর (র) - - - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-এর সাথে ছিলাম, যখন নবী ﷺ তাকে ইয়ামানে আমীর (প্রশাসক) নিযুক্ত করে পাঠান। তাঁর সাথে আমি কিছু উকিয়া (রৌপ্য মুদ্রা) পেলাম। যখন আলী (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এলেন। তখন আলী (রা) বললেন : আমি ফাতিমা (রা)-কে পেলাম যে, সে তার ঘরকে নাদূহ ? সুগন্ধি দ্বারা সুরভিত করে রেখেছে। আমি তাকে দোষারোপ করলাম (এবং তার নিকট থেকে দূরে রইলাম)। সে আমাকে বললেন : আপনার কি হলো ? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিগণকে (হালাল হওয়ার) আদেশ করেছেন, এবং তাঁরা হালাল হয়েছেন (ইহরাম ভঙ্গ করেছেন)। আলী (রা) বলেন : আমি বললাম : আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহরামের অনুরূপ ইহরাম করেছি। তিনি বলেন : তারপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি আমাকে বললেন : তুমি কি করেছ ? আমি বললাম : আমি আপনার ইহরামের ন্যায় ইহরাম করেছি। তিনি বললেন : আমি তো 'হাদী' (কুরবানীর পশু) সাথে এনেছি এবং কিরান হজ্জের নিয়্যত করেছি।

إِذَا أَهَلَ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًّا

উমরার ইহরাম করলে তার সাথে হজ্জ সংযুক্ত করা যাবে কি ?

২৭৬৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدِي هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يَهْلُ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ

مَكَّةَ قَطَافٍ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يَقْصُرْ وَلَمْ يَحِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ فَرَأَى أَنَّ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

২৭৪৭. কুতায়বা (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, (একবার) ইবন উমর (রা) হজ্জের ইচ্ছা করলেন। যে বছর হাজ্জাজ ইবন যুযায়র (রা)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য এসেছিল। তাঁকে বলা হলো যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাবে এবং আমার ভয় হচ্ছে তারা আপনাকে হজ্জ বাঁধাগ্রস্ত করবে। তিনি বললেন : “তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।” যদি অবস্থা তা-ই হয়, তা হলে আমি তা-ই করবো — যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার উপর উমরা ওয়াজিব করে নিয়েছি (ইহরাম করেছি)। তারপর তিনি বের হলেন। পরে যখন তিনি ‘বায়দা’ নামক স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন বললেন : হজ্জ এবং উমরার অবস্থা একই। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জ ও ওয়াজিব করে নিয়েছি (হজ্জের ও ইহরাম করলাম)। আর তিনি একটি ‘হাদী’ (কুরবানীর পশু) এনেছিলেন, যা তিনি কুদায়াদ নামক স্থান থেকে ক্রয় করেছিলেন। তারপর তিনি হজ্জ এবং উমরাহ উভয়ের তালবিয়া পড়তে পড়তে চলতে থাকলেন। পরে তিনি মক্কায় আগমন করে বায়তুল্লাহর তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেন। এর অতিরিক্ত তিনি কিছু করেন নি। হাদী যবাই করলেন না, মাথা মুগলেন না, চুল ও কাটালেন না এবং যে সকল বস্তু হারাম ছিল, তার কোনটি থেকে ‘হালাল’ হলেন না। এভাবে কুরবানীর দিন উপস্থিত হলো। তারপর তিনি (হাদী) যবাই (কুরবানী) করলেন ও মাথা মুগুন করলেন। তিনি মনে করলেন যে, প্রথম তওয়াফ দ্বারাই হজ্জ ও উমরার তওয়াফ পূর্ণ করেছেন। ইবন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছেন।

كَيْفَ التَّلْبِيَةِ

কিভাবে তালবিয়া পড়তে হয় ?

٢٧٤٨. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ إِنْ سَأَلِمَا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنْ الْحَمْدُ وَالنُّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ لِأَشْرِيكَ لَكَ وَإِنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الثَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهْلَ بِهِؤَلَاءِ الْكَلِمَاتِ *

২৭৪৮. ঈসা ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালিম (র) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন : اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنْ الْحَمْدُ وَالنُّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ لِأَشْرِيكَ لَكَ (অর্থ : আমি হাযির, হাযির, হে আল্লাহ ! হাযির আমি হাযির ! হাযির আমি হাযির ! আপনার

কোন শরীর নেই। হাযির আমি হাযির ! সমস্ত প্রশংসা ও নি'আমাত (এর অধিকার) আপনার এবং (সমগ্র) রাজত্ব; (এসবে) আপনার কোন শরীক-অংশীদার নেই। আর আবদুল্লাহ ইব্ন উমর বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহলায়ফায় দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর যখন তিনি যুলহলায়ফা মসজিদের নিকট উটনীর উপর আরোহণ করতেন, তখন তিনি ঐ সকল বাক্য দিয়ে তালবিয়া পাঠ করতেন।

২৭৪৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا وَأَبَا بَكْرٍ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ أَتَهُمَا سَمِعًا نَافِعًا يَحْدُثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ *

২৭৪৯. আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-হাকাম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ

২৭৫০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ *

২৭৫০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া ছিল : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ

২৭৫১. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ *

২৭৫১. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া ছিল : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ লব্বইক লব্বইক লব্বইক ইব্ন উমর (রা) তাতে আরও বাড়িয়ে বলেছেন : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ *

১ অর্থ : (শেষের অংশ:) আমি হাযির, হাযির ! আপনার সমীপে সৌভাগ্য প্রত্যাশী, সৌভাগ্য প্রত্যাশী ! যাবতীয় 'কল্যাণ' আপনার দৃ' হাতে আকর্ষণ ও প্রত্যাশা আপনার কাছেই এবং আমল ও (আপনার সমীপে)।

২৭৫২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ *

২৭৫২. আহমাদ ইবন আবদা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর তালবিয়া ছিল : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ

২৭৫৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ إِلَّا عَبْدَ الْعَزِيزِ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْهُ مُرْسَلًا *

২৭৫৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর তালবিয়ার মধ্যে ছিল : لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ (হে সত্যের ইলাহ, হাজিয আপনার কাছে, হাযির ! আবু আবদুর রহমান বলেন : আবদুল আযীয ব্যতীত আবদুল্লাহ ইবন ফজল থেকে অন্য কেউ এটা বর্ণনা করেছেন বলে জানা নেই। ইসমাইল ইবন উমাইয়া তাঁর থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

رَفَعَ الصَّوْتُ بِالْأَهْلَالِ

উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়া

২৭৫৪. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مَرَّ أَصْحَابُكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ *

২৭৫৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - খাল্লাদ ইবন সাইব তার পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে আমাকে বলেন : হে মুহাম্মাদ ﷺ ! আপনি আপনার সাহাবীগণকে বলে দিন, তারা যেন উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করে।

الْعَمَلُ فِي الْأَهْلَالِ

তালবিয়ার করণীয়

২৭৫৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ *

২৭৫৫. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের পর তালবিয়া পাঠ করেন।

২৭৫৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَأَهْلًا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ *

২৭৫৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়দা নামক স্থানে জুহরের সালাত আদায় করে সওয়ার হলেন এবং বায়দার পাহাড়ে আরোহণ করলেন আর জুহরের সালাত আদায়ের পর হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করলেন।

২৭৫৭. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يُزَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ حَبَّةٍ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى وَهُوَ صَامِتٌ حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ *

২৭৫৭. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী -এর হজ্জ সম্বন্ধে বলেন : যখন তিনি যুলহুলায়ফায় আগমন করেন, তখন তিনি সালাত আদায় করেন এবং বায়দায় আসা পর্যন্ত নীরব থাকেন।

২৭৫৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ بَيْدَاءُ كَمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ مَسْجِدِ بَنِي الْحُلَيْفَةِ *

২৭৫৮. কুতায়বা (র) - - - - সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন : তোমাদের এ বায়দা যার ব্যাপারে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে অসত্য বলছো। (কেননা,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলায়ফার মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে তালবিয়া পড়া আরম্ভ করেন নি।

২৭৫৯. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِبَنِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَهْلُ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً *

২৭৫৯. ইসা ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) তাকে অবহিত করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যুলহুলায়ফায় তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করতে দেখেছি। পরে যখন তিনি স্থির হয়ে সওয়ারীতে উপবিষ্ট হতেন তখন তালবিয়া পাঠ করতেন।

২৭৬. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ح وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْلًا حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ *

২৭৬০. ইমরান ইবন ইয়াযীদ ও মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর সওয়ারীতে স্থির হয়ে উপবেশন করতেন, তখন তালবিয়া পাঠ করতেন।

২৭৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ إِسْحَقَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتَكَ تَهْلُ إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ نَاقَتُكَ قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَهْلُ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ *

২৭৬১. মুহাম্মাদ ইবন আলা (র) - - - - উবায়দ ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম : আমি আপনাকে দেখলাম যে, স্বীয় উটনী যখন স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তখন আপনি তালবিয়া পাঠ করেন ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর উটনী স্থির হয়ে দাঁড়াতে এবং চলতে উদ্যত হত, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করতেন।

إِهْلَالُ النَّفْسَاءِ

(প্রসব পরবর্তী) নিফাসগ্রস্ত নারীর তালবিয়া পাঠ (ইহরাম বাঁধা)

২৭৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ فَتَدَارَكَ النَّاسُ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ أَهْلِي ففَعَلْتُ مُحْتَضِرًا *

২৭৬২. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদীনায়) নয় বছর হজ্জ না করে অবস্থান করেন। তারপর তিনি লোকদেরকে হজ্জের ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন। ফলে যে সওয়ার হয়ে অথবা পদব্রজে আসার ক্ষমতা রাখতো, এমন কেউ আসতে বাকী রইলো না। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজ্জে বের (শরীক) হওয়ার জন্য ভিড়াভিড়ি করল। এমনভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহলায়ফায় পৌছলেন। সেখানে আসমা বিন্ত উমায়স মুহাম্মাদ ইবন আবু বকরকে প্রসব করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পাঠালে তিনি বললেন : গোসল করে

একখানা কাপড় দিয়ে ময়বৃত করে (লজ্জাস্থান) বেঁধে নাও, তারপর ইহরাম বাঁধ (তালবিয়া পাঠ কর)। তিনি জ-ই করেন। (সংক্ষিপ্ত)

২৭৬২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ نَفَسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ كَيْفَ تَفْعَلُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَنْفِرَ بِثَوْبِهَا وَتَهْلُ *

২৭৬৩. আলী ইবন হুজর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসমা বিনত উমায়স- মুহাম্মাদ ইবন আবু বকরকে প্রসব করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সংবাদ পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁকে এই অবস্থায় কি করতে হবে? তখন তিনি তাকে গোসল করতে এবং (লজ্জাস্থানে) একখানা কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিয়ে তালবিয়া পড়তে আদেশ করেন।

فِي الْمَهَلَةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ وَتَخَافُ فَوْتُ الْحَجِّ

উমরার তালবিয়া পাঠ (করে ইহরাম)কারিণী যদি ঋতুমতী হয় এবং হজ্জ অনাদায়ী হওয়ার আশংকা করে

২৭৬৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهَلَّةٌ بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرْفٍ عَرَكْتُ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مِنْهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلٌّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطْيَبْنَا بِالطِّيبِ وَلَيْسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحِلِّ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهْلِي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ وَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَّرْتُ طَافْتُ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتَ مِنْ حَجَّتِكَ وَعُمْرَتِكَ جَمِيعًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبِي بِهَا يَا عَائِشَةُ الرَّحْمَنُ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ *

২৭৬৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে 'মুফরাদ' হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে গমন করলাম, আর আয়েশা (রা) গেলেন উমরার

তালবিয়া পড়তে পড়তে। আমরা যখন সরিফ নামক স্থানে পৌছলাম, তখন আয়েশা (রা) ঋতুমতী হলেন। তারপর যখন আমরা মক্কায় পৌছলাম তখন আমরা কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং সাফা এবং মারওয়ার সাঈ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করলেন, যার সাথে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায় (ইহ্রাম ভঙ্গ করে)। রাবী বলেন— আমরা বললাম : কোন ধরনের হালাল (হব) ? তিনি বললেন : সকল কিছুই হালাল হবে। (যা ইহ্রামের কারণে হারাম হয়েছিল)। পরে আমরা স্ত্রী সহবাস করলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করলাম এবং আমাদের (ব্যবহার্য) কাপড় পরিধান করলাম অথচ আমাদের ও আরাফার মধ্যে মাত্র চার রাতের ব্যবধান ছিল। তারপর আমরা ৮ই যিল্হাজ্জের দিন (হজ্জের) তালবিয়া পাঠ করলাম (ইহ্রাম বাঁধলাম) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। তিনি বললেন : তোমার অবস্থা কি ? তিনি (আয়েশা (রা) বললেন : আমার অবস্থা হলো আমার ঋতু আরম্ভ হয়েছে। লোকজন তো হালাল হয়েছে (ইহ্রাম ভঙ্গ করেছে) অথচ আমি হালাল হইনি (ইহ্রাম ভঙ্গ করিনি) আর আমি বায়তুল্লাহর তওয়াফও করিনি। এখন লোকজন তো হজ্জ আদায়ের জন্য যাচ্ছে। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : এটা এমন এক ব্যাপার, যা আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। অতএব তুমি গোসল কর এবং হজ্জের ইহ্রাম (নিয়ত) কর। তারপর তিনি তা-ই করলেন এবং বিভিন্ন অবস্থান স্থলে অবস্থান করলেন। এরপর যখন তিনি পবিত্র হলেন। তখন বায়তুল্লাহর (ফরয) তওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন : এখন তুমি তোমার হজ্জ ও উমরা থেকে হালাল হলে (উভয়ের ইহ্রাম ভঙ্গ করলে)। আয়েশা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার মনে এ দুঃখ যে, আমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করিনি, অথচ হজ্জ করেছি। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : হে আবদুর রহমান ! তাকে নিয়ে যাও এবং তানঈম হতে উমরা করাও। সেটা ছিল মুহাস্সবের (পূর্বে উমরার জন্য) রাত।^১

২৭৬০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ انْقَضَى رَأْسُكَ وَامْتَشِطِي وَاهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَبَّيْتُ الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ قَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى لِحَجَّتِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَأَتَمُّوا طَوَافًا وَاحِدًا *

২৭৬৫. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। আমরা উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম (তালবিয়

পড়লাম)। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যার সাথে 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) রয়েছে, সে যেন উমরার সাথে হজ্জেরও ইহরাম (নিয়্যত) করে এবং এ দুয়ের কাজ সমাধা করার পূর্বে যেন হালাল না হয় (ইহরাম ভঙ্গ না করে), তারপর আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলাম। ফলে আমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে পারলাম না এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈও না। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন : তুমি তোমার মাথার চুলের বেণী খুলে ফেল, মাথার চুল আঁচড়াও এবং হজ্জের ইহরাম (নিয়্যত) কর। উমরা ছেড়ে দাও। তখন আমি তাই করলাম। যখন হজ্জ শেষ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা)-এর সাথে তানঈমে পাঠিয়ে দিলেন। তখন আমি উমরা করলাম। তিনি বললেন : এটা তোমার (ছেড়ে দেয়া) উমরার স্থানে। অতএব যারা উমরার ইহরাম (নিয়্যত) করেছিলেন, তারা কা'বার তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করলেন। পরে তারা হালাল হলেন। তারা মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের হজ্জের জন্য আর একটি তওয়াফ করলেন। কিন্তু যারা হজ্জ ও উমরার একত্রে নিয়্যত করেছিলেন তারা একটাই তওয়াফ করলেন (ফরয হিসেবে)।

الْإِشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ

হজ্জ শর্ত করা

২৭৬৬. أَخْبَرَنَا هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتْ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

২৭৬৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুবা'আ (রা) হজ্জের ইচ্ছা করলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলেন, যেন তিনি শর্ত করে নেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশে তা-ই করলেন।

كَيْفَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَطَ

শর্ত করার সময় কি বলবে ?

২৭৬৭. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنَا هَالِدُ بْنُ خَبَابٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ فَحَدَّثَنِي حَدِيثُهُ يَعْنِي عِكْرِمَةَ فَحَدَّثَنِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحَلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَخْبِسُنِي فَإِنَّ لَكَ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَنْتَيْتُ *

২৭৬৭. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - ইবন আক্বাস (রা) বর্ণনা করেন : দুবা'আ বিন্ত যুযায়র ইবন আবদুল মুত্তালিব নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি। এখন আমি কি বলবো ? তিনি বললেন : তুমি বলবে : **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحَلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ** "লাব্বায়ক আল্লাহুমা লাব্বায়ক, পৃথিবীতে আমার ইহরাম খোলার স্থান ঐটি যেখানে আমাকে আটকে দিবেন।" কারণ তোমার জন্য তোমার রবের নিকট তা-ই রয়েছে, যা তুমি শর্ত করেছ।

২৭৬৮. **أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَهْلًا قَالَ أَهْلِي وَاشْتَرِطِي إِنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ***

২৭৬৮. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - ইবন আক্বাস (রা) বলেন : দুবা'আ বিন্ত যুযায়র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি অসুস্থ মহিলা, অথচ আমি হজ্জ করার মনস্থ করছি। অতএব, আমাকে কি বলে ইহরাম করতে আদেশ করেন ? তিনি বলেন : তুমি ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করে বলবে : যেখানে (হে আল্লাহ) আমাকে আটকে দেবেন, সেখানে আমার হালাল হওয়ার স্থান।

২৭৬৯. **أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي شَاكِيَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ حُجِّي وَاشْتَرِطِي إِنْ مَحَلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي قَالَ إِسْحَقُ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ هِشَامٌ وَالزُّهْرِيُّ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ مَعْمَرٍ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ ***

২৭৬৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দুবা'আ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে দুবা'আ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি অসুস্থ, অথচ আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি। নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি হজ্জে যাবে এবং শর্ত করবে যে, (হে আল্লাহ) আপনি আমাকে যেখানে বাধাগ্রস্ত করবেন, সেখানে আমি হালাল হব।

مَا يَفْعَلُ مَنْ حَبَسَ عَنِ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ اشْتَرِطَ

যাকে হজ্জে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে অথচ সে শর্ত করেনি সে কী করবে ?

২৭৭০. **أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ**

ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الْإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا وَيُهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا *

২৭৭০. আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্ন উমর (রা) হজ্জে (হালাল হওয়ার) শর্ত করা অস্বীকার করে বলতেন : তোমাদের জন্য কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত যথেষ্ট নয় ? যদি তোমাদের কেউ হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে সে বায়তুল্লাহর তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করবে। তারপর সর্বত্রকার (ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ থেকে) হালাল হয়ে যাবে, এবং পরবর্তী বছর হজ্জ করবে ও 'হাদী' (কুরবানীর পশু) যবাই করবে। আর যদি হাদী না পায়, তবে সিয়াম পালন করবে।

٢٧٧١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ حَابِسَ فَلَيَاتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يَقْصُرَ ثُمَّ لِيَحْلِلْ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ *

২৭৭১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হজ্জে শর্ত করতে অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন : তোমাদের জন্য কি তোমাদের নবী ﷺ -এর সুন্নত যথেষ্ট নয় ? তিনি শর্ত করেন নি। যদি কোন বাঁধাদানকারী তোমাদের কাউকে আটকে দেয়, তবে সে যেন বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করে। তারপর মাথা মুগুন করে অথবা চুল কাটে এবং হালাল হয়ে যায়। আর পরের বছর তার জন্য হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে।

إِشْعَارُ الْهَدْيِ

হাদীকে (কুরবানীর পশুকে) ইশ'আর করা

٢٧٧٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ

১. উটের কুঁজের একপাশে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করা, যাতে তা কুরবানীর পশু বলে চিহ্নিত হয়।

فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْتِ الْحُلَيْفَةِ قُلْدَ الْهَدْيِ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ
بِالْعُمْرَةِ مُخْتَصِرٌ *

২৭৭২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা এবং ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও
মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় তাঁর
হাজারের অধিক কয়েকশত সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। যখন তাঁরা যুলহলায়ফা পৌছলেন, তখন তিনি
হাদীর (কুরবানীর পশুর) গলায় কালাদা পরালেন এবং ইশ'আর করলেন এবং উমরার ইহরাম বাঁধলেন।
(সংক্ষিপ্ত)

٢٧٧٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْعَرَ بَدَنَهُ *

২৭৭৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের ইশ'আর
করেন।

أَيُّ الشَّقَيْنِ يُشْعَرُ

(পশুর) কোনদিকে ইশ'আর করা হবে ?

٢٧٧٤. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ الْأَعْرَجِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْعَرَ بَدَنَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَسَلَّتَ الدَّمَ عَنْهَا وَأَشْعَرَهَا *

২৭৭৪. মুজাহিদ ইব্ন মুসা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের ডান
দিকে ইশ'আর করেন এবং রক্ত মুছে ফেলেন। এভাবে তাকে ইশ'আর করেন।

بَابُ سَلَتِ الدَّمَ عَنِ الْبَدَنِ

পরিচ্ছেদ : উটের শরীর থেকে রক্ত মুছে ফেলা

٢٧٧٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ
الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا كَانَ بِبَيْتِ الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِبَدَنَتِهِ فَأَشْعَرَ فِي سَنَامِهَا
مِنَ الشَّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَّتْ عَنْهَا وَقُلْدَهَا نَعْلَيْنِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ *

২৭৭৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন যুলহলায়ফায়
পৌছলেন, তখন তিনি আদেশ করলেন তাঁর উটকে ইশ'আর করতে। তারপর তাঁর উটের কুঁজের ডানদিকে
ইশ'আর করা হলো, তার রক্ত মুছে ফেললেন এবং তার গলায় দু'খানা জুতার কিলাদা বা মালা লাগালেন। আর
যখন সেটি তাঁকে নিয়ে বায়দায় পৌছলেন, তখন তিনি ইহরাম বাঁধলেন।

فَتَلَ الْقَلَادَ

কিলাদা পাকান

২৭৭৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأُفْتِلَ قَلَادَ هَدِيٍّ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ *

২৭৭৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর জন্তু পাঠাতেন। আমি তাঁর কুরবানীর জন্তুর কিলাদা^১ পাকিয়ে দিতাম। তারপর তিনি মুহরিম যা বর্জন করে তার কিছুই বর্জন করতেন না।

২৭৭৭. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُفْتِلُ قَلَادَ هَدِيٍّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْعُثُ بِهَا ثُمَّ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ *

২৭৭৭. হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা'ফারানী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীর (কুরবানীর জন্তুর) কিলাদা পাকাতাম। তিনি সেগুলো পাঠিয়ে দিতেন। পরে হাদীর পশু তার যথাস্থানে (হারামে) পৌঁছার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত তিনি ঐ সমস্ত কাজই করতেন, যা একজন হালাল ব্যক্তি করে থাকে।^২

২৭৭৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأُفْتِلَ قَلَادَ هَدِيٍّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُقِيمُ وَلَا يُحْرِمُ *

২৭৭৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীর (কুরবানীর জন্তুর) কিলাদা পাকাতাম। তারপরও তিনি মদীনা অবস্থান করতেন, ইহরাম বাঁধতেন না। (অর্থাৎ 'ইহরাম বেঁধেছেন' বলে সাব্যস্ত হত না।)

২৭৭৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضُّعَيْفُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُفْتِلُ الْقَلَادَ لَهْدِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُقْلَدُ هَدِيَّةٌ ثُمَّ يَبْعُثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ *

২৭৭৯. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ দাঈফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীর (কুরবানীর পশুর) জন্য কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি তাঁর হাদীকে তা পরিবেশিত (মুক্কাভিমুখে) পাঠিয়ে দিতেন। পরে তিনি মদীনা অবস্থান করতেন এবং মুহরিম যা পরিহার করে, তার কিছুই পরিহার করতেন না।

১. 'কিলাদা' : হজ্জের 'হাদী' পশুর জন্য তৈরী বিশেষ ধরনের মালা।

২. অর্থাৎ নিজে হজ্জে না গিয়ে শুধু 'হাদী' পাঠালে তা দ্বারা ইহরাম সাব্যস্ত হয় না।

২৭৮০. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتَلِ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ
يَمُكُّتُ حَلَالًا *

২৭৮০. হাসান ইবন মুহাম্মাদ জা'ফরানী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীর (কুরবানীর) বকরীর জন্য আমি যে কিলাদা প্রস্তুত করতাম, (তা আমার এখনও মনে আছে)। তারপর তিনি হালাল অবস্থায় অবস্থান করতেন।

مَا يَفْتَلُ مِنْهُ الْقَلَائِدُ

কিলাদা তৈরির উপকরণ

২৭৮১. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ عَنْ ابْنِ
عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ أَصْبَحَ
فِينَا فَيَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالَ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ *

২৭৮১. হাসান ইবন মুহাম্মাদ জা'ফরানী (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন (হযরত আয়েশা) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ঐ সব কিলাদা তৈরী করেছিলাম— তুলা দ্বারা, যা আমার নিকট ছিল। তারপর নবী ﷺ আমাদের মধ্যেই অবস্থান করতেন। এরপর তিনি সে সব কাজ করতেন যা একজন হালাল ব্যক্তি তার স্ত্রীর সংগে করে থাকে। আর যা কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে করে থাকে।

تَقْلِيدُ الْهَدْيِ

‘হাদী’ (কুরবানীর) পশুকে কিলাদা পরান

২৭৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ
وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ *

২৭৮২. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মানুষের কি হলো, তারা তো উমরা করে হালাল হয়ে গেছে, আর আপনি উমরা আদায় করার পর হালাল হলেন না ? তিনি বললেন : আমি মাথার চুল জমাট করেছি এবং আমার হাদীকে (কুরবানীর পশুকে) কিলাদা পরিয়েছি। অতএব আমি (হাদী) যবাই না করা পর্যন্ত হালাল হবো না।

২৭৮৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ ﷺ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ لَبَّى وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهْلًا بِالْحَجِّ *

২৭৮৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সাদ্দ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন যুলহুলায়ফায় গমন করেন, তখন হাদীর (কুরবানীর পশুর) কুঁজের ডান দিকে ইশ'আর করেন। তারপর তা থেকে রক্ত মুছে ফেলেন, আর তাকে দু'খানা জুতার (চপ্পলের) কিলাদা পরিয়ে দেন। এরপর তাঁর উটনীর উপর আরোহণ করেন। যখন উটনী তাঁকে নিয়ে বায়দায় স্থির হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি তালবীয়া পাঠ করলেন এবং জুহরের সময় ইহ্রামের দু'আ পড়ে ইহ্রাম বাঁধেন। আর হজ্জের তালবীয়া পাঠ করেন।

تَقْلِيدُ الْإِبِلِ

উটকে কিলাদা পরান

٢٧٨٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَانِدَ بَدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَوَجَّهَهَا إِلَى الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَأَقَامَ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالًا *

২৭৮৪. আহমাদ ইবন হারব (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীর (কুরবানীর) উটের কিলাদা পাকিয়েছি। তারপর তিনি সেগুলোকে কিলাদা পরালেন এবং ইশ'আর করলেন এবং তা বায়তুল্লাহ অভিমুখী করে (কিলাদাসহ) পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি অবস্থান করলেন অথচ যে সব বস্তু তাঁর জন্য হালাল ছিল, তার কোনটাই তাঁর জন্য হারাম হয়নি।

٢٧٨٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَانِدَ بَدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَمْ يَحْرُمْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ *

২৭৮৫. কুতায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীর (কুরবানীর) উটের কিলাদা পাকিয়েছি। অথচ তিনি ইহ্রাম বাঁধেন নি (ইহ্রামকারী বিবেচিত হয় নি) এবং কোন কাপড়ও পরিত্যাগ করেন নি।

تَقْلِيدُ الْغَنَمِ

ছাগলকে কিলাদা পরান

٢٧٨٦. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتَلُ قَلَانِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَنَمًا *

২৭৮৬. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদী ছাগলের কিলাদা পাকাতাম।

২৭৮৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَهْدِي الْغَنَمَ *

২৭৮৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীকে 'হাদী'রূপে পাঠাতেন।

২৭৮৮. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا وَقَلَدَهَا *

২৭৮৮. হানাদ ইবন সারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বকরীকে হাদী (কুরবানীর পশু)রূপে পাঠালেন, এবং তিনি সেগুলোকে কিলাদা পরালেন।

২৭৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتَلُ قَلَائِدَ هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لَا يَحْرُمُ *

২৭৮৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদী ছাগলের (কুরবানীর পশু) কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি মুহরিম (সাব্যস্ত) হতেন না।

২৭৯০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتَلُ قَلَائِدَ هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لَا يَحْرُمُ *

২৭৯০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদী ছাগলের কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি মুহরিম (সাব্যস্ত) হতেন না।

২৭৯১. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ح وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَقْلُدُ الشَّاةَ فَيُرْسَلُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالًا لَمْ يُحْرَمِ مِنْ شَيْءٍ *

২৭৯১. মুহাম্মাদ ইবন জুহাদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বকরী ছাগলকে কিলাদা পরিয়ে দিতাম। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পাঠিয়ে দিতেন এবং তিনি হালাল অবস্থায়ই থাকতেন। কোন কিছুর ব্যাপারে ইহরামকারী) সাব্যস্ত হতেন না। (এ সময় তিনি কোন কিছু বর্জন করতেন না।)

تَقْلِيدُ الْهَدْيِ نَعْلَنِ

কুরবানীর জন্তুকে দু'টি জুতা দ্বারা কিলাদা পরান

২৭৭২. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الْإِيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهْلٌ بِالْحَجِّ *

২৭৯২. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুল-হুলায়ফায় আগমন করলেন, তখন হাদীর (কুরবানীর জন্তুর) কুঁজের ডানদিকে ইশ'আর করলেন। তারপর তার রক্ত মুছে ফেললেন। পরে তাকে দু'টি জুতার কিলাদা পরালেন। তারপর তিনি তাঁর উটনীতে আরোহণ করলেন। যখন তা তাঁকে নিয়ে বায়দায় স্থির হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। তিনি জুহরের সময় হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন এবং হজ্জের তালবীয়া পাঠ করলেন।

هَلْ يُحْرَمُ إِذَا قَلَّدَ

কিলাদা পরানোর সময়ে ইহরাম বাঁধতে হবে কি ?

২৭৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ بَعَثَ بِالْهَدْيِ فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ *

২৭৯৩. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা (সাহাবিগণ (রা) এমন ছিলেন যে, যখন তাঁরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত থাকতেন, তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) হাদী (মক্কাভিমুখে) (কুরবানীর জন্তু) পাঠিয়ে দিতেন। সে সময় যার ইচ্ছা ইহরাম বাঁধতেন, আর যার ইচ্ছা ইহরাম বাঁধতেন না।

هَلْ يُؤْجِبُ تَقْلِيدُ الْهَدْيِ إِحْرَامًا

কুরবানীর জন্তুকে কিলাদা পরানো দ্বারা কি ইহরাম বাঁধা সাব্যস্ত হয় ?

২৭৭৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتَلِ قَلَادَةَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ يَقْلُدُهَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَا يَدْعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ *

২৭৯৪. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার নিজের হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীর (কুরবানীর পশুর) কিলাদা পাকাতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা তাদের কিলাদারূপে পরিণে দিতেন। তারপর তা আমার আবার সাথে (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর জন্তু যবাই না করা পর্যন্ত ঐসকল কোন বিষয়ই পরিত্যাগ করতেন না, যা তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছিলেন।^১

٢٧٩٥. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتَلُ فَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرَمُ *

২৭৯৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীর (কুরবানীর পশুর) কিলাদা পাকিয়ে দিতাম। তারপর তিনি মুহরিম ব্যক্তি যা পরিত্যাগ করে থাকে, ঐরূপ কোন বস্তু পরিত্যাগ করতেন না।

٢٧٩٦. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَفْتَلُ فَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا وَلَا نَعْلَمُ الْحَجَّ يَحِلُّهُ إِلَّا الطَّرَافُ بِالْبَيْتِ *

২৭৯৬. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীর (কুরবানীর জন্তুর) কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি কিছুই পরিত্যাগ করতেন না। (হযরত আয়েশা (রা) বলেন :) আর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ (যিয়ারত) ব্যতীত অন্য কিছু হজ্জ (এ ইহ্রামের কারণে নিষিদ্ধ বিষয়)-কে হালাল করে দেয় বলে আমাদের জানা নেই।^২

٢٧٩٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَفْتَلُ فَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُخْرَجُ بِالْهَدْيِ مُقْلًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقِيمٌ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ *

২৭৯৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীর (কুরবানীর জন্তুর) কিলাদা পাকিয়ে দিতাম। হাদী কিলাদা পরান অবস্থায় বের করা হতো। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও মদীনায অবস্থান করতেন এবং তাঁর স্ত্রীদের (সন্তোষ) থেকে বিরত থাকতেন না।

٢٧٩٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ

১. অর্থাৎ তিনি মুহরিম ব্যক্তির ন্যায় নিষেধাজ্ঞা পালন করতেন না।

২. তওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত হাজীদের জন্য স্ত্রীসন্তোষ হালাল নয়।

عَائِشَةُ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتَلُ قَلَانِدَ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعُثُ بِهَا ثُمَّ يَقِيمُ فِينَا حَلَالًا *

২৭৯৮. মুহাম্মাদ ইবন কুদামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার স্মরণ আছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদী (কুরবানীর জন্তু) বকরীর কিলাদা পাকিয়ে দিতাম। তারপর তিনি তা পাঠিয়ে দিতেন। এরপর তিনি আমাদের মধ্যে হালাল অবস্থায় অবস্থান করতেন।

سَوْقُ الْهَدْيِ

কুরবানীর জন্তু পরিচালনা করা

٢٧٩٩. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَاقَ هَدْيًا فِي حَجَّةٍ *

২৭৯৯. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - জাফর ইবন মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর হজ্জের সময় (তাঁর সাথে) হাদী চালিয়ে নিয়েছেন।

رَكُوبُ الْبَدَنَةِ

‘বাদানায়’ (কুরবানীর উটে) আরোহণ করা

٢٨٠٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ *

২৮০০. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে ‘বাদানা’ (কুরবানীর উট) হাঁটিয়ে নিয়ে চলছে। তিনি বললেন : এতে আরোহণ কর। সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ-তো ‘বাদানা’ (কুরবানীর উট)। তিনি দ্বিতীয়বারে বা তৃতীয়বারে তাকে বললেন : দুর্ভোগ তোমার জন্য ! তুমি তাতে আরোহণ কর।

٢٨٠١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ *

২৮০১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে তার ‘বাদানা’ (কুরবানীর উট) হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন : এতে আরোহণ কর। সে বললো : এ-তো ‘বাদানা’ (কুরবানীর উট)। তিনি আবার বললেন : এতে আরোহণ কর। তিনি চতুর্থবারে বললেন : তুমি এতে আরোহণ কর। দুর্ভোগ তোমার জন্য!

رَكُوبِ الْبَدَنَةِ لِمَنْ جَهْدَهُ الْمَشْيُ

যার চলতে কষ্ট হয়, তার জন্য কুরবানীর উটে আরোহণ

২৮০২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهْدَهُ الْمَشْيُ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً *

২৮০২. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে তার বাদানা (কুরবানীর উট) হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ পথ চলতে চলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি বললেন : এতে আরোহণ কর। সে বললো : এ-তো ‘বাদানা’ (কুরবানীর উট)। তিনি আবার বললেন : বাদানা (কুরবানীর উট) হলেও তুমি এতে আরোহণ কর।

رَكُوبِ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُوفِ

‘বাদানা’র (কুরবানীর জন্তুর) উপর সংগত মাত্রায় আরোহণ করা

২৮০৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَكُوبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا *

২৮০৩. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু যুবায়র (রা) বলেন : আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে ‘বাদানার’ (কুরবানীর জন্তুর) উপর আরোহণ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে শুনি। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এতে সংগতরূপে আরোহণ কর। যখন তুমি তাতে বাধ্য হও, অন্য একটি সওয়ারী না পাওয়া পর্যন্ত।

إِبَاحَةُ فَسْحِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ

যে ব্যক্তি ‘হাদী’ (কুরবানীর জন্তু) পাঠায়নি তার জন্য হজ্জ ভংগ করে উমরা করা বৈধ

২৮০৪. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُنْصَوِّرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ وَطَفْنَا بِالْبَيْتِ أَمَرَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٍ الْهَدْيِ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٍ الْهَدْيِ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنِ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَضَّتْ فَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ أَوْ مَا كُنْتَ طُفْتَ لِيَا لِي قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكَ مَكَانٌ كَذَا وَكَذَا *

২৮০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। আর হজ্জ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পরে যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম। তখন বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন : যে 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) সাথে নিয়ে আসেনি, সে যেন হালাল হয়ে যায়। ফলে, যে 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) সাথে নিয়ে আসেনি সে হালাল হয়ে গেল। আর তাঁর স্ত্রী 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) সাথে আনেন নি; তাঁরাও হালাল হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন : আমি ঋতুমতী হয়েছিলাম। তাই আমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলাম না। এরপর যখন (হজ্জ শেষে) মুহাসসাব (নামক স্থানে) রাত হল, তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অন্যান্য লোক তো এক হজ্জ ও এক উমরাসহ প্রত্যাবর্তন করবে, আর আমি শুধু এক হজ্জ নিয়েই প্রত্যাবর্তন করবো ? তিনি বললেন : তুমি কি আমাদের মক্কা আগমনের রাতে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করনি ? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে তান্‌ঈম চলে যাও এবং উমরার ইহরাম করে আস। এরপর তোমার ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার (আমার সংগে একত্রিত হওয়ার) স্থান হবে অমুক অমুক জায়গা।

২৮. ৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَأَنْتَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ *

২৮০৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন ; যার সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) রয়েছে, সে যেন তাঁর ইহরাম অবস্থায় থাকে। আর যার সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায়।

২৮. ৬. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَحَذَهُ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ احْلُوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَلَبَّغَهُ عَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَتَرُوحَ إِلَى

مِنِّي وَمَذَكِّرُنَا تَقَطَّرُ مِنَ الْمَنِيِّ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ وَإِنِّي لَأَبْرُكُمْ وَأَتَقَاكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ قَالَ وَقَدِمَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتُ قَالَ بِمَا أَهَلُّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْفَشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمَرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ قَالَ هِيَ لِلْأَبَدِ *

২৮০৬. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ-এর সাহাবিগণ শুধু হজ্জের ইহ্রাম করেছিলাম, তার সাথে আর কোন কিছুর নিয়্যত ছিল না। যিলহাজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখ ভোরে আমরা মক্কায় উপনীত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করলেন : তোমরা হালাল হয়ে যাও, আর একে উমরা করে ফেল। (অর্থাৎ হজ্জের নিয়্যতের ইহ্রামকে উমরার নিয়্যতে পরিবর্তিত করে ফেল।) আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট এ খবর পৌছলো যে, আমরা বলছি, আমাদেরও আরাফার (উকুফের) মধ্যে মাত্র পাঁচ দিন বাকী থাকতে আমাদেরকে তিনি হালাল হতে আদেশ করলেন ? তাহলে কি আমরা এমন অবস্থায় মিনায় উপস্থিত হবো, যখন আমাদের পুরুষাংগগুলো বীর্য নির্গত করব ? নবী ﷺ দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : তোমরা যা বলেছ তা আমার নিকট পৌছেছে। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে অধিক নেককার এবং মুত্তাকী (আল্লাহ ভীরু)। যদি (আমার সংগে) হাদী (কুরবানীর জন্তু) না থাকতো, তাহলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম আর আমি পরে যা বুঝতে পেরেছি, তা যদি পূর্বে বুঝতাম, তাহলে হাদী (কুরবানীর জন্তু) সাথে আনতাম না। বর্ণনাকারী বলেন : ইত্যবসরে আলী (রা) ইয়ামান থেকে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছ ? তিনি বললেন : নবী ﷺ যার ইহ্রাম বেঁধেছেন তার। তিনি বললেন : তাহলে হাদী (কুরবানীর জন্তু) সহ ইহ্রাম অবস্থায় থাক। বর্ণনাকারী বলেন : সুরাকা ইবন মালিক ইবন জুশুম (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি কি বলেন, আমাদের এ উমরা কি এ বছরের জন্যই, না চিরদিনের জন্য ? তিনি বললেন : চিরদিনের জন্য।

٢٨.٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ ابْنِ مَالِكٍ بْنِ جُعْفَشٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمَرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ لِلْأَبَدِ *

২৮০৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - সুরাকা ইবন মালিক ইবন জুশুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনার কি অভিমত, আমাদের এ উমরা কি-এ বছরের জন্যই, না চিরদিনের জন্য ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা চিরদিনের জন্য।

٢٨.٨. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ سُرَاقَةُ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا أَلَنَا خَاصَّةٌ أَمْ لِلْأَبَدِ قَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ *

২৮০৮. হান্নাদ ইব্ন সারী (র). - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, সুরাকা (রা) বলেছেন, **রাসূলুল্লাহ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্ত্ব হজ্জ (এক ইহরামে উমরা ও হজ্জ) করলেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও তামাত্ত্ব করলাম। পরে আমরা বললাম : এটা কি বিশেষভাবে আমাদের জন্য, না চিরদিনের জন্য? তিনি বললেন : চিরদিনের জন্য।

২৮০৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ الدَّرَّاءِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَسَخَ الْحَجُّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٍ قَالَ بَلَى لَنَا خَاصَّةً *

২৮০৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! হজ্জ পরিত্যাগ (করে উমরা) করার বিধান কি বিশেষভাবে আমাদের জন্য, না সকল লোকের জন্য? তিনি বললেন : বরং বিশেষভাবে আমাদের জন্য।

২৮১০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَعَيَّاشُ الْعَمَرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةٌ *

২৮১০. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্ত্ব হজ্জ সম্বন্ধে বলেন : এর অনুমতি শুধু আমাদের জন্যই দান করা হয়েছে। (অর্থাৎ হজ্জ পরিত্যাগ করে উমরা করার অনুমতি শুধু আমাদের জন্য ছিল।)

২৮১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَارِثِ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِنْهَا فِي شَيْءٍ إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ *

২৮১১. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্ত্ব হজ্জ সম্বন্ধে বলেন : এটা তোমাদের জন্য নয় এবং এতে তোমাদের কোন হিসসা নেই। এটা (পরিত্যাগ করার অনুমতি) শুধু আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীদের (অনুমোদিত) জন্য।

২৮১২. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا *

২৮১২. বিশর ইব্ন খালিদ (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তামাত্ত্ব হজ্জ আমাদের জন্য (বিশেষ) সুযোগের অনুমোদন ছিল।

২৮১৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهْلَلٍ عَنْ بَيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ فَقُلْتُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَوْ كَانَ أَبُوكَ لَمْ يَهْمُ بِذَلِكَ قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتَعَةَ لَنَا خَاصَّةً *

২৮১৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবু শাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সময় আমি ইবরাহীম নাখ'ঈ এবং ইবরাহীম তায়মীর সাথে ছিলাম। আমি বললাম : আমি ইচ্ছা করেছি এ বছর হজ্জ ও উমরা একত্রে করবো। তখন ইবরাহীম বললেন : তোমার পিতা হলে এর ইচ্ছা করতেন না। তিনি বলেন : ইবরাহীম তায়মী তাঁর পিতার সূত্রে আবু যর (রা) থেকে বলেন, তিনি বলেছেন : তামা'তু হজ্জ তো আমাদের জন্য খাস ছিল।

২৮১৪. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ وَهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحْرَمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبْرُ وَعَقَا الْوَبْرَ وَأَنْسَلَخَ صَفَرًا أَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرًا فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهْلَيْنِ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ *

২৮১৪. আবদুল আ'লা ইব্ন ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে লোক মনে করতো হজ্জের মাসে উমরা করা পৃথিবীতে গুরুতর পাপ। তারা মুহাররম মাসকে সফর মাস সাব্যস্ত করতো। এবং তারা বলতো : 'إِذَا بَرَأَ الدَّبْرُ وَعَقَا الْوَبْرَ وَأَنْسَلَخَ صَفَرًا أَوْ' যখন উটের পিঠে ক্ষত শুকিয়ে যায়, উটের পশম বৃদ্ধি পায় এবং সফর অর্থাৎ (তাদের বিশ্বাসানুযায়ী) অতিবাহিত হয়।' অথবা বলতো : সফর মাস এসে যায়, তখন উমরা হালাল হয়ে যায়, যে উমরা করতে চায় তার জন্য। তারপর নবী ﷺ এবং তার সাহাবিগণ যিলহাজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখের ভোরে হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হন। তিনি তাদেরকে আদেশ করেন, তারা যেন হজ্জকে উমরা(য় পরিবর্তিত) করে ফেলে। এটি তাদের নিকট কষ্টকর মনে হলো। তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ধরনের হালাল? তিনি বললেন : পরিপূর্ণ হালাল।

২৮১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْقُرَيْشِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَأَهْلُ أَصْحَابِهِ بِالْحَجِّ

وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْهَدْيِ أَنْ يَحِلَّ وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْهَدْيِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحْلَا *

২৮১৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - মুসলিম (র) বলেন : আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরার ইহরাম বাঁধলেন, আর তাঁর সাহাবিগণ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। যাদের সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) ছিল না, তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন যেন তারা হালাল হয়ে যায়। আর যাদের সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) ছিল না, তাদের মধ্যে ছিলেন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ এবং অন্য এক ব্যক্তি। অতএব, তাঁরা দু'জন হালাল হয়ে গেলেন।

٢٨١٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَاهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلِّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ *

২৮১৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এই উমরা আমরা (হজ্জের সফরে পালন করার) সহজ সুযোগ লাভ করলাম। অতএব যার সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) নেই, সে যেন সর্বোত্তমভাবে হালাল হয়ে যায়। কেননা, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। (অর্থাৎ এখন থেকে হজ্জ ও উমরা একত্রে করা বৈধ হল।)

مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

মুহরিম ব্যক্তির জন্য যে শিকার আহার করা বৈধ

٢٨١٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَرَأَى حِمَارًا وَخَشِيَ فَاَسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَازِلُوهُ سَوَطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمَحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَذَرَ كُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

২৮১৭. কুতায়বা (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। (একদা) তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। যখন তিনি মক্কার কোন এক রাস্তায় পৌছলেন, তখন তিনি তাঁর কয়েকজন মুহরিম সঙ্গীসহ পেছনে রয়ে গেলেন, তিনি নিজে মুহরিম ছিলেন না। এমন সময় তিনি একটি বন্য গাধা (নীল গরু) দেখতে পেলেন। তিনি একটি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। তারপর তিনি তাঁর সাথীদেরকে বললেন তাঁর চাবুকটি তার হাতে তুলে

দিতে। কিন্তু তারা অস্বীকার করলেন। পরে তিনি তাঁদেরকে তীরটি তুলে দিতে বললেন। তারা তা-ও অস্বীকার করলেন। এরপর তিনি নিজে তা (তীর) তুলে নিয়ে গাধার উপর আক্রমণ করলেন এবং তা শিকার করলেন। তা থেকে নবী ﷺ -এর কোন কোন সাহাবী খেলেন। আর কেউ কেউ খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পেয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন : এ তো বিশেষ খাদ্য, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে খাওয়ালেন।

২৮১৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَأَهْدَى لهُ طَيْرٌ وَهُوَ رَاقِدٌ فَأَكَلَ بَعْضُنَا وَتَوَرَّعَ بَعْضُنَا فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَوَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

২৮১৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - মুআয ইব্ন আবদুর রহমান তায়মী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমরা তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহর সঙ্গে ছিলাম, আর আমরা সকলে ছিলাম, মুহরিম। তাঁকে একটি পাখি হাদিয়া দেওয়া হলো। তখন তিনি ছিলেন নিদ্রিত। আমাদের মধ্যে কেউ তা আহার করলো আর কেউ তা আহার করলো না। ইত্যবসরে তালহা (রা) নিদ্রা থেকে জাগলেন। যারা তা খেয়েছিলেন, তিনিও তাদের অনুসারী হলেন এবং বললেন : আমরা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আহার করেছি।

২৮১৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمَرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرُّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَخَشٍ عَقِيرٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبَهُ فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَأْنُكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَنَقَسَهُ بَيْنَ الرَّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأَثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرَجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ فَرَعَمَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يَرِيْبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ *

২৮১৯. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - বাহযী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্রাম অবস্থায় মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন তাঁরা রাওহা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন আহত অবস্থায় একটি জংলী গাধা দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন : এটা ছেড়ে দাও, হয়তো তার মালিক এসে পড়বে। তারপর তার মালিক বাহযী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ

এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এই গাধার ব্যাপারটি আপনাদের হাতে। পরে রাসূলুল্লাহ্ আবু বকর (রা)-কে আদেশ করলে তিনি তা সাথীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তারপর যখন তিনি রুম্মাইছাহ্ ও আরজ এর মধ্যবর্তী উছাইয়াহ্ নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন দেখা গেল একটি হরিণ ছায়ায় শায়িত রয়েছে, তার গায়ে একটি তীর বিদ্ধ আছে। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, সে যেন তার (হরিণের) নিকট দাঁড়িয়ে থাকে, যাতে কোন ব্যক্তি তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় তাকে উত্যক্ত না করে।

مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

মুহরিমের জন্য যে শিকার আহার করা অবৈধ

২৮২০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَخَشِي وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ يَوْدَانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِ قَالِ أَمَا أَنْتَ لَمْ تَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ *

২৮২০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - সা'ব ইবন জাহ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবওয়ায় অথবা ওয়াদানে (স্থানের নাম) রাসূলুল্লাহ্ -কে একটি বন্য গাধা হাদিয়া দিলে রাসূলুল্লাহ্ তা ফিরিয়ে দেন। এতে আমার চেহারার অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ বললেন : আমি যেহেতু মুহরিম, সেজন্য তা তোমাকে ফেরত দিয়েছি।

২৮২১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْدَانَ رَأَى حِمَارًا وَخَشِي فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا حُرْمٌ لَأَنَّا كُلُّ الصَّيْدِ *

২৮২১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - সা'ব ইবন জাহ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (মক্কায়) আগমনকালে যখন ওয়াদানে পৌঁছলেন, তখন একটি বন্য গাধা দেখলেন। (যা তাঁকে সা'ব ইবন জাহ্ছাম কর্তৃক হাদিয়া হিসেবে দেয়া হয়েছে।) তিনি তা তাকে ফেরত দিলেন এবং বললেন : আমরা মুহরিম, আমরা শিকার আহার করি না।

২৮২২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ قَالَ نَعَمْ *

২৮২২. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন আব্বাস (রা) যায়দ ইবন

আরকাম (রা)-কে বললেন : আপনি কি জানেন যে, নবী ﷺ -কে তাঁর ইহ্রাম অবস্থায় শিকার করা পশুর এক অংশ হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। আর তিনি তা গ্রহণ করেন নি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

২৮২৩. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا لَنَأْكُلُ إِنَّا حُرْمٌ *

২৮২৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) আগমন করলে ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি কিরূপে আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর ইহ্রাম অবস্থায় শিকার করা পশুর গোশত হাদিয়া দেয়া হয়েছিল ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, জনৈক ব্যক্তি শিকারের গোশত তাঁকে হাদিয়া দিয়েছিল। তিনি তা গ্রহণ করেন নি। তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আমরা তা ভক্ষণ করি না, কেননা, আমরা মুহরিম।

২৮২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدَى الصَّغْبُ بْنُ جَثَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ حِمَارٍ وَخَشٍ تَقَطَّرَ دَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ بِقَيْدٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ *

২৮২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'ব ইব্ন জাহুছামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বন্য গাধার একটি পা হাদিয়া দিলেন যার থেকে রক্ত ঝরছিল, আর তখন তিনি কুদায়দ নামক স্থানে ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন। পরে তিনি তা তাকে ফেরত দিলেন।

২৮২৫. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَبِيبٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّغْبُ بْنَ جَثَامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ حِمَارًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ *

২৮২৫. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ মানী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'ব ইব্ন জাহুছামা (রা) নবী ﷺ -কে একটি গাধা হাদিয়া দিলেন, তখন তিনি ছিলেন মুহরিম। তিনি তা তাকে ফেরত দিলেন।

إِذَا ضَمِكَ الْمُحْرِمُ فَقَطِنُ الْحَلَالِ لِلصَّيْدِ فَقَتْلُهُ أَيَاكُلُهُ أَمْ لَا

মুহরিম ব্যক্তির হাসি দেখে যদি কোন হালাল ব্যক্তি শিকারের সন্ধান পায় এবং তা হত্যা করে তাহলে সে (মুহরিম) তা আহার করবে কিনা ?

২৮২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمِ فَبَيْنَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي ضَحِكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارٌ وَخَشٍ فَطَعْنَتْهُ فَاسْتَعْنَتْهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نَقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرْفَعَ فَرَسِي شَاوًا وَأَسِيرُ شَاوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ وَهُوَ قَائِلٌ بِالسَّقِيَا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يُقْتَطِعُوا دُونَكَ فَاَنْتَظِرُهُمْ فَاَنْتَظَرَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَخَشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ *

২৮২৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুদায়বিয়ার বছর আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে রওনা হলেন। তাঁর সাহাবিগণ ইহরাম বাঁধলেন, আর তিনি (আবু কাতাদা) ইহরাম বাঁধলেন না। আমি আমার সাথীদের সাথে ছিলাম। এমন সময় তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, একটি বন্য গাধা। আমি তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলাম। (বর্শা নিক্ষেপ করতে) আমি তাঁদের সাহায্য কামনা করলাম, কিন্তু তাঁরা আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমরা তার গোশত খেলাম। আমরা কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সন্ধানে ঘোড়াকে কখনো অতি দ্রুত এবং কখনো স্বাভাবিকভাবে দৌড়ালাম। মধ্যরাতে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : তুমি কোথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ছেড়ে (দেখে) এসেছে? সে বললেন : সুকয়া নামক স্থানে তাঁকে দুপুরের বিশ্রামরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। পরে তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাহাবীবৃন্দ আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তারা (আপনার থেকে পেছনে থাকার কারণে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় করছে। অতএব আপনি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করুন। তিনি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি বন্য গাধা ধরে ফেলেছি। আর তার কিছু অংশ আমার নিকট আছে। তিনি কাফেলাকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা তা আহার কর, অথচ তারা তখন মুহরিম ছিল।

২৮২৭. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ فَأَهْلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي فَاصْطَلَدْتُ حِمَارَ وَخَشٍ فَأَطَعَمْتُ أَصْحَابِي مِنْهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْبَأْتُهُ أَنْ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةٌ فَقَالَ كُلُّوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ *

২৮২৭. আবদুল্লাহ ইবন ফাদালা ইবন ইবরাহীম নাসাঈ (র) - - - ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাসীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে অবহিত করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হৃদয়বিয়ার অভিযানে ছিলেন। তিনি বললেন : আমি ব্যতীত সকলেই উমরার ইহরাম করেছিলেন। আমি একটি বন্য গাধা শিকার করলাম, এবং তা থেকে আমার সাথীদেরকে খাওয়ালাম, অথচ তাঁরা ছিলেন মুহরিম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে এ সংবাদ দিলাম যে, এর উদ্ভূত গোশ্ত আমাদের নিকট রয়েছে। তিনি বললেন : তোমরা তা খাও। অথচ তারা সকলেই মুহরিম ছিলেন।

إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ

যখন মুহরিম ব্যক্তি শিকারের দিকে ইশারা করে এবং হালাল ব্যক্তি তা শিকার করে (তার বিধান)

২৮২৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ قَالَ فَرَأَيْتُ حِمَارًا وَخَشِ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَآخَذْتُ الرُّمَحَ فَاسْتَعْنَيْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَأَصْبَتْهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ فَاشْفَقُوا قَالَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَلْ أَشْرْتُمْ أَوْ أَعْنَيْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا *

২৮২৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহকে তার পিতা আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, (তারা) এক সফরে ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ মুহরিম ছিলেন, আর কেউ কেউ মুহরিম ছিলেন না। তিনি বলেন : আমি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে বর্শা ধারণ করলাম এবং তাঁদের সাহায্য চাইলাম। কিন্তু তারা আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। তারপর আমি তাঁদের একজনের নিকট থেকে একটি তীর কেড়ে নিয়ে ঐ গাধাকে আক্রমণ করলাম এবং তাকে ধরে ফেললাম। তারা তা থেকে খেলেন এবং অবৈধ হওয়ার ভয় করলেন। বর্ণনাকারী বলেন : নবী ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : তোমরা কি তার দিকে ইঙ্গিত অথবা সাহায্য করেছিলে? তাঁরা বললেন : না। তিনি বললেন : তা হলে খাও।

২৮২৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمُطَلِّبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو لَيْسَ بِالْقَوِي فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ قَدْ وَى عَنْهُ مَالِكٌ *

২৮২৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হালাল, যদি তোমরা তা শিকার না কর অথবা তোমাদের উদ্দেশ্যে শিকার করা না হয়। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন : আমার ইবন আবু আমার হাদীসে তত নির্ভরযোগ্য নন, যদিও মালিক (র) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ قَتْلَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ

মুহরিম যে সকল জন্তু হত্যা করতে পারে, দংশনকারী কুকুর হত্যা করা

২৮৩০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ لَيْسَ

عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحُ الْغُرَابِ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ *

২৮৩০. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করায় মুহরিমের কোন পাপ নেই। তা হলো— কাক, চিল, বিছু, ইঁদুর এবং দংশনকারী কুকুর।

قَتْلُ الْحَيَّةِ

সাপ মারা

২৮৩১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةُ وَالْفَارَةُ

وَالْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ *

২৮৩১. আমার ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করতে পারে : সাপ, ইঁদুর, চিল, ঐ কাক— যার পেটে বা পিঠে সাদা বর্ণ রয়েছে এবং দংশনকারী কুকুর।

قَتْلُ الْفَارَةِ

ইঁদুর মারা

২৮৩২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْمُحْرِمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

وَالْعَقْرَبُ *

২৮৩২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করতে মুহরিমকে অনুমতি দিয়েছেন। তা হলো— কাক, চিল, ইঁদুর, দংশনকারী কুকুর এবং বিছু।

قَتْلُ الْوَزَغِ

গিরগিটি (বড় টিকটিকি) মারা

২৮৩২. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَبَيْدَهَا عُكَّازٌ فَقَالَتْ مَا هَذَا فَقَالَتْ لِهَذِهِ الْوَزَغِ لِأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا هَذِهِ الدَّابَّةُ فَأَمَرْنَا بِقَتْلِهَا وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنِّانِ إِلَّا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ *

২৮৩৩. আবু বকর ইবন ইসহাক (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়াব (র) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলো যে, তাঁর হাতে একটি ছড়ি রয়েছে। মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কি ? তিনি বললেন : এটা গিরগিটি মারার জন্য। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক (প্রাণী)ই ইবরাহীম (আ)-এর আগুন নির্বাপিত করতে চেষ্টা করেছিল, তবে এ জীবটি ব্যতীত। অতএব, তিনি একে হত্যা করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন এবং তিনি ঘরের সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। তবে পিঠে দুই সাদা দাগ (অথবা বিন্দু) বিশিষ্ট এবং কর্তিত লেজ বিশিষ্ট সাপ ছাড়া। কেননা, এই দুই প্রকারের সাপ চোখ অন্ধ করে দেয় এবং স্ত্রীলোকের গর্ভপাত ঘটায়।

قَتْلُ الْعُقْرَبِ

বিচ্ছু মারা

২৮৩৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَأَجْنَحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعُقْرَبُ وَالْغُرَابُ *

২৮৩৪. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ আবু কুদামা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : পাঁচ প্রকার প্রাণীকে ইহরাম অবস্থায় মারলে কোন পাপ হবে না। সেগুলো হলো— চিল, ইঁদুর, দংশনকারী কুকুর, বিচ্ছু এবং কাক।

قَتْلُ الْحِدَاةِ

চিল মারা

২৮৩৫. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ خَمْسٌ لَأَجْنَحَ عَلَى مَنْ قَتَلْنَهُ الْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ *

২৮৩৫. যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ইহরাম অবস্থায় আমরা কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারি ? তিনি বললেন : পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করলে তাতে কোন পাপ হবে না। তা হলো— চিল, কাক, ইঁদুর, বিছু ও দংশনকারী কুকুর।

قَتْلُ الْغُرَابِ

কাক মারা

٢٨٣٦. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ يَقْتُلُ الْعُقْرَبُ وَالْفُؤَيْسِقَةُ وَالْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ *

২৮৩৬. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলেন : মুহরিম কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারে ? তিনি বললেন : বিছু, ইঁদুর, চিল, কাক আর দংশনকারী কুকুর।

٢٨٣٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَأَجْنَحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَامِ وَالْأَحْرَامِ وَالْفَارَةُ وَالْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْعُقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ *

২৮৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পাঁচ প্রকার প্রাণী হরাম শরীফে এবং ইহরাম অবস্থায় হত্যা করে, যেগুলো হত্যার জন্য তার কোন পাপ হবে না। সেগুলো হলো— ইঁদুর, চিল, কাক, বিছু এবং দংশনকারী কুকুর।

مَا لَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

মুহরিম যে সকল প্রাণী হত্যা করতে পারবে না

٢٨٣٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا قُلْتُ أَصِيدُ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ *

২৫৩৮. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন আবু আশ্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে গোসাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমাকে তা খাওয়ার আদেশ দিলেন। আমি বললাম : তা কি শিকার ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

الرُّخْصَةُ فِي النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ

মুহরিমের জন্য বিবাহের অনুমতি

২৪৩৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৩৯. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন।

২৪৪০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ حَرَامًا *

২৮৪০. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন।

২৪৪১. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ *

২৮৪১. ইবরাহীম ইবন ইউনুস ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন। তখন তাঁরা উভয়ে মুহরিম ছিলেন।

২৪৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الصَّافِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৪২. মুহাম্মাদ ইবন সাগানী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়মূনা (রা)-কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন।

২৪৪৩. أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ إِسْحَقَ وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو الْحِمَصِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৪৩. শুয়াইব ইব্ন শুয়াইব ইব্ন ইসহাক ও সাফওয়ান ইব্ন আমর হিমসী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন মুহরিম।

النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ

এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

২৮৪৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يَنْكِحُ *
কুতায়বা (র) - - - - আবান ইব্ন উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উসমান ইব্ন মাফফান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুহরিম বিবাহ করবে না, বিবাহের পয়গাম পাঠাবে না এবং অপর কাউকে বিবাহ দেবে না।

২৮৪৪. কুতায়বা (র) - - - - আবান ইব্ন উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উসমান ইব্ন মাফফান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুহরিম বিবাহ করবে না, বিবাহের পয়গাম পাঠাবে না এবং অপর কাউকে বিবাহ দেবে না।

২৮৪৫. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ أَوْ يَخْطُبَ *
উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবান ইব্ন উসমান (রা) তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুহরিমকে বিবাহ করতে, বিবাহ দিতে, বা বিবাহের পয়গাম পাঠাতে নিষেধ করেছেন।

২৮৪৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবান ইব্ন উসমান (রা) তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুহরিমকে বিবাহ করতে, বিবাহ দিতে, বা বিবাহের পয়গাম পাঠাতে নিষেধ করেছেন।

২৮৪৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ أَيْنَ الْكَحْرِ الْمُحْرِمُ فَقَالَ أَبَانُ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ *
উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন মা'মার (র) আবান ইব্ন উসমান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে পাঠান যে, মুহরিম কি বিবাহ করতে পারে? আবান (র) বলেন, উসমান ইব্ন আফফান (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুহরিম বিবাহ করবে না, বিবাহের পয়গামও পাঠাবে না।

২৮৪৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - নুবাযহ ইব্ন ওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন মা'মার (র) আবান ইব্ন উসমান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে পাঠান যে, মুহরিম কি বিবাহ করতে পারে? আবান (র) বলেন, উসমান ইব্ন আফফান (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুহরিম বিবাহ করবে না, বিবাহের পয়গামও পাঠাবে না।

الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ

মুহরিমের শিংগা লাগান

২৮৪৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *
অবশ্যই মুহরিমের শিংগা লাগানো আবশ্যিক।

২৮৪৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

২৮৪৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

২৮৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসুর (র) - - - - 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

আর সনদের অন্য ধারায় আমার ইব্ন দীনার বলেন : আমাকে তাউস (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ مِنْ عَلَيْهِ تَكُونُ بِهِ

মুহরিম ব্যক্তি রোগের কারণে শিংগা লাগান

২৮৫০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর শিংগা লাগিয়েছিলেন।

২৮৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর শিংগা লাগিয়েছিলেন।

حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ

মুহরিমের পায়ের উপরিভাগে শিংগা লাগান

২৮৫২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর শিংগা লাগিয়েছিলেন।

২৮৫১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর পা মুবারকের পিঠে যে ব্যথা ছিল, তার জন্য ইহুদীরা অবস্থায় তিনি শিঙা লাগিয়েছিলেন।

حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ وَسَطَ رَأْسِهِ

মুহুরিমের মাথার মধ্যস্থলে শিংগা লাগান

٢٨٥٢. أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ يَلْحِي جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ *

২৮৫২. হিলাল ইব্ন বিশর (র) - - - - আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্ন
বুহায়না (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার পথে 'লাহইয়ু জামাল' নামক স্থানে ইহ্রাম অবস্থায়
মাথার মধ্যস্থলে শিংগা লাগিয়েছিলেন।

فِي الْمُحَرَّمِ يُؤْذِيهِ الْقَمَلُ فِي رَأْسِهِ

মুহুরিমের মাথায় উকুন উপদ্রব করলে

٢٨٥٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمًا فَأَذَاهُ الْقَمَلُ فِي رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ مُدَيْنٍ أَوْ انْسُكْ شاةً أَى ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عِنْدَكَ *

২৮৫৩. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুহর্রিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। তখন তার মাথার উকুন তাকে কষ্ট দিতেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মাথা মুগুন করতে আদেশ করলেন এবং বললেন : তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকীনকে দুই দুই মুদ (সের) করে খাওয়াও (খাদ্য প্রদান করে) অথবা একটি বকরী (সাদাকারূপে) যবাই কর। এর যে কোন একটি আদায় করলেই তোমার জন্য তা যথেষ্ট হবে।

٢٨٥٤. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّبَاطِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الدَّشْتُكِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ ابْنُ عَدَى عَنْ أَبِي وَأَنَّهُ عَمْرُو

كَفَبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ أَحْرَمْتُ فَكَثُرَ قَمَلُ رَأْسِي فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَانِي وَأَنَا أَطْبِخُ قِدْرًا لَأَصْحَابِي فَمَسَّ رَأْسِي بِأَصْبَعِهِ فَقَالَ انْطَلِقْ فَاحْلِفْهُ وَتَصَدَّقْ عَلَى سِتَّةٍ مَسَاكِينَ *

২৮৫৪. আহমাদ ইবন সাঈদ রিবাতী (র) - - - কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার ইহরাম বাধার পর আমার মাথায় উকুন বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই সংবাদ পৌছলে তিনি আমার নিকট আগমন করলেন। তখন আমি আমার সাথীদের জন্য রান্না করছিলাম। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা আমার মাথা স্পর্শ করে বললেন : উঠ, ইহা মুশুন করে ফেল এবং ছয়জন মিসকীনকে সাদাকা দাও।

غُسْلُ الْمُحْرِمِ بِالسُّدْرِ إِذَا مَاتَ

মুহরিম মারা গেলে তাঁকে কুল পাতা দিয়ে গোসল দেয়া

২৮৫৫. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطَيِّبٍ وَلَا تَخْمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৮৫৫. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে ছিল। তাকে তার উটনী পিঠ হতে ফেলে দেয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং সে মারা গেল। আর সে ছিল মুহরিম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে কুল পাতার পানি দ্বারা গোসল দাও। আর তাকে তার দু'খানা কাপড় দ্বারা কাফন দাও, তার গায়ে কোন সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠ করতে করতে তার উত্থান হবে।

فِي كَمْ يَكْفَنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

মুহরিম ইন্তিকাল করলে তাকে কয়টি কাপড়ে কাফন দেয়া হবে ?

২৮৫৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مُحْرِمًا صُرِعَ عَنْ نَاقَتِهِ فَأَوْقَصَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ عَلَى إِثْرِهِ خَارِجًا رَأْسَهُ قَالَ وَلَا تُمِسُّوهُ طَيِّبًا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَجَاءَ بِالْحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَلَا تَخْمَرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ *

২৮৫৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মুহরিম ব্যক্তি উট

শ্রেকে পড়ে যাওয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং সে মারা গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন : তাকে কুল পাতার পানি দিয়ে গোসল দাও এবং (ইহরামের) দু' কাপড় দিয়েই তাকে কাফন দাও। এরপর তিনি বলেন : তার মাথা কাফনের বাইরে থাকবে। আর তার গায়ে খুশবু লাগাবে না। কেননা সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে উঠবে। শু'বা (রা) বলেন : আমি দশ বৎসর পর তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঐ হাদীস বর্ণনা করলেন, যেমন পূর্বে তিনি বর্ণনা করতেন। কিন্তু তাতে তিনি বললেন ; তার চেহারা এবং মাথা ঢাকবে না।

النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَحْنِطَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

মুহরিম ব্যক্তি ইনতিকাল করলে তাঁর গায়ে সুগন্ধি লাগান নিষেধ

২৮০৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَأَقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَأْسِهِ فَأَقْعَصَهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَحْنُطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًا *

২৮৫৭. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি আরাফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অবস্থান করছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী থেকে পড়ে যায় (এবং সাথে সাথে মারা যায়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে কুল পাতার পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দুই কাপড়ে কাফন দাও, তার গায়ে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কেননা, মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

২৮০৮. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ رَجُلًا مُحْرِمًا نَاقَتَهُ فَقَتَلَتْهُ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَلَا تَغَطُّوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَهْلُ *

২৮৫৮. মুহাম্মাদ ইবন কুদামা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মুহরিম ব্যক্তিকে তার উটনী পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করলো। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আনা হলে তিনি বলেন : তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাও, তার মাথা ঢেকো না এবং তার গায়ে সুগন্ধি লাগিও না। কেননা, তালবিয়া পড়তে পড়তে তার উত্থান হবে।

النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ الْمُحْرِمِ وَرَأْسُهُ إِذَا مَاتَ

মুহরিমের মাথা এবং চেহারা ঢাকার নিষেধাজ্ঞা

২৮০৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ

ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ لَفَظَهُ بِعَيْرِهِ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسَلُ وَيُكْفَنُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا يَغْطَى رَأْسَهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৮৫৯. মুহাম্মাদ ইবন মু'আবিয়া (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিল। তার উট তাকে ফেলে দিলে সে ইনতিকাল করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে গোসল দেয়া হবে এবং দুই কাপড়ে কাফন দেয়া হবে, আর তার চেহারা ও মাথা ঢাকা যাবে না। কেননা, সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে উঠবে।

الْنَهْيُ عَنْ تَخْمِيرِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

মৃত মুহরিমের মাথা ঢাকা নিষেধ

٢٨٦. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ وَقَصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَالْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ وَلَا تَخْمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّيُ *

২৮৬০. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - ইবন জুরায়জ (র) বলেন : আমার ইবন দীনার আমাকে অবহিত করেছেন যে, সাঈদ ইবন জুবায়র তাকে অবহিত করেছেন, ইবন আব্বাস (রা) তাকে (ইবন জুবায়র (র)) অবহিত করেছেন : এক মুহরিম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আগমন করছিল। সে তার উটের উপর থেকে পড়ে আঘাত পেয়ে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে কুল পাতার পানিতে গোসল দাও এবং তার কাপড় দুইখানা দিয়ে তাকে কাফন দাও ; আর তার মাথা ঢেকো না। কেননা সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে আসবে।

فَيَمْنُ أَخْصِرَ بَعْدُو

যে শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়

٢٨٦١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمَّا نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدِيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خَلَى بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ فَإِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحْلِلْ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى *

২৮৬১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - নাফি' (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ এবং সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ তাকে অবহিত করেছেন যে, যখন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) (শক্ৰ) সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। এটি তাঁর শহীদ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। তারা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর সাথে এই মর্মে আলাপ করলেন যে, এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমরা আশংকা করি যে, আপনার এবং বায়তুল্লাহর মধ্যে (শক্ৰ) প্রতিবন্ধক হবে। তিনি বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। তখন কাফির কুরায়শরা বায়তুল্লাহর নিকট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাদী যবাই করলেন, মাথা মুগুন করলেন। তিনি (ইব্ন উমর (রা) বললেন যে, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ইনশা আল্লাহ উমরার নিয়্যত করলাম। আমি চলতে থাকব যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাওয়াফ করবো। আর যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যখন ছিলাম তখন তিনি যা করেছেন, আমিও এখন তা করবো। তারপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন এবং বললেন : উভয়ের অর্থাৎ (হজ্জ ও উমরার) অবস্থা একই। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জকে ওয়াজিব (নিয়্যত) করে নিয়েছি। তিনি এ দু'টি থেকে হালাল হলেন না। এমন কি কুরবানীর দিন হালাল হলেন এবং কুরবানী করলেন।

২৮৬২. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ عَرَجَ أَوْ كَسَرَ فَقَدْ حَلَ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ *

২৮৬২. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা বসরী (র) - - - - হাজ্জাজ ইব্ন আমর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি খোঁড়া হয়ে গেল, অথবা তার পা ভেঙ্গে গেল, সে হালাল হয়ে গেল। (তার জন্য হালাল হওয়ার বৈধতা সৃষ্টি হল।) তবে তাকে আর একটি হজ্জ করতে হবে। আমি ইব্ন আব্বাস (রা) এবং আবু হুরায়রা (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন : তিনি সত্যই বলেছেন।

২৮৬৩. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الصَّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ كَسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ *

২৮৬৩. শু'আয়ব ইব্ন ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - হাজ্জাজ ইব্ন আমর নবী সুন্নাতে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যে খোঁড়া হয়েছে, অথবা যার পা ভেঙ্গেছে, সে হালাল হয়ে গেল এবং তার উপর অন্য এক হজ্জ ফরয হবে। আমি ইব্ন আব্বাস (রা) এবং আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন : তিনি সত্যই বলেছেন। আর শু'আয়ব (রা) তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন : তাঁর উপর পরবর্তী বছর হজ্জ করা ওয়াজিব হবে।

دُخُولُ مَكَّةَ

মক্কায় প্রবেশ করা

٢٨٦٤. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوًى يَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حِينَ يَقْدُمُ إِلَى مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ خَشِنَةٍ غَلِيظَةٍ *

২৮৬৪. আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - মুসা ইব্ন উক্বা (র) বলেন : নাফি' (র) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সুন্নাতে মুহাম্মাদ যখন মক্কায় আগমন করতেন, তখন যী-তুয়া নামক স্থানে অবতরণ করতেন এবং সেখানে রাত যাপন করে ফজরের সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ সুন্নাতে মুহাম্মাদ -এর সালাত আদায়ের এই স্থানটি ছিল শক্ত মাটির উঁচু টিলার ওপর। সেখায় যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল এস্থানটি সেই মসজিদে ছিল না; বরং এর নীচে উঁচু অমসৃণ শক্ত টিলার উপর ছিল।

دُخُولُ مَكَّةَ لَيْلًا

রাতে মক্কায় প্রবেশ করা

٢٨٦٥. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُزَاهِمُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَرَّرِشِ الْكُفَيْيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ لَيْلًا مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَ مَشَى مُعْتَمِرًا فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَأَتْ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عَنِ الْجِعْرَانَةِ فِي بَطْنٍ سَرَفَ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ مِنْ سَرَفَ *

২৮৬৫. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - মুহাররিশ কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাতে উমরার নিয়াতে জি'ইররানা থেকে হেঁটে বের হলেন, জি'ইররানাতেই তাঁর ভোর হলো, যেন তিনি সেখানেই রাত যাপন করেছেন। সূর্য (পশ্চিমে) ঢলার পর তিনি জি'ইররানা থেকে সারিফ উপত্যকার দিকে গমন করলেন, এমনকি তিনি সারিফ থেকে মদীনার রাস্তার সঙ্গমস্থলে গেলেন।

২৮৬৬. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُزَاهِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ أُسَيْدٍ عَنْ مُحَرَّشٍ الْكَفْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا كَانَتْهُ سَبِيكَةٌ فِضَّةٌ فَأَعْتَمَرَ ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ *

২৮৬৬. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - মুহাররিশ কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জি'ইররানা থেকে রাতে বের হলেন, তখন তাঁকে স্বচ্ছ রূপার (পাত) মত মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি উমরা আদায় করলেন, তারপর সেখানেই ভোর হলো, যেন তিনি সেখানেই রাত যাপন করেছেন।

مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

কোন স্থান থেকে মক্কায় প্রবেশ করবে

২৮৬৭. أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى *

২৮৬৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হানিয়াতুল উল্হিয়া নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, যা বাত্‌হার নিকট অবস্থিত। আর তিনি ছানিয়াতুস সুফলা নামক স্থান দিয়ে বের হন।

دُخُولُ مَكَّةَ بِاللَّوَاءِ

পতাকা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ

২৮৬৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رَضِيَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَلَوَاؤُهُ أَبْيَضُ *

২৮৬৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পতাকা ছিল সাদা রংয়ের।

دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ

২৮৬৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ الْمَغْفَرُ فَقِيلَ ابْنُ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ *

২৮৬৯. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। তখন তাঁকে বলা হলেন : ইবন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে আছে। তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর।^১

২৮৮৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ *

২৮৭০. উবায়দুল্লাহ ইবন ফাদালা ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ তাতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল।

২৮৮৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ *

২৮৭১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। আর তাঁর মাথায় কাল বর্ণের পাগড়ি ছিল।

الْوَقْتُ الَّذِي وَافَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ

নবী ﷺ-এর মক্কায় প্রবেশের সময়

২৮৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِيَصْبَحَ رَابِعَةً وَهُمْ يَلْبُثُونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلُّوا *

২৮৭২. মুহাম্মাদ ইবন মুআম্মার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ

১. হানাফী মাযহাবে ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা জাইয নয়। আলোচ্য হাদীসের জবাবে হানাফীদের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ করা হয়েছিল। কারণ, অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : “আমার জন্য দিনের কিয়দংশে (ইহরাম ব্যতীত) মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ করা হয়েছে।”

এবং তাঁর সাহাবিগণ যিলহাজ্জ মাসের ৪ তারিখের ভোরে মক্কায় পদার্পণ করেন। তখন তাঁরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে হালাল হতে (ইহ্রাম ভঙ্গ করতে) আদেশ দেন।

২৮৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِارْبَعِ مَضِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقَدْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ وَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ *

২৮৭৩. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় যিলহাজ্জ মাসের ৪ তারিখ রাত গত হওয়ার পর প্রবেশ করেন এবং তখন তিনি হজ্জের ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন। তিনি বাত্‌হা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করে বলেন : যার একে উমরায় পরিণত করার ইচ্ছা হয় সে তা করতে পারে।

২৮৭৪. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ *

২৮৭৪. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যিলহাজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখের রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভোরে মক্কায় পদার্পণ করেন।

إِنْشَادُ الشُّعْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْمَشْيُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ

হারামে কবিতা পাঠ করা ও ইমামের সামনে দিয়ে হাঁটা-চলা করা

২৮৭৫. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَمْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبَدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ تَقُولُ الشُّعْرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلَّ عَنْهُ فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْعِ النَّبْلِ *

২৮৭৫. আবু আসিম খুশায়শ ইবন আসরাম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উমরাতুল কাযায় মক্কায় প্রবেশ করেন, আর তখন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) এই কবিতা পাঠ করতে করতে তাঁর সামনে হাঁটছিলেন :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ أَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ
ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

অর্থ : হে কাফির সম্প্রদায় ! তাঁর রাস্তা ছেড়ে দাও। (তাঁর প্রবেশে বাধা দিলে) আজ আমরা তোমাদেরকে আঘাত করবে তাঁর (অথবা কুরআনের) অবতরণ সূত্রে। এমন আঘাত, যা মাথা স্থানচ্যুত করে দেবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দেবে।

তখন তাঁকে উমর (রা) বললেন : হে ইব্ন রাওয়াহা ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে মহান মহিয়ান আল্লাহুর হারাম শরীফে তুমি কবিতা আবৃত্তি করছো ? নবী ﷺ বললেন : তাকে করতে দাও। তা (এই কবিতা) কাফিরদের অন্তরে তীর নিক্ষেপের চেয়ে দ্রুত ক্রিয়া বিস্তারকারী।

حُرْمَةُ مَكَّةَ

মক্কার মর্যাদা ও পবিত্রতা

٢٨٧٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ هَذَا الْبَلَدُ حُرْمَةُ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَعْصِدُ شَوْكُهُ وَلَا يَنْقَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لِقَطَّتِهِ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يَخْتَلِي خَلَاهُ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَنْذَرُ فَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِلَّا الْأَنْذَرُ *

২৮৭৬. মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেন : এই শহর, একে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী ও নভোমণ্ডল সৃষ্টির দিনেই সম্মানিত (ও 'নিষিদ্ধ' অঞ্চল) করেছেন। অতএব তা আল্লাহর সম্মান দ্বারাই কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সম্মানিত, তার কাঁটাও তোলা যাবে না, সেখানে শিকার করা যাবে না, আর সেখানে কোন দ্রব্য পতিত থাকলে কেউ তা উঠাবে না, অবশ্য তার কথা স্মরণ, যে সে দ্রব্যের কথা প্রচার করবে। আর তার ঘাস কাটা যাবে না। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ইয্খির নামক ঘাস ব্যতীত ? তারপর তিনি এমন শব্দ উল্লেখ করলেন, যার অর্থ ইয্খির ব্যতীত।

تَحْرِيمُ الْقِتَالِ فِيهِ

মক্কায় যুদ্ধবিগ্রহ হারাম

٢٨٧٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ

حَرَامٌ حَرَمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأَحِلَّ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

২৮৭৭. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বললেন : নিশ্চয় এই শহর পবিত্র (সম্মানিত)। আল্লাহ তা'আলা একে পবিত্র করেছেন। আমার পূর্বে তাতে যুদ্ধ বিগ্রহ করা কারো জন্য বৈধ ছিল না। আমার জন্য দিনের কিয়দংশে তা বৈধ করা হয়েছে। অতএব তা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রকরণে পবিত্র ও সম্মানিত।

২৮৭৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَذِنَ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمْدُ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُحْرَمْهَا النَّاسُ وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدُ بِهَا شَجَرًا فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ *

২৮৭৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (মদীনার শাসনকর্তা) আমার ইবন সাঈদ (র)-কে বলেছিলেন, যখন 'আমর মক্কার দিকে (ইবন যুযায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে) সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন : হে আমীর! শুনুন, আমি আপনার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন (তার ভাষণে) বলেছিলেন : যা আমার দুই কান শ্রবণ করেছে, যা আমার অন্তর সংরক্ষণ করেছে, আর যখন তিনি তা বলেছিলেন তখন আমার দুই চোখ তা দেখেছে। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করেন ও গুণগান করেন, তারপর বলেন : মক্কাকে আল্লাহুই সম্মান (পবিত্রতা) দান করেছেন, তাকে কোন লোক সম্মানিত (পবিত্র) করেনি, আর এমন কোন মুসলমানের জন্য সেখানে রক্তপাত বৈধ নয়, যে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। সেখানের কোন বৃক্ষ কর্তন করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেখানে যুদ্ধ করার দরুন যদি কেউ বৈধতা দাবী করে, তবে তাকে বলবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে অনুমতি দান করেছিলেন; তাদেরকে অনুমতি দান করেননি। তিনি ﷺ বলেন : আমাকে দিনের অল্প সময়ের জন্য অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তারপর তার সম্মান (পবিত্রতা) আজ ফিরে এসেছে, যেমন গতকাল তা সম্মানিত ছিল। অতএব, উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে এ সংবাদ পৌছে দেয়।

حُرْمَةُ الْحَرَمِ

হারাম শরীফের মর্যাদা ও পবিত্রতা

২৮৭৯. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي

سُحَيْمٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ فَيُخَسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْدَاءِ *

২৮৭৯. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - যুহুরী (র) বলেন : সুহায়ম (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একটি সৈন্যদল এই কা'বা শরীফে যুদ্ধ করতে আসবে, তাদেরকে বায়দা নামক স্থানে ধসিয়ে দেয়া হবে।

২৮৮০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُخَسَفَ بِجَيْشٍ مِنْهُمْ *

২৮৮০. মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আবু হাতীম রাযী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বিভিন্ন সেনাবাহিনী এই কা'বা ঘরের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে না; যতক্ষণ না তাদের একদলকে যমীনে ধসিয়ে দেয়া হবে।

২৮৮১. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْنَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنِ الدَّالَانِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخْرَهُمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ قَالَ تَكُونُ لَهُمْ قُبُورًا *

২৮৮১. মুহাম্মাদ ইবন দাউদ মিস্বাসী (র) - - - - হাফসা বিন্ত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এই হারামের দিকে একটি সেনাদল পাঠানো হবে। যখন তারা বায়দা নামক স্থানে (অথবা একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে) পৌঁছবে, তখন তাদের প্রথমাংশ এবং শেষাংশকে ধসিয়ে দেয়া হবে, আর তাদের মধ্যাংশও পরিত্রাণ পাবে না। আমি বললাম : যদি তাদের মধ্যে মু'মিনরাও থাকে, (তবে তাদের কি অবস্থা হবে)? তিনি বললেন : তা (ঐ ভূখণ্ড) তাদের জন্য কবর হবে।

২৮৮২. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُمِّيَّةَ بِنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ قَالَ ﷺ لَيُؤْمَنُ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ وَأَخْرَهُمْ فَيُخَسَفُ بِهِمْ جَمِيعًا وَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ

مَا كَذَبْتُ عَلَىٰ جَدِّكَ وَأَشْهَدُ عَلَىٰ جَدِّكَ أَنَّهُ مَأْكُذِبٌ عَلَىٰ حَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَىٰ حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ *

২৮৮২. হুসায়ন ইব্ন ঈসা (র) - - - - উমাইয়া ইব্ন সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ ইব্ন সাফওয়ানকে বলতে শুনেছেন যে, হাফসা (রা) আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : একটি সেনাদল এই কা'বা ঘরের স্থানে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে আসবে, তারা যখন বায়দা নামক স্থানে (উনুজ প্রান্তরে) পৌছবে, তখন তাদের মধ্যবর্তী দলকে ধসিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাদেরকে অত্রবর্তী দল ও পেছনের দল ডাকাডাকি করবে। এরপর তাদের সকলকে ধসিয়ে দেয়া হবে। তাদের মধ্যে থেকে কেউই পরিত্রাণ পাবে না। ঐ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ব্যতীত, যে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দেবে। তখন এক ব্যক্তি তাকে বললেন : আমি তোমার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি তোমার দাদা নামে মিথ্যা বলনি আর আমি তোমার দাদা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি হাফসার নামে মিথ্যা বলেন নি। আর হাফসা (রা) সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি নবী ﷺ -এর নামে মিথ্যা বলেন নি।

مَا يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ مِنَ الدَّوَابِّ

হারামে যে সকল প্রাণী মারা যায়

٢٨٨٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يَقْتُلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ *

২৮৮৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উরওয়া (র) আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : পাঁচ প্রকার 'দৃষ্ট' (কষ্টদায়ক জন্তু)-কে 'হিল্ল' (হারাম বহির্ভূত অঞ্চল) এবং হারামে হত্যা করা যাবে, কাক; চিল, দংশনকারী কুকুর ও বিচ্ছু এবং ইঁদুর।

قَتْلُ الْحَيَّةِ فِي الْحَرَمِ

হারাম শরীফে সাপ মারা

٢٨٨٤. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يَقْتُلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ الْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ *

২৮৮৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়ায (র) আইশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ

১. কা'বা শরীফের চারদিকে (কম বেশী) একটি পরিসীমা আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত 'হারাম' যা পবিত্র ও সম্মানিত (খাসভূমি) অঞ্চল। এর বাইরের সমস্ত স্থান 'হিল্ল' (স্বাভাবিক বৈধ) অঞ্চল।

থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : পাঁচ প্রকার অনিষ্টকর প্রাণী হিল্ল ও হারাম (উভয় স্থানে) হত্যা করা যাবে। (তা হলো) সাপ, দংশনকারী কুকুর, চিল, ধূসর বর্ণের কাক ও হুঁদুর।

২৮৮৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مَنَى حَتَّى نَزَلَتْ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْتُلُوهَا فَاَبْتَدَرْنَاهَا فَدَخَلَتْ فِي جُحْرٍهَا *

২৮৮৫. আহমাদ ও সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মিনার 'খাদ' (গুহায় অবস্থান) করছিলাম। এমন সময় সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' নাযিল হলো। ইত্যবসরে একটি সাপ বের হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে হত্যা কর। আমরা তাকে হত্যার জন্য তাড়াতাড়ি সেদিকে গেলাম। এমন সময় সে তার গর্তে ঢুকে গেল।

২৮৮৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْتُلُوهَا فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ فَأَدْخَلْنَا عَوْداً فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ فَأَخَذْنَا سَعْفَةً فَأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَاهَا اللَّهُ شَرُّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرُّهَا *

২৮৮৬. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু উবায়দা (রা)-এর পিতা জাররাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আরাফার দিনের পূর্ববর্তী রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। এমন সময় একটি সাপের উপস্থিতি টের পাওয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে মেরে ফেল। ইত্যবসরে তা একটি গর্তের ছিদ্রে প্রবেশ করলো। আমরা এক খণ্ড কাঠ ঢুকিয়ে সেই গর্তের কিছু অংশ উপড়ে ফেললাম এবং একটি খেজুর গাছের ডালে আগুন ধরিয়ে তাতে ঢুকিয়ে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করেছেন এবং তোমাদেরকেও তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন।

قَتْلُ الْوَزْغِ

টিকটিকি মারা

২৮৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ جُبَيْرٍ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْوَزْغِ *

২৮৮৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - উম্মু শরীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে টিকটিকি হত্যা করতে আদেশ করেছেন।

২৮৮৮. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَزْغُ الْفُؤَيْسِقُ *

২৮৮৮. ওহাব ইবন বয়ান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : টিকটিকি দুষ্ট (অনিষ্টকারী) প্রাণী।

بَابُ قَتْلِ الْعَقْرَبِ

পরিচ্ছেদ : বিছু মারা

২৮৮৯. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِيُّ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ *

২৮৮৯. আবদুর রহমান ইবন খালিদ রাক্বি কাত্তান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পৃথিবীর উপর বিচরণকারীর মধ্যে পাঁচটি সবই অনিষ্টকর। হিল্ল ও হারামের বাইরে (সর্বত্র) তাদের হত্যা করা যাবে। (সেগুলো হলো :) দংশনকারী কুকুর, কাক, চিল, বিছু এবং ইঁদুর।

قَتْلُ الْفَارَةِ فِي الْحَرَمِ

হারামে ইঁদুর মারা

২৮৯০. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ يَقْتُلْنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ *

২৮৯০. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিচরণকারী প্রাণীদের মধ্যে পাঁচটি সবই অনিষ্টকর। হারামে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। (সেগুলো হলো :) কাক, চিল, দংশনকারী কুকুর, ইঁদুর ও বিছু।

২৮৯১. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَأُخْرِجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعُقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ *

২৮৯১. ঈসা ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{রাহমতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর স্ত্রী হাফসা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{রাহমতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : যমীনে বিচরণকারী প্রাণীগুলোর মধ্যে পাঁচটি এমন আছে যাদের হত্যাকারীর কোন পাপ নেই। (তা হলে :) বিছু, কাক, চিল, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর।

قَتْلُ الْحِدَاةِ فِي الْحَرَامِ

হারামে চিল মারা

২৮৯২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ *

২৮৯২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{রাহমতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : অনিষ্টকারী পাঁচ প্রকার জন্তু হিল্ল (হারামের বাইরে) ও হারামে (উভয় স্থানেই) তাদেরকে হত্যা করা যাবে : চিল, কাক, ইঁদুর, বিছু, দংশনকারী কুকুর।

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন : আমাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, মাআমার তা যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সালিম (র) হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং উরওয়া (র) হতে, উরওয়া (র) আয়েশা (রা) এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ^{রাহমতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণনা করেছেন।

قَتْلُ الْغُرَابِ فِي الْحَرَامِ

হারামে কাক মারা

২৮৯৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعُقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاةُ *

২৮৯৩. আহমাদ ইব্ন আবদা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{রাহমতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : পাঁচ প্রকার অনিষ্টকারী প্রাণী হারামে হত্যা করা যাবে। বিছু, ইঁদুর, কাক, দংশনকারী কুকুর এবং চিল।

النَّهْيُ أَنْ يُنْفَرَ صَيْدُ الْحَرَامِ

হারামের শিকারকে ভয় দেখানো (হতচকিত করা) নিষেধ

২৮৯৬. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَذِهِ مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ وَهِيَ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُخْتَلَى خِلَاهَا وَلَا يُغْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقُطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَامَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلًا مُجْرِبًا فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخِرَ فَإِنَّهُ لَبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخِرَ *

২৮৯৬. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এই মক্কা নগরী মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা তাকে 'হারাম' করেছেন, যমীন ও আকাশ সৃষ্টির দিন থেকে। আমার পূর্বে তা কারো জন্য হালাল ছিল না। আর আমার পরেও হালাল হবে না। দিনের কিছু সময় তা আমার জন্য হালাল করা হয়েছিল। আর তা আমার এ সময় থেকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হারাম করা দ্বারা ক্রিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। সেখানকার ঘাস কাটা যাবে না, তার গাছ কাটা যাবে না, তার শিকারকে সত্ত্বস্ত করা যাবে না। আর সেখানে পতিত কোন বস্তু কারও জন্য উঠানো হালাল হবে না। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে (তার লোকের মধ্যে) প্রচার করে। তখন আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন এবং তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ ও সাহসী লোক। তিনি বললেন : ইযখির নামক ঘাস ব্যতীত ? কেননা, তা আমাদের ঘর দুয়ারের জন্য এবং কবরের জন্য। তিনি বললেন : ইযখির ব্যতীত।

اِسْتِغْبَالُ الْحَجِّ

হজ্জকে ও হাজীকে সম্বর্ধনা জানানো

২৮৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَبَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ هَذَا الشَّعْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلَّ عَنْهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقَعِ النَّبْلِ

২৮৯৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} 'উমরাতুল কাযা' আদায় করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করলে ইব্ন রাওয়াহা তাঁর সামনে (কবিতা) বলতে লাগলেন :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ
ضَرْبًا يَزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

অর্থ : হে কাফির সম্প্রদায় ! তাঁর রাস্তা ছেড়ে দাও। (তাঁর প্রবেশে বাধা দিলে) আমরা তার (কুরআনের) বিশ্লেষণে তোমাদেরকে আঘাত করবো। এমন আঘাত, যা মাথাকে তার অবস্থান (ঘাড়) থেকে স্থানচ্যুত করে দেবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দেবে।

তখন উমর (রা) বললেন : হে ইব্ন রাওয়াহা ! রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর সামনে হারাম শরীফে তুমি কবিতা আবৃত্তি করছো ? নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন : তাকে করতে দাও। ঐ মহান সত্তার শপথ ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তার কথা (কবিতা)গুলো তাদের জন্য বর্শার আঘাত অপেক্ষা অধিক ক্রিয়া সম্পন্ন।

٢٨٩٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أَغِيلَمَةُ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ *

২৮৯৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন বনী হাশিমের বালকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : তিনি তাদের একজনকে সামনে ও অন্যজনকে পেছনে তুলে নিলেন।

تَرَكَ رَفَعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

বায়তুল্লাহ দর্শনকালে দুই হাত উত্তোলন না করা

٢٨٩٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ الْبَاهِلِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ أَيْرَفَعُ يَدَيْهِ قَالَ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْيَهُودَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ *

২৮৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - মুহাজির মক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলেন : কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ দর্শন করলে সে কি তার দু'হাত উত্তোলন করবে ? তিনি বললেন : আমার মনে হয় না যে, ইয়াহুদী ব্যতীত কেউ এরূপ করে। আমরা রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর সাথে হজ্জ করেছি, কিন্তু আমরা তা করি নি।

الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

বায়তুল্লাহ দর্শনকালে দু'আ করা

২৮৯৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقٍ بْنَ عُلْقَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَاءَ مَكَانًا فِي دَارِ يَعْلَى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا *

২৮৯৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - - উবায়দুল্লাহ ইবন আবু ইয়াযীদ (র) বর্ণনা করেন, আবদুর রহমান ইবন তারিক ইবন আলকামা (র) তাঁকে তার মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যখন ইয়া'লা (রা) -এর বাড়ির কোন স্থানে আগমন করতেন, তখন কিবলার দিকে মুখ করে দু'আ করতেন।

فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করার ফযীলত

২৮৯৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرَ مُوسَى الْجُهَنِيِّ وَخَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ *

২৮৯৯. আমর ইবন আলী (র) ও মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমার মসজিদে সালাত আদায় করা অন্য মসজিদের এক হাজার সালাত হতে উত্তম, মাসজিদুল হারাম ব্যতীত। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন : মুসা জুহানী (র) ব্যতীত অন্য কেউ নাফি' (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে এই হাদীস রিওয়ায়ত করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইবন জুরায়জ (র).ও অন্যান্য বর্ণনাকারীরা এ রিওয়ায়ত ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন।

২৯০০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَنْبَأَنَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْكَعْبَةَ *

২৯০০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) - - - - - নবী ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে

বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমার মসজিদে সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের সালাত থেকে এক হাজার গুণ উত্তম, কা'বার মসজিদ ব্যতীত।

২৯.১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْأَعْرُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَ الْأَعْرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكَعْبَةَ *

২৯০১. আমর ইবন আলী (র) - - - - সা'দ ইবন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু সালামা (রা) বলেছেন : আমি এ হাদীস সম্পর্কে আমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন যে, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা কা'বা শরীফের মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার গুণ বেশী মর্যাদা রাখে।

بِنَاءُ الْكَعْبَةِ

কা'বা ঘরের (পুনঃ)নির্মাণ

২৯.১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكَ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا حَدَّثَانُ قَوْمَكَ بِالْكَفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى تَرْكَ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتِمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ *

২৯০২. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তুমি কি জান না যে, তোমার সম্প্রদায় যখন কা'বার (পুনঃ)নির্মাণ করেছিল তারা তখন ইবরাহীম (আ)-এর মূল ভিত্তি (নির্মাণ) হতে তাকে ছোট করে নির্মাণ করেছিল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি কি তাকে ইবরাহীমী ভিত্তি মুতাবিক পুনঃস্থাপন করবেন না ? তিনি বললেন : (তা করতাম) যদি তোমার সম্প্রদায় কুফরী অবস্থার নিকটবর্তী না হতো। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বললেন : যেহেতু আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তা শুনেছেন, সুতরাং আমি মনে করি, তিনি হাজরে আসওয়াদের সাথে সংযুক্ত দুই রুকনকে (কোন) চুষন করা ছেড়ে দেননি। কারণ বায়তুল্লাহ-এর নির্মাণ ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর সম্পন্ন হয়নি।

২৯.৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُهُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَإِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ *

২৯০৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তোমার সম্প্রদায়ের সময় কুফরের নিকটবর্তী (নওমুসলিম) না হতো তা হলে আমি কা'বা-এর বর্তমান নির্মাণ কাঠামো ভেঙ্গে ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করতাম এবং এর পিছন দিকে একটি দরজা রাখতাম। কুরায়শরা যখন কা'বা নির্মাণ করেছে তখন তাকে ছোট করে নির্মাণ করেছে।

২৯.৪. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنَّ قَوْمِي وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ قَوْمِكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ *

২৯০৪. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : 'যদি আমার সম্প্রদায়' আর রাবী মুহাম্মদের বর্ণনায় রয়েছে "তোমার সম্প্রদায়" জাহিলী যুগের নিকটবর্তী না হতো, তা হলে আমি কা'বা-এর নির্মাণ কাঠামো ভেঙ্গে তাতে দু'টি দরজা করতাম। পরবর্তীকালে ইব্ন যুবার (রা) ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে তিনি তাতে দু'টি দরজা স্থাপন করলেন।

২৯.৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهَدَمْتُ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ وَالزَّقَاتُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَاتَّهَمُوا قَدْ عَجَزُوا عَنْ بِنَائِهِ فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيدُ وَقَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ مُتَلَاكِجَةً *

২৯০৫. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন : হে আয়েশা ! যদি তোমার সম্প্রদায় জাহিলী যুগের নিকটবর্তী না হতো, তা হলে বায়তুল্লাহ

(কা'বা) সম্পর্কে আমি আদেশ করতাম এবং তা (সাবেক নির্মাণ কাঠামো) ভেঙ্গে দেয়া হতো, এবং তা হতে যা বাদ দেয়া হয়েছে, আমি তা পুনঃস্থাপন করতাম এবং তাকে ভূমির সাথে মিলাতাম (মেঝে নিচু করতাম)। আর তার দুটি দরজা করতাম ; একটি পূর্বদিকের দরজা আর অপরটি পশ্চিম দিকের দরজা। তারা এর সঠিক নির্মাণে অসমর্থ হয়েছিল। আমি তাকে ইবরাহীম (আ)-এর নির্মাণ কাঠামোর উপর বসাতাম। রাবী বলেন, এ কারণটিই ইব্ন যুবায়ের (রা)-কে তার সাবেক কাঠামো ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইয়াযীদ (র) বলেন, ইব্ন যুবায়ের (রা) যখন তা ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করেন এবং তাতে হাজারে আসওয়াদ ঢুকালেন তখন আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। আমি ইবরাহীমী ভিতের পাথর দেখেছি উটের কুঁজের মত পরস্পর মিলিত।

২৯.৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْفَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ *

২৯০৬. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :
পায়ে ছোট ছোট গোছা বিশিষ্ট দু'জন হাবশী লোক কা'বা ধ্বংস করবে।

دُخُولُ الْبَيْتِ

কা'বা ঘরে প্রবেশ করা

২৯.৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَجَافٌ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ فَمَكَثُوا فِيهَا مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبْتُ الدَّرَجَةَ وَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالُوا هُنَا وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْبَيْتِ *

২৯০৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা শরীফের নিকট পৌছলেন। নবী ﷺ, বিলাল এবং উসামা ইব্ন যায়দ (রা) কা'বাঘরে প্রবেশ করলেন। (তাদের প্রবেশের পর) উসমান ইব্ন তালহা দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ সেখানে অতিবাহিত করলেন। তারপর দরজা খোলা হলো এবং নবী ﷺ বের হলেন, আর আমি সিঁড়িতে চড়ে কা'বা ঘরে প্রবেশ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ কোথায় সালাত আদায় করলেন ? তারা বললেন : এ স্থানে। আমি তাঁদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, নবী ﷺ কয় রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন ?

২৯.৮. أَخْبَرَنَا يَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ

طَلْحَةَ وَيَلَالَ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ بِلَاةً قُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ الْأَسْطُوَانَتَيْنِ *

২১০৮. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বায় প্রবেশ করলেন, আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফযল ইবন আব্বাস, উসামা ইবন যায়দ, উসমান ইবন তালহা এবং বিলাল (রা)। তাঁরা প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাতে অবস্থান করলেন যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। এরপর বের হলেন। ইবন উমর (রা) বলেন : আমি সর্বপ্রথম যার সাক্ষাৎ পেলাম, তিনি ছিলেন বিলাল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ কোন্ স্থানে সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন : এই দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে।

مَوْضِعُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ

কা'বার ভিতর সালাতের স্থান

٢٩٠٩. أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ وَدَنَا خُرُوجَهُ وَوَجَدَتْ شَيْئًا فَذَهَبَتْ وَجِئْتُ سَرِيعًا فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَارِجًا فَسَأَلْتُ بِلَالَ أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ *

২৯০৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার বের হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে আমি সংবাদ পেয়ে তথায় তাড়াতাড়ি গমন করলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তিনি তখন কা'বা ঘর থেকে বের হচ্ছেন। আমি বিলালকে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কা'বায় সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে।

٢٩١٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أَتَى ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالَ عَلَى الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأَسْطُوَانَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ *

২৯১০. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - সাইফ ইবন সুলায়মান (র) বলেন : আমি মুজাহিদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, ইবন উমর (রা)-এর অবস্থান ক্ষেত্রে এসে তাঁকে বলা হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বায় প্রবেশ

করেছেন। ইবন উমর (রা) বলেন, আমি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে পেলাম, তিনি তখন বের হয়ে গিয়েছেন। আর আমি বিলালকে দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় পেলাম। আমি বললাম : হে বিলাল ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কা'বায় সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : কোথায় ? তিনি বললেন : এই দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি বের হয়ে কা'বার সামনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

২৯১১. أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُنْبِجِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُعْبَةَ فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبَّرَ وَلَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ *

২৯১১. হাজিব ইবন সুলায়মান মুন্বিজী (র) - - - - - উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বায় প্রবেশ করেছেন এবং এর চারপাশে তাসবীহ পাঠ করেছেন এবং তকবীর বলেছেন, তিনি সালাত আদায় করেননি^১। তারপর বের হয়ে মকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এরপর বলেছেন : এ-ই কিবলা।

الْحِجْرُ

হিজর বা (হাতীম)

২৯১২. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِكُفْرِ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ الثَّفَاقَةِ مَا يَقْوَى عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خُمْسَةَ أَذْرُعٍ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ *

২৯১২. হান্নাদ ইবন সারি (র) - - - - - ইবন যুযায়র (রা) বলেছেন : আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যদি কুফরের সাথে মানুষের যুগ নিকটবর্তী না হতো, আর আমার কাছে এমন সম্পদও নেই যা আমাকে শক্তি যোগায়, (আর তা যদি থাকতো,) তাহলে আমি হিজরের^২ আরও পাঁচ হাত এতে মিলাতাম এবং এর একটি দরজা রাখতাম, যা দিয়ে লোক প্রবেশ করতো। আর একটি দরজা রাখতাম, যা দিয়ে লোক বের হতো।

২৯১৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ

১. সম্ভবত: কোন এক সফরের (মক্কা বিজয়ের) ঘটনা হবে; যখন তিনি (সা) কা'বা অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেন নি। অন্য সফরে (বিদায় হজ্জে) সালাত আদায় করেছেন।
২. 'হিজর' শব্দের অর্থ 'পরিত্যক্ত'। কা'বা শরীফের উত্তরাংশে পাঁচ/ছয় হাত পরিমাণ স্থান যা কুরায়শরা কা'বা নির্মাণের সময়ে তাদের (বৈধ) অর্থাভাবের কারণে নির্মাণ করতে পারে নি বিধায় তা দেয়াল ও ছাদবিহীনরূপে উন্মুক্ত রয়েছে। মূলত: এ স্থানটুকুও কা'বা শরীফের অংশ। সুতরাং এ স্থানে প্রবেশ করলে ও সালাত আদায় করলে তা কা'বা শরীফে প্রবেশ করা ও সালাত আদায় করা বিবেচিত হবে।

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَنَا عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَدْخُلُ الْبَيْتَ قَالَ أَدْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ *

২৯১৩. আহমাদ ইবন সাঈদ রুবাতী (র) - - - - আবদুল হামীদ ইবন জুবায়র (রা) তাঁর ফুফু সফিয়া বিনত শায়বা (র) সূত্রে বলেছেন, আমাদের কাছ আয়েশা (রা) বলেছেন যে, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি কি কা'বায় প্রবেশ করবো না ? তিনি ইরশাদ করলেন : তুমি হিজরে প্রবেশ কর। কেননা, তা কা'বারই অংশ।

الصلاة في الحِجْر

হিজরে সালাত আদায় করা

٢٩١٤. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُلْقَمَةُ بْنُ
أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْبَيْتِ فَصَلِّ ههنا فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ
مِنَ الْبَيْتِ وَلَكِنْ قَوْمٌ أَقْتَصَرُوا حَيْثُ بَنَوْهُ *

২৯১৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বাসনা হতো কা'বায় প্রবেশ করে তাতে সালাত আদায় করতে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে হিজরে প্রবেশ করিয়ে বললেন : যখন তুমি কা'বায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করবে। তখন এখানে সালাত আদায় করবে; কেননা এটি কা'বারই এক অংশ। কিন্তু তোমার গোত্র যখন একে নির্মাণ করে, তখন তাকে সংক্ষিপ্ত করে।

التكبير في نواحي الكعبة

কা'বার চারপাশে তাকবীর বলা

٢٩١٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عُبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ ﷺ فِي
الْكَعْبَةِ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ *

২৯১৫. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মক্কা বিজয়কালে) কা'বায় সালাত আদায় করেন নি, বরং তিনি (কা'বার ভিতরে) চারপাশে তাকবীর বলেছেন।

الذكر والدعاء في البيت

কা'বা শরীফের ভিতরে যিকির এবং দু'আ করা

٢٩١٦. أَخْبَرَنَا يَفْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي

سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ دَخَلَ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ فَأَمَرَ بِإِلَاقَةِ
فَأَجَافِ الْبَابِ وَالْبَيْتِ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْمَدَةٍ فَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ
الَّتَيْنِ تَلَيَّانِ بَابَ الْكَعْبَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَتَى
مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَخَدَّهُ عَلَيْهِ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ
ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ
وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ
انْصَرَفَ فَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ *

২৯১৬. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - - উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ
কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন। বিলাল (রা)-কে আদেশ করলে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। সে সময়
কা'বা ঘর ছয়টি স্তম্ভের উপর ছিল। তিনি যেতে যেতে যখন কা'বা ঘরের দরজা সংলগ্ন দুই স্তম্ভের মধ্যে
পৌঁছলেন, তখন বসে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। তাঁর নিকট প্রার্থনা করলেন এবং ক্ষমা চাইলেন।
এরপর কা'বার পেছনের দিকে এসে সামনে মুখ করে দাঁড়ালেন, সেখানে ললাট ও গাল রাখলেন এবং আল্লাহর
হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন এবং মুনাজাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তারপর কা'বার কোণসমূহের প্রতি
কোণের কাছে গেলেন এবং সে সবার সামনে তাকবীর (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তাহলীল, তাসবীহ এবং সানা পাঠ
করলেন। এরপর তিনি বের হয়ে কা'বার দিকে মুখ করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর মুখ
ঘুরিয়ে বললেন : এ-ই কিব্লা, এ-ই কিব্লা।

وَضَمَعَ الصِّدْرَ وَالْوَجْهَ عَلَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ

কা'বার ভেতরে পেছনের দিকের সম্মুখবর্তী মুখমণ্ডল ও বুক মিলানো

٢٩١٧. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَيْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ
وَهَلَّلَ ثُمَّ مَالَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَدَعَا
فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ
هَذِهِ الْقِبْلَةُ *

২৯১৭. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - - উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে কা'বায় প্রবেশ করলাম। তিনি বসে পড়লেন, আল্লাহর হামদ আদায় করলেন, তাঁর
প্রশংসা করলেন, তাকবীর বললেন এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেন। তারপর কা'বার সামনের দিকে গেলেন

এবং তাঁর মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল এর উপর রাখলেন এবং উভয় হাত এর উপর রেখে তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করে দু'আ করলেন। তিনি কা'বার প্রত্যেক কোণে এরূপ করলেন। এরপর বের হলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দরজায় এসে বললেন : এ-ই কিব্লা। এ-ই কিব্লা।

مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَعْبَةِ

কা'বায় সালাতের স্থান

২৭১৮. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَيْتِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ *

২৯১৮. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - - উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা হতে বের হলেন এবং কা'বার সামনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর বললেন : এ-ই কিব্লা।

২৭১৯. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ *

২৯১৯. আবু আসিম খুশায়শ ইবন আসরাম নাসাই (র) - - - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, উসামা ইবন যায়দ (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ কা'বায় প্রবেশ করলেন এবং এর চারদিকে দু'আ করলেন এবং এর ভিতরে সালাত আদায় না করে বের হলেন। যখন তিনি বাইরে আসলেন, তখন কা'বার সামনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

২৭২০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي السَّائِبُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيَقِيمُهُ عِنْدَ الشُّفَّةِ الثَّلَاثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَا أُتَيْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي هَهُنَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي *

২৯২০. আমর ইবন আলী (র) - - - - - মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাইব (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে নিয়ে হাজরে আসওয়াদের সাথে মিলিত স্তম্ভের পাশের তৃতীয় অংশে, যে স্থানটি দরজার নিকটবর্তী সেখানে দাঁড় করালেন। তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন : তোমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই স্থানে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে সেখানে সালাত আদায় করতেন।

ذِكْرُ الْفَضْلِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার ফযীলতের আলোচনা

২৯২১. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّانِ الْخَطِيئَةَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعَدِلٍ رَقَبَةٍ *

২৯২১. কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উবায়দ ইবন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা.)-কে বললো : হে আবু আবদুর রহমান ! আমি আপনাকে এই দুই রুকনে (ইয়ামানী) ব্যতীত অন্য কোন কোণে চুম্বন করতে দেখি না। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : এদের স্পর্শ করা গুনাহ দূর করে দেয় এবং তাঁকে এও বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সাতবার তাওয়াফ করে, সে একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য (সওয়াব পাবে)।

الْكَلَامُ فِي الطَّوَافِ

তাওয়াফ করার সময় কথা বলা

২৯২২. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَخْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُوذُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُوذَهُ بِيَدِهِ *

২৯২২. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কা'বার তাওয়াফ করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এমন একজন লোকের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, যাকে অন্য একজন লোক তার নাকের ভিতরে ঢুকানো রশি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। নবী ﷺ নিজ হাতে তা কেটে ফেললেন, তারপর সেই ব্যক্তিকে হাত ধরে টেনে নিতে আদেশ করলেন।

২৯২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَخْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُوذُهُ رَجُلٌ بِشَيْءٍ ذَكَرَهُ فِي نَذْرِ فَنَازَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذَرُ *

২৯২৩. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যান, যাকে অন্য একজন লোক কোন কিছুর (রশির) সাহায্যে টানছিল, যা সে মানত করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিয়ে কেটে ফেললেন এবং বললেন : এটাই মানত।

إِبَاحَةُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

তাওয়াফে কথা বলার বৈধতা

২৭২৪. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلَامِ اللَّفْظُ لِيُونُسَ خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ *

২৯২৪. ইউসুফ (র) ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - তাউস (র) এমন এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যিনি নবী ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন, তিনি বলেন : বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করাও সালাতের ন্যায়। অতএব কথা কমই বলবে। শব্দ ইউসুফের, হানজালা ইবন আবু সুফইয়ান (র)-এর বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর উল্লেখ করেছেন। (যেখানে অপর রাবী হাসান ইবন মুসলিম-এর নাম উল্লেখ করেন নি।)

২৭২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ *

২৯২৫. মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেন : তোমরা তাওয়াফে কথা কম বলবে। কেননা তোমরা সালাতে রয়েছ।

إِبَاحَةُ الطَّوَافِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ

সব সময় তাওয়াফ করার বৈধতা

২৭২৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَاهٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَى سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ *

২৯২৬. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : হে বনু আব্দ মানাফ ! দিন ও রাতের যে কোন সময় এই ঘরের তাওয়াফ করতে এবং সালাত আদায় করতে কাউকে নিষেধ করবে না।

كَيْفَ طَوَافُ الْمَرِيضِ

রুগ্ন ব্যক্তি কিরূপে তাওয়াফ করবে ?

২৭২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ

الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مُسْطُورٍ *

২৯২৭. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুযোগ করলাম : আমি অসুস্থ। তিনি বললেন : তুমি লোকের পেছনে সওয়ার অবস্থায় তাওয়াফ করবে। তারপর আমি তাওয়াফ করলাম আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন কা'বার পাশে সালাত আদায় করছিলেন। সালাতে তিনি وَالطُّورِ وَكِتَابِ مُسْطُورِ (সূরা তুর) পাঠ করছিলেন।

طَوَافُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ

নারীদের সাথে পুরুষদের তাওয়াফ

٢٩٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَقْبَمْتَ الصَّلَاةَ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ *

২৯২৮. মুহাম্মাদ ইবন আদম (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি বিদায় তাওয়াফ করিনি। তখন নবী ﷺ বললেন : যখন সালাত আরম্ভ হবে তখন তুমি তোমার উটের উপর থেকে লোকের পেছনে তাওয়াফ করবে। এ হাদীস 'উরওয়া (রা) উম্মু সালামা (রা) থেকে শুনে নি।

٢٩٢٩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَقْرَأُ وَالطُّورِ *

২৯২৯. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কায় আগমন করলেন, তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললে— তিনি বললেন : তুমি মুসল্লিদের পেছনে সওয়ার অবস্থায় তাওয়াফ করবে। তিনি বললেন : আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার নিকট সূরা ('তুর') পড়ছিলেন।

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

সওয়ারীর উপর থেকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ

২৭৯৩. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْنَبِهِ *

২৯৩০. আমার ইবন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের কা'বার চারপাশে উটের উপর আরোহণ অবস্থায় তাওয়াফ করেন। এসময় তিনি তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা রোকন (হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করিয়ে তা) চুম্বন করেন।

طَوَافُ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ

‘ইফরাদ’ হজ্জ পালনকারীর তাওয়াফ

২৭৯১. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَّانٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ قَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ *

২৯৩১. আবদা ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - যুহায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াবরাহ (র) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, আমি হজ্জের ইহরাম বেঁধেছি। এখন আমি কি তাওয়াফ করবো? তিনি বললেন : কী তোমাকে বাঁধা প্রদান করেছে? তিনি বললেন : আমি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে তা নিষেধ করতে দেখেছি। আর আপনি আমাদের নিকট তাঁর চাইতে অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে হজ্জের ইহরাম করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈদ করতে দেখেছি।

طَوَافُ مَنْ أَهْلُ بَعْمُرَةٍ

উমরার ইহরামকারীর তাওয়াফ করা

২৭৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ

وَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي أَهْلَهُ
قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رُكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *

২৯৩২. মুহাম্মাদ ইবন মনসূর (র) - - - - আমর (র) বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। আমরা তাঁকে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিলাম, যে উমরা করতে এসে কা'বার তাওয়াফ করে, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেনি। সে কি তার পরিবারের কাছে গমন (সহবাস) করবে? তিনি বললেন: যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি সাতবার তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেন। “আর তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।”

كَيْفَ يَفْعَلُ مَنْ أَهْلٌ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ

যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার ইহরাম করেছে অথচ কুরবানীর পশু সাথে আনে নি তার করণীয়

২৭৩৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ
حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ
ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ
بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا فَأَهْلَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ وَطُفْنَا
أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَحِلُّوا فَهَابَ الْقَوْمُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ
لَاخْلَلْتُ فَحُلَّ الْقَوْمُ حَتَّى حَلُّوا إِلَى النِّسَاءِ وَلَمْ يَحِلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقْصُرْ إِلَى
يَوْمِ النَّحْرِ *

২৯৩৩. আহমাদ ইবন আযহার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জের উদ্দেশ্যে) বের হলেন আর তাঁর সঙ্গে আমরাও বের হলাম। তিনি যুল্হলায়ফায় পৌছার পর জুহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করেন। যখন তিনি বায়দায় (নামক স্থানে) পৌছলেন তখন তিনি হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পড়লেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও তালবিয়া পড়লাম। আর যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পদার্পণ করেন, আর আমরা তাওয়াফ করলাম, তখন তিনি লোকদের হালাল হতে আদেশ করলেন। এতে তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের বললেন: যদি আমার সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) না থাকতো, তা হলে আমিও হালাল হতাম। এরপর লোকেরা হালাল হয়ে গেলেন, এমন কি তাঁরা স্ত্রীদের সঙ্গে সংগত হলেন আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহরাম থেকে) হালাল হলেন না এবং তিনি কুরবানীর দিন পর্যন্ত চুলও কাটান নি।

طَوَافُ الْقَارِنِ

‘কিরান’ হজ্জপালনকারীর তাওয়াফ

২৭৩৪. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ *

২৯৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জ ও উমরার একত্রে নিয়্যত করলেন এবং উভয়ের জন্য এক তাওয়াফ করলেন। তারপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এরূপই করতে দেখেছি।

২৭৩৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرُّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ ابْنِ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَهْلًا بِالْعُمْرَةِ فَسَارَ قَلِيلًا فَخَشِيَ أَنْ يُصَدَّ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسْبِيلُ الْحَجِّ إِلَّا سَبِيلَ الْعُمْرَةِ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ مَعَ عُمَرَتِي حَجًّا فَسَارَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا فَاشْتَرَى مِنْهَا هَدْيًا ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ *

২৯৩৫. আলী ইব্ন মায়মূন (র) - - - - নারিফ (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বের হলেন, যখন যুলহুলায়ফায় আগমন করলেন, তখন উমরার তালবিয়া পড়লেন। তিনি কিছুক্ষণ চললেন। এরপর তিনি আশংকা করলেন, কেউ হয়তো তাঁকে বায়তুল্লাহয় পৌছতে বাধা দিতে পারে। তখন তিনি বললেন : যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই, তাহলে আমি তাই করবো, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ ! (পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে যা করণীয় সে ব্যাপারে) উমরা এবং হজ্জের একই নিয়ম, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি উমরার সাথে হজ্জেরও ইহরাম (নিয়্যত) করেছি। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং কুদায়দ নামক স্থানে পৌছলেন এবং সেখান থেকে কুরবানীর জন্তু খরিদ করলেন। তারপর মক্কায় আগমন করলেন এবং সাতবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈফ করলেন এবং বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এরূপ করতে দেখেছি।

২৭৩৬. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَخْبَرَنِي هَانِئُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا *

২৯৩৬. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার (সাত চক্র) তাওয়াফ করেন।

ذِكْرُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) প্রসংগে

২৭২৭. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ *

২৯৩৭. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে (আগত)।

اِسْتِلاَمُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা

২৭২৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ قَبِلَ الْحَجَرَ وَالتَّزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا *

২৯৩৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - সুওয়ায়দ ইবন গাফলাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর (রা) হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন : আমি আবুল কাসেম ﷺ -কে তোমার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট ও অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করতে দেখেছি (চুমা দিয়ে এবং স্পর্শ করে)।

تَقْبِيلُ الْحَجَرِ

হাজরে আসওয়াদের চুম্বন করা

২৭২৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبِلُكَ مَا قَبِلْتُكَ ثُمَّ دَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَهُ *

২৯৩৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবিস ইবন রবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উমর (রা)-কে দেখেছি, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে বললেন : আমি নিশ্চিতরূপে জানি তুমি একখণ্ড পাথর, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। তারপর তিনি এর নিকটবর্তী হয়ে তাকে চুম্বন করলেন।

كَيْفَ يَقْبَلُ

কিভাবে চুম্বন করবে ?

২৭৬০. أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ طَاوُسًا يَمُرُّ بِالرُّكْنِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمْ وَإِنْ رَأَاهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ حَجْرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ *

২৯৪০. আমার ইবন উসমান (র) - - - - হানযালা (র) বলেন : আমি তাউসকে দেখেছি : তিনি রোকনের (হাজরে আসওয়াদের) কাছ দিয়ে যেতেন, যদি উক্ত স্থানে লোকের ভিড় লক্ষ্য করতেন, তবে চলে যেতেন, ঠেলাঠেলি করতেন না। আর যদি ভিড়শূন্য পেতেন, তখন তাকে চুম্বন করতেন— তিনবার। তারপর বলতেন : আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। আর ইবন আব্বাস (রা) বলতেন : আমি উমর ইবন আব্বাস (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। তিনি (উমর (রা) বলতেন : তুমি একখণ্ড পাথর মাত্র ; তুমি কারও উপকার করতেও পার না, কোন ক্ষতি করতেও পার না। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। তারপর উমর (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

كَيْفَ يَطُوفُ أَوَّلُ مَا يَقْدُمُ وَعَلَى أَيِّ شَقِيهٖ يَأْخُذُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

(কা'বা শরীফে) প্রথম এসেই কিভাবে তাওয়াফ করবে এবং হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে গর কোন দিক থেকে আরম্ভ করবে ?

২৭৬১. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلُّوا رُكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرُّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصُّفَا *

২৯৪১. আবদুল আলা ইবন ওয়াসিল ইবন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় শুভাগমন করলেন, তখন তিনি প্রথমে মসজিদে (হারামে) প্রবেশ করে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন। এরপর এর ডান দিকে গেলেন এবং তিনবার রমল করলেন এবং চারবার

স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করলেন। পরে মাকামে ইবরাহীমে গমন করে বললেন : “তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।” (২ : ১২৫) এরপর তিনি দুই রাক‘আত সালাত আদায় করলেন। এ সময় মাকামে ইবরাহীম তাঁর ও বায়তুল্লাহর মধ্যস্থলে ছিল। তারপর তিনি দুই রাক‘আত সালাত আদায়ের পর বায়তুল্লাহ্‌য় গিয়ে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করেন, তারপর তিনি সাফার দিকে গমন করেন।

كَمْ يَسْعَى

কতবার সাঈ করবে ?

২৭৬২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمِلُ الثَّلَاثَ وَيَمْشِي الْأَرْبَعَ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ *

২৯৪২. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তিনবার রমল করতেন এবং চারবার হাঁটতেন, আর তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

كَمْ يَمْشِي

স্বাভাবিকভাবে কতবার হেঁটে তাওয়াফ করবে ?

২৭৬৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَاتَهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يَصْلَى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ *

২৯৪৩. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরায় প্রথমে এসে যে তাওয়াফ করতেন, তাতে তিনি তিনবার সাঈ (রামাল) করতেন, আর চারবার হাঁটতেন। তারপর দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। এরপর সাফা ও মারওয়ায় তাওয়াফ (সাঈ) করতেন।

الْخَبَبُ فِي الثَّلَاثَةِ مِنَ السَّبْعِ

সাত বারের মধ্যে তিনবার শরীর দুলিয়ে চলা (রমল করা)

২৭৬৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخْبُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ *

২৯৪৪. আহমাদ ইবন আমর ও সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় যান, তখন তিনি প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, এবং সাতবার তাওয়াফের মধ্যে প্রথম তিনবার হালকা দৌড়ে চলেন (রমল করেন)।

الرَّمْلُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

হজ্জ এবং উমরায় 'রমল' করা বা শরীর দুলিয়ে (দ্রুত চলা)

২৭৬৫. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ
اللَيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْبُ فِي طَوَافِهِ حِينَ
يَقْدُمُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثَلَاثًا وَيَمْشِي أَرْبَعًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ *

২৯৪৬. মুহাম্মাদ ও আবদুর রহমান (র) - - - - নাকি (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) (মক্কায়)
হজ্জ বা উমরায় আগমন করলে, তাঁর তাওয়াফে তিনবার রমল করতেন এবং চারবার সাধারণভাবে চলতেন।
তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

الرَّمْلُ مِنَ الْحَجْرِ إِلَى الْحَجْرِ

হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করা

২৭৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ
الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجْرِ إِلَى الْحَجْرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ *

২৯৪৬. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করতে
দেখেছি, এমনকি এভাবে তিনি তিন তাওয়াফ পূর্ণ করেন।^১

الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ

যে কারণে নবী ﷺ বায়তুল্লাহতে সাক্ষি ('রমল') করেন

২৭৬৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ وَهَنَتْهُمْ حُمَى يَثْرِبَ وَلَقُوا
مِنْهَا شَرًّا فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَأَنْ
يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحَجْرِ فَقَالُوا هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا *

২৯৪৭. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ এবং

১. রমল বা শরীর দুলিয়ে (মার্চ করার ন্যায়) দ্রুত চলার বিধান কা'বা শরীফের সম্মুখভাগের জন্য- হাজরে আসওয়াদ হতে
'হিজর' বা হাতীমের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। পরবর্তী হাদীস দৃষ্টব্য।

তাঁর সাহাবিগণ যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন মুশরিকরা বলতে লাগলো, মদীনার জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে, আর সেখানে তাদের অনেক মন্দের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি সাহাবিগণকে রমল করতে আদেশ করেছেন এবং দুই রুকনে (ইয়ামানী)র মধ্যস্থলে স্বাভাবিকভাবে চলতে বলেন। মুশরিকরা তখন হিজর-এর দিকে ছিল। তারা বলতে লাগলেন : এরা তো অমুক হতে শক্তিশালী।

২৭৬৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ عَلَيْهِ أَوْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (رَضَ) اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ *

২৯৪৮. কুতায়বা (র) - - - - যুবায়র ইবন আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-কে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা চুম্বন করতে দেখেছি এবং স্পর্শ করতে দেখেছি। সে লোকটি বললো : “বলুন, তো যদি” আমি অত্যধিক ভিড়ের দরুন বা লোকের মধ্যে সে পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম না হলে কি করবো ? তখন ইবন উমর (রা) বলেন : তোমারা বল আপনি এসব ইয়ামানে রেখে আসবেন (সুতরাং এখানে ‘যদি’-র কোন অবকাশ নেই)। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা স্পর্শ করতে এবং চুম্বন করতে দেখেছি।

اسْتِلَامُ الرُّكْنَيْنِ فِي كُلِّ طَوَافٍ

প্রত্যেক তাওয়াফে দুই রুকন স্পর্শ করা

২৭৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَاحٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ *

২৯৪৯. মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রত্যেক তাওয়াফেই রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন।

২৭৭০. أَخْبَرَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ *

২৯৫০. ইসমাইল ইবন মাসউদ ও মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কিছু স্পর্শ করতেন না।

مَسْعُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ দুই ইয়ামানী রুকন স্পর্শ করা

২৯৫১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَعُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ *

২৯৫১. কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বায়তুল্লাহর দুই রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কিছু স্পর্শ করতে দেখিনি।

تَرْكُ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ অন্য দুই রুকনকে স্পর্শ না করা

২৯৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكُ بْنُ الْمَعْبُورِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتَكَ لَا تَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ قَالَ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُخْتَصِرًا *

২৯৫২. মুহাম্মাদ ইবন আলা (র) - - - উবায়দ ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম : আমি দেখেছি, আপনি দুই রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কোন রুকনকে স্পর্শ করেন না। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উক্ত দু' রুকন ব্যতীত অন্য কিছুকে স্পর্শ করতে দেখিনি। (সংক্ষিপ্ত)

২৯৫৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمُحِيِّينَ *

২৯৫৩. আহমাদ ইবন আমর ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজরে আসওয়াদ এবং এর নিকটবর্তী রুকন, যা জুমাহীদের মহল্লার দিকে অবস্থিত ; তাছাড়া বায়তুল্লাহর অন্য কোন রুকন স্পর্শ করতেন না।

২৯৫৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ

১. রুকন অর্থ পার্শ্ব- দুই প্রাচীরের সংযোগ স্থল বা কোনকে রুকন বলা হয়। অন্যান্য ঘরের কা'বা ঘরে চারটি রুকন রয়েছে। (১) রুকন-ই (হাজরে) আসওয়াদ (২) রুকন-ই ইয়ামানী (৩) রুকন-ই শামী ও (৪) রুকন-ই ইরাকী। রুকন-ই আসওয়াদকে স্পর্শ করা হয় ও চুম্বন করা হয়। দ্বিতীয় রুকনকে স্পর্শ করা হয় চুমা দেওয়া হয় না, তৃতীয় ও চতুর্থ রুকনকে স্পর্শও করা হয় না, চুমাও দেওয়া হয় না। উল্লেখ্য যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রুকনকে একত্রে ইয়ামানী রুকন, তৃতীয় ও চতুর্থকে একত্রে শামী রুকন বলা হয়।

اللَّهُ (رض) مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مِنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا
الْيَمَانِيَّ وَالْحَجْرَ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ *

২৯৫৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন : আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করতে দেখেছি, তখন হতে আমি অনুকূল ও প্রতিকূল যে কোন অবস্থায় উক্ত রুকনদ্বয় স্পর্শ করা ছেড়ে দেইনি।

٢٩٥٥. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ مِنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ *

২৯৫৫. ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ (চুম্বন) করতে দেখেছি, তখন থেকে আমি তাকে স্পর্শ (ও চুম্বন) করা ছাড়িনি, অনুকূল ও প্রতিকূল যে কোন অবস্থায়।

اسْتِلَامُ الرُّكْنِ بِالْمَحْجَنِ

রুকন (হাজরে আসওয়াদকে) লাঠি দ্বারা স্পর্শ করা

٢٩٥٦. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَسَلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمَحْجَنٍ *

২৯৫৬. ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে উটের উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করেন এবং হাজরে আসওয়াদ লাঠি দ্বারা স্পর্শ করেন।

الْإِشَارَةُ إِلَى الرُّكْنِ

রুকনের (হাজরে আসওয়াদের) প্রতি ইঙ্গিত করা

٢٩٥٧. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هَلاَلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ
أَشَارَ إِلَيْهِ *

১৯৫৭. বিশর ইব্ন হিলাল (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সওয়ারীর উপর থেকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন, যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌছতেন, তখন তার দিকে (লাঠি দিয়ে) ইঙ্গিত করতেন।

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ خَذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার বাণী : “প্রত্যেক সালাতের সময় তোমাদের সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে” (৭ : ৩১)।

২৭০৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ تَقُولُ :

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدَأَ مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

قَالَ فَتَنَزَلَتْ يَا بَنِي آدَمَ خَذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ *

২৯৫৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহিলারা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ করতো এবং তারা বলতো :

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدَأَ مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

‘আজ তার (লজ্জাস্থানের) সব কিংবা অংশ বিশেষ খোলা থাকবে (তাওয়াফের প্রয়োজনে)। এর যা উন্মুক্ত থাকবে তা আমি কারো জন্য ‘হালাল’ (বৈধ) করছি না।’ তিনি বলেন : তখন আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হলেন : “হে আদম সন্তানগণ ! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। (৭ : ৩১)।

২৭০৭. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ إِلَّا لَا يَحُجُّنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ *

২৯৫৯. আবু দাউদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের পূর্বে যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-কে হজ্জের আমীররূপে পাঠিয়েছিলেন, সে হজ্জে আবু বকর (রা)-কে একটি দলে পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি লোকের মধ্যে একথা প্রচার করেন যে, শুন, এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আর কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।

২৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

الْمُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جِئْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِبِرَاءَةٍ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَنَادُونَ قَالَ كُنَّا نُنَادِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَوْ أَمَدُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٌ فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ فَكُنْتُ أُنَادِي حَتَّى صَحَلَ صَوْتِي *

২৯৬০. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর সঙ্গে গিয়েছিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কাবাসীদের কাছে দায় মুক্তির (বারাআত) ঘোষণা প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন : আপনারা কিসের ঘোষণা দেন ? তাঁরা বলেন : আমরা এ কথা ঘোষণা দেই যে, মু'মিন ব্যক্তি ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে এর সময় বা তাঁর মেয়াদ চার মাস পর্যন্ত (বহাল থাকবে)। যখন চার মাস অতিবাহিত হবে, তখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুশরিকদের ব্যাপারে দায়মুক্ত থাকবেন। আর এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করবে না। আমি এই ঘোষণা দিচ্ছিলাম। এমনকি (ঘোষণা প্রচার করতে করতে) আমার আওয়াজ বসে (অস্পষ্ট হয়ে) যায়।

أَيْنَ يُصَلَّى رَكَعَتَيِ الطَّوَافِ

তাওয়াফের পর দু'রাক'আত সালাত কোথায় আদায় করবে ?

২৭৬১. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ فَرَّغَ مِنْ سُبْعِهِ جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِينَ أَحَدٌ *

২৯৬১. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - মুত্তালিব ইবন আবু ওয়াদা'আহু (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাওয়াফের সাত চক্কর সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি তাওয়াফ করার স্থানের এক পাশে গমন করলেন এবং সেখানে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর মধ্যে এবং তাওয়াফকারীদের মধ্যে কেউ ছিল না।

২৭৬২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *

২৯৬২. কুতায়বা (র) - - - আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা

এলেন এবং সাতবার কা'বার তাওয়াফ করলেন, এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করলেন। আর বললেন : তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

الْقَوْلُ بَعْدَ رُكْعَتَيِ الطَّوَافِ

তাওয়াফ শেষে দু'রাক'আত সালাত আদায়ের পরের বক্তব্য

২৭৬৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهَا حَتَّى بَدَأَ لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَكَبَّرَ اللَّهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا ثُمَّ بَدَأَ لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ *

২৯৬৩. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - -জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন, তার মধ্যে তিনি তিনবার রমল করেন, আর চারবার সাধারণভাবে হেঁটে চলেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের নিকট দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং তিনি তিলাওয়াত করেন : (অর্থ : “তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।”) লোকদের শুনাবার জন্য তিনি উচ্চৈঃস্বরে এরূপ পাঠ করেন। তারপর তিনি ফিরে এসে হাজরে আসওয়াদ চুষন করেন। এরপর (সাফা-এর দিকে) গেলেন এবং বললেন : আল্লাহ্ যা হতে আরম্ভ করেছেন আমরাও তা থেকে আরম্ভ করবো। এরপর তিনি সাফা হতে আরম্ভ করেন এবং এর উপর আরোহণ করেন। এ সময় কা'বা তাঁর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি তিনবার বলেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (অর্থ : “আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, নেই তাঁর কোন শরীক, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।)

এরপর তিনি ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করেন এবং যা তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল সে সব দু’আ করেন। এরপর তিনি পায়ে হেঁটে নেমে আসেন। এমন কি তাঁর দুই পা নিম্ন সমতলে স্থির হলো। তারপর তিনি দ্রুত হেঁটে চলেন, যাতে তাঁর দুই পা উপরে উঠতে লাগল। পরে তিনি স্বাভাবিকভাবে হেঁটে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে তাতে আরোহণ করেন। এবারও বায়তুল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো, তিনি তিনবার বলেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ দু’আর পর তিনি আল্লাহকে স্মরণ করলেন এবং হামদ ও সানা আদায় করলেন। এখানেও তিনি আল্লাহ্ যা নির্ধারিত করেছেন সেভাবে দু’আ করেন। এভাবে তিনি তাওয়াফ সমাপ্ত করেন।

২৭৬৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ سَبْعًا رَمَلًا ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ اسْتَلَّمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَاْبَدُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ *

২৯৬৪. আলী ইবন হজর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাতবার তাওয়াফ করেন, তিনবার রমল করেন এবং চারবার স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করেন। এরপর তিনি পড়েন : وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (অর্থ : “তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।” (২ঃ১২৫)) পরে দু’রাক‘আত সালাত আদায় করেন। এ সময় তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও কা’বার মধ্যে রাখেন। পরে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। তা হতে বের হয়ে বললেন : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ “নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম।” তোমরা আরম্ভ কর ঐস্থান থেকে যার কথা আল্লাহ্ প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

الْقِرَاءَةُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

তাওয়াফের পর দু’ রাক‘আত সালাতের কিরাআত

২৭৬৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ عَنْ الْوَلِيدِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا *

২৯৬৫. আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর ইবন দীনার আল-হিমসী (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে তিলাওয়াত করলেন : وَاتَّخَذُوا

তাঁরপর দু'রাক আত সালাত আদায় করেন। তিনি সূরা ফাতিহা এবং সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করেন। পরে আবার হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাকে চুম্বন করেন। তাঁরপর সাফা (পাহাড়ে)-র দিকে যান।

الشُّرْبُ مِنْ زَمَزَمَ

যমযমের পানি পান করা

২৭৬৬. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ وَمُعِيزَةُ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمَزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ *

২৯৬৬. যিয়াদ ইবন আইউব (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে যমযমের পানি করেন।

الشُّرْبُ مِنْ زَمَزَمَ قَائِمًا

দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করা

২৭৬৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمَزَمَ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ *

২৯৬৭. আলী ইবন হুজর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করেন।

ذِكْرُ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ

যে দরজা দিয়ে (লোকেরা) বের হয়, সেই দরজা দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাফার দিকে বের হওয়া

২৭৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ سَنَةً *

২৯৬৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আমর ইবন দীনার (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবন উমর

(রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমন করার পর সাতবার কা'বার তাওয়াফ করেন। পরে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। তারপর যে দরজা দিয়ে লোক বের হয়, সে দরজা দিয়েই তিনি সাফার দিকে বের হন এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করেন। শু'বা (র) বলেন : আইউব (র) আমর ইবন দীনার (র) সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রা) একে সুন্নত (বিধিবদ্ধ নিয়ম) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ذِكْرُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

সাফা ও মারওয়া প্রসংগে

২৭৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا قُلْتُ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ بِئْسَمَا قُلْتُ إِثْمًا كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْآيَةَ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَفْنَا مَعَهُ فَكَانَتْ سُنَّةً *

২৯৬৯. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - - উরওয়া (র) বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট فَلَا جُنَاحَ (অর্থ : তাই যে কেউ কা'বা গৃহের (হজ্জ কিংবা উমরা করে) এ দু'টির (সাফা-মারওয়ার) মধ্যে যাতায়াত (সাঈ) করাতে তার কোন পাপ নেই। (২ : ১৫৮) এ আয়াত পাঠ করে বললাম : এ দু'টির মধ্যে সাঈ না করাকে আমি মন্দ মনে করি না। তিনি বলেন : তুমি যা বললে তা মন্দ কথা, জাহিলী যুগে লোকেরা এই দু' পাহাড়ের সাঈ করতো না। যখন ইসলামের যুগ এলো এবং কুরআন নাযিল হলেন : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ “নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন” (২ : ১৫৮)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাঈ করলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সাঈ করলাম। তাই ইহা সুন্নত (বিধিবদ্ধ বিধান)।

২৭৭০. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ بِئْسَمَا قُلْتُ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا كَانُوا يَهْلُونَ لِمَنَاةَ الطَّاعِغَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلِّكِ وَكَانَ مِنْ أَهْلِهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ثُمَّ قَدَسَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوْفَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوْفَ بِهِمَا *

২৯৭০. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - উরওয়া (র) বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ** এ আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম : আল্লাহর শপথ ! সাফা ও মারওয়ায় সাঈ না করলে কারও অন্যায় হবে না। আয়েশা (রা) বললেন : তুমি যা ব্যাখ্যা করলে, তা ভাল নয়, হে ভাগ্নে ! তুমি এই আয়াতের মর্ম যা বুঝেছ ; যদি তা-ই হতো তাহলে তো বলা হত এর সাঈ না করলে কোন অন্যায় হবে না কিন্তু এই আয়াত নাযিল হয়েছে আনসারদের ইসলাম গ্রহণের (পূর্ববর্তী অবস্থা) সম্বন্ধে। (ইসলাম গ্রহণের) পূর্বে যারা ‘মুশাল্লাল’ (স্থান)-এর নিকট অবস্থিত ‘মানাতে তাগিয়া’ (একটি মূর্তি)-এর ইবাদত করতো। তারা এখানে ইহ্রাম বাঁধত এবং যারা এখানে ইহ্রাম বাঁধত তারা সাফা ও মারওয়ার সাঈ করতো না। যখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল, তখন মহান মহিয়ান আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন : **ان الصفا والمروة** তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্বতদ্বয়ের সাঈ করাকে শরীআতের আহকামভুক্ত করেন। তাই কেউ পর্বতদ্বয়ের সাঈ বাদ দিতে পারবে না।

২৭৭১. **أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا وَهُوَ يَقُولُ نَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ***

২৯৭১. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন الصلوة সাফায় গমনের ইচ্ছায় মসজিদ (অর্থাৎ তাওয়াফের স্থান) থেকে বের হলেন, তখন তিনি বললেন : আমরা সেখান থেকে আরম্ভ করবো, যেখান থেকে আল্লাহ তা‘আলা আরম্ভ করেছেন।

২৭৭২. **أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ نَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ***

২৯৭২. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফার দিকে বের হয়ে বললেন : আল্লাহ তা‘আলা যে স্থান থেকে আরম্ভ করেছেন, আমরাও সে স্থান থেকে আরম্ভ করবো। তারপর তিনি পাঠ করেন : **إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ**

مَوْضِعُ الْقِيَامِ عَلَى الصَّفَا

সাফায় দাঁড়াবার স্থান

২৭৭৩. **أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ ***

১. অর্থ : সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা‘আলার ‘শি‘আর’ (বিশেষ) প্রতীক সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যারা বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে তাদের জন্য এ দু’টিতে সাঈ (প্রদক্ষিণ) করলে কোন অপরাধ হবে না।

২৯৭৩. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফায় আরোহণ করে যখন তিনি বায়তুল্লাহ দেখতে পান তখন তাকবীর বলেন।

التَّكْبِيرُ عَلَى الصَّفَا

সাফা পাহাড়ে তাকবীর বলা

২৯৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ *

২৯৭৪. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফায় (পাহাড়ে) আরোহণ করে তিনবার তাকবীর (আল্লাহ আকবার) বলেন। এরপর তিনি বলেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তিনি এইরূপ তিনবার বলেন, পরে দু'আ করেন। মারওয়া পাহাড়েও তিনি এইরূপ করেন।

التَّهْلِيلُ عَلَى الصَّفَا

সাফা পাহাড়ে 'তাহলীল' করা

২৯৭৫. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا يَهْلِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ *

২৯৭৫. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - জাফর ইবন মুহাম্মাদ (র) বলেছেন : তাঁর পিতা বলেছেন যে, তিনি জাবির (রা) কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হজ্জ সন্ধিক্ষে বলতে শুনেছেন : তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফায় আরোহণ করে ('লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েন) এবং এর মাঝে দু'আ করেন।

الذِّكْرُ وَالِدُعَاءُ عَلَى الصَّفَا

সাফার উপর যিকির এবং দু'আ করা

২৯৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلَاثًا

১. আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুতে ক্ষমতাবান।

وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَقَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهَا حَتَّى بَدَأَهُ الْبَيْتُ وَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكَبَّرَ اللَّهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا ثُمَّ بَدَأَ لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَّ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ *

২৯৭৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাতবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন, এতে তিনবার রমল করেন এবং চারবার সাধারণভাবেই হাঁটেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে দু'রাক আত সালাত আদায় করেন এবং পড়েন : وَاتَّخَذُوا} সাতবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন, এতে তিনবার রমল করেন এবং চারবার সাধারণভাবেই হাঁটেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে দু'রাক আত সালাত আদায় করেন এবং পড়েন : وَاتَّخَذُوا এ সময় তিনি লোকদেরকে শোনাবার জন্য উচ্চকণ্ঠে পড়েন। এরপর সেখান থেকে এসে তিনি হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করেন। তারপর সাফার দিকে গমন করেন এবং বলেন : আমরা তা হতে আরম্ভ করবো, আল্লাহ যা হতে আরম্ভ করেছেন। এরপর তিনি সাফা হতে আরম্ভ করেন এবং উপর আরোহণ করেন। সেখান থেকে বায়তুল্লাহ দেখতে পেলে এবং তিনি তিনবার বলেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এরপর তিনি 'আল্লাহ আকবর' ব বলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করেন এরপর তাঁর জন্য যা (তাকদীর) নির্ধারিত ছিল তিনি তা দিয়ে দু'আ করেন। পরে তিনি পায়ে হেঁটে নেমে আসেন এবং উপত্যকার নিম্নভূমিতে তাঁর দু'পা স্থির হতে থাকল। তিনি দ্রুত হেঁটে চলেন, যাতে তাঁর দুই পা উর্ধ্বগামী হয়। পরে তিনি মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করেন। এখানেও বায়তুল্লাহ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। এখানেও তিনি তিনবার বলেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এরপর তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন, (সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ বলেন)। এখানে তিনি আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করলেন। দু'আ করেন এবং এভাবে তিনি তাওয়াফ শেষ করেন।

الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

বাহনে আরোহণ করে সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ (সা'ঈ) করা

٢٩٧٧. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو

الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرَفَ وَلِيَسْأَلُوهُ إِنَّ النَّاسَ غَشَوُهُ *

২৯৭৭. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - আবু যুবার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন : নবী ﷺ বিদায় হজ্জে বাহনের উপর থেকে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন, যেন লোকে তাঁকে দেখতে পায় এবং তিনি উপর থেকে অবলোকন করেন। যেন প্রশংসাকরিতা তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে পারেন। কেননা লোকেরা তাঁকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল (অনেক ভিড় ছিল)।

الْمَشْيُ بَيْنَهُمَا

সাফা ও মারওয়ার মধ্যে হেঁটে চলা

২৭৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ إِنَّ أَمْسِي فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَإِنْ أَسْعَى فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى *

২৯৭৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - কাসীর ইবন জুমহান (র) বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে দেখেছি তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে হাঁটছেন। তিনি বলেন : যদি আমি হেঁটে চলি, তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাঁটতে দেখেছি। আর যদি আমি দ্রুত ছুটে চলি (সাঈ করি), তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দ্রুত ছুটে চলতে দেখেছি।

২৭৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ *

২৯৭৯. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) - - - সাঈদ ইবন জুবার (র) বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে দেখেছি, এরপর তিনি পূর্ব হাদীসের মত উল্লেখ করেন। তবে তিনি (অতিরিক্ত) বলেন : আমি তখন ছিলাম বৃদ্ধ।

الرَّمْلُ بَيْنَهُمَا

সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে রমল করা

২৭৮০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ

الزُّهْرِيُّ قَالَ سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَرَمَلُوا فَلَا أُرَاهُمْ رَمَلُوا إِلَّا بِرَمْلِهِ *

২৯৮০. মুহাম্মাদ ইবন মানসুর (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকেরা ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সাফা ও মারওয়ায় মধ্যস্থলে রমল করতে দেখেছেন ? তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একদল লোকের মধ্যে এবং তাঁরা সকলেই রমল করেন। আমি মনে করি, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর রমলের অনুকরণেই রমল করেছেন।

السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

সাফা ও মারওয়ায় মধ্য সাঈ করা

٢٩٨١. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرَى الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ *

২৯৮১. আবু আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা ও মারওয়ায় মধ্য সাঈ করেন মুশরিকদেরকে তাঁর (ও সাহাবীদের) শক্তি প্রদর্শনের জন্য।

السَّعْيُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ

নিম্ন সমতলে সাঈ করা

٢٩٨٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُذَيْلٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَيَقُولُ لَا يَقْطَعُ الْوَادِي إِلَّا أَشَدًّا *

২৯৮২. কুতায়বা (র) - - - - জুনৈদ মহিলা থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে উপত্যকার নিম্ন সমতলে সাঈ করতে দেখেছি। তিনি বলছিলেন : এই উপত্যকা দ্রুতগতিতে অতিক্রম করতে হয়।

مَوْضِعُ الْمَشْيِ

হেঁটে চলার স্থান

٢٩٨٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

১. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের ঢালের মধ্যবর্তী নিম্ন সমতলকে 'বাতনুল মাসীল' (ঢালের পানি চলার নিম্নভূমি) বলা হয়েছে। সাঈ করার সময় এ স্থানটুকু দ্রুত অতিক্রম করতে হয়।

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصُّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ *

২৯৮৩. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাফা থেকে অবতরণ করতেন তখন (স্বাভাবিক) হাঁটতেন, এমনকি তাঁর পদদ্বয় উপত্যকার নিম্নভূমিতে অবতরিত হলে তিনি সাঈ করে তা পার হতেন।

مَوْضِعُ الرَّمْلِ

রমলের স্থান

٢٩٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا تَصَوَّبَتْ قَدَمَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَطْنِ الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ *

২৯৮৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পদদ্বয় উপত্যকার নিম্নভাগে পৌঁছলে, তখন তিনি রমল (সাঈ) করতে করতে তা পার হয়ে যান।

٢٩٨٥. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ يَغْنَى عَنِ الصُّفَا حَتَّى إِذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى *

২৯৮৫. ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবতরণ করেন অর্থাৎ সাফা হতে। যখন তাঁর পদযুগল উপত্যকায় (নিম্নভূমিতে) অবতরণ করে, তখন তিনি রমল করেন। আর যখন তিনি উপরে (মারওয়ায়) আরোহণ করেন, তখন তিনি (স্বাভাবিক) হেঁটে চলেন।

مَوْضِعُ الْقِيَامِ عَلَى الْمَرْوَةِ

মারওয়ায় উপর অবস্থানের স্থান

٢٩٨٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ النَّهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا ثُمَّ بَدَأَهُ النَّبِيُّ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَّغَ مِنَ الطَّوَافِ *

২৯৮৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারওয়ায় এসে তার উপর আরোহণ করেন। তারপর বায়তুল্লাহ তাঁর দৃষ্টিগোচর হলে। তখন তিনি তিনবার বলেন : **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** এরপর তিনি আল্লাহকে স্মরণ (যিকির) করেন, সুবহানাল্লাহ ও আল-হামদুলিল্লাহ বলেন। তারপর তিনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী দু'আ করেন এবং এভাবে তিনি তাওয়াফ সম্পন্ন করেন।

التَّكْبِيرُ عَلَيْهَا

মারওয়্যার উপর তাকবীর বলা

২৭৯৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى الصُّفَا فَرَقَى عَلَيْهَا حَتَّى بَدَأَ لَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ وَحَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَى الصُّفَا حَتَّى قَضَى طَوَافَهُ *

২৯৮৭. আলী ইব্ন হজর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফার দিকে গেলেন এবং তাতে আরোহণ করলেন। এরপর বায়তুল্লাহ তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। এরপর তিনি মহান মহিয়ান আল্লাহর তাওহীদ বর্ণনা করলেন এবং তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা (তাকবীর পাঠ) করলেন। তিনি বললেন : **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** এরপর তিনি চলতে লাগলেন যখন তাঁর পদদ্বয় (উপত্যকাতে সমতলে) নামলো তখন সাঈ করলেন। যখন উপত্যকা থেকে উপরে উঠে এলো, তখন তিনি হেঁটে মারওয়ায় পৌছলেন। তিনি এখানেও তাই করলেন, যা তিনি সাফায় করেছিলেন। এভাবে তিনি তাঁর তাওয়াফ সম্পন্ন করেন।

كَمْ طَوَافُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ

কিরান ও তামাত্ত্ব হজ্জকারী সাফা ও মারওয়্যায় কয়টি সাঈ করবে ?

২৭৯৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ يَطُفُّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا *

২৯৮৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা এবং মারওয়্যার মধ্যে একবারের বেশি তাওয়াফ (সাঈ) করেন নি।^১

১. অর্থাৎ হজ্জ ও উমরার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাঈ করেন নি।

أَيْنَ يَقْصُرُ الْمُعْتَمِرُ

উমরা আদায়কারী কোথায় চুল কাটবে ?

২৭৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَصَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِشْقَصٍ فِي عُمْرَةٍ عَلَى الْمَرْوَةِ *

২৯৮৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর একবারের উমরায় মারওয়া পাহাড়ের উপরে তাঁর চুল কাঁচি দিয়ে কেটেছেন।

২৭৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَصَرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ أَعْرَابِيٍّ *

২৯৯০. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মারওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চুল কেটেছি এক বেদুঈনের কাঁচি দিয়ে।

كَيْفَ يَقْصُرُ

কিভাবে চুল কাটবে ?

২৭৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ كَانَ مَعِيَ بَعْدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ قَالَ قَيْسٌ وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ هَذَا عَلَى مُعَاوِيَةَ *

২৯৯১. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চুলের চারদিক থেকে কেটেছি, আমার কাছে বিদ্যমান একটি কাঁচি দিয়ে তাঁর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়া সাঈ-এর পর যিলহাজ্জ মাসের (প্রথম) দশকে। কায়স (র) বলেন, লোকেরা মুআবিয়া (রা)-এর এ বিষয়টিতে আপত্তি প্রদান করেছেন।^১

১. কারণ বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা) মিনাতেই ইহরাম থেকে হালাল হয়েছিলেন। সম্ভবত অন্য কোন উমরার পর মুআবিয়া (রা) এইরূপ করেছিলেন। সময়ের বর্ণনায় ভ্রান্তি রয়েছে। হাশিয়াতুল জাদীদা। -অনুবাদক। ৮ম হিজরীতে জি'ইররানা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরায় মু'আবিয়া (রা) নবী (সা)-এর চুল কেটে ছিলেন- সম্পাদক।

مَا يَفْعَلُ مَنْ أَهْلُ بِالْحَجِّ وَآهْدَى

যে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে এবং ‘হাদী’ (কুরবানীর পশু) সাথে এনেছে, তার কী করণীয় ২৯৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَتْرَى الْأَحْجَّ قَالَتْ فَلَمَّا أَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدًى فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَلْيَحْلِلْ *

২৯৯২. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা হজ্জের নিয়াতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বের হই। যখন তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া সাঈ করেন, তখন বললেন : যার সাথে ‘হাদী’ (কুরবানীর পশু) রয়েছে, সে তার ইহরামে স্থির থাকবে। আর যার সাথে ‘হাদী’ (কুরবানীর পশু) নেই, সে হালাল হয়ে যাবে।

مَا يَفْعَلُ مَنْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ وَآهْدَى

যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং ‘হাদী’ (কুরবানীর পশু) সঙ্গে এনেছে সে কি করবে ?

২৯৯৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ وَآهْدَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ وَآهْدَى فَلَا يَحِلُّ وَمَنْ أَهْلُ بِحَجَّةٍ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ *

২৯৯৩. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বিদায় হজ্জের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বের হই। আমাদের মধ্যে কেউ তো হজ্জের ইহরাম করে, আর কেউ কেউ উমরার ইহরাম করে এবং ‘হাদী’ (কুরবানীর পশু) সঙ্গে নেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে উমরার ইহরাম করেছে, আর কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, সে হালাল হয়ে যাবে। আর যে উমরার ইহরাম করেছে ও হাদী (কুরবানীর পশু) সঙ্গে এনেছে, সে হালাল হবে না। আর যে হজ্জের ইহরাম করেছে সে তার হজ্জ পূর্ণ করবে। আয়েশা (রা) বলেন : আমি ঐ সকল লোকের মধ্যে ছিলাম, যারা উমরার ইহরাম করেছিল।

২৯৯৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهُ ﷻ مُهْلَيْنِ بِالْحَجِّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ قَالَتْ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَعِيَ هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ فَلَبِستُ ثِيَابِي وَتَطَيَّبْتُ مِنْ طِيبِي ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ اسْتَخِرِي عَنِّي فَقُلْتُ اتَّخَشَى أَنْ أَثْبَعَ عَلَيْكَ *

২৯৯৪. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র) - - - - আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা হজ্জের ইহরাম করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যার সাথে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায়, আর যার সাথে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) রয়েছে, সে তার ইহরামের উপর স্থির থাকবে। আসমা (রা) বলেন : যুবায়র (রা)-এর সাথে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) থাকায় তিনি তাঁর ইহরামে স্থির থাকেন। আর আমার সাথে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) না থাকায় আমি হালাল হয়ে যাই। আমি আমার পোশাক পরিধান করি, সুগন্ধি ব্যবহার করি এবং যুবায়র (রা)-এর কাছে বসি। তিনি বললেন : আমার থেকে দূরে থাক। আমি বলি : তুমি কি ভয় করছ যে, আমি তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো ?

الْخُطْبَةُ قَبْلَ يَوْمِ التَّروِيَةِ

ইয়াওমুত তারবিয়া -এর আগে খুতবা

২৭৭০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ مَوْسَى بْنِ طَارِقٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُشَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالصَّبْعِ ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ فَسَمِعَ الرُّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبِيرِ فَقَالَ هَذِهِ رُغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجَدْعَاءِ لَقَدْ بَدَأَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتُصَلَّى مَعَهُ فَإِذَا عَلَى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ قَالَ لَا بَلْ رَسُولٌ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْيَةٍ أَقْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّروِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ (رض) فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ

১. তারবিয়া অর্থ : তৃপ্তি, এইদিন অর্থাৎ যিলহাজ্জের ৮ম তারিখের দিন হাজিগণ নিজেরাও প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং উট ও অন্যান্য বাহনদের পানি পান করিয়ে ও ঘাস খাওয়ায়ে তৃপ্ত করেন, তাই এদিনকে 'ইয়াওমুত তারবিয়া' বলা হয়। তারাবিয়ার আর এক অর্থ : চিন্তা-ভাবনা। হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী দিবেন সেই বিষয়ে এই তারিখে চিন্তা ভাবনায় লিপ্ত ছিলেন। দশ তারিখে কুরবানী দেয়ার ফায়সালা করলেন, এই কারণেও 'ইয়াওমুত তারবিয়া' বলা হয়। নাসাঈ শরীফের পাদটীকা অবলম্বনে। -অনুবাদক

عَلَى (رض) فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلَى فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النُّحْرِ فَأَفْضَنَّا فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ وَعَنْ نَحْرِهِمْ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلَى فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفَرِ الْأَوَّلِ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلَى فَقَرَأَ بَرَاءَةً عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ خُشَيْمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذَا لِئَلَّا يُجْعَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَمَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لَمْ يَثْرُكْ حَدِيثُ ابْنِ خُشَيْمٍ وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَنَّ عَلَى بْنَ الْمَدِينِيِّ قَالَ ابْنُ خُشَيْمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَكَانَ عَلَى بْنُ الْمَدِينِيِّ خَلِيقٌ لِلْحَدِيثِ *

২৯৯৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরা করে জিইররানা নামক স্থানে ফিরে আসার পরে (হজ্জের সময়) আবু বকর (রা)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে আসলাম। যখন 'আরজ' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন সকাল হলে তিনি তাকবীর বলার জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময় তাঁর পেছনে উটের ডাক শুনতে পেয়ে তিনি তাকবীর না দিয়ে বললেন : এতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনী জাদ'আর ডাক। হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ব্যাপারে নতুন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ এনেছেন, আমরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করবো। হঠাৎ দেখা গেল এর আরোহী হলেন আলী (রা)। আবু বকর (রা) তাঁকে বললেন : আপনি কি আমীর (হিসেবে এসেছেন), না 'দূত' (হিসেবে)। তিনি বললেন : আমি দূত (হিসেবে এসেছি)। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সূরা (তাওবা বা) বারাতাত সহ প্রেরণ করেছেন। আমি হজ্জের বিভিন্ন অবস্থান কেন্দ্রে লোকদের তা শুনাব। আমরা মক্কায় আগমন করলাম। যিলহাজ্জের ৮ তারিখের একদিন পূর্বে আবু বকর (রা) লোকের সামনে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং তাদেরকে হজ্জের আহুকাম শুনালেন। তিনি তাঁর খুতবা শেষ করলে আলী (রা) দাঁড়ালেন এবং তিনি লোকের মধ্যে (সূরা) বারাতাত পাঠ করে শুনালেন এবং তা শেষ করলেন। পরে আমরা তাঁর সঙ্গে বের হলাম। যখন আরারফার দিন উপস্থিত হলো, তখন আবু বকর (রা) লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তাদের কাছে হজ্জের আহুকাম বর্ণনা করলেন। যখন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আলী (রা) দাঁড়িয়ে লোকের মধ্যে (সূরা) বারাতাত পাঠ করে শুনালেন। এরপর দশ তারিখ (কুরবানীর দিন) আসলে আমরা মুযদালিফা থেকে ইফায়া (প্রস্থান) করলাম। আবু বকর (রা) ফিরে এসে লোকের মধ্যে খুতবা দিলেন। তাতে তিনি 'ইফায়া' ও কুরবানীর আহুকাম এবং হজ্জের আহুকাম বর্ণনা করলেন। তিনি যখন খুতবা শেষ করলেন, তখন আলী (রা) দাঁড়িয়ে লোকের মধ্যে বারাতাতের ঘোষণা শুনালেন, এবং তা (সূরা বারাতাত শুনানো) শেষ করলেন। প্রথম নফরের দিন^১ আসলে আবু বকর (রা) লোকের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন ; কিন্তু নফর বা

১. প্রথম নফরের দিন : আইয়্যামে-ই-তাশরীকের দ্বিতীয় দিন। -অনুবাদক

দেশের পথে যাত্রা করতে হবে এবং রমী (কংকর নিষ্ক্ষেপ) করতে হবে সে সমস্ত আহুকাম তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। তিনি খুতবা শেষ করলে আলী (রা) দাঁড়িয়ে লোকের নিকট সূরা বারআত পড়ে শুনালেন এবং তা শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, ইবন খুশায়ম (র) হাদীস বর্ণনায় তেমন শক্তিশালী নন। আমি 'ইবন জুরায়জ (র) আবু যুবার (র) থেকে' এ সনদে বর্ণনা না করে ইবন জুরায়জ (র) ইবন খুশায়ম (র) থেকে, তিনি আবু যুবার (রা)' এ সনদে রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছে। কেননা প্রথমোক্ত সনদে ইবন জুরায়জ (র) ও আবু যুবার (র)-এর মধ্যের একজন রাবী বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাকে উসূলে হাদীসের ভাষায় মুনকাতি' (منقطع) বলা হয়। আমি এ হাদীসটি ইসহাক ইবন রাহওয়াই ইবন ইবরাহীম (র) সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছি। ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (র) ইবন খুশায়ম (র) থেকে হাদীস বর্ণনা বাদ দেননি। আর আবদুর রহমান থেকেও না। তবে আলী ইবন মাদীনী (র) ইবন খুশায়ম (র)-কে 'মুনকারুল হাদীস'^১ বলে মন্তব্য করেছেন। আর আলী ইবন মাদীনী (র) তাঁর সৃষ্টি হাদীস শাস্ত্রের জন্যেই।

الْمُتَمَتِّعُ مَتَى يَهْلُ بِالْحَجِّ

তামাত্ত্ব হজ্জকারী ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম কখন করবে ?

২৭৭৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَرْبَعِ مَضِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بَظَهْرِ لُبَيْنَا بِالْحَجِّ *

২৯৯৬. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যিলহাজ্জ মাসের চারদিন অতীত হওয়ার পর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে (মক্কায়) আগমন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা হালাল হয়ে যাও এবং একে 'উমরা গণ্য কর। এতে আমাদের অন্তর সংকুচিত হলো এবং আমাদের কাছে তা ভারী মনে হলো। নবী ﷺ -এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছেলো তিনি বললেন : হে লোকেরা ! তোমরা হালাল হয়ে যাও, আমার নিকট যে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) রয়েছে, যদি তা না থাকতো তাহলে তোমরা যা করছো আমিও তা করতাম (হালাল হয়ে যেতাম)। এরপর আমরা হালাল হয়ে গেলাম এবং স্ত্রী সহবাসও করলাম। হালাল ব্যক্তি যা যা করে আমরাও তাই করলাম। যখন 'তারবিয়ার' দিন^২ আসলো তখন আমরা মক্কাকে পেছনে রেখে (মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করে) আমরা হজ্জের তাল্‌বিয়া পড়লাম।

১. মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মকবুল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের সংগে বিরোধপূর্ণ হলে তাকে বলা 'মুনকার'। এরূপ বর্ণনাকারী রাবীকে 'মুনকারুল হাদীস' বলা হয়। বুখারী শরীফ বাংলা অনুবাদ-এর ভূমিক, ই.ফা.বা থেকে প্রকাশিত। -অনুবাদক

২. তারবিয়ার দিন : যুলহিজ্জার অষ্টম দিন। -অনুবাদক

مَا ذَكَرَ فِي مِنَى

মিনা সম্বন্ধে আলোচনা

২৭৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّوْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَدَلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَقُلْتُ أَنْزَلَنِي ظِلُّهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنَى وَتَفَخَّ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السَّرْبَةُ وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ السَّرْرُ بِهِ سَرْحَةٌ سُرٌّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا *

২৯৯৭. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - ইমরান আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আমার কাছে আসলেন, তখন আমি মক্কার পথে একটি গাছের নীচে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন : আপনাকে এ গাছের নীচে কিসে অবতরণ করালো? আমি বললাম : এর ছায়া আমাকে এখানে অবতরণ করতে আকৃষ্ট করেছে। তখন আবদুল্লাহ বললেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যখন তুমি মিনার দু'টি পাহাড়ের মধ্যস্থলে থাকবে এবং তিনি তাঁর হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারা করলেন, তখন সেখানে একটি উপত্যকা দেখতে পাবে। যাকে 'সুররাবাহ' বলা হয়— হারিসের বর্ণনায় আছে একে 'সুরার' বলা হয়, তাতে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ রয়েছে, যার নীচে সত্তরজন নবীর নাতী কর্তন করা হয়েছে (জন্মগ্রহণ করেন)।

২৭৯৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ نَعِيمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ثِقَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى فَفَتَحَ اللَّهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَقَالَ بِحَصَى الْخَذْفِ وَأَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُقَدِّمِ الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ *

২৯৯৮. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম ইবন নু'আয়ম (র) - - - মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম তায়মী তাদের মধ্য হতে একজন লোকের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, যার নাম আবদুর রহমান ইবন মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ মিনায় আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। আল্লাহ আমাদের কান খুলে দিলেন এবং আমরা তিনি যা বলেছিলেন, তা শুনেছিলাম। অথচ আমরা ছিলাম আমাদের মনযিলে (তাঁবুতে)। নবী তাদেরকে হজ্জের আহুকাম শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যখন তিনি কংকর নিক্ষেপ করার (আলোচনা) পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন

বললেন : ‘খাযাফ’ (অর্থাৎ দু’ আঙুলের ফাঁকে রেখে নিষ্ক্ষেপ করা হয় এমন) ছোট কংকর (নিষ্ক্ষেপ করবে)। আর মুহাজিরদের মসজিদের সামনের অংশে অবস্থান নিতে আদেশ করলেন এবং আনসারদের মসজিদের শেষভাগে অবস্থানের আদেশ করলেন।

أَيْنَ يُصَلِّي الْإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

তারবিয়ার দিন ইমাম সালাত কোথায় আদায় করবে ?

২৭৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بَنِي سَلَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمَنْى فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ *

২৯৯৯. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ও আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালাম (র) - - - - আবদুল আযীয ইবন রুফাই (র) বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বললাম : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা কিছু বুঝেছেন (ও স্মরণ রেখেছেন) তা থেকে আমাকে বলুন, তিনি তারবিয়ার দিন জুহরের সালাত কোথায় আদায় করেন ? তিনি বললেন : মিনায়। আমি বললাম : ‘নফর’ (মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের) প্রস্থানের দিন আসর কোথায় আদায় করেন ? তিনি বললেন : ‘আবতাহে’ (অর্থাৎ মুহাস্সাবে)।

الْغَدْوُ مِنْ مِئَى إِلَى عَرَفَةَ

মিনা হতে ভোরে আরাফার দিকে গমন করা

৩০০০. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مِئَى إِلَى عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمَلْبِيُّ وَمِنَّا الْمَكْبَرُ *

৩০০০. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ভোরে মিনা হতে আরাফার দিকে গমন করলাম, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তালবিয়া পড়ছিল ; আর কেউ কেউ তাকবীর (তাশরীক) বলছিল।^১

৩০০১. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَرَفَاتَ فَمِنَّا الْمَلْبِيُّ وَمِنَّا الْمَكْبَرُ *

১. অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে পঠনীয় الْحَمْدُ لِلَّهِ যাকে তাকবীরে তাশরীক বলা হয়।

৩০০১. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা সকাল বেলা মিনা হতে আরাফার দিকে গমন করলাম। আমাদের কেউ কেউ ছিল তালবিয়া পাঠকারী, আর কেউ কেউ ছিল তাকবীর পাঠকারী।

التَّكْبِيرُ فِي الْمَسِيرِ إِلَى عَرَفَةَ

আরাফার দিকে যাওয়ার সময় তাকবীর পাঠ করা

২.০০২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمَلَانِيُّ يَعْنِي أَبَا نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ قُلْتُ لَأَنْتَ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتِ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي التَّلْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ كَانَ الْمَلْبِيُّ يُلَبِّي فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ *

৩০০২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর আস-সাকাফী (র) বলেন, আমরা আনাস (রা)-এর সঙ্গে সকাল বেলা মিনার দিকে যাওয়ার সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনারা এই দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তালবিয়ায় কি করতেন ? তিনি বললেন : যে তালবিয়া পড়তো, সে তালবিয়া পড়তো ; তাকে কেউ বাধা দিত না ; আর যে তাকবীর বলতো, সে তাকবীর বলতো, তাকেও কেউ বাধা দিত না।

التَّلْبِيَةُ فِيهِ

সে (আরাফার) দিন তালবিয়া পাঠ করা

৩.০০৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ الثَّقَفِيُّ قَالَ قُلْتُ لَأَنْتَ غَدَاةَ عَرَفَةَ مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَكَانَ مِنْهُمْ الْمُهَلُّ وَمِنْهُمْ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ *

৩০০৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর আস-সাকাফী (র) বলেন, আমি আরাফার (দিনের) ভোরে আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : এই দিনে তালবিয়া সম্পর্কে আপনার কী অভিমত ? তিনি বললেন : এ সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এবং তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে সফর করি, তাঁদের মধ্যে কেউ তালবিয়া পাঠ করতেন, আর কেউ তাকবীর বলতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ তার সাথীর (প্রতিপক্ষের) কাজে আপত্তি করত না।

مَا ذَكَرَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

আরাফার দিন সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে

৩...৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ يَهُودِيُّ لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَا تَخَذْنَاهُ عِيدًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ وَاللَّيْلَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ *

৩০০৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - -তারিক ইবন শিহাব (র) বলেন, এক ইয়াহুদী উমর (রা)-কে বললেন : যদি **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** (আজ তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম) আয়াতটি আমাদের উপর নাখিল হতো, তাহলে আমরা ঐ দিনকে ঈদের (জাতীয় উৎসবের) দিন হিসেবে পালন করতাম। উমর (রা) বললেন : আমি জানি যেদিনটিতে ঐ আয়াতটি নাখিল হয়েছে, আর যে রাতে তা অবতীর্ণ হয়েছে। তা ছিল জুমুআর রাত, আর তখন আমরা ছিলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আরাফাতে।

৩...৫. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَفْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ يُونُسَ بْنُ يُونُسَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৩০০৫. ঈসা ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : এমন কোন দিন নেই, যে দিন আরাফার দিন হতে অধিক বান্দা অথবা বান্দীকে মহান মহিয়ান আল্লাহু জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। তিনি সেদিন (বান্দার) নিকটবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে তাদের (মর্যাদার) ব্যাপারে গর্ব করে বলেন : এরা কী কামনা করে? আবু আবদুর রহমান (র) বলেন : এই হাদীসের রাবী (ইউনুস) সম্ভবত: ইউনুস ইবন ইউসুফ, যার কাছ থেকে ইমাম মালিক (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহুই ভাল জানেন।

النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

আরাফার দিন রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা

৩...৬. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ

قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ *

৩০০৬. উবায়দুল্লাহ ইবন ফাযালা (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরাফার দিন, কুরবানীর দিন, এবং আইয়্যামে তাশরীক মুসলিমদের ঈদের দিন ; এগুলো খাওয়া ও পান করার দিন ।

الرَّوَّاحُ يَوْمَ عَرَفَةَ

আরাফার দিনে অপরাহ্নে দ্রুত (উকুফের উদ্দেশ্যে) বের হওয়া

৩.০.৭. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْهَبُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُونُسَ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يَخَالَفَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ جَاءَهُ ابْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ أَيْنَ هَذَا فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الرَّوَّاحُ إِنْ كُنْتُ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَقَالَ لَهُ هَذِهِ السَّاعَةُ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ أَفِيضْ عَلَيَّ مَاءً ثُمَّ أَخْرَجُ إِلَيْكَ فَأَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتُ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ صَدَقَ *

৩০০৭. ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র) - - - - সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান হাজ্জাজ ইবন ইউসুফকে লিখিত আদেশ পাঠালেন, তিনি যেন হজ্জের ব্যাপারে ইবন উমর (রা)-এর বিরোধিতা না করেন । তারপর যখন আরাফার দিন আসলো, ইবন উমর (রা) সূর্য ঢলে পড়ার পর তার কাছে আগমন করলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম । তিনি তাঁর তাঁবুর পর্দার নিকট এসে আওয়াজ করে বললেন : এ ব্যক্তি কোথায় ? তখন হাজ্জাজ তাঁর কাছে বের হয়ে আসলেন । তখন তাঁর গায়ে কুসুম রংয়ের একটি চাদর ছিল । তিনি বললেন : হে আবু আবদুর রহমান ! কী ব্যাপার ? তিনি বললেন : যদি সুন্নত পালনের ইচ্ছা রাখেন, তা হলে এই অপরাহ্নেই বের হতে হয় । হাজ্জাজ বললেন : এ মুহূর্তেই ? তিনি বললেন : হ্যাঁ । হাজ্জাজ বললেন : আমি গায়ে একটু পানি ঢেলেই আপনার নিকট আসছি । এরপর তিনি অপেক্ষা করলে হাজ্জাজ বের হলেন । তারপর আমার এবং আমার পিতার মাঝে চলতে লাগলেন । আমি বললাম : আপনি যদি সুন্নত মত আমল করার ইচ্ছা রাখেন, তা হলে খুতবাকে সংক্ষেপ করবেন এবং আরাফার উকুফ (অবস্থান) তাড়াতাড়ি করবেন । তিনি আমার কথা শুনে ইবন উমর (রা)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, যেন একথা তিনি তার থেকেও শুনতে পান । যখন ইবন উমর (রা) তা দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন : সে (সালিম) ঠিকই বলেছেন ।

الْخُطْبَةُ بِعَرَفَةَ

আরাফায় তালবিয়া পাঠ করা

৩০০৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يَلْبُثُونَ قُلْتُ يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بَغْضٍ عَلَيَّ *

৩০০৮. আহমাদ ইবন উসমান ইবন হাকীম আউদী (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবার (র) বলেন : আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে আরাফায় ছিলাম। তিনি বললেন : কী হলো লোকদেরকে তো তালবিয়া পাঠ করতে শুনছি না ? আমি বললাম : মুআবিয়া (রা)-এর ভয়ে। এরপর ইবন আব্বাস (রা) তাঁর তাঁবু হতে বের হলেন এবং বললেন : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ তারা তো আলী (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষবশত সন্নত ছেড়ে দিয়েছে।

الْخُطْبَةُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

সালাতের পূর্বে আরাফায় খুতবা প্রদান

৩০০৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ *

৩০০৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - সালামা ইবন নুবায়ত (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আরাফায় সালাতের পূর্বে লাল বর্ণের উটের উপর থেকে খুতবা দিতে দেখেছি।

الْخُطْبَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى النَّاقَةِ

আরাফার দিনে উটের উপর থেকে (পিঠে বসে) খুতবা দেয়া

৩০১০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ *

৩০১০. মুহাম্মাদ ইবন আদম (র) - - - - সালামা ইবন নুবায়ত (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আমি আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একটি লাল বর্ণের উটের উপর বসে খুতবা দিতে দেখেছি।

قَصْرُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

আরাফায় খুতবা সংক্ষেপ করা

৩.১১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يَوْسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ الرَّوَّاحُ إِنَّ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَقَالَ هَذِهِ السَّاعَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَالِمٌ فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ إِنَّ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيَوْمَ السُّنَّةَ فَاقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ *

৩০১১. আহমদ ইবন সারহ (র) - - - - সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, আরাফার দিন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের নিকট আসলেন, তখন সূর্য ঢলে পড়েছিল, আর আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন : যদি আপনি সুন্নত তরীকা মত আমল করতে চান, তা হলে এই অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়ুন। তিনি বললেন : এখনই ? আবদুল্লাহ বললেন : হ্যাঁ। সালিম বলেন : আমি হাজ্জাজকে বললাম : যদি আপনি আজ সুন্নত মুতাবিক আমল করতে চান, তাহলে খুতবা সংক্ষেপ করুন এবং সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করুন। তখন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বললেন : সে ঠিকই বলেছে।

الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

আরাফায় জুহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করা

৩.১২. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا الْإِجْمَاعِ وَعَرَفَاتِ *

৩০১২. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল সালাতই যথা সময় আদায় করতেন, তবে আরাফায় ও মুযদালিফায় এর ব্যতিক্রম করতেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

পরিচ্ছেদ : আরাফার ময়দানে দু'আয় দুই হাত উত্তোলন করা

৩.১৩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِأَخْذِي يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعُ يَدِهِ الْأُخْرَى *

৩০১৩. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আতা (র) বলেন, উসামা ইবন যায়দ (রা) বলেন : আমি আরাফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে একই বাহনে (সাওয়ার) ছিলাম। তিনি দু'আয় দুই হাত উত্তোলন করলেন। এমন সময় তাঁর উট তাঁকে নিয়ে একদিকে হেলে গেল, ফলে তার নাকের রশি পড়ে যেতে লাগলো, তিনি তাঁর এক হাতে তা ধরে ফেললেন, এ সময় তাঁর অন্য হাত উঠানোই ছিল।

৩.১৬. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيُسْمُونَ الْحُمْسَ وَسَائِرَ الْعَرَبِ تَقِفُ بِعَرَفَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيَّهِ ﷺ يَقِفُ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ *

৩০১৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (হজ্জে) কুরায়শরা মুযদালিফায় অবস্থান করতো (আরাফায় যেত না) এবং তাদেরকে বলা হতো 'হুম্ছ'। আর আরবের অন্যান্য লোকেরা আরাফায় অবস্থান করতো। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া ত'আলা তাঁর নবীকে আরাফায় অবস্থান করতে এরপর সেখান হতে রওনা হতে আদেশ করলেন। এ প্রসঙ্গে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (অর্থ : আর তোমরা সেখান (আরাফা) থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, যেখান থেকে লোকেরা ফিরে যায়।)

৩.১৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَضَلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ هَذَا إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْحُمْسِ *

৩০১৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার একটি উট হারিয়ে ফেলি। আমি আরাফার দিন আরাফায় তা তালশ করতে বের হলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখলাম, সেখানে দাঁড়ানো। আমি বললাম : তাঁর অবস্থা কি ? ইনিও তো কুরায়শদের একজন।

৩.১৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا وَقُوفًا بِعَرَفَةَ مَكَانًا بَعِيدًا مِنَ الْمَوْقِفِ فَأَتَانَا ابْنُ مَرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ *

৩০১৬. কুতায়বা (র) - - - - ইয়াযীদ ইবন শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আরাফায় (মূল) অবস্থান ক্ষেত্র হতে দূরে একস্থানে অবস্থানরত ছিলাম। এমন সময় ইবন মিরবা' আনসারী (রা) আমাদের কাছে এসে বললেন : আমি তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রেরিত। তিনি বলেছেন : তোমরা তোমাদের মাশা'ইরে^১ অবস্থান কর, কেননা তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরাধিকারের উপর রয়েছ।

৩.১৭. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ *

৩০১৭. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ (র) বলেন : আমার পিতা বলেছেন, আমার জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাদের হাদীস শোনালেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : আরাফার সবটাই মাওফিক বা অবস্থানের স্থান।

فَرَضُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

আরাফায় অবস্থান করা ফরয

৩.১৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمَعَ فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ *

৩০১৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবদুর রহমান ইবন ইয়ামুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে কয়েকজন লোক এসে তাঁকে হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হজ্জ হলো আরাফা (যে অবস্থান)-ই। অতএব যে ব্যক্তি আরাফার পরবর্তী রাত পেয়েছে মুযদালাফার রাতের (দিনের) ফজর উদয়ের পূর্বে, তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে।^১

৩.১৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ وَرَدَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لَا تُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ *

৩০১৯. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) - - - ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন উসামা ইবন যায়দ (রা) তাঁর পেছনে সওয়ার ছিলেন, তাঁকে নিয়ে উটনী পা তুলে চলতে লাগল। তখন তিনি তাঁর দুইহাত এতটুকু উত্তোলন করেছিলেন যে, তা তাঁর মাথার উপরে উঠেনি। এ অবস্থায় তিনি শান্তভাবে চলতে থাকলেন মুযদালিফায় পৌছা পর্যন্ত।

১. অর্থঃ : তাঁকে হজ্জ কাযা করতে হবে না, তবে তার ফরয তাওয়াফ অবশিষ্ট রয়েছে। তা অবশ্যই আদায় করতে হবে।
নাসাঈ শরীফের পাদটীকা। -অনুবাদক

৩.২০. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَأَنَا رَدِيفُهُ فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى أَنْ ذَفَرَاهَا لِيَكَادُ يُصِيبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسُّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِضَاعِ الْأَيْلِ *

৩০২০. ইবরাহীম ইব্ন ইউনুস ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফা হতে প্রস্থান করলেন, তখন আমি তাঁর পেছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি তাঁর সওয়ারীর লাগাম এমনভাবে টেনে ধরলেন যাতে তার দুই কান হাওদার সম্মুখভাগে লাগার উপক্রম হলো। আর তখন তিনি বলছিলেন : হে লোক সকল ! শান্ত এবং ধীর গতিতে চলো। কেননা, উটকে দ্রুত চালনা করে (তাকে কষ্ট দেয়ার) মধ্যে কোন পুণ্য নেই।

الْأَمْرُ بِالسُّكِينَةِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ

আরাফা হতে স্থিরতা সহকারে প্রত্যাবর্তনের আদেশ

৩.২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَرَّرُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي غُظْفَانَ بْنِ طَرِيفٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَنْقَ نَاقَتِهِ حَتَّى أَنْ رَأْسَهَا لِيَمَسَّ وَأَسِطَةَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ لِلنَّاسِ السُّكِينَةُ السُّكِينَةُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ *

৩০২১. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হারব (র) - - - - ইসমাইল ইব্ন উমাইয়া (র) বলেন : আবু গাতফান ইব্ন তারীফ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফা হতে মুযদালিফার দিকে চললেন, তিনি তাঁর উটের লাগাম টেনে ধরলেন, তাঁর মাথা হাওদার পালানের মধ্যবর্তী অংশকে স্পর্শ করছিল। আর তিনি আরাফার সন্ধ্যায় বলছিলেন : (তোমরা) স্থিরতা ও প্রশান্তিসহকারে চলবে।

৩.২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةٍ جَمَعَ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ السُّكِينَةَ وَهُوَ كَافٌ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسَّرًا وَهُوَ مِنْ مَنَى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبِي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০২২. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা)। যিনি (হজ্জের সময়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার সন্ধ্যায় এবং মুযদালিফার সকালে লোকদেরকে বললেন : যখন তারা (আরাফা ও মুযদালিফা হতে) প্রস্থান করে শান্তভাবে চলো। তিনি তাঁর উটনীর লাগাম টেনে রাখছিলেন। যখন তিনি মুহাসসিরে — যা মিনার একটি অংশ প্রবেশ করলেন, তখন বললেন : তোমরা আংগুলে ছুঁড়ে মারার মত কংকর (পাথরের ছোট ছোট টুকরা) সংগ্রহ কর। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া পড়তে থাকলেন, জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা করা পর্যন্ত।

৩.২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسَّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ *

৩০২৩. মুহাম্মাদ ইবন মানসুর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফা পরিত্যাগের সময় ধীর শান্তভাবে চলছিলেন। তিনি লোকদেরকেও শান্তভাবে চলতে আদেশ করলেন। আর তিনি মুহাসসির^১ উপত্যকা দ্রুত অতিক্রম করলেন, আর লোকদেরকে জামরায় আংগুলে ছুঁড়ে মারার মত (ছোট ছোট) কংকর মারার আদেশ করলেন।

৩.২৪. أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَجَعَلَ يَقُولُ السَّكِينَةَ عِبَادَ اللَّهِ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ أَيُّوبُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ *

৩০২৪. আবু দাউদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফা হতে রওনা হলেন, তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহর বান্দাগণ ! তোমরা শান্তভাবে চল। তিনি হাত দ্বারা এভাবে ইঙ্গিত করছিলেন। আর রাবী আইয়ুব তাঁর হাতের তালু দ্বারা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

كَيْفَ السَّيْرِ مِنْ عَرَفَةَ

আরাফা হতে পথচলা কিরূপে হবে ?

৩.২৫. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعُنُقَ فَإِذَا وَجَدَ فُجُوءَ نَصْرٍ وَالنَّصْرَ فَوْقَ الْعُنُقِ *

৩০২৫. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথচলা সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন : তিনি ‘আনাক’ (মাধ্যম ধরনের চাল) অবলম্বন করতেন। যখন তিনি (পথের) উন্মুক্ততা দেখতে পেতেন, তখন তিনি ‘নস’ পদ্ধতিতে (দ্রুত) চলতেন। ‘নস’ বলা হয় ‘আনাক’-এর তুলনায় দ্রুত চলাকে।

১. মুহাসসির- এখানে হস্তিবাহিনীর হাতি থমকে গিয়েছিল।

النُّزُولُ بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

আরাফা থেকে প্রস্থানের পর (পশ্চিমদিকে) অবতরণ করা

৩.২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشَّعْبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ قَالَ الْمُصَلِّي أَمَامَكَ *

৩০২৬. কুতায়বা (র) - - - - - উসামা ইব্ন য়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি পাহাড়ের মোড়ের দিকে গেলেন। উসামা (রা) বলেন : আমি তাঁকে বললাম : আপনি কি মাগরিবের সালাত আদায় করবেন? তিনি বললেন : সালাত আদায় করার স্থান (ও সময়) তোমার সামনে।

৩.২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ الشَّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأَمْرَاءُ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ لَمْ يَحُلْ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى *

৩০২৭. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - - উসামা ইব্ন য়াদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে পাহাড়ের মোড়ে (ঢাল স্থানে) অবতরণ করেন, যে স্থানে (বনু উমাইয়্যার) আমীরগণ অবতরণ করেন। তিনি সেখানে পেশাব করে হালকাভাবে উষ্ম করেন (একবার একবার অঙ্গ ধৌত করেন অথবা পানি স্বল্প ব্যয় করেন।) আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত। তিনি বললেন : (এরাতে যে সময়ে সালাত আদায় করতে হয়, সে) সালাত (ও তার সময়) তোমাদের সামনে। যখন আমরা মুযদালিফায় আসলাম, তখন শেষ ব্যক্তিটিও তার উটের পিঠ হতে নামার পূর্বে তিনি সালাত আদায় করলেন।

الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুযদালিফায় দুই সালাত একত্রে আদায় করা

৩.২৮. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ *

৩০২৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - - আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব এবং ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

৩.২৯. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا مُصَنَّبُ بْنُ الْمُقْدَامِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ

عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجُمُعٍ *

৩০২৯. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) - - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব এবং ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

۳.۳. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجُمُعٍ بِاقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَسْبَحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا *

৩০৩০. আমর ইবন আলী (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন, একই ইকামতে, দু'য়ের মধ্যে কোন নফল আদায় করেন নি এবং উভয় সালাতের কোনটির পরেও (কোন নফল সালাত) আদায় করেন নি।

۳.۳۱. أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَالْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৩০৩১. ইসা ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন শিহাব (রা) বলেন : উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ তাঁকে অবহিত করেছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন এবং দুই সালাতের মধ্যে কোন নফল আদায় করেন নি। মাগরিব আদায় করেন তিন রাক'আত, ইশা আদায় করেন দুই রাক'আত। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-ও এরূপ একত্রে আদায় করতেন, মহান মহিয়ান আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।

۳.۳۲. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجُمُعٍ بِاقَامَةٍ وَاحِدَةٍ *

৩০৩২. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় একই ইকামতে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

۳.۳۳. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ كُرَيْبًا قَالَ سَأَلْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رِذْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقُلْتُ كَيْفَ

فَعَلَّمْتُمْ قَالَ أَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى بَلَّغْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَنَاحَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ
فَأَنَاحُوا فِي مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ
فَنَزَلُوا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا انْطَلَقْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي سَبَاقِ قُرَيْشٍ وَرَدَفَهُ الْفَضْلُ *

৩০৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উসামা ইব্ন যায়দ (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি আরাফার সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সওয়ার ছিলেন। আমি বললাম : আপনারা কিরূপ করছিলেন ? তিনি বললেন : আমরা পথ চলতে চলতে মুয়দালিফায় পৌঁছলাম। সেখানে নবী ﷺ উট বসিয়ে অবতরণ করলেন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর লোকদের কাছে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দেয়া হলো। তাঁরাও তাদের (নিজ নিজ অবস্থানে) উট-বসিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'শেষ' ইশার সালাত আদায় করার পূর্বে তাঁরা আসবাবপত্র নামালেন না। তারপর তাঁরা আসবাবপত্র নামালেন এবং মনযিলে অবতরণ করলেন। ভোরে আমি পায়ে হেঁটে কুরায়শদের অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে রওনা হলাম। তখন ফযল (রা) নবী করীম ﷺ-এর পেছনে একই বাহনে সওয়ার ছিল।

تَقْدِيمُ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ إِلَى مَنَازِلَهُمْ بِمُزْدَلِفَةَ

মুয়দালিফায় মহিলা এবং শিশুদেরকে আগে-ভাগে মনযিলে প্রেরণ করা

৩.৩৪. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ *

৩০৩৪. হুসায়ন ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবু ইযায়ীদ (র) বলেন : আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়দালিফার রাতে বনু হাশিমের দুর্বলগণের (মহিলা ও বালক) সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন।

৩.৩৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ *

৩০৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়দালিফার রাতে আগে ভাগে বনু হাশিমের দুর্বলগণের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন।

৩.৩৬. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُشَّاشٍ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ضَعْفَةَ بَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَنْفِرُوا مِنْ
جُمُعٍ بَلِيلٍ *

৩০৩৬. আবু দাউদ (র) - - - - ফযল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু হাশিমের দুর্বলগণকে আদেশ করেন যে, তারা যেন মুযদালিফা থেকে আগে ভাগে চলে যায়।

৩.৩৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُغْلَسَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مَنَى *

৩০৩৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সালিম ইব্ন শাওয়াল (র) বলেন : উম্মু হাবীবা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাঁকে ভোরের অন্ধকারে মুযদালিফা হতে মিনার দিকে চলে যেতে আদেশ করেন।

৩.৩৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ عَنْ شَوَّالٍ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نُغْلَسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مَنَى *

৩০৩৮. আবদুল জব্বার ইব্ন আলা (র) - - - - উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ভোরের অন্ধকারে মুযদালিফা হতে মিনার দিকে গমন করতাম।

الرُّخْصَةُ لِلنِّسَاءِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّبْحِ

ভোরের পূর্বেই মুযদালিফা হতে নারীদের চলে যাওয়ার অনুমতি

৩.৩৯. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا أَدْنِ النَّبِيَّ ﷺ لِسَوْدَةَ فِي الْإِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ جَمْعٍ لِأَنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً ثَبِطَةً *

৩০৩৯. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওদা (রা) -কে ভোরের পূর্বেই মুযদালিফা হতে চলে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। কেননা তিনি ছিলেন একজন (মোটামুটি) ধীর গতির মহিলা।

الْوَقْتُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুযদালিফায় ফজরের সালাতের সময়

৩.৪০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ قَطُّ إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَاتُهُمَا بِجَمْعٍ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا *

৩০৪০. মুহাম্মাদ ইব্ন আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ

-কে কখনও (অন্য দিন যে সময় সালাত আদায় করতেন, সে) নির্ধারিত সময় ব্যতীত সালাত আদায় করতে দেখিনি। মাগরিব ও ইশা ব্যতীত, যা তিনি আদায় করেছেন মুযদালিফায়। আর সেদিন তিনি ফজরের সালাত আদায় করেন (পূর্ব) নির্ধারিত সময়ের পূর্বে।

فِيْمَنْ لَمْ يَذْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুযদালিফায় যে ব্যক্তি ফজরের সালাত ইমামের সঙ্গে আদায় করতে পারেনি

৩.৪১. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدَ وَزَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مِزْرَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ هُنَا ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ *

৩০৪১. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - উরওয়া ইবন মুদাররিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে মুযদালিফায় অবস্থানরত অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এখানে আমাদের সঙ্গে এই সালাত আদায় করেছে, আমাদের সঙ্গে এখানে অবস্থান করেছে এবং এর আগের দিনে অথবা রাতে আরাফায় অবস্থান করেছে তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে।

৩.৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مِزْرَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يَذْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامَ فَلَمْ يَذْرِكْ *

৩০৪২. মুহাম্মাদ ইবন কুদামা (র) - - - - উরওয়া ইবন মুদাররিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমাম এবং অন্যান্য লোকের সঙ্গে মুযদালিফায় অবস্থান করেছেন এবং পরে সেখান থেকে (মিনায়) প্রত্যাবর্তন করেছে, সে হজ্জ পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইমাম এবং লোকের সঙ্গে মুযদালিফায় অবস্থান করেনি, সে হজ্জ পায় নি।^১

৩.৪৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَسَارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مِزْرَسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلِي طَيْئٍ لَمْ أَدْعُ جَبَلًا إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتُّهُ *

৩০৪৩. আলী ইবন হুসায়ন (র) - - - - উরওয়া ইবন মুদাররিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি

১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এরূপ ব্যক্তির উপর একটি দম ওয়াজিব। -অনুবাদক

মুযদালিফায় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তায় গোত্রের পাহাড়দ্বয় হতে আগমন করেছি, আর আমি কোন পাহাড়ে অবস্থান বাদ দেইনি ; এমতাবস্থায় আমার কি হজ্জ আদায় হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এই সালাত আদায় করেছে আর এর পূর্বে আরাফায় অবস্থান করেছে— দিনে (হোক) অথবা রাতে, তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে এবং সে তার 'ময়লা' বিদূরীত করেছে (ইহুরাম শেষ করেছে)। (এখন সে ইহুরামে নিষিদ্ধ কার্যাদি চুল কাটা, নখ কাটা ইত্যাদি করতে পারবে।)

৩.৬৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مِزْرَسٍ عَنْ أُوسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِجُمُعٍ فَقُلْتُ هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثُهُ *

৩০৪৪. ইসামাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - উরওয়া ইবন মুদাররিস ইবন আউস ইবন হারিসা ইবন লাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি মুযদালিফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদ্মতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আমার কি হজ্জ আদায় হয়েছে ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এই সালাত আদায় করেছে এবং এখানে অবস্থান করেছে, এর পূর্বে আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করেছে— রাতে অথবা দিনে, তার হজ্জ আদায় হয়েছে এবং সে তার 'ময়লা' বিদূরীত করেছে (ইহুরামের দায়িত্ব পূর্ণ করেছে)। (এখন হালাল হওয়ার জন্য যা করণীয়, তা পূর্ণ করবে।)

৩.৬৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مِزْرَسٍ الطَّنَائِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ أَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَى طِيٍّ أَكَلْتُ مَطِيَّتِي وَاتَّعَبْتُ نَفْسِي مَابَقِيَ مِنْ حَبْلِ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ هُنَا مَعَنَا وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَى تَفَثُهُ وَتَمَّ حَجُّهُ *

৩০৪৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - উরওয়া ইবন মুদাররিস তায়ী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদ্মতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম : আমি তায়-এর পাহাড়দ্বয় হতে আপনার খিদ্মতে হাযির হয়েছি। আমার সওয়ারীকে খেয়ে ফেলেছি (ক্লান্ত করেছি) এবং নিজেও অনেক কষ্ট স্বীকার করেছি। এমন কোন পাহাড় নেই যার উপর আমি অবস্থান করিনি, আমার কি হজ্জ আদায় হয়েছে ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি এখানে আমাদের সঙ্গে ভোরের সালাত আদায় করেছে, আর এর পূর্বে আরাফায় আগমন করেছে— সে 'ময়লা' বিদূরীত করেছে (ইহুরামের কাজ সমাপ্ত করে চুল, গৌফ, নখ ইত্যাদি কর্তন করার পর্যায়ে পৌছেছে) এবং সে তার হজ্জ পূর্ণ করেছে।

৩.৬৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ

عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْفَرَ الدِّيَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جُمُعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَّهُ أَيَّامُ مِثْنَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا فَجَعَلَ يُنَادِي بِهَا فِي النَّاسِ *

৩০৪৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - বুকাযর ইব্ন আতা (র) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্ন ইয়া'মার দীলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি আরাফায় নবী ﷺ -কে দেখেছি, তাঁর কাছে নাজ্দ হতে কতিপয় লোক এসে তাদের একজনকে তারা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, সে তাঁকে হজ্জ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন : হজ্জ হলো আরাফায় অবস্থান। যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে ভোরের সালাতের পূর্বে সেখানে আগমন করলো, সে তার হজ্জ পেল। মিনার দিন হচ্ছে (তিন দিন) যে ব্যক্তি দুই দিনের পর তাড়াতাড়ি চলে যায়, তার কোন পাপ নেই। আর যে ব্যক্তি দেরি করে তারও কোন পাপ নেই। তারপর তিনি একজন লোককে তাঁর পশ্চাতে আরোহণ করান, যিনি এ কথাগুলো লোকের মধ্যে প্রচার করছিলেন।

৩. ৪৭. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْفٍ *

৩০৪৭. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে আগমন করলাম, তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুযদালিফার সমস্ত স্থানই মওকিফ বা অবস্থানের স্থান।

التَّالِيَةِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুযদালিফায় তালবিয়া পাঠ করা

৩. ৪৮. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرٍ وَهُوَ ابْنُ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ بِجُمُعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ *

৩০৪৮. হানাদ ইব্ন সারি (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) বলেন : ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন : আমরা মুযদালিফায় ছিলাম। যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তাঁকে এ স্থানে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ লَبَّيْكَ (তালবিয়া) বলতে শুনেছি।

وَقْتُ الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ

মুযদালিফা হতে প্রস্থানের সময়

৩.৬৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُوا أَشْرَقَ ثَبِيرُ وَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৩০৪৯. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি আমার ইবন মায়মুন (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি মুযদালিফায় উমর (রা)-এর কাছে হাযির হলাম। তিনি বললেন : জাহিলী যুগে তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা হতে প্রস্থান করতো না। তারা বলতো : “হে সাবির ! উদয় (উজ্জ্বল) হও! (সাবির পাহাড়ে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর।) আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিরোধিতা করে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুযদালিফা থেকে প্রস্থান করেন।

الرُّخْصَةُ لِلضَّعْفَةِ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَ النُّحْرِ الصُّبْحَ بِمَعْنَى

দুর্বলদের জন্য কুরবানীর দিন ফজরের সালাত মিনায় আদায় করার অনুমতি

৩.৫০. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَمْرُو بْنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمَعْنَى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ *

৩০৫০. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - আতা ইবন আবু রাবাহ (র) বর্ণনা করেন, তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর পরিবারের দুর্বলদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। আমরা ফজরের সালাত মিনায় আদায় করি, এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ করি।

৩.৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ بِمَعْنَى قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ وَكَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِيَّةً فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهَا فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ بِمَعْنَى وَرَمَتُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ *

৩০৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন আদম ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বাসনা হয় যে, সাওদা (রা) যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন, আমিও যদি সেরূপ তাঁর কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিতাম এবং ফজরের সালাত মিনায় লোকের আগমনের পূর্বে আদায় করতাম! সাওদা (রা) ছিলেন মোটা মানুষ এবং ধীরগতি সম্পন্না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। তিনি ফজরের সালাত মিনায় আদায় করেন এবং লোকের আগমনের পূর্বেই কংকর মারেন।

৩.৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ مَوْلَى لِسَمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ جِئْتُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مَنَى بِفُلَسٍ فَقُلْتُ لَهَا لَقَدْ جِئْنَا مَنَى بِفُلَسٍ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ *

৩০৫২. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আতা ইব্ন আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসমা বিন্ত আবু বকর (রা)-এর এক আযাদকৃত গোলাম তাঁর কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, আমি আসমা বিন্ত আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে মিনায় (ভোর রাতের) অন্ধকারে গমন করলাম। আমি তাঁকে বললাম : আমরা যে মিনায় অন্ধকারে এসে গেলাম। তিনি বললেন : আমরা এরূপ করতাম ঐ ব্যক্তির সঙ্গে, যিনি তোমার চাইতে উত্তম ছিলেন।

৩.৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يُسِيرُ نَاقَتَهُ فَإِذَا وَجَدَ فَجَوْهَةً نَصَّ *

৩০৫৩. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উসামা ইব্ন যায়দের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে মুযদালিফা থেকে ফেরার সময় কিরূপে পথ চলতেন? তিনি বলেন : তিনি তাঁর উটনী স্বাভাবিকভাবে চালাতেন, যখন কোন উন্মুক্ত স্থানে উপনীত হন, তখন সওয়ারী দ্রুত চালাতেন।

৩.৫৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَأَنَّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنْى فَهَبَطَ حِينَ هَبَطَ مُحَسَّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخُذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْحَفَاةُ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ *

৩০৫৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যখন তাঁরা সন্ধ্যায় আরাফা ত্যাগ করছিলেন আর মুযদালিফায় ভোরে, তোমরা ধীরস্থির ভাবে পথ অতিক্রম করবে আর তখন তিনি তাঁর উটনীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন। তারপর যখন তিনি মিনায় প্রবেশ করলেন, অবতরণ করলেন। যখন তিনি মুহাস্সার নামক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন বললেন : তোমরা আংগুলে ছোঁড়ার কংকর সঙ্গে নাও, যা জামরায় মারতে হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে ইঙ্গিত করে বললেন : যেরূপ কংকর মানুষ সাধারণত মেরে থাকে।

الْأَيْضَاعُ فِي وَادِي مُحَسَّرٍ

মুহাস্সির নামক উপত্যকায় (বাহন) দ্রুত চালান

৩.০৫. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسَّرٍ *

৩০৫৫. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাস্সির উপত্যকায় দ্রুত উট চালনা করেন।

৩.০৬. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ مِنَ الْمَزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَتَّى أَتَى مُحَسَّرًا حَرَكًا قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يَكْبُرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي *

৩০৫৬. ইবরাহীম ইব্ন হারুন (র) - - - - জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললাম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হজ্জ সন্মুখে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই মুযদালিফা ত্যাগ করেন এবং ফযল ইব্ন আব্বাসকে তাঁর বাহনে তাঁর পেছনে বসিয়ে নেন, মুহাস্সিরে এসে তিনি তাঁর বাহনকে দ্রুতগতিতে পরিচালনা করেন। পরে তিনি সে পথ ধরে চলেন যা তোমাকে জামরায় কুবরায় (বড় শয়তান) পৌঁছে দেবে। এরপর তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় উপনীত হন এবং সেখানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তিনি এগুলোর প্রত্যেকটি নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলেন। তিনি (কংকর) নিক্ষেপ করেন উপত্যকার নিম্নভূমি থেকে।

التَّلْبِيَةُ فِي السَّيْرِ

(মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে) যাওয়ার সময় তালবিয়া পড়া

৩.৫৭. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০৫৭. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) --- ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} এর পেছনে সওয়ার ছিলেন, তিনি (নবী করীম ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম}) জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন।

৩.৫৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০৫৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) --- ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত (সর্বদা) তালবিয়া পাঠ করেছে।

التَّقَاطُ الْحَصَى

কংকর কুড়িয়ে নেয়া

৩.৫৯. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفِ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفُ فِي الدِّينِ *

৩০৫৯. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র) --- আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} আকাবার সকালে (জামরায় 'আকাবায় কংকর মারার সকালে- ১০ তারিখ) তাঁর সওয়ারীতে উপবিষ্ট থেকে আমাকে বলেন : এসো, আমার জন্য (কংকর) কুড়িয়ে দাও। এরপর আমি তাঁর জন্য, কয়েকটি কংকর তুলে নেই, যেগুলো ছিল দুই আংগুলে মারার কংকরের মত। যখন আমি সেগুলো তাঁর হাতে দিলাম। তখন তিনি বললেন : এগুলোর মত (কংকর নিক্ষেপ করবে)। সাবধান, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তাদের ধ্বংস করেছে।

مِنْ أَيْنَ يَلْتَقِطُ الْحَصَى

কংকর কোথা থেকে কুড়াবে ?

৩.৬০. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَأَفْ نَاقَتِهِ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنْهُ فَهَبَطَ حِينَ هَبَطَ مُحَسَّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ قَالَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ *

৩০৬০. উবায়দুল্লাহ ইবন সাদ্দ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যখন তারা সন্ধ্যায় আরাফা ও সকালে মুযদালিফা ত্যাগ করেন, তোমরা ধীর-স্থিরভাবে চল। তখন তিনি তাঁর উটনীর লাগাম টেনে রাখেন। এরপর যখন তিনি মিনায় প্রবেশ করেন তখন তিনি অবতরণ করেন। ‘মুহাসসির’ নামক স্থানে তিনি বলেন : তোমরা ‘খায়ক’ (দুই আংগুলে মারার ছোট) কংকর সাথে নাও, যা জামরায় মারতে হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতে ইঙ্গিত করে বলেন : যে রূপ কংকর মানুষ সাধারণত মেরে থাকে।

قَدْرُ حَصَى الرَّمْيِ

নিষ্ক্ষেপের জন্য যে কংকর নিবে তার পরিমাণ

৩.৬১. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهَا الْقُطْبُ إِلَى فَلَقُطْتُ لَهُ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ وَوَصَفَ يَحْيَى تَحْرِيكُهُنَّ فِي يَدِهِ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ *

৩০৬১. উবায়দুল্লাহ ইবন সাদ্দ (র) - - - আবুল আলিয়া (র.) সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আকাবার ভোরে তাঁর সওয়ারীর উপর থেকে বললেন : এসো, আমার জন্য (কংকর) কুড়িয়ে নাও, তখন আমি তাঁর জন্য কয়েকটি কংকর কুড়িয়ে নেই। সেগুলো ছিল দুই আংগুলে ছুঁড়ে মারার কংকর। সেগুলো তাঁর হাতে দিলাম। তিনি সেগুলো তাঁর হাতে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন এবং বললেন : এগুলোর মত (কংকরই তোমরা নিষ্ক্ষেপ করবে)। ইয়াহইয়া (র) সেগুলোর মত কংকর তার হাতে নিয়ে ১ করার অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

الرُّكُوبُ إِلَى الْجِمَارِ وَاسْتِظْلَالُ الْمُحْرَمِ

জামরার উদ্দেশ্যে সওয়ার হয়ে গমন করা এবং মুহুরিমের ছায়া গ্রহণ

৩.৬২. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ حُسَيْنٍ قَالَتْ حَجَجْتُ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ بِلَالًا يَقُودُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ ثَوْبُهُ يَظْلِلُهُ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ قَوْلًا كَثِيرًا *

৩০৬২. আমর ইবন হিশাম (র) - - - - ইয়াহুইয়া ইবন হুসায়ন তাঁর দাদী উম্মু হুসায়ন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ্জের বছর আমিও হজ্জ করি। বিলাল (রা)-কে দেখলাম, তাঁর সওয়ারীর লাগাম ধরে টেনে চলছেন। আর উসামা ইবন যায়দ (রা) তাঁর উপর কাপড় উঁচু করে ধরে তাঁকে ছায়া দিচ্ছেন রৌদ্র তাপ থেকে রক্ষার জন্য। তখন তিনি ছিলেন মুহুরিম। এরপর তিনি জামরায়ে আকাবায় কংকর মারেন এবং লোকদের সম্মুখে খুতবা দেন। তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করেন, তাঁর প্রশংসা করেন এবং একটি দীর্ঘ খুতবা দেন।

৩.৬৩. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّمَنُ بْنُ نَابِلٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءُ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا أَلِيكَ أَلِيكَ *

৩০৬৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - কুদামা ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর 'সাহবা' (সাদা ও লাল মিশ্রিত রংয়ের) উটনীর উপর থেকে কুরবানীর দিনে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারতে দেখেছি। (বাহনকে বা পথচারীদের) পেটানো হচ্ছিল না, তাড়ানো হচ্ছিল না এবং 'সর' 'সর' ও বলা হচ্ছিল না।

৩.৬৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا *

৩০৬৪. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু যুযায়র (র) বলেছেন : তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর উটনীর উপর থেকে জামরায় কংকর মারতে দেখেছি। তিনি বলতেছিলেন : হে লোক সকল ! তোমরা তোমাদের হজ্জের মাসায়েল শিখে রাখ। আমি জানি না, হয়তো এ বছরের পর আমি আর হজ্জ করতে পারবো না।

وَقْتُ رَمَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

কুরবানীর দিন জামরাতুল-‘আকাবায়’ কংকর নিক্ষেপের সময়

৩.৬৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ إِسْرَاهِيمَ التَّقْفِيُّ الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحَى وَرَمَى بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ *

৩০৬৫. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আইউব ইবন ইবরাহীম সাকাফী আল-মারওয়াযী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন জামরায় কংকর মারেন প্রথম প্রহরে আর কুরবানীর দিনের পর তিনি কংকর মারেন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর।

الْنَّهْيُ عَنْ رَمَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

সূর্যোদয়ের আগে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

৩.৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغِيلَمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمَرَاتٍ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ أَبِينِي لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৩০৬৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-মুকরী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের কিশোরদের গাধায় সওয়ার করিয়ে প্রেরণ করেন। আর আমাদের উরুদেশে মৃদু আঘাত করতে করতে বলেন : হে আমার আদরের সন্তানরা ! তোমরা সূর্যোদয়ের আগে জামরাতুল-আকাবায় কংকর মারবে না।

৩.৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৩০৬৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবার-পরিজনকে আগেই পাঠিয়ে দিলেন, আর তাঁদের আদেশ দিলেন : তোমরা সূর্যোদয়ের জামরাতুল-আকাবায় আগে কংকর মারবে না।

الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ

মহিলাদের জন্য এ বিষয়ে অনুমতি

৩.৬৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ إِحْدَى نِسَائِهِ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ لَيْلَةً جَمَعَ فَتَاتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَتَرْمِيهَا وَتَصْنِيحَ فِي مَنْزِلِهَا وَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ *

৩০৬৮. আমর ইবন আলী (র) - - - আতা (রা) আয়েশা বিন্ত তালহা (র) সূত্রে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক স্ত্রীকে আদেশ করেন যে, যেন সে মুযদালিফার রাতে মুযদালিফা ত্যাগ করে জামরাতুল-আকাবায় গিয়ে সেখানে কংকর মারে এবং ভোরে মানঘিলে ফিরে আসে। আতা (র) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এরূপ করতেন।

الرَّمْيُ بَعْدَ الْمَسَاءِ

সন্ধ্যার পর কংকর মারা

৩.৬৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْئَلُ أَيَّامَ مِنَى فَيَقُولُ لَأُحْرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ لَأُحْرَجَ *

৩০৬৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাযী' (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিনার দিনগুলোতে প্রশ্ন করা হতো, (সে দিনের হজ্জের কার্যাবলীর ব্যাপারে) তিনি বলতেন : কোন গুনাহ (অসুবিধা) নেই। এরপর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন : আমি পশু কুরবানীর পূর্বে মাথা মুগুন করেছি? তিনি বললেন : (এখন) যবাই কর। কোন পাপ নেই। পরে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন : আমি সন্ধ্যার পর কংকর মেরেছি। তিনি বললেন : এতে কোন পাপ নেই।^১

১. যিলহাজ্জের দশ তারিখে হাজীদের চারটি কাজ করতে হয় এবং যেগুলো ক্রমানুসারে করতে হয়। অন্যথায় দম বা ফিদ্যা দিতে হয়। সেই চারটি কাজ হলো যথাক্রমে : ১. জামরাতুল-আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ, ২. কুরবানী করা, ৩. মাথা মুগুন বা চুল কর্তন, ৪. ফরয তাওয়াফ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : وَلَتَحْلُقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهِنْدُ : অর্থাৎ হাদয়ী তার স্থানে না পৌছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুগুবে না। ক্রমের ব্যতিক্রম করলে দম দিতে হবে বলে হযরত ইবন আব্বাসও ফাতাওয়া দিতেন। তবে ফিদ্যা দিতে হলেও অজ্ঞতাবশত এইরূপ ব্যতিক্রমের কারণে কোন গুনাহ হবে না। হাদীসের মর্মও সেই দিকে ইঙ্গিত করছে। -অনুবাদক

رَمَى الرُّعَاةِ

রাখালদের কংকর মারা

৩০৭০. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدْعُوا يَوْمًا *

৩০৭০. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - আদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাখালদের অনুমতি দিয়েছেন, তারা একদিন কংকর মারবে আর একদিন তা বাদ দেবে।

৩০৭১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَاحِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ يَجْمَعُونَهُمَا فِي أَحَدِهِمَا *

৩০৭১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - আবুল বাদ্দাহ ইব্ন আসিম ইব্ন আদী তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ রাখালদের রাত যাপনের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন, তারা কুরবানীর দিন কংকর মারবে এবং পরের দু'দিন একত্রে কোন একদিন মারবে।

الْمَكَانُ الَّذِي تُرْمَى مِنْهُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

যে স্থান থেকে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা হয়

৩০৭২. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُحْيَيْ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ مِنْ هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ *

৩০৭২. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - আবদুর রহমান অর্থাৎ ইব্ন ইয়াযীদ (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলা হলো, লোকেরা আকাবার উপর (পাহাড়ী ভূমির উঁচু অংশ) হতে জামরায় কংকর মেরে থাকে। রাবী বলেন : এরপর আবদুল্লাহ (রা) বাতনে ওয়াদী (উপত্যকার নিম্ন অংশ) হতে কংকর মেরে বলেন : যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই তাঁর শপথ করে বলছি। যার উপর সূরা বাকারা নাখিল হয়েছে, তিনি এখান হতে কংকর মেরেছেন।

৩.৭৩. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ وَمَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هُنَا مَقَامُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْصُورٌ غَيْرَ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৩০৭৩. হাসান ইবন মুহাম্মাদ যা'ফরানী ও মালিক ইবন খলীল (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ (রা) জামরায় সাতটি কংকর মারেন। তিনি বায়তুল্লাহকে তাঁর বামদিকে রাখেন এবং আরাফাকে রাখেন তাঁর ডান দিকে এবং তিনি বলেন : যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তিনি এ স্থানে দাঁড়িয়েই কংকর মেরেছেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, ইবন আবু আদী ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীসে মানসূর-এর নাম উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

৩.৭৪. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ *

৩০৭৪. মুজাহিদ ইবন মুসা (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) বর্ণনা করেন, আমি ইবন মাসউদ (রা)-কে বাতনে ওয়াদী (উপত্যকার নিম্নঅংশ) হতে জামরাতুল-আকাবায় কংকর মারতে দেখেছি। তারপর তিনি বললেন : যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তাঁর শপথ ! এই সে ব্যক্তির কংকর মারার স্থান, যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

৩.৭৫. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ قُولُوا السُّورَةُ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَّ وَاسْتَفْرَضَهَا يَعْنِي الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا يَصْنَعُونَ الْجِبَلَ فَقَالَ هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ رَمَى *

৩০৭৫. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আ'মাশ (র) বর্ণনা করেন, আমি হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা 'সূরা বাকারা' বলবে না। বরং তোমরা বলবে, এই সে সূরা যাতে বাকারা বা গাভীর উল্লেখ রয়েছে। আমি ইবরাহীমের নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) আমার নিকট

বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন, যখন তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর মারেন। তিনি বাতনে ওয়াদীতে (উপত্যকার নিচুতে) প্রবেশ করে তা অর্থাৎ জামরার বরাবর দাঁড়ান। এরপর সেখান থেকে সাতটি কংকর মারেন। আর তিনি প্রতিটি কংকর মারার সাথে তাকবীর বলেন। আমি বললাম : লোকেরা পাহাড়ে আরোহণ করে। তিনি বললেন : যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই তাঁর শপথ ! যাঁর উপর সূরা বাকার নাযিল হয়েছে, আমি তাঁকে এখান থেকেই মারতে দেখেছি।

৩.৭৬. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ آخَرُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ *

৩০৭৬. মুহাম্মাদ ইবন আদম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাবিতুর আশাওয়াহু ওয়া সাল্বাহু জামরায় কংকর মারেন, দু'আঙ্গুলে ছুঁড়ে মারার মত ক্ষুদ্র কংকর।

৩.৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ *

৩০৭৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাবিতুর আশাওয়াহু ওয়া সাল্বাহু -কে আঙ্গুলে তুলে ছুঁড়ে মারার কংকরের ন্যায় কংকর মারতে দেখেছি।

عَدَدُ الْحَصَى الَّتِي يَرْمِي بِهَا الْجِمَارَ

জামরায় ছুঁড়ে মারার কংকরের সংখ্যা

৩.৭৮. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبَرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْظَرِ فَتَحَرَ *

৩০৭৮. ইবরাহীম ইবন হারুন (র) - - - - হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : আমাকে নবী সাবিতুর আশাওয়াহু ওয়া সাল্বাহু -এর হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাবিতুর আশাওয়াহু ওয়া সাল্বাহু গাছের নিকটের জামরায় সাতটি কংকর মারেন। তিনি এর প্রত্যেক কংকরের সাথে তাকবীর বলেন। তিনি কংকর মারেন বাতনে-ওয়াদী (নিচুস্থান) হতে। এরপর তিনি যবেহ করার স্থানে গমন করে যবাই করেন।

৩.৭৯. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْعٍ

قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ سَعْدُ رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ وَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسِتٍّ فَلَمْ يَعْزِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ *

৩০৭৯. ইয়াহুয়া ইব্ন মুসা বালানী (র) - - - - সা'দ (রা) বলেন : আমরা নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর সঙ্গে হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। আমাদেরকে কেউ বললেন : আমি সাতটি কংকর মেরেছি। আর কেউ কেউ বললেন : আমি ছয়টি (কংকর) মেরেছি। এ ব্যাপারে কেউ কারো প্রতি দোষারোপ করেন নি।

৩.৮. ২. ৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَجْلَزٍ يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَدْرِي رَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ *

৩০৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - কাতাদা (র) বলেন : আমি আবু মিজলাজকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জামরা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} ছয়টি কংকর মেরেছেন অথবা সাতটি মেরেছেন, তা আমার জানা নেই।

التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলা

৩.৮. ৩. ৮. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ *

৩০৮১. হারুন ইব্ন ইসহাক হামদানী আল কুফী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর (ছোট) ভাই ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর পিছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলাম, তিনি তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন— জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত। তিনি সাতটি কংকর মারেন এবং প্রতিবার কংকর মারার সময় তিনি তাকবীর বলেন।

قَطْعُ الْمُحْرِمِ التَّلْبِيَةِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

জামরাতুল আকাবায় কংকর মারার সময় মুহরিমের তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেয়া

৩.৮. ৩. ৮. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رَدِفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلْبِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ *

৩০৮২. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলাম। আমি সর্বদা তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে শুনি। জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত। যখন তিনি কংকর মারেন (আরম্ভ করেন) তখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করেন।

৩. ৮৩. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلْبِي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০৮৩. হিলাল ইব্ন আলা ইব্ন হিলাল (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : ফযল (রা) তাঁকে অবহিত করছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কংকর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন।

৩. ৮৪. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَعْبُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعِينٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلْبِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ *

৩০৮৪. আবু আসিম খুশায়শ ইব্ন আসরাম (র) - - - - ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন, তিনি সর্বদা তালবিয়া পাঠ করছিলেন। আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত।

الدُّعَاءُ بَعْدَ رَمَى الْجِمَارِ

কংকর মারার পর দু'আ

৩. ৮৫. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمرَ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلَى الْمَنْحَرَ مَنْحَرَ مِنَى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقْدَمُ أَمَامَهَا فَوْقَ مُسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا

يَدِيهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ
الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ *

৩০৮৫. আব্বাস ইবন আবদুল আজীম আফরী (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের নিকট (হাদীস) পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিনার যবাই করার স্থানের নিকটস্থ জামরায় কংকর মারেন, তখন তাতে সাতটি কংকর মারেন। যখনই তিনি একটি কংকর মারেন, তখনই তাকবীর বলেন। তারপর তিনি এর সামনে অগ্রসর হন এবং পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ান এবং তাঁর দু'হাত উত্তোলন করে অনেকক্ষণ দু'আয় রত থাকেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় এসে তাতেও সাতটি কংকর মারেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলেন। এরপর তিনি বাম দিকে কিছুটা সরে যান এবং কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দু'হাত উত্তোলন করে দু'আ করেন। এরপর তিনি আকাবার নিকটস্থ জামরায় আগমন করেন এবং এতেও তিনি সাতটি কংকর মারেন। কিন্তু এর নিকট তিনি দাঁড়ান নি। যুহরী (র) বলেন, আমি সালিম (র)-কে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি তাঁর পিতার মাধ্যমে। আর তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। আর ইবন উমর (রা) এরূপ আমল করতেন।

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمَى الْجَمَارِ

অনুচ্ছেদ : কংকর মারার পর মুহরিমের জন্য যা হালাল হয়

৩.৮৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ
الْحَسَنِ الْعُرْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ قِيلَ
وَالطَّبِيبُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَضَمَّنُ بِالْمِسْكِ أَفْطِيبٌ هُوَ *

৩০৮৬. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন কেউ জামরায় কংকর মারল, তখন তার জন্য স্ত্রী ব্যতীত সকল কিছুই হালাল হয়ে যায়। কেউ জিজ্ঞাসা করলেন : সুগন্ধিও ? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কস্তুরীর সুগন্ধি মাখাতে দেখেছি। তা কি সুগন্ধী নয় ?

كِتَابُ الْجِهَادِ

অধ্যায় : জিহাদ

بَابُ وَجُوبِ الْجِهَادِ

পরিচ্ছেদ : জিহাদ ওয়াজিব হওয়া

৩.৮৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرِجُوا نَبِيَّهُمْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِيَهْلِكُنْ فَتَزَلَّتْ أُذُنُ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهِ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ *

৩০৮৭. আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম (র) - - - - ইবন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মক্কা হতে বহিষ্কার করা হলো, তখন আবু বকর (রা) বললেন : তারা তাদের নবীকে বের করে দিল 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' তারা নিশ্চয় ধ্বংস হবে, তখন নাযিল হলো : **أُذُنٌ** — **لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ** 'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদের— যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম (২২ : ৩৯)। তখন আমি বুঝলাম, শীঘ্রই জিহাদ আরম্ভ হবে। ইবন আক্বাস (রা) বলেন, জিহাদের ব্যাপারে এটিই প্রথম আয়াত।

৩.৮৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً فَقَالَ إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا فَلَمَّا حَوْلَنَا اللَّهُ

إِلَى الْمَدِينَةِ أَمَرْنَا بِالْقِتَالِ فَكُفُّوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ *

৩০৮৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হাসান ইব্ন শাকীক (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তার কয়েকজন বন্ধুসহ মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা মুশরিক অবস্থায় সম্মানিত ছিলাম এখন যখন আমরা ঈমান এনেছি অসম্মানিত হয়ে পড়লাম। তিনি বললেন : আমাকে ক্ষমা করার আদেশ করা হয়েছে, অতএব তোমরা যুদ্ধ করবে না। এরপর যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের মদীনায়ে নিয়ে গেলেন, তখন আমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা জিহাদ থেকে বিরত থাকলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন : **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ করেন নি, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, এবং সালাত কয়েম কর (৪ : ৭৭)।

৩.৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قُلْتُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ابْنُ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَتُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيَّنَّا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمِفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضِعْتُ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا *

৩০৮৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা, আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারাহ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : শব্দ কম কিন্তু অধিক অর্থবোধক বাক্যাবলীসহ আমি প্রেরিত হয়েছি। আর আমাকে ঐশী প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আর এক সময় আমি ঘুমন্ত ছিলাম, তখন পার্থিব ধনাগারের চাবি আমাকে প্রদান করা হলো। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, আর তোমরা সে সম্পদ আহরণ করে ভোগ করছো।

৩.৯. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ *

৩০৯০. হারুন ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবু সালামা (র) কর্তৃক আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

৩.৯১. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهُ ﷻ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا *

৩০৯১. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসা ইয়াযাব এবং আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন; আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি: আমি শব্দ কম কিন্তু অধিক অর্থবোধক বাক্যাবলীসহ প্রেরিত হয়েছি। আর আমাকে ওহীর জ্ঞান দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর আমি নিদ্রাবস্থায় ছিলাম, এমন সময় আমার হাতে পৃথিবীর ধনাগারের চাবি দান করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেছেন, আর তোমরা সে সম্পদ আহরণ করে ভোগ করছো।

৩.৯২. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ *

৩০৯২. ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই) এ (তাওহীদ বাক্য) যতক্ষণ না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলবে আমার পক্ষ থেকে সে তার সম্পদ ও প্রাণের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে ইসলামের হক ব্যতীত আর এর হিসাব আল্লাহর নিকট।

৩.৯৩. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ *

৩০৯৩. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হলো এবং আবু বকর (রা)-কে খলীফা নিযুক্ত করা হলো, তখন আরবের কিছু লোক কাফির হয়ে গেল। উমর (রা) তাঁকে বললেন : হে আবু বকর! আপনি কিরূপে এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যতক্ষণ লোকেরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' না বলবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তারপর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে, সে আমার পক্ষ হতে তার জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামী বিধানে কারো জান-মাল হালাল হলে-তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর আল্লাহর কাছেই এর হিসাব। আবু বকর (রা) বললেন : আল্লাহর শপথ! আমি সে ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করব, যে ব্যক্তি সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা, যাকাত মালের হক। আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমাকে একটি বকরীর বাচ্চা দিতেও অসম্মত হয়, যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিত; তাহলে তাদের এ অসম্মতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আল্লাহর শপথ! এ আর কিছু না, বরং আমি বুঝলাম যে, আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি অনুধাবন করলাম যে, তাঁর ফয়সালাই সঠিক।

৩. ৯৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَأَنْبَأَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرُ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا قَاتِلًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ *

৩০৯৪. আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুগীরা ও কাছীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হলো, তাঁর পর খলীফা হলেন আবু বকর (রা)। আরবের কেউ কেউ কাফির হয়ে গেল। তখন উমর (রা) বললেন : হে আবু বকর! আপনি কিরূপে এ সকল লোকের সাথে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকেরা যতক্ষণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? আর যখন তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বললো, তখন তারা আমার পক্ষ হতে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। তবে ইসলামের হক ব্যতীত, আর এর মীমাংসা আল্লাহর কাছে? আবু বকর (রা) বললেন : যে ব্যক্তি সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তার সাথে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করব। কেননা, যাকাত মালের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যে বকরীর বাচ্চা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর

সময় যাকাত হিসেবে আদায় করতো, যদি তা আমাকে না দেয়, তবে তা না দেওয়ার অপরাধে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন : আল্লাহর শপথ! এ আর কিছু নয়, বরং আমি অনুধাবন করলাম যে, আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম, এটাই সত্য। এ বর্ণনায় শব্দ, ভাষা আহমাদ (র)-এর।

৩.৯৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤْمَلٌ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ آخَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا جَمَعَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُواهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّاكَ كَانُوا يُؤْذِنُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ *

৩০৯৫. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবু বকর (রা) যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন উমর (রা) বললেন : হে আবু বকর! আপনি লোকের সাথে কিরূপে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যতক্ষণ লোকেরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' না বলবে, ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার পক্ষ হতে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের হক ব্যতীত। আবু বকর (রা) বললেন : যে ব্যক্তি সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তার নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আল্লাহর শপথ! তারা যে বক্রীর বাচ্চা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দিত, তা আমাকে দিতে অস্বীকার করলে তাদের এই না দেওয়ার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন : এ আর কিছু নয়, বরং আমি বুঝলাম যে, আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এটাই সঠিক।

৩.৯৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّاكَ كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَيْهِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأَى أَبِي بَكْرٍ قَدْ شَرَحَ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ وَالَّذِي قَبْلَهُ الصَّوَابُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *

৩০৯৬. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হলে আরবের কতিপয় লোক মুরতাদ হয়ে গেল। উমর (রা) বললেন : হে আবু বকর! আপনি কিরূপে আরবের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? আবু বকর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া পর্যন্ত এবং সালাত কায়ম করা ও যাকাত আদায় করা' পর্যন্ত আমি লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহর শপথ! তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যা প্রদান করতো, তা থেকে একটি বকরীর বাচ্চা দান করতে যদি অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন : তখন আমি আবু বকরের অভিমত উপলব্ধি করলাম, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তর উন্মুক্ত করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর অভিমতই সঠিক।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী ইমরান আল-কাত্তান (র) -এর এ বর্ণনায় ভুল আছে, তিনি রাবী হিসেবে শক্তিশালী নন। এর আগে বর্ণিত যুহরী (র) উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা (র) থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ। যাতে রয়েছে شَرَحَ -এর স্থলে شَرَحَ ।

৩.৯৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَآخَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ *

৩০৯৭. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুগীরা (র) ও আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়াব (রা) বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকেরা যতক্ষণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' না বলবে, ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যে ব্যক্তি তা বললো, সে আমার পক্ষ হতে তার জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। তবে ইসলামের হক ব্যতীত। তার হিসাব আল্লাহর কাছে।

৩.৯৮. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ *

৩০৯৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল, তোমাদের হাত, এবং তোমাদের জিহ্বা দ্বারা।

التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ

জিহাদ বর্জনে কঠোর সতর্ক বাণী

৩.৭৭. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَهَيْبُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْوَرْدِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ نِفَاقٍ *

৩০৯৯. আবদা ইবন আবদুর রহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জিহাদ না করে মারা গেল বা তার মনে যুদ্ধের বাসনা জাগলো না, তার মৃত্যু হলো নিফাকের একটি অংশ (জিহাদ বিমুখ হওয়া)-এর উপর।

الرُّخْصَةُ فِي التَّخْلُفِ عَنِ السَّرِيَّةِ

যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অনুমতি

৩.১০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عُفَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفَتْ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ *

৩১০০. আহমাদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন ওয়াযীর ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : সে সন্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, 'যদি মু'মিনদের মধ্য হতে এমন কিছু সংখ্যক লোক না থাকতো-যাদের মন চায় না আমার সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকুক, অথচ আমি তাদেরকে সওয়ারী দেওয়ার মত কিছু পাই না; তাহলে আমি এমন কোন যুদ্ধ হতে বিরত থাকতাম না, যা আল্লাহর রাস্তায় সংঘটিত হয়। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয়, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়; আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়, আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়, আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়, আবার শহীদ হই।

فَضْلُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

যারা ঘরে বসে থাকে (সঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও জিহাদ থেকে বিরত থাকে) তাদের উপর জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের ফযীলত

৩১.১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلَ عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمْلِئُهَا عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اسْتَطِيعَ الْجِهَادُ لَجَاهَدْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَفَخِذَهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلْتُ عَلَى حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتَرَضُ فَخِذِي ثُمَّ سَرَى عَنْهُ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ يَرْوِي عَنْهُ عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ *

৩১০১. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বযী' (র) - - - সাহল ইবন সা'দ (র) বলেন, আমি মারওয়ান ইবন হাকাম (র) -কে দেখলাম তিনি বসে আছেন। আমিও তার নিকট গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি বর্ণনা করলেন যে, যাদ ইবন সাবিত (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর নাযিল হলেন : لَا يَسْتَوِي : তারা সমান নয়।" (৪ : ৯৫) ইতোমধ্যে ইবন উম্মু মাকতূম (রা) আগমন করলেন। তিনি তা লিখে নেওয়ার উদ্দেশ্য আমাকে পড়ে শুনালেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমার জিহাদ করার শক্তি থাকতো, তাহলে আমিও জিহাদ করতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : "غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ" "অসুস্থগণ ব্যতীত"। আর তখন তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল, তা আমার উপর ভারী লাগছিল। মনে হলো আমার উরু ভেঙ্গে যাবে। এরপর তাঁর এ অবস্থা থেকে অবমুক্ত হলো।

আবদুর রহমান (র) বলেন, এ আবদুর রহমান ইবন ইসহাকের ব্যাপারে আপত্তি নেই, আবদুর রহমান ইবন ইসহাক হতে আলী ইবন মুসহির ও আবু মু'আবিয়া হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল ওয়াহিদ ইবন যিয়াদ (র) যে নু'মান ইবন সা'দ (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

৩১.২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ

فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُعَلِّمُهَا عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اسْتَطِيعَ الْجِهَادُ لَجَاهَدْتُ
وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخَذَهُ عَلَى فَخْذِي حَتَّى هَمَّتْ تَرُضُ فَخَذِي ثُمَّ
سَرَى عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ *

৩১০২. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - সাহল ইবন সা'দ (র) বলেন, আমি মারওয়ান (র)-কে মসজিদে উপবিষ্ট দেখলাম, আমি অগ্রসর হয়ে তাঁর পাশে বসে পড়লাম। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, যায়দ ইবন সাবিত (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লিখে নেওয়ার জন্য পড়ে শুনাচ্ছিলেন : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ তিনি বললেন, তারপর তাঁর নিকট ইবন উম্মু মাকতুম (রা) আগমন করলেন, তখনও তিনি আমাকে লেখাচ্ছিলেন। তিনি (ইবন উম্মু মাকতুম) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি আমার জিহাদ করার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে আমিও জিহাদ করতাম। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ ব্যক্তি। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল -এর উপর (ওয়াহী) অবতীর্ণ করলেন, তখন তাঁর উরু ছিল আমার উরুর উপর, এমনকি আমার উরু ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো। এরপর তাঁর উপর হতে ওহীর প্রভাব কেটে গেল। আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : غَيْرُ أُولَى অপারগ ব্যক্তি ব্যতীত।

৩১.৩. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ أَتُتَوْنِي بِالْكَتِفِ وَاللُّوحِ فَكَتَبَ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَمَرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ خَلْفَهُ فَقَالَ هَلْ لِي رُخْصَةٌ فَنَزَلَتْ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ *

৩১০৩. নসর ইবন আলী (র) - - - - বারী (রা) হতে বর্ণিত, এরপর তিনি এমন একটি বাক্য বললেন, (রাবী বলেন,) যার অর্থ আমার নিকট হাড় (কলম) এবং তখতী আনয়ন কর। এরপর তিনি লিখলেন : لَا يَسْتَوِي অর্থাৎ 'মু'মিন, যারা বসে থাকে, তারা সমান নয়। আর তখন আমার ইবন উম্মু মাকতুম (রা) তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি বললেন : আমার জন্য কি অব্যাহতি রয়েছে ? তখন অবতীর্ণ হলেন : غَيْرُ أُولَى অর্থাৎ অপারগ ব্যক্তি ব্যতীত।

৩১.৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ
لَمَّا نَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَكَيْفَ فِيَّ وَأَنَا أَعْمَى قَالَ فَمَا بَرِحَ حَتَّى نَزَلَتْ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ *

৩১০৪. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ (র) - - - - বারী (রা) বলেন, যখন : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ এ আয়াত নাযিল হলো, তখন ইবন উম্মু মাকতুম আগমন করলেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি বললেন : ইয়া

রাসূলুল্লাহ্ ! আমার উপর কিভাবে (এই আয়াত) প্রযোজ্য হবে অথচ আমি অন্ধ ? বর্ণনাকারী বলেন : অল্পক্ষণ পরেই অবতীর্ণ হলেন : **غَيْرُ أَوْلَى الضَّرَرِ**

الرُّخْصَةُ فِي التَّخْلُفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَانِ

যার পিতামাতা জীবিত তার জন্য জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি

৩১.৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَىٰ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ففِيهِمَا فَجَاهِدْ *

৩১০৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ -এর খিদমতে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি ? সে ব্যক্তি বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি তাঁদের জন্য (সেবায় সব সময় রত থাকার) জিহাদ কর।

الرُّخْصَةُ فِي التَّخْلُفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَةٌ

যার মাতা জীবিত তার জন্য জিহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি

৩১.৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلْمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ سَتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمِهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا *

৩১০৬. আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্ন আবদুল হাকাম ওয়াব্বাক (র) - - - - মুআবিয়া ইব্ন জাহিমা সালামী (র) বলেন, আমার পিতা জাহিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ -এর খিদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। এখন আপনার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তিনি বললেন : তোমার মা আছেন কি ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাঁর খিদমতে লেগে থাক। কেননা, জান্নাত তাঁর দু'পায়ের নিচে।

فَضْلُ مَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদকারীর ফযীলত

৩১.৭. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ

قَالَ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ *

৩১০৭. কাসীর ইবন উবায়দ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কোন্ ব্যক্তি উত্তম ? তিনি বললেন : যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। সে ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তারপর কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন : সে মু'মিন ব্যক্তি, যে পর্বতের উপত্যকাসমূহের কোন উপত্যকায় বসবাস করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে লোকদের রক্ষা করে।

فَضْلٌ مَنْ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى قَدَمِهِ

যে পায়ে হেঁটে (পদব্রজে) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে-তার ফযীলত

৩১.৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ تَبُوكَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرُهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ إِنْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلًا عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنْ مِنْ شَرِّ النَّاسِ فَاجِرًا يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ لَا يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ *

৩১০৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সওয়ারীতে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ও অধম ব্যক্তির সংবাদ দেব না ? লোকের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি আমৃত্যু আল্লাহর রাস্তায় কাজ করে, ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে অথবা তার উটের পৃষ্ঠে থেকে অথবা পদব্রজে। আর নিকৃষ্ট পাপাচারী ব্যক্তি, যে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, কিন্তু পাপের কাজে কোন পরোয়া করে না।

৩১.৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا يَبْكِي أَحَدٌ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ حَتَّى يُرَدَّ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرِي مُسْلِمًا أَبَدًا *

৩১০৯. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করবে না ; যতক্ষণ না দুধ স্তনে পুনঃ প্রবেশ করবে। আর কখনও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একজন মু'মিনের নাকের ছিদ্রে একত্রিত হবে না।

৩১১০. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ نَارِ جَهَنَّمَ *

৩১১০. হান্নান ইবন সারি (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না দুধ স্তনে পুন: প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর রাস্তায় ধূলা এবং জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।

৩১১১. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ *

৩১১১. ইসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামে একত্রিত হবে না সে মুসলমান যে কোন কাফিরকে হত্যা করেছে, এরপর সঠিক ও সরল পথে দৃঢ় রয়েছে। আর কোন মু'মিনের পেটে আল্লাহর রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের (আগুনের) শিখা একত্রিত হবে না। আর (আল্লাহর) বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হবে না।

৩১১২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ الْجَلَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّعُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا *

৩১১২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির পেটে কখনো আল্লাহর রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের (আগুনের) ধোঁয়া একত্রিত হবে না। আর কখনো কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও কুপণতা একত্রিত হবে না।

৩১১৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْجَلَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي وَجْهِ رَجُلٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّعُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا *

৩১১৩. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন বান্দার চেহায়ায় আল্লাহর রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না। আর কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও কৃপণতা একত্রিত হবে না।

৩১১৪. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ الْجَلَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ وَلَا يَجْتَمِعُ الشَّعْ وَالْإِيمَانُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ *

৩১১৪. মুহাম্মাদ ইবন আমির (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের উদরে একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার উদরে (অন্তরে) একত্রিত হবে না।

৩১১৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ ابْنُ الْبَرْنَدِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْجَلَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الثَّيْبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرِي مُسْلِمٍ أَبَدًا *

৩১১৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রে একত্রিত হবে না।

৩১১৬. أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْجَلَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرِي مُسْلِمٍ وَلَا يَجْتَمِعُ الشَّعْ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ *

৩১১৬. শুআয়ব ইবন ইউসুফ (র) - - - - হুসায়ন ইবন লাজলাজ (র) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রে আল্লাহর রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না। আর কোন মুসলমানের অন্তরে (আল্লাহর প্রতি) ঈমান ও কৃপণতা একত্রিত হবে না।

৩১১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الْجَلَّاجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَا

يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غُبَارًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا يَجْمَعُ اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالشَّعْ جَمِيعًا *

৩১১৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - আবদুল আলা ইবন লাজলাজ (র) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন মুসলমানের উদরে আল্লাহর রাস্তার ধূলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত করবেন না এবং আল্লাহ তা'আলা কোন মুসলমানের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও কৃপণতাকে একত্রিত করবেন না।

ثَوَابُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আল্লাহর রাস্তায় যার দু'পা ধুলো-ধূসরিত হয় তার সওয়াব

৩১১৮. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ لِحَقْنَى عَبَايَةَ بْنُ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَبْشِرْ فَإِنْ خَطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّارِ *

৩১১৮. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - ইয়াযীদ ইবন আবু মারইয়াম (র) বলেন : 'আবায়া ইবন রাফি (র) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন, তখন আমি জুমু'আর সালাত আদায়ের জন্য যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার এই পদক্ষেপ হচ্ছে আল্লাহর পথে। আমি আবু আবস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির দুইপা আল্লাহর পথে ধূলি-ধূসরিত হয়, সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়।

ثَوَابُ عَيْنٍ سَهَرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় বিনিদ্র থাকে তার সওয়াব

৩১১৯. أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُعْمِيرٍ الرَّعِينِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ التَّجِيبِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رِيحَانَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حُرِّمَتْ عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهَرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ *

৩১১৯. ইসমত ইবন ফযল (র) - - - - আবু রায়হানা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় বিনিদ্র থাকে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করা হয়েছে।

فَضْلُ غَدْوَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বের হওয়ার ফযীলত

৩১২. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا *

৩১২০. আবদা ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় এক সকালে এবং এক বিকালে বের হওয়া পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম।

فَضْلُ الرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

আল্লাহর রাস্তায় এক বিকাল বের হওয়ার ফযীলত

৩১২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي شَرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكَ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعْتَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ *

৩১২১. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল বের হওয়া সেসব কিছু থেকে উত্তম, যার উপর সূর্য উদিত হয় অথবা অস্ত যায়।

৩১২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالتَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعُفَافَ وَالمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ *

৩১২২. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইয়াযীদ (র) তাঁর পিতা থেকে - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি এমন যে, যাদের প্রত্যেককে সাহায্য করা মহান মহিয়ান আল্লাহর উপর অর্পিত (তিনি দায়িত্বরূপে গ্রহণ করেছেন)। আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ, যে বিবাহকারী চারিত্রিক পবিত্রতা (হারাম থেকে আত্মরক্ষার) উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, যে মুকাতাব (বিশেষ পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি লাভের চুক্তিবদ্ধ) গোলাম কিতাবাতের (মুক্তি চুক্তির) অর্থ আদায় করার ইচ্ছা রাখে।

بَابُ الْغَزَاةِ وَفْدُ اللَّهِ تَعَالَى

পরিচ্ছেদ : যোদ্ধারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি

৩১২৩. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفْدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ الْغَارِيُّ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ *

৩১২৩. ঈসা ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর প্রতিনিধি তিন (শ্রেণীর) লোক : যোদ্ধা, হাজী এবং উমরা আদায়কারী।

بَابُ مَا تَكْفُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর জন্য আল্লাহ যে বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন

৩১২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَكْفُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصَدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَانَالٍ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ *

৩১২৪. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে— তাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং তাঁর কালিমা-ই তাওহীদের বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছু বের করেনি, মহান মহিয়ান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অথবা তার যে বাসস্থান হতে সে বের হয়েছিল— সওয়াব ও গনীমতের সম্পদসহ সেখানে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

৩১২৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ مِينَاءَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِأَيِّهَا كَانَ إِمَّا بِقَتْلِ أَوْ وَفَاةٍ أَوْ أَرَدَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَانَالٍ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ *

৩১২৫. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে, তাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কিছুই বের করেনি মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, আমি তাকে প্রবেশ করাব জান্নাতে এ দু'য়ের একটি দিয়ে তাকে শাহাদাত নসীব করে অথবা তার মৃত্যু দ্বারা; অথবা তাকে গনীমতের সম্পদ ও সওয়াবসহ ফিরিয়ে আনব তার সে বাসস্থানে, যেখান হতে সে বের হয়েছিল।

৩১২৬. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَقَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ *

৩১২৬. আমার ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর ইবন দীনার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, আর কে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তা আল্লাহ ভাল জানেন, তার উদাহরণ হলো সে রোযাদারের ন্যায়, যে রাত জেগে ইবাদত করে। আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের জন্য আল্লাহ তা'আলা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ হয়তো তাকে মৃত্যু দান করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা তাকে পুণ্য অথবা গনীমতের প্রাপ্ত সম্পদসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।

بَابُ ثَوَابِ السَّرِيَّةِ الَّتِي تُخَفِقُ

পরিচ্ছেদ : গনীমতের মাল হতে বঞ্চিত যোদ্ধাদের সাওয়াব

৩১২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ غَارِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلَاثُ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ *

৩১২৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে বাহিনী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, আর তারা গনীমত প্রাপ্ত হয়, তারা তাদের সাওয়াবের দুই-তৃতীয়াংশ (দুনিয়াতেই) নিয়ে নিল, আর তাদের এক-তৃতীয়াংশ সাওয়াব অবশিষ্ট রইল। আর যে বাহিনী গনীমত না পায়, তাদের বিনিময় পরিপূর্ণই (আখিরাতের জন্য) থাকে।

৩১২৮. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمَنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَإِنْ قَبِضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ *

৩১২৮. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, যা তিনি তাঁর মহান মহিয়ান রব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলেন : আমার যে বান্দা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়েছে; আমার জিন্মায় রইলো— আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো, যদি আমি তাকে ফিরিয়ে আনি, (তা হলে আমি তাকে ফিরিয়ে আনব) তার ছাওয়াব ও গনীমতের সম্পদসহ। আর যদি আমি তাকে তুলে নেই (মৃত্যু দেই), তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব এবং তার প্রতি রহমত করব।

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর উপমা

৩১২৯. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْفَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّائِعِ السَّاجِدِ *

৩১২৯. হুনাদ ইবন সারী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর উপমা— আর কে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, তা আল্লাহই ভাল জানেন— ঐ সিয়াম পালনকারীর ন্যায়, যে রাত জেগে ইবাদত করে, আল্লাহকে ভয় করে, রুকু করে এবং সিজদা করে।

مَا يَعْدِلُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য যা

৩১৩০. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ أَنَّ ذُكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادُ قَالَ لَا أَجِدُهُ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ تَدْخُلُ مَسْجِدًا فَتَقُومُ لَا تَفْتَرُ وَتَصُومُ لَا تَفْطِرُ قَالَ مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ *

৩১৩০. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : আমাকে এমন আমলের সন্ধান দিন— যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বললেন : আমি তো এমন আমল পাচ্ছি না, (আচ্ছা) যখন মুজাহিদ জিহাদে বের হয়, তখন তুমি কি কোন মসজিদে প্রবেশ করে এমন ইবাদত আরম্ভ করতে সক্ষম, যাতে একটুও বিরতি দেবে না? আর (লাগাতার) সাওম পালন করবে, যাতে কোন বিরতি দিবে না? লোকটি বললেন : এরাপ করতে কে সক্ষম হবে ?

৩১৩১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي مُرَاجٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৩১৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আবু যর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করলেন : কোন্ আমল সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং মহান মহিয়ান আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

۳۱۳۲. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جَعَّ مَبْرُورٌ *

৩১৩২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে প্রশ্ন করলো : কোন্ আমল সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : আল্লাহর উপর ঈমান আনা। সে বললেন : তারপর কোনটি ? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। সে বলল, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন : মাবরুর হজ্জ বা মাকবুল হজ্জ।

دَرَجَةُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা

۳۱۳۳. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ وَمَاهِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ *

৩১৩৩. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিন্তে মেনে নেয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, এতে আবু সাঈদ (রা) আশ্চর্যবোধ করলেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ (কথা)টি আমাকে আবার বলুন। তিনি তা করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অন্য একটি (আমল) আছে, তা দ্বারা জান্নাতে বান্দার মর্যাদা একশত গুণ বৃদ্ধি করা হয়, এর প্রতি দুটি মর্যাদা স্তরের দূরত্ব এমন — যেমন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব। তিনি বললেন : তা কি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

৩১৩৪. أَخْبَرَنَا هَرُونَ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُمْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَقِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ هَاجِرًا وَمَاتَ فِي مَوْلِدِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا بِهَا فَقَالَ إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْدَهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ وَلَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَةٍ وَلَوِدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتُلُ *

৩১৩৪. হারুন ইবন মুহাম্মাদ ইবন বাককার ইবন বিলাল (র) - - - - আবদারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সালাত কয়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী) সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা মহান মহিয়ান আল্লাহর জন্য 'অবধারিত'। সে হিজরত করুক অথবা তার নিজ আবাসে মৃত্যুবরণ করুক। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছিয়ে দেব না, যাতে তারা আনন্দিত হয়? তিনি বললেন : জান্নাতে একশত মর্যাদা-স্তর আছে, প্রতি দুটি স্তরের দূরত্ব যমীন ও আসমানের দূরত্বের সমান, আল্লাহ তা'আলা তা আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যদি মু'মিনদের উপর কষ্টদায়ক না হতো, আর আমি তাদের আরোহণের জন্য সওয়ারী ব্যবস্থা করতে অপারগ না হতাম, আর আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তাদের মনোকষ্ট না হতো, তবে আমি কোন যোদ্ধাদল হতেই পিছিয়ে থাকতাম না। আমার ইচ্ছা হয়— আমি (একবার) শহীদ হয়ে যাই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

مَالِمَنْ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ وَجَاهَدَ

যে মুসলমান হয়েছে, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে— তার সাওয়াব (ফযীলত)

৩১৩৫. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالََةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَنَا زَعِيمٌ وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بَبَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ وَبَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَبَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ وَبَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَبَبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرْفِ الْجَنَّةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدْعَ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ *

৩১৩৫. হারিস ইবন মিস্কীন (র) - - - - আমার ইবন মালিক জান্বী (রা) বলেন, তিনি ফাযালা ইবন উবায়দ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমি সে ব্যক্তির যামিন হলাম, যে আমার প্রতি মান ঈমান আনলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো এবং হিজরত করলো—এমন একটি ঘরের— যা জান্নাতের আংগিনায় (বহির্ভাগে) হবে, আর একটি ঘরের— যা জান্নাতের মধ্যভাগে। আর আমি যামিন হলাম ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর রাস্তায় এমন ঘরের— যা বেহেশতের বহির্ভাগে এবং একটি ঘরের— যা জান্নাতের মধ্যভাগে হবে এবং একটি ঘরের— যা জান্নাতের কক্ষসমূহের উপরিভাগে হবে। সে সেখানে কল্যাণের সন্ধান পায়, সেখান থেকে কল্যাণ সন্ধান করবে এবং মন্দ থেকে রক্ষার জন্য যেখানে ইচ্ছা পলায়ন করবে। সে যেখানে ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করুক, (জান্নাত তার জন্য অবধারিত)।

৩১৩৬. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرَقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ تَسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَأَبَاءَ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ تَهَاجِرُ وَتَدْعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطَّوْلِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تَجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتَقَاتِلُ فَتَقْتُلُ فَتُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ وَيُقَسِّمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ قَتَلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَّتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ *

৩১৩৬. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - সাব্রাতা ইবন আবু ফাকিহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : শয়তান আদম-সন্তানের রাস্তাসমূহে বসে থাকে। সে ইসলামের পথে বসে (বাধা সৃষ্টি করতে গিয়ে) বলে : তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে, আর তোমার ধর্ম ও তোমার বাপ দাদার ধর্ম এবং তোমার পিতার পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করবে ? কিন্তু আদম সন্তান তার কথা অমান্য করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর শয়তান তার হিজরতের রাস্তায় বসে বলে : তুমি হিজরত করবে, তোমার ভূমি ও আকাশ পরিত্যাগ করবে ? মুহাজির তো একটি লম্বা রশিতে আবদ্ধ ঘোড়ার ন্যায় (নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনে বাধ্য)। কিন্তু সে ব্যক্তি তার কথা অমান্য করে হিজরত করে। এরপর শয়তান তার জিহাদের রাস্তায় বসে এবং বলে : তুমি কি জিহাদ করবে ? এতো নিজকে এবং নিজের ধন সম্পদকে ধ্বংস করা। তুমি যুদ্ধ করে নিহত হবে, তোমার স্ত্রী অন্যের বিবাহে যাবে, তোমার সম্পদ ভাগ হবে। সে ব্যক্তি তাকে অমান্য করে জিহাদে গমন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে এরূপ করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মহান মহিয়ান আল্লাহর (ওয়াদা

অনুযায়ী জান্নাত তার) জন্য 'অবধারিত'। আর যে ব্যক্তি শহীদ হয়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর অবধারিত। যদি সে ডুবে যায়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর অবধারিত। আর যদি তার সওয়ারী তাকে ফেলে দিয়ে তার গর্দান ভেঙ্গে দেয় বা মেরে ফেলে, তখনও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর অবধারিত।

بَابُ فَضْلِ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া-জোড়া দান করে—তার ফযীলত

৩১২৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَوْدَى فِي الْجَنَّةِ يَاعْبُدُ اللَّهُ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعَى مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا عَلَى الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا مِنْ ضَرُورَةٍ هَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ *

৩১৩৭. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন ইবরাহীম (র) - - - ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া জোড়া দান করবে, জান্নাতে তাকে ডাকা হবে, হে আবদুল্লাহ ! (আল্লাহর বান্দা) এ (দরজাটি) অতি উত্তম! যে ব্যক্তি সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে সালাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে সাদাকা দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে সাদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে সাওম পালনকারী হবে, তাকে রাইয়ান (সাওমের দরজা) দিয়ে ডাকা হবে। আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যে ব্যক্তিকে একযোগে এ সকল দরজা (র কোন একটি) দিয়ে ডাকা হবে তার তো কোন সংকট নেই। তবে কোন ব্যক্তিকে কি এই সব দরজা দিয়ে ডাকা হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আর আমি আশা করি, তুমি তাদের মধ্যে হবে।

مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ فِي الْعُلْيَا

যে আল্লাহর কলিমাকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে

৩১২৮. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَرْثَةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ

اللَّهُ ﷻ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذَكَّرَ وَيُقَاتِلُ لِيَفْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتِلٌ لِيَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৩১৩৮. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আবু মুসা আশ'আরী (রা) বলেন : একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ -এর কাছে এসে বলল, এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে গনীমতের মাল লাভের জন্য, অন্যজন যুদ্ধ করে বাহাদুরী প্রকাশের জন্য; তাহলে এদের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় কে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহর কলিমা^১ সম্মুখ করার জন্য লড়াই করে, শুধু তাই আল্লাহর রাস্তায়।

مَنْ قَاتِلٌ لِيُقَالَ فُلَانٌ جَرِيءٌ

যে ব্যক্তি বীর উপাধি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে

৩১৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ قَاتِلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷻ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷻ يَقُولُ أَوَّلُ النَّاسِ يُقْضَى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ فُلَانٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَارِءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ أَفْهَمْ تُحِبُّ كَمَا أَرَدْتُ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنْ لِيُقَالَ إِنَّهُ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ *

৩১৩৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র) বলেন, লোক আবু হুরায়রা (রা) থেকে পৃথক হওয়ার পর সিরিয়ার (নাতিল নামক) এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে শায়খ! আপনি রাসূলুল্লাহ থেকে শুনেছেন, এমন একটি হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ -কে

বলতে শুনেছি : লোকের মধ্যে কিয়ামতের দিন প্রথম (দিকে) যাদের বিচার করা হবে, তারা হবে তিন শ্রেণীর লোক। প্রথমত : সে ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছে তাকে আনা হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নিআমতসমূহ স্বরণ করাবেন; যে তা স্বীকার করবে। তাকে বলবেন, এসব নিআমত ভোগ করে তুমি কি আমল করেছ? সে ব্যক্তি বলবে : আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে করে শহীদ হয়েছি। তিনি (আল্লাহ) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি যুদ্ধ করেছিলে এই জন্য, যেন বলা হয় অমুক ব্যক্তি বাহাদুর; তো বলা হয়েছে। তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, ফলে তাকে তার মুখের উপর (অধঃমুখে) হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর এক ব্যক্তি ইল্ম শিক্ষা করেছে এবং লোকদেরকে শিক্ষা দান করেছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আনা হবে, তাকে তাঁর নিআমতসমূহ স্বরণ করাবেন, সে তা স্বীকার করবে। তাকে বলা হবে : এর জন্য তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে : আমি 'ইল্ম শিক্ষা করেছি, অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছি, আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি ইল্ম শিক্ষা করেছিলে এজন্য যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। আর কুরআন পাঠ করেছিলে, যেন তোমাকে কারী বলা হয়; তা বলা হয়েছে। এরপর তার সম্বন্ধে আদেশ করা হবে, আর তাকে মুখের উপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর এক ব্যক্তি আল্লাহ যাকে (সম্পদ) প্রশস্ততা দান করা হয়েছিল এবং তাকে সর্বপ্রকার মাল দান করেছিলেন। তাকে আনা হবে। তাকে তার নিআমত সম্বন্ধে অবহিত করা হবে, সে তা স্বীকার করবে। তাকে বলা হবে : এর জন্য তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে : আমি তোমার পছন্দনীয় কোন রাস্তাই ছাড়িনি, তোমার সন্তুষ্টির জন্য যাতে ব্যয় করিনি। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি এজন্য ব্যয় করেছ, যাতে দাতা বলা হয়। তা বলা হয়েছে। তারপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, তাকে তার মুখ নিচের দিকে করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَنْوِرْ مِنْ غَزَاتِهِ إِلَّا عَقْلًا

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং সে (উটের) রশি ব্যতীত আর কিছুই নিয়্যত না করে

৩১৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ

بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ

غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَنْوِرْ إِلَّا عَقْلًا فَلَهُ مَانَوَى *

৩১৪০. আমরা ইবন আলী (র) - - - - ইয়াহইয়া ইবন ওয়ালাদ ইবন উবাদা ইবন সামিত (রা) তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করলো এবং (উটের) রশি (সামান্য গনীমত) ব্যতীত তার আর কিছুই নিয়্যত করল না; সে যা নিয়্যত করলো, তাই তার প্রাপ্য হবে।

৩১৪১. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ

جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَزَا

وَهُوَ لَا يَرِيدُ إِلَّا عَقْلًا فَلَهُ مَانَوَى *

৩১৪১. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইয়াহুইয়া ইবন ওয়ালীদ ইবন উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করলো এবং (উটের) রশি ছাড়া তার আর কিছুই নিয়াত করল না; সে যা নিয়াত করলো, তাই তার প্রাপ্য হবে।

مَنْ غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذَّكْرَ

যে ব্যক্তি সাওয়াব ও সুনামের জন্য যুদ্ধ করে

৩১৪২. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ هِلَالٍ الْحِمَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفِصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَارٍ عَنْ شَدَّادِ أَبِي عَمَارٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذَّكْرَ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَشْيَاءُ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَشْيَاءُ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتَغَى بِهِ وَجْهَهُ *

৩১৪২. ঈসা ইবন হিলাল হিমসী (র) - - - - আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন : ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি সাওয়াব এবং সুনামের জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কি রয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার জন্য কিছুই নেই। সে ব্যক্তি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (একটি কথাই) বললেন : তার জন্য কিছুই নেই। তারপর তিনি ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য কৃত খাঁটি (একনিষ্ঠ) আমল ব্যতীত, যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না হয়, আর কিছুই কবুল করেন না।

ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةَ

যে ব্যক্তি উটের দুধ দোহন করার দুই টানের মধ্যবর্তী অবকাশের সময় পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে

৩১৪৩. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا أُنْبَأَنَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزًّا وَجَلًّا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نَكِبَ نَكْبَةً فَاتَّيَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّ غَزَرَ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا كَالزُّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشَّهَدَاءِ *

৩১৪৩. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - মালিক ইবন ইউখামির (র) বলেন, মু'আয ইবন জাবাল (রা) তাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলতে শুনেছেন, যে মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় উটনীর দুধ দোহনের দুইবারের মধ্যবর্তী (স্বল্প) সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ স্বল্প সময়ের জন্য) জিহাদ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর তা'আলার নিকট নিজেই শাহাদাত কামনা করে কায়মনোবাক্যে, তারপর মৃত্যুবরণ করে অথবা শহীদ হয়, তার জন্য রয়েছে শহীদের সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কে কোন রূপ আহত হয় অথবা সামান্য রক্তাক্ত হয় তা (সে ক্ষত) কিয়ামতের দিন প্রচুর রক্তাক্তরূপে উদ্ভিত হবে। তার বর্ণ হবে যা ফরানের ন্যায় এবং সুঘ্রাণ হবে মিশকের ন্যায় এবং যে আল্লাহর রাস্তায় আহত হবে তার উপর শহীদের 'মোহর' থাকবে।

ثَوَابُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করে তার সাওয়াব

৩১৪৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السُّفْطِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو بْنِ عَبْسَةَ يَا عَمْرُو حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ كَانَ لَهُ كَعِثْقِ رَقَبَةٍ وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ لَهُ فِدَاءُهُ مِنَ النَّارِ غُضُوًّا بِغُضُوٍّ *

৩১৪৪. আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর (র) - - - শুরাহবীল ইবন সিমত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইবন আবাসা (রা)-কে বললেন : হে আমর ! আমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদ করতে করতে) বৃদ্ধ হবে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য একটি নূর হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে, তা শত্রু পর্যন্ত পৌছুক বা না পৌছুক তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার ন্যায় (সওয়াব লিখিত) হবে। আর যে ব্যক্তি একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করবে, তা তার জন্য জাহান্নাম হতে পবিত্রাণের কারণ হবে, এক এক অঙ্গের পরিবর্তে এক একটি অঙ্গ।

৩১৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْفَرِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نُجَيْعٍ السَّلْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَبَلَّغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ *

৩১৪৫. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - আবু নুজাইহ সালামী^১ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (কাফিরদের দিকে) একটি তীর পৌছে দিল। এটি তার জন্য জান্নাতে একটি মর্যাদা স্তর (লাভের কারণ) হবে। (অতএব) আমি সেদিন ষোলটি তীর (শত্রু শিবিরে) পৌছে দেই। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আরও বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর ছুঁড়বে, তা হবে একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য।

৩১৪৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ قَالَ لِكُغْبِ بْنِ مُرَّةَ يَا كُغْبُ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعُدُوَّ بِسَهْمِ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النُّحَّامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةٍ أَمْكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةٌ عَامٍ *

৩১৪৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - শুরাহবীল ইবন সিমত (র) থেকে বর্ণিত, তিনি কা'ব ইবন মুররাহ (রা)-কে বললেন : হে কা'ব! রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করুন এবং সাবধানতা অবলম্বন করুন। তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মুসলিম অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বৃদ্ধ হয়েছে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর হবে। তাঁকে আবার বলা হলো : রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করুন এবং সাবধানতা অবলম্বন করুন। তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তোমারা তীর নিক্ষেপ করবে। যে ব্যক্তি শত্রুর প্রতি একটি তীর পৌছাবে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা স্তর বর্ধিত করবেন। ইবন নাহ্‌হাম (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! মর্যাদা কি? তিনি বললেন : তা তোমার মায়ের ঘরের চৌকাঠ নয়। ইহা এমন দুটি স্তর যে, যার মধ্যে পার্থক্য হবে এক শত বছরের।

৩১৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيهِ نِسْيَانٌ وَلَا تَنْقُصُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَبَّغَ الْعُدُوَّ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ كَانَ لَهُ كَعْدِلٍ رَقَبَةٍ وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَ فِدَاءً كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوٌ مِنْهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৩১৪৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - শুরাহবীল ইবন সিমত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আমার ইবন আবাসা! আমাদের নিকট এমন হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে

শ্রবণ করেছেন, যাতে ভুল ভ্রান্তি ও ঘাটতি না হয়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে শত্রুর প্রতি, এতে সে ভুল করলো কিংবা সঠিকভাবে পৌঁছালো, এটি তার জন্য একটি ক্রীতদাস আযাদ করার সমতুল্য হবে। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমান কৃতদাস আযাদ করবে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গ এর প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্তে জাহান্নামের আগুন হতে পরিত্রাণ পাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বার্ষিকো উপনীত হবে, কিয়ামতের দিন এ তা হবে তার জন্য নূর।

৩১৪৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْأَسْوَدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدْخُلُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَمُنْبَلِّهُ *

৩১৪৮. আমার ইবন উসমান ইবন সাঈদ (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের উসিলায় তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এর প্রস্তুতকারক, যে তা প্রস্তুতকালে উত্তম নিয়্যাত রাখবে। যে তা নিক্ষেপ করবে এবং যে তা কাউকে তুলে দেবে (নিক্ষেপ করতে দেবে)।

بَابُ مَنْ كَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

পরিচ্ছেদ : মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় যারা আহত হয়

৩১৪৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتْعَبُ دَمًا لَوْنُ لَوْنٍ دَمٍ وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ *

৩১৪৯. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যখম হবে, আর আল্লাহই ভাল জানেন, কে তাঁর রাস্তায় যখম হয়েছে ; সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষত রক্ত ঝরাতে থাকবে, এর বর্ণ হবে রক্তের, আর গন্ধ হবে কস্তুরীর।

৩১৫০. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَلَوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلِمٌ يَكْلَمُ فِي اللَّهِ إِلَّا أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ *

৩১৫০. হানাদ ইবন সারি (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন ছা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাদেরকে (শহীদদেরকে) তাদের রক্তসহ চাদরাবৃত কর। কেননা কেউ আল্লাহর রাস্তায় যখম হলে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার ক্ষত হতে রক্ত নির্গত হতে থাকবে। যার বর্ণ হবে রক্তের, কিন্তু সুগন্ধী হবে কস্তুরীর।

مَا يَقُولُ مَنْ يَطْعَنُ الْعَدُوَّ

শত্রু যাকে আঘাত করে, সে কি বলবে

৩১০১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سُوَادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَكَانَ النَّاسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ فَأَذْرَكَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَنْتَ فَقَاتِلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ التَفَتَ فَإِذَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ كَمَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ فَقَاتِلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتَّى يُقْتَلَ حَتَّى بَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا فَقَاتِلَ قِتَالَ الْوَاحِدِ عَشَرَ حَتَّى ضُرِبَتْ يَدُهُ فَقَطَعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ لَرَفَعْتُكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ *

৩১৫১. আমর ইবন সাওয়াদ (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যখন কিছু লোক পালিয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিকে বারজন আনসারের মধ্যে (বেষ্টিত) ছিলেন, তাদের মধ্যে তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)-ও ছিলেন। মুশরিকরা তাদেরকে নাগালে পেয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে বললেন : এদের জন্য কে আছে ? তালহা (রা) বললেন : আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি যথাবস্থায় থাক।^১ তখনই একজন আনসারী ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। তিনি বললেন : হ্যাঁ তুমি। এ ব্যক্তি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। আবার (তিনি লক্ষ্য করলেন, এবং দেখতে পেলেন যে, মুশরিকরা আক্রমণ করছে,) তিনি বললেন : এদের জন্য কে আছে ? এবারও তালহা (রা) বললেন : আমি। তিনি বললেন : তুমি পূর্বে মতই থাক। তখন এক আনসারী ব্যক্তি বললেন : আমি (আছি)। তিনি বললেন : হ্যাঁ তুমি। এ ব্যক্তিও যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। এরপর তিনি এভাবে বলছিলেন এবং আনসারীদের এক একজন তাদের দিকে বের হয়ে তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির ন্যায় যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) অবশিষ্ট থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এদের জন্য কে আছে ? তালহা (রা) বললেন : আমি (আছি)। তালহা (রা) এগারজনের যুদ্ধ একাই করলেন। পরিশেষে তাঁর হাত আহত হলো এবং হাতের আঙ্গুল কতিত হলো। এতে তিনি 'উহু' শব্দের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ

১. তুমি আগে যেমন ছিলে এখনও সেরূপ থাক। এর অর্থ তুমি এখনও বীরের ন্যায় থাক, ওদের সাথে তুমি এখন যুদ্ধ করো না, পরে দেখা যাবে। - অনুবাদক

বললেন : যদি তুমি বলতে 'বিসমিল্লাহ', তা হলে তোমাকে ফেরেশতাগণ উপরে উঠিয়ে নিতেন, আর লোকেরা তা দেখতে পেত। এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ফিরিয়ে দিলেন।

بَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ

পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভুলবশত নিজের তলোয়ারের আঘাতে শহীদ হলে

৩১৫২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَرْتَجِزَ بِكَ فَآذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْلَمَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ *

وَاللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقْتَ

فَأَنْزَلَنَّا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنَّ لَاقِيَنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجْزِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ هَذَا قُلْتُ أَخِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنْ نَاسًا لِيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ لِسَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ قُلْتُ إِنْ نَاسًا لِيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَأَشَارَ بِأَصْبَعِيهِ *

৩১৫২. আমার ইবন সাওওয়াদ (র) - - - - - সালামা ইবন আকওয়া (রা) বলেন, খায়বর যুদ্ধে আমার ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে (নেতৃত্বে) ভীষণ যুদ্ধ করেন। তাঁর তরবারি তাঁর উপর আপতিত হলে তিনি শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবিগণ (রা) এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে লাগলেন এবং তার (শাহাদাত) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, তিনি এমন এক ব্যক্তি, যার মৃত্যু হয়েছে তার নিজের অস্ত্রে।

সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর হতে প্রত্যাবর্তন করার সময় আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সামনে কবিতা (বিশেষ ধরনের হন্দ) আবৃত্তি করার অনুমতি আমাকে দিবেন কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। তখন উমর ইবন খাত্তাব (রা) বললেন, তুমি কি বলবে বুঝে শুনে বলবে। আমি বললাম :

وَاللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا .

অর্থঃ আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি আমাদের হিদায়াত না করতেন, তাহলে না আমরা হিদায়াত পেতাম, আমরা সাদাকা করতাম না, আর আমরা সালাত আদায় করতাম না। (এপর্যন্ত বলতেই) রাসূলুল্লাহ বললেন : “তুমি সত্যই বলেছ।”

فَأَنْزَلْنٰ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَّاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا .

অর্থ : আপনি আমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন, আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের অটল রাখুন। মুশরিকরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে।

আমার কবিতা পাঠ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা কে বলেছে? আমি বললাম : আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তাকে রহম করুন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোক তার উপর জানাযার নামায পড়তে ভয় পায়। তারা বলে : এ ব্যক্তি নিজের অস্ত্রে মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে (পুণ্যের পথে) অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে (আল্লাহর শত্রুদের মুকাবিলায়) জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়েছে।

ইবন শিহাব (র) বলেন, তারপর আমি সালামা ইবন আকওয়ার এক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তার পিতা হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। উপরন্তু তিনি বললেন, যখন আমি বললাম, লোক তার উপর নামায পড়তে দ্বিধাবোধ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তারা সঠিক বলেছে। সে মুজাহিদের ন্যায় যুদ্ধ করেছে, তার জন্য দুইগুণ সাওয়াব রয়েছে। (এ সময়) তিনি তাঁর দু’টি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন।

بَابُ تَمَنَّى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

পরিশ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা

৩১০২. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ذُكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَكِنْ لَا يَجِدُونَ حَمُولَةً وَلَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشَقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثَلَاثًا *

৩১৫৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য না হতো, তাহলে আমি কোন যুদ্ধে গমন হতে অনুপস্থিত থাকতাম না। তারা কোন বাহন পায় না, আর আমিও তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে পারি না। আর যদি আমার সঙ্গে যাওয়া হতে অনুপস্থিত থাকা তাদের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমার বাসনা হয় যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় শহীদ হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় শহীদ হই। (তিনি) তিনবার (এরূপ বললেন)।

৩১৫৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ بِأَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتُلُ *

৩১৫৪. আমার ইবন উসমান ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : সে সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি মু'মিনদের মধ্যে এমন লোক না হতো, যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধে গমন হতে অনুপস্থিত থাকতে চায় না, আর আমি তাদের জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থাও করতে পারি না, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা হতে আমি অনুপস্থিত থাকতাম না। সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমার ইচ্ছা হয়— আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

৩১৫৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنْ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمِيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَنْ أَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ *

৩১৫৫. আমার ইবন উসমান (র) - - - ইবন আবু আমীরাতা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে আল্লাহ মৃত্যুদান করেছেন, আর সে পুনরায় তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এবং তা ভালবাসে, তবে শহীদ ব্যক্তি তার জন্য পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ সব কিছুই দেয়া হবে। ইবন আবু আমীরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শহরবাসী এবং গ্রামবাসী (অর্থাৎ পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত যা আছে সব কিছু) আমার জন্য হোক, তা হতে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ثَوَابٌ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার সাওয়াব

৩১৫৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ أَحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ *

৩১৫৬. মুহাম্মাদ ইবন মানসুর (র) - - - - আমর (রা) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, উহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললো : আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমি কোথায় থামব ? তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন : জান্নাতে। তারপর সে ব্যক্তি তার হাতের খেজুর ফেলে দিয়ে যুদ্ধে যোগদান করলো এবং শহীদ হয়ে গেল।

مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যুদ্ধে যোগদান

৩১৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيْكُفِّرَ اللَّهُ عَنِّي سَيِّئَاتِي قَالَ نَعَمْ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً قَالَ آيُنَ السَّائِلُ أَنْفًا فَقَالَ الرَّجُلُ هَا أَنَا ذَا قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيْكُفِّرَ اللَّهُ عَنِّي سَيِّئَاتِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ سَأَرْنِي بِهِ جِبْرِيلُ أَنْفًا *

৩১৫৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসরের উপবেশন করে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললেন : আমি যদি ধৈর্যশীল হয়ে সওয়াবের নিয়তে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইও, পিছপা না হইও যে যুদ্ধ করে, তাহলে কি আল্লাহ তা'আলা আমার সব পাপ মার্জনা করবেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তারপর তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন, পরে বললেন : এ ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায় ? লোকটি বললেন : এই যে, আমি এখানে। তিনি বললেন : তুমি কি বলেছিলে ? সে বললেন : আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্যসহকারে সাওয়াবের নিয়তে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করি, পিছু না হটি — তাহলে কি আমার পাপসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, ঋণ ব্যতীত। এইমাত্র জিবরাঈল (আ) আমাকে আমার কানে কানে তা বলে গেলেন।

৩১৫৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيْكُفِّرَ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمْرِيهِ فَنُودِيَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ *

৩১৫৮. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অবহিত করুন, আমি যদি ধৈর্যের সাথে সওয়াবের নিয়্যতে সামনে অগ্রসর হয়ে, পিছু না হটে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, তাহলে কি আল্লাহ আমার সব পাপ ক্ষমা করে দিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। যখন সে ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন অথবা ডাকতে বললেন। তাকে ডাকা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি রূপে বললে? লোকটি তার বক্তব্য তাঁর নিকট পুনরায় ব্যক্ত করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, তবে ঋণ ব্যতীত; জিবরাঈল (আ) আমাকে এরূপ বললেন।

৩১৫৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْكَفَرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ *

৩১৫৯. কুতায়বা (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান সর্বোত্তম আমল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অবহিত করুন, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, তাহলে কি আল্লাহ তা'আলা আমার সব পাপ মার্জনা করবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। যদি তুমি ধৈর্যসহকারে সওয়াবের আশায় সামনে অগ্রসর হয়ে পিছু না হটে যুদ্ধ কর, তবে ঋণ ব্যতীত। জিবরাঈল (আ) আমাকে এরূপ বললেন।

৩১৬০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ حَتَّى أَقْتَلَ أَيْكَفَرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ دَيْنٌ *

৩১৬০. আবদুল জব্বার ইবন আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা তাঁর পিতা কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি আমার এ তলোয়ার দিয়ে ধৈর্যসহকারে সওয়াবের নিয়্যতে সামনে অগ্রসর হয়ে পিছু না হটে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই; তাহলে কি আমার পাপসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। লোকটি চলে যেতে লাগলে তাকে ডেকে বললেন : ইনি হলেন জিব্রীল, তিনি (এসে) বলছেন— তোমার উপর ঋণ থাকলে তা ব্যতীত।

مَا يَتَمَنَّى فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহর রাস্তায় যা কামনা করা হবে

৩১৬১. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سَمِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَلَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَلَهَا الدُّنْيَا إِلَّا الْقَتِيلَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى *

৩১৬১. হারুন ইবন মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) - - - - কাসীর ইবন মুররা (র) বলেন, উবাদা ইবন সামিত (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই, মৃত্যুবরণ করার পর তার জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও, তার জন্য পৃথিবীস্থ সব কিছু তাকে দেয়া হবে এ অবস্থা সত্ত্বেও সে তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করবে—শহীদ ব্যতীত। কেননা, সে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় শহীদ হতে পছন্দ করবে।

مَا يَتَمَنَّى أَهْلُ الْجَنَّةِ

জান্নাতিগণ যা কামনা করবেন

৩১৬২. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ خَيْرٌ مَنْزِلٍ فَيَقُولُ سَلْ وَتَمَنَّ فَيَقُولُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ *

৩১৬২. আবু বকর ইবন নাফি' (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতিদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে আনা হবে। মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলবেন : হে আদম সন্তান ! তোমার বাসস্থান কেমন পেলো ? সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক ! সর্বোত্তম স্থান। তিনি বলবেন : আরও কিছু চাও এবং আকাঙ্ক্ষা কর। তখন সে ব্যক্তি বলবে : হে আল্লাহ ! আমি চাই, আপনি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমি আপনার রাস্তায় দশবার শহীদ হই। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পেয়েছে।

مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْأَلَمِ

শহীদ কী যাতনা অনুভব করে

৩১৬৩. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ

النَّقْعَاءِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ مَسَّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ الْقَرَصَةَ يُقْرِصُهَا *

৩১৬৩. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শহীদ ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট তোমাদের কেউ পিপীলিকার কামড়ের (অথবা চিমটি কাটার) কষ্টের চাইতে বেশি অনুভব করবে না।

مَسْأَلَةُ الشَّهَادَةِ

শাহাদাত প্রসংগ

٣١٦٤. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ بْنَ حَنِيفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ *

৩১৬৪. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - সাহল ইব্ন আবু উমামা ইব্ন সাহল ইব্ন হানীফ (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাস্তুরণে শাহাদাত কামনা করবে, সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন।

٣١٦٥. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَهُوَ شَهِيدٌ الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْفَرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالنَّفْسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ *

৩১৬৫. ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - উক্বা ইব্ন আমির (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পাঁচ প্রকারের যে কোন এক প্রকারে মৃত্যুবরণ করবে — সে শহীদ : আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তি (নদী ইত্যাদিতে) ডুবে মরে — সে শহীদ, যে আল্লাহর রাস্তায় পেটের পীড়ায় মরে — সে শহীদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় প্রেগ বা তাউন রোগে মারা যায় — সে শহীদ, আর যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সময় আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে — সেও শহীদ।

٣١٦٦. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنِ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفُّونَ عَلَى

فُرُشِهِمْ إِلَى رَبَّنَا فِي الَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونَ فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مَتْنَا فَيَقُولُ رَبَّنَا انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحَهُمْ جِرَاحَ الْمُقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ *

৩১৬৬. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - ইরবায় ইব্ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শহীদগণ এবং যারা বিছানায় (স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করেছে, তারা আমাদের রবের নিকট বাদানুবাদ করবে—‘তাউন’ (প্লেগ) রোগে মারা গেছে তার সম্বন্ধে। শহীদগণ বলবেন : আমাদের এ ভাইয়েরা নিহত হয়েছেন, যেভাবে আমরা নিহত হয়েছি। আর বিছানায় মৃত্যুবরণকারিগণ বলবেন : আমাদের এ ভাইয়েরা তাদের বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছে, যেমন আমরা মৃত্যুবরণ করেছি (শহীদ হয়েছি)। তখন আমাদের রব বলবেন : তাদের যখমের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তাদের যখম শহীদদের ক্ষতের সদৃশ হয়, তাহলে তারা তাদের মধ্যে হবে এবং তাদের সাথে থাকবে, তখন দেখা যাবে তাদের ক্ষত শহীদের ক্ষতের সদৃশ।

اجْتِمَاعُ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ

আল্লাহর রাস্তায় হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির জান্নাতে একত্রিত হওয়া

২১৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى لِيَضْحَكَ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ *

৩১৬৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ তা‘আলা দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে আশ্চর্যবোধ করবেন, তাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করবে। অন্য সময় তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা সন্তুষ্ট প্রকাশ করবেন ঐ দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে, যাদের একজন তার সাথীকে হত্যা করবে, এরপর তারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

تَفْسِيرُ ذَلِكَ

(হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির জান্নাতে একত্রিত হওয়া) এর ব্যাখ্যা

২১৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهِدُ *

৩১৬৮. মুহাম্মাদ ইবন সালামা এবং ইবন হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা দুই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন, তাদের একে অন্যকে হত্যা করে— আর উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। একজন (তো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে) শহীদ হয়, এরপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেন, তারপর সেও জিহাদ করে এবং শহীদ হয়।

فَضْلُ الرِّبَاطِ

রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়ার ফযীলত

৩১৬৭. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجِرِيَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ وَأُجِرِيَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ وَأَمِنَ مِنَ الْفِتَنِ *

৩১৬৯. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - সালমানুল খায়র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন ও একরাত সীমান্ত পাহারায় কাটায়। তার জন্য এক মাস রোযা রাখার ও (রাত জেগে) ইবাদাতের সাওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি পাহারার কাজে নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার জন্যও অনুরূপ সাওয়াব বরাদ্দ হবে। আর তাকে (জান্নাত হতে) রিযিক বরাদ্দ দেয়া হবে, আর সে সমস্ত ফিতনা (বিপদ ও সমস্যা) হতে রক্ষিত থাকবে।

৩১৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً كَانَتْ لَهُ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُ وَأَمِنَ الْفِتَانَ وَأُجِرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ *

৩১৭০. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন এবং এক রাত সীমান্ত পাহারায় রত থাকে তার জন্য এক মাস সাওম পালন করে ও (রাত জেগে) ইবাদতের সাওয়াব রয়েছে। সে ইন্তিকাল করলেও তার সে আমল জারি থাকবে, যা সে করত আর সে সকল ফিতনা হতে রক্ষিত থাকবে, আর তাকে তার রিযিক বরাদ্দ করা হবে।

৩১৭১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيَمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ *

৩১৭১. আমার ইব্ন মানসূর (র) - - - - যাহরা ইব্ন মা'বাদ (র) বলেন, উসমান (রা)-এর মাওলানা (আযাদকৃত গোলাম) আবু সালিহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি ; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর রাস্তায় একদিনের সীমান্ত পাহারায় রত থাকা অন্যান্য স্থানের হাজার দিন হতে উত্তম।

فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْرِ

সমুদ্রে (নৌ বাহিনীর) জিহাদের ফযীলত

٣١٧٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قِبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ تَحْتَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَقْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى غَزَاةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكٌ عَلَى الْأَسِيرَةِ أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ شَكَ إِسْحَقُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ وَقَالَ الْحَارِثُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا يَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى غَزَاةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُلُوكٌ عَلَى الْأَسِيرَةِ أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبْتَ الْبَحْرَ فِي زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجْتَ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكْتَ *

৩১৭২. মুহাম্মাদ ইব্ন সালমা এবং হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুবায়ে গমন করতেন, তখন তিনি উম্মু হারাম বিন্ত মিলহান (রা)-এর নিকট যেতেন। তিনি তাঁকে আহার করাতেন। আর উম্মু হারাম বিন্ত মিলহান ছিলেন উবাদা ইব্ন সামিতের স্ত্রী। একবার তিনি তাঁর বাড়িতে গেলে উম্মু হারাম তাঁকে আহার করালেন এবং বসে তাঁর মাথা বানিয়ে দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রাগ্ন হলেন। এরপর তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। উম্মু হারাম বলেন, আমি তাঁকে বললাম :

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসার কারণ কি? তিনি বললেন : আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আমাকে দেখান হলো তা তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য অথৈ সাগরে (নৌযানে) আরোহণ করবে তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ। রাবী ইসহাক (র) বলেন, অথবা তিনি বলেছেন : তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহদের ন্যায়। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দু'আ করে আবার নিদ্রা গেলেন।

হারিস (র) বলেন, নিদ্রা যাওয়ার পর তিনি আবার হাসতে হাসতে জাগলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসার কারণ কি? তিনি বললেন : আমার উম্মতের কিছু লোককে আমাকে দেখান হলো, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে : যেমন সিংহাসনের উপর বাদশাহ অথবা সিংহাসনে আসীন বাদশাহর মত, যেভাবে প্রথমবার বলেছিলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এদের মধ্যে शामिल করেন। তিনি বললেন : না, তুমি প্রথম দলে থাকবে। উম্মু হারাম মুআবিয়া (রা)-এর শাসনকালে (ইরাকের শাসনকর্তা রূপে) (ইস্তাখ্বল অভিযানে) সাগরে (নৌযানে) আরোহণ করেছিলেন, এরপর সমুদ্র হতে ফিরে আসার পর তিনি তার সওয়ারীর উপর হতে পড়ে গিয়ে শহীদ হন।

৩১৭৩. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَابِي وَأُمِّي مَا أَضْحَكَكَ قَالَ رَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمَلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ قُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَإِنَّكَ مِنْهُمْ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ يَعْْنِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ قُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَرَكِبَ الْبَحْرَ وَرَكِبَتْ مَعَهُ فَلَمَّا خَرَجَتْ قُدِّمَتْ لَهَا بِغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَ عَثَا فَانْدَقَتْ عَنْقَهَا *

৩১৭৩. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - উম্মু হারাম বিন্ত মিল্হান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে খাওয়া দাওয়ার পর শয়ন (কায়লুলা) করলেন, এরপর হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনার হাসার কারণ কি? তিনি বললেন : আমি আমার উম্মতের একদল লোককে দেখলাম, সাগরের বুকে আরোহণ (নৌ অভিযান) করেছে, তারা সিংহাসনের উপর বাদশাহদের ন্যায়। আমি বললাম : আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন : তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। এরপর তিনি নিদ্রা গেলেন এবং হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এবং তিনি আগের মত বললেন। আমি বললাম আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের মধ্যে शामिल করেন। তিনি বললেন : তুমি প্রথম দলভুক্ত থাকবে। উবাদা ইবন সামিত (রা) তাকে বিবাহ করলেন। এরপর তিনি সাগরে আরোহণ করে নৌ অভিযান করলেন। তাঁর সাথে ইনি (তাঁর স্ত্রী)ও সাগরে (নৌযানে) আরোহণ করলেন। যখন সমুদ্র হতে ফিরে এলে তাঁর জন্য একটি খচ্চর আনা হলো, তিনি তাতে আরোহণ করলেন ; খচ্চর তাঁকে আছড়ে ফেলে দিলে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে যায়, ফলে তিনি মারা যান।

غَزْوَةُ الْهِنْدِ

হিন্দুস্থানে অভিযান

৩১৭৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ وَأَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ جَبْرِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أَنْفَقَ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي فَإِنْ أَقْتُلْتُ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرَجِعُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ *

৩১৭৪. আহমাদ ইবন উসমান ইবন হাকিম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্থানের জিহাদের (ভারত অভিযানের) ওয়াদা দিয়েছিলেন। যদি আমি তা (ঐ যুদ্ধের সুযোগ) পাই, তা হলে আমি তাতে আমার জান-মাল ব্যয় করব। আর যদি আমি তাতে নিহত হই, তা হলে আমি শহীদের মধ্যে উত্তম সাব্যস্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তা হলে আমি হবো আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত আবু হুরায়রা।

৩১৭৫. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ أَبُو الْحَكَمِ عَنْ جَبْرِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أَنْفَقَ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ *

৩১৭৫. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্থানের জিহাদের ওয়াদা দিয়েছেন। আমি তা পেলে তাতে আমার জান মাল উৎসর্গ করব। আর যদি আমি নিহত হই, তবে মর্যাদাবান শহীদ বলে গণ্য হব, আর যদি ফিরে আসি, তা হলে আমি হব আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত আবু হুরায়রা।

৩১৭৬. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَخْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ عَصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعَصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ *

৩১৭৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রহীম (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোলাম ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মতের দুটি দল, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন। একদল যারা হিন্দুস্থানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইবন মারিয়াম (আ)-এর সঙ্গে থাকবে।

غَزْوَةُ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

তুরস্ক ও হাবশার যুদ্ধ

৩১৭৭. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي سَكِينَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُحَرَّرِينَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ عَرَضَتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَنْدَقِ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَتَنَدَّرَ الثَّلَثُ الْحَجَرِ وَسَلَمَانَ الْفَارِسِيِّ قَائِمٍ يَنْظُرُ فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَرْقَةٌ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَتَنَدَّرَ الثَّلَاثُ الْأُخْرَى فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ فَرَأَاهَا سَلَمَانُ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَتَنَدَّرَ الثَّلَاثُ الْبَاقِي وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ قَالَ سَلَمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَكَ حِينَ ضَرَبْتَ مَا تَضْرِبُ ضَرْبَةَ الْإِكَانَتِ مَعَهَا بَرْقَةٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا سَلَمَانُ رَأَيْتَ ذَلِكَ فَقَالَ إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْأُولَى رُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ كِسْرَى وَمَا حَوْلَهَا وَمَدَائِنُ كَثِيرَةٌ حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنِي قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيَغْنَمْنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ قَيْصَرٍ وَمَا حَوْلَهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيَغْنَمْنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ دَعُوا الْحَبَشَةَ مَاوَدَعُوكُمْ وَأَتْرَكُوا التُّرُكَ مَا تَرَكُوهُمْ *

৩১৭৭. ঈসা ইবন ইউনুস (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিখা খননের আদেশ করলেন, তখন একটি কঠিন বড় প্রস্তরখণ্ড দেখা গেল, যা খনন কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলচা (কোদাল জাতীয় যন্ত্র বিশেষ) নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং তাঁর চাদর পরিখার পাশে রাখলেন, তিনি বললেন :

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *

অর্থ : সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রবের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য(সিদ্ধান্ত) সমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬ : ১১৫)।

তাতে ঐ প্রস্তর খণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ (ভেংগে) পড়ে গেল। আর সালমান ফারসী সেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি দেখলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বেলচা মারার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিদ্যুৎ চমকিত হলো। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন এবং বললেন :

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *

তাতে আর এক-তৃতীয়াংশ (ভেংগে) পড়ে গেল এবং একটি বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। সালমান ফারসী (রা) তাও দেখতে পেলেন। তারপর তিনি তৃতীয়বার তাতে আঘাত করলেন এবং বললেন :

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *

এতে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ (ভেংগে) পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (পরিখা থেকে)বের হয়ে আসলেন, এবং তাঁর চাদরখানা নিয়ে বসে পড়লেন। সালমান ফারসী (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যখন আঘাত করছিলেন, আমি লক্ষ্য করছিলাম, দেখলাম আপনি যখনই তাতে আঘাত করছিলেন, তা হতে বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে সালমান! আমিও তা দেখেছি। সালমান (রা) বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। তিনি বললেন : আমি যখন প্রথমবার আঘাত করেছিলাম, তখন(পারস্যের) কিস্রার শহরসমূহ এবং এর আশপাশের স্থানসমূহ এবং আরো বহু শহর আমার সামনে প্রকাশিত হলো। আমি তা আমার দু'চোখে দর্শন করেছি। উপস্থিত সাহাবীবৃন্দ আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের এ সকল শহরের বিজয় দান করেন এবং তাদের আবাসকে আমাদের গণীমত করে দেন, আর আমাদের হাতে তাদের দেশ বিধ্বস্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য দু'আ করলেন। তিনি বললেন : এরপর আমি দ্বিতীয়বার আঘাত করলাম। তাতে (রোম-সম্রাট কায়সারের শহরসমূহ এবং এর আশপাশের স্থানসমূহ দেখানো হলো। আমি তা আমার দু'চোখে দর্শন করলাম। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের এ সকল শহরের বিজয় দান করেন আর তাদের বাড়ি ঘর আমরা গণীমতরূপে প্রাপ্ত হই এবং তাদের বাড়ি ঘর আমাদের হাতে বিধ্বস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য দু'আ করলেন। তিনি বললেন : এরপর আমি তৃতীয়বার আঘাত করলাম, আমাকে হাবশার (আবিসিনিয়া-ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া) শহরসমূহ এবং এর আশে পাশের জনপদসমূহ দেখান হলো। আমি তা আমার দু'চোখে দেখলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা হাবশীদের সাথে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। আর তোমরা তুর্কীদের সাথেও যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে।

৩১৭৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ سَهِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرُكَ قَوْمًا وَجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِ الْمَطْرُقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعْرَ وَيَمَشُّونَ فِي الشَّعْرِ *

৩১৭৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না মুসলমানরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের চেহারা হবে মোটাভারী ঢালের ন্যায়, তারা পশমের পোশাক পরিধান করবে এবং পশমের (পশমযুক্ত চামড়ার) জুতা পরিধান করে চলাচল করবে।

الْإِسْتِنصَارُ بِالضَّعِيفِ

দুর্বল উসিলা দ্বিজে সাহায্য গ্রহণ

৩১৭৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُصَنَّبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ *

৩১৭৯. মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস (র) - - - - মুস'আব ইবন সা'দ (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি মনে করতেন, নবী ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে যারা তাঁর চেয়ে নিম্নশ্রেণীর, তাঁদের উপর তাঁর মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে সাহায্য করেন তার দুর্বলদের দ্বারা, তাদের দু'আ, সালাত এবং ইখলাসের কারণে।

৩১৮০. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ابْغُؤْنِي الضَّعِيفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تَرْزُقُونَ وَتَنْصُرُونَ بِضَعْفَانِكُمْ *

৩১৮০. ইয়াহইয়া ইবন উসমান (র) - - - - জুবায়র ইবন নুফায়র হাযরামী (র) বলেন, তিনি আবুদদারদা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমার জন্য দুর্বলদের অব্বেষণ কর, কেননা তোমরা রিযিক পাচ্ছ এবং সাহায্য পাচ্ছ তোমাদের দুর্বলদের উসিলায়।

فَضْلٌ مِّنْ جَهْزِ غَارِيَا

যে ব্যক্তি যোদ্ধাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রদান করে

৩১৮১. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَارِيَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا *

৩১৮১. সুলায়মান ইব্ন দাউদ এবং হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - যায়দ ইব্ন খালিদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধের উপকরণ দান করবে, সে যেন নিজেই যুদ্ধ করলো। আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারে তার কল্যাণ কামনার সাথে স্থলাবর্তী হলো, সেও যেন যুদ্ধে যোগদান করলো।

৩১৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَارِيَا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَارِيَا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا *

৩১৮২. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দান করলো, সে যেন যুদ্ধ করলো, আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারে মঙ্গলের জন্য তার স্থলাবর্তী হলো সেও যেন যুদ্ধ করলো।

৩১৮৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا أَتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَفَزِعُوا فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَقَرٍ فِي وَسْطِ الْمَسْجِدِ وَفِيهِمْ عَلَى وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَإِنَّا لَكَذَلِكَ إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ مِلَّةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَعَ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهْمُنَا طَلْحَةُ أَهْمُنَا الزُّبَيْرُ أَهْمُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اتَّعَلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مَرْبَدَ بَنِي فَلَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَايْتَعْتَهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ أَلْفًا

فَاتَيْنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَآجِرُهُ لَكَ قَالُوا اَللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ
 أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِغَى بِئْرَ رُومَةٍ غَفَرَ
 اللَّهُ لَهُ فَاِبْتَغَتْهَا بِكَذَا وَكَذَا فَاتَيْنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ ابْتَغَتْهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ اجْعَلْهَا
 سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَآجِرُهَا لَكَ قَالُوا اَللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَظَرَ فِي وَجْهِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ يُجَهِّزُ هَؤُلَاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ يَغْنِي جَيْشَ
 الْعُسْرَةِ فَجَهَّزَتْهُمْ حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالًا وَلَا خِطَامًا فَقَالُوا اَللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ اَللَّهُمَّ
 اشْهَدْ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ *

৩১৮৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আহনাফ ইব্ন কায়স (রা) বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মদীনায় উপনীত হলাম। আমরা আমাদের মনযিলে পৌঁছে আমাদের হাওদা নামাছিলাম, এমন সময় আমাদের নিকট এক আগন্তুকের আগমন হলো। সে বললেন : লোক মসজিদে একত্রিত হয়েছে। তারা সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম মসজিদের মধ্যস্থলে কয়েকজন লোকের চতুর্দিকে অন্য লোক একত্রিত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে আলী, যুবাযর, তালহা এবং সা'দ ইব্ন আবু ওয়াহ্বাস (রা) রয়েছেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় উসমান (রা) আগমন করলেন। তাঁর পরনে ছিল হলুদ বর্ণের একখানা চাদর, তা দ্বারা তিনি তাঁর মাথা ঢেকে রেখেছেন। তিনি বললেন : এখানে কি তালহা (রা) আছেন ? এখানে কি যুবাযর (রা) আছেন ? এখানে কি সা'দ (রা) আছেন ? সকলে বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমি ঐ আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অমুক গোত্রের (উট বাঁধার) বা খেজুর শুকাবার স্থানটি যে খরিদ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন। এরপর আমি তা বিশ হাজার অথবা পঁচিশ হাজার (দিরহাম)-এর বিনিময়ে খরিদ করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে এসে তাঁকে তার সংবাদ দিলে তিনি বললেন : তা আমাদের মসজিদে দিয়ে দাও, আর এর সওয়াব তোমারই থাকবে। তাঁরা বললেন : আল্লাহ সাক্ষী! হ্যাঁ। তিনি (আবার) বললেন : যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সেই আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'রুমা' কুপটি খরিদ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন ? আমি তা এত এত বিনিময় দিয়ে খরিদ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললাম, আমি এত এত দিয়ে তা খরিদ করেছি। তিনি বললেন : তুমি তা মুসলমানদের পানি-পানের স্থান করে দাও, তার সওয়াব হবে তোমার। তাঁরা বললেন : আল্লাহুহুমা, (আল্লাহ সাক্ষী!) হ্যাঁ। তিনি (আবার) বললেন : তোমাদের যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তাঁর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত লোকদের চেহারার দিকে লক্ষ্য করে বললেন : এ জায়গা— উসরাত'কে (তাবুকের সেনাবাহিনীকে) যে ব্যক্তি যুদ্ধের সামান দিয়ে সজ্জিত করবে, তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন ? আমি তাদেরকে এমনভাবে সজ্জিত করলাম যে, কেউ উটের একটি রশিও কম পায়নি। তাঁরা বললেন : আল্লাহর কসম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক ; হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক ; হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক।

فَضَّلُ النِّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ফযীলত

৩১৮৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تُودَى فِي الْجَنَّةِ يَاعْبُدُ اللَّهُ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضُرُورَةٍ فَهَلْ يَدْعَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ *

৩১৮৪. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে : নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি তার সম্পদ হতে দু'প্রকার মাল (জোড়ায় জোড়ায়) মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে, তাকে জান্নাত থেকে ডাকা হবে : হে আল্লাহর বান্দা! এ তোমার জন্য উত্তম। যে ব্যক্তি সালাত আদায়কারী হবে, তাকে সালাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, আর যে ব্যক্তি মুজাহিদদের মধ্যে शामिल হবে। তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি সাদাকাদাতা হবে, তাকে সাদাকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকারী হবে, তাকে “রাইয়ান” নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আবু বকর (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! যে ব্যক্তিকে এ সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে, তার তো আর কোন প্রয়োজন (সমস্যা) থাকবে না। তবে কাউকেও কি এ সকল দরজা হতে ডাকা হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এবং আমি আশা করি আপনি তাদের মধ্যে হবেন।

৩১৮৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا فُلَانُ هَلُمَّ فَادْخُلْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي لَا تُؤَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ *

৩১৮৫. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতের দ্বাররক্ষী (ফেরেশতা) জান্নাতের দরজাসমূহ হতে ডাকবে : হে অমুক ! এদিকে এসো এবং (জান্নাতে) প্রবেশ কর। আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এ ব্যক্তির তো কোন প্রকার ক্ষতি নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি একান্তভাবে আশা করি, আপনি তাদের মধ্যে হবেন।

৩১৮৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَصْعَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ حَدَّثَنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَأْمِنَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَبَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبِعِيرَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ *

৩১৮৬. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - সা'সাআ' ইবন মু'আবিয়া (র) বলেন। আবু যর (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তিনি বললেন, আমি বললাম : আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মুসলিম বান্দা আল্লাহর রাস্তায় তার সকল মাল হতে জোড়া-জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতের দ্বার রক্ষিগণের সকলেই তাঁর নিকট যা রয়েছে তার দিকে আহ্বান করবেন। আমি বললাম : তা কিভাবে? তিনি বললেন যদি (তার মাল) উট হয়, তবে দুটি উট; আর যদি গরু হয়, তবে দুটি গরু।

৩১৮৭. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النُّضَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ خُزَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ *

৩১৮৭. আবু বকর ইবন আবু নাদর (র) - - - - খুযায়ম ইবন ফাতিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন কিছু দান করবে, তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হবে।

فَضْلُ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহর রাস্তায় সাদাকার ফযীলত

৩১৮৮. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِمِائَةِ نَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ *

৩১৮৮. বিশ্বর ইবন খালিদ (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নাকে রশি যুক্ত একটি উটনী আল্লাহর রাস্তায় দান করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তা কিয়ামতের দিন নাকে রশিযুক্ত সাতশতটি উটনী হয়ে আগমন করবে।

৩১৮৯. أَخْبَرَنَا عَمْرٍو ابْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانٍ فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ

الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَأْسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفُسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَنُبْهُهُ أَجْرًا كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ
غَزَا رِيَاءً وَسَمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ *

৩১৮৯. আমর ইবন উসমান (রা) - - - - মু'আয ইবন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন : তিনি বলেছেন : যুদ্ধ দু' প্রকার। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে ইমামের অনুসরণ করে, উত্তম বস্তু দান করে, সাথীদের সাথে নরম ব্যবহার করে এবং ঝগড়া-ফাসাদ পরিত্যাগ করে ; তা হলে তার নিন্দা, জাগরণ সবই সওয়াব (যোগ্য)। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো যুদ্ধ করে, খ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে, ইমামের অবাধ্য হয় এবং পৃথিবীতে ফাসাদ বিস্তার করে, সে সমপরিমাণের (সওয়াব বা প্রতিদানের) সাথে প্রত্যাবর্তন করবে না।

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ

মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা

৩১৯০. أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ وَاللَّفْظُ لِحُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُرْمَةُ
نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلَفُ فِي امْرَأَةٍ رَجُلٍ مِنَ
الْمُجَاهِدِينَ فَيَخُونُ فِيهَا إِلَّا وَقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ *

৩১৯০. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ এবং মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - সুলায়মান ইবন বুরায়দা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যারা যুদ্ধে যায়নি, তাদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীগণ এমন হারাম (সম্মানিত) যেমন তাদের জন্য তাদের মাতাগণ হারাম। আর কোন মুজাহিদের স্ত্রীর ব্যাপারে কোন ব্যক্তি যদি (তার অনুপস্থিতিতে) তার স্থলাবর্তী থেকে খিয়ানত করে, তাহলে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তাকে তার সামনে (অভিযুক্ত রূপে) দাঁড় করিয়ে রাখা হবে এবং সে তার আমল হতে যা ইচ্ছা কেড়ে নেবে। অতএব তোমরা কি ধারণা কর ?

مَنْ خَانَ غَارِبًا فِي أَهْلِهِ

যে ব্যক্তি মুজাহিদদের পরিবারের সাথে খিয়ানত করে

৩১৯১. أَخْبَرَنِي هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عَمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُلْقَمَةَ
ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ
عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَإِذَا خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَخَانَهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا خَانَكَ فِي
أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَمَا ظَنُّكُمْ *

৩১৯১. হাক্কন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - সুলায়মান ইব্ন বুয়ায়দা (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যারা যুদ্ধে গমন করে না তাদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীরা এমন হারাম, (এমন সম্মানের অধিকারী) যেমন তাদের মাতাগণ তাদের জন্য হারাম (সম্মানের অধিকারী)। আর সে যদি তার (অনুপস্থিতিতে তার) পরিবারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে খিয়ানত করে, কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে : এ ব্যক্তি তোমার পরিবারে তোমার খিয়ানত (বিশ্বাস ভংগ) করেছে। কাজেই তুমি তার নেকী হতে যত ইচ্ছা গ্রহণ কর। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি ? (যে সে কী পরিমাণ নেকী নিয়ে নিবে)।

৩১৯২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَعْنَبُ كُوفِيٌّ عَنْ عُلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ فِي الْحُرْمَةِ كَأُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلَّا نَصَبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانٌ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ ثُمَّ التَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا ظَنُّكُمْ تَرَوْنَ يَدْعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا *

৩১৯২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - ইব্ন বুয়ায়দা (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যারা যুদ্ধে যোগদান করে নি, তাদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীরা এমন হারাম (মর্যাদার অধিকারী) যেমন তাদের মাতা তাদের জন্য হারাম (মর্যাদার অধিকারী)। যদি মুজাহিদের পরিবারে কোন ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হয়, যে যুদ্ধে গমন না করে রয়ে গেছে, (এবং খিয়ানত করে। তবে) তাকে কিয়ামতের দিন তার জন্য দাঁড় করান হবে, বলা হবে : হে অমুক ! এ অমুক ব্যক্তি, তুমি তার নেকী হতে যা ইচ্ছা গ্রহণ কর। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিগণের (রা) প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের কি ধারণা, তোমরা কি মনে কর এ ব্যক্তি তার নেকী হতে কিছু ছেড়ে দেবে ?

৩১৯৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاهِدُوا بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ *

৩১৯৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা জিহাদ কর তোমাদের হাত (শক্তি) দ্বারা, তোমাদের জিহবা (উক্তি) দ্বারা এবং তোমাদের সম্পদ দ্বারা।

৩১৯৪. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الشَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَغِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ مَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا *

৩১৯৪. আবু মুহাম্মাদ ইবন মুসা ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি সাপ মারতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন : যে ব্যক্তি ওদের প্রতিশোধ নেয়াকে ভয় করে, সে আমাদের (দীনের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩১৯৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ جَبْرًا فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقْلْنَ كُنَّا نَحْسِبُ وَفَاتَكَ قَتْلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ شُهِدَ إِذَا لَقِيلَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالْحَرْقُ شَهَادَةٌ وَالْفَرْقُ شَهَادَةٌ وَالْمَقْمُومُ يَعْنِي الْهَدْمُ شَهَادَةٌ وَالْمَجْنُوبُ شَهَادَةٌ وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدَةٌ قَالَ رَجُلٌ أَتَبَكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ دَعْنُ فَإِذَا وَجِبَ فَلَا تَبْكِينَ عَلَيْهِ بَاكِئَةٌ *

৩১৯৫. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন জারর (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতা জারর (রা)-কে তার রোগ শয্যায় দেখতে গেলেন। তার নিকট গিয়ে দেখলেন নারীরা কেঁদে কেঁদে বলছে : আমরা মনে করেছিলাম, তুমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ না হলে তোমরা কাউকেও শহীদ মনে কর না, এমন হলে তো তোমাদের শহীদের সংখ্যা অতি অল্পই হবে। আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া শাহাদাত, পেটের পীড়ায় মরাও শাহাদাত, আগুনে পুড়ে মরাও শাহাদাত, পানিতে ডুবে মরাও শাহাদাত, কোন কিছুর নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করা শাহাদাত, নিউমোনিয়া জাতীয় কঠিন পীড়ায় মৃত্যুবরণও শাহাদাত, যে স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ। এক ব্যক্তি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে উপবিষ্ট আর তোমরা ক্রন্দন করছো ? তিনি বললেন : তাদেরকে কাঁদতে দাও। সে যখন মরে যাবে, তখন যেন তার জন্য কোন ক্রন্দনকারিণী ক্রন্দন না করে।

৩১৯৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي الطَّائِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَبْرِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْتٍ فَبَكَى النِّسَاءُ فَقَالَ جَبْرُ أَتَبْكِينَ مَا دَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا قَالَ دَعْنُ يَبْكِينَ مَا دَامَ بَيْنَهُنَّ فَإِذَا وَجِبَ فَلَا تَبْكِينَ بَاكِئَةٌ *

৩১৯৬. আহমাদ ইবন ইয়াহুয়া (র) - - - - জাবর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে এক মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছালেন। তখন মহিলাগণ ক্রন্দন করতে লাগলো। জাবর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত রয়েছেন, এমন সময় তোমরা ক্রন্দন করছো? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যতক্ষণ সে তাদের মধ্যে (জীবিত) রয়েছে, ততক্ষণ তাদেরকে কাঁদতে দাও। মৃত্যু হয়ে গেলে হলে আর কেউ তার জন্য ক্রন্দন করবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় : নিকাহ

ذِكْرُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النِّكَاحِ وَأَزْوَاجِهِ وَمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَتَنْبِيْهَا لِفَضِيلَتِهِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবাহ সম্পর্কীয় এবং তাঁর স্ত্রীগণ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -এর জন্য যা হালাল করেছেন কিন্তু সৃষ্টির জন্য তা হারাম করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অত্যধিক সম্মান ও ফযীলত প্রকাশের লক্ষ্যে

٣١٩٧. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلَا تُزَعِّزْ عُمُومَهَا وَلَا تُزَلِّزْ لُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مَعَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَوَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا *

৩১৯৭. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন সাযফ (র) - - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে 'সারিফ', নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। ইবন আব্বাস (রা) বললেন : ইনি মায়মূনা (রা)। তোমরা যখন তাঁর জানাযা উঠাবে, অধিক ঝাঁকুনি দেবে না এবং হেলাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নয়জন স্ত্রী ছিলেন, তিনি আট জনের জন্য (রাত্রি বাসের) সময় বণ্টন করতেন, আর একজনের জন্য বণ্টন করতেন না।

٣١٩٨. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي

১. মক্কা হতে দশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। এ একই স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিবাহ করেন এবং মিলিত হন এবং এ স্থানেই তাঁর ওফাত হয়।

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ إِلَّا سَوْدَةً فَإِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَانِشَةَ *

৩১৯৮. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন, যাদের সাথে তিনি মিলিত হতেন, সওদা (রা) ব্যতীত। কেননা তিনি তাঁর দিন-রাত (-এর পালা) আয়েশা (রা)-কে দান করেছিলেন।

٣١٩٩. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ *

৩১৯৯. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একই রাতে তাঁর সব স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

٣٢٠٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّائِي وَهَبَنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَقُولُ أَوْتَهَبُ الْحُرَّةَ نَفْسَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبِّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ *

৩২০০. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক মুখাররামী (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য তাঁদের নিজেদেরকে সমর্পণ করতেন, আমি তাঁদের এ কাজকে আত্মমর্যাদাবোধের হানি মনে করে বলতাম, কোন স্বাধীন নারী কি নিজেদেরকে সমর্পণ করতে পারে। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :

تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ

অর্থ : আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন (৩৩ : ৫১)।

তখন আমি বললাম : আমি দেখছি, আপনার রব আপনার যা ইচ্ছা, তা দ্রুত পূর্ণ করেন।

٣٢٠١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَنَا فِي الْقَوْمِ إِذْ قَالَتْ امْرَأَةٌ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَأَيْتُ رَأَيْكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوْجْنِيهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ

فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزَوِّجْهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ *

৩২০১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাহাবীগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় একজন মহিলা বলে উঠলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমাকে আপনার জন্য দান করলাম, এখন আমার ব্যাপারে আপনার মতামত প্রয়োগ বাস্তবায়িত করুন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : একে আমার বিবাহে দান করুন। তিনি বললেন : যাও, একটি লোহার আংটি হলেও (তা নিয়ে এসো)। সে ব্যক্তি গেল, কিন্তু কিছুই পেল না, একটি লোহার আংটিও না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার কি কুরআনের সূরাসমূহ থেকে কিছু মুখস্ত আছে? সে ব্যক্তি বললো : হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তখন কুরআনের যে সব সূরা তার মুখস্ত ছিল, এর কারণে তাঁর কাছে বিবাহ দিলেন।

مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَرَمَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِيَزِيدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُرْبَةً إِلَيْهِ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর যা ফরয (বিধিবদ্ধ) করেছেন এবং অন্যদের জন্য যা হারাম করেছেন- আল্লাহর ইচ্ছানুসারে তাঁর নৈকট্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে

٣٢٠٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ابْنِ أَغَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيَّرَ أَزْوَاجَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِيكَ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبِي لَا يَأْمُرُنِي بِفِرَاقِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ فَنُفِىَ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَنُفِىَ أَرِيدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْأَخْرَةَ *

৩২০২. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুয়া ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন খালিদ নিশাপুরী (র) - - - - আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তাঁর স্ত্রীগণকে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে 'ইখতিয়ার' (স্বাধিকার) প্রদানের আদেশ করলেন, আয়েশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দিয়েই আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন : আমি তোমার নিকট একটি কথা বলব, কিন্তু তুমি সে ব্যাপারে তোমার পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণের পূর্বে (অবিলম্বে) সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবে না। কারণ তিনি জানতেন, আমার মাতাপিতা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছেদের পরামর্শ আমাকে দেবেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : (কুরআনের ভাষা অনুসারে)।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا *

“হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন এবং এর সাজসজ্জা কামনা কর; তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই (৩৩ : ২৮)। আমি বললাম : এ ব্যাপারে আমি আমার পিতামাতার নিকট পরামর্শ করব ? আমি তো আল্লাহ্, আল্লাহর রাসূল এবং আখিরাতের জীবন কামনা করি।

৩২.৩. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ أَوْ كَانَ طَلَاقًا *

৩২০৩. বিশ্ব ইবন খালিদ আসকারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে তাঁর দাম্পত্য বন্ধনে থাকা না থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধিকার দিয়েছিলেন। তা কি তালাক বিবেচিত হয়েছিল? অর্থাৎ এতে তাঁরা তালাক হননি।

৩২.৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا *

৩২০৪. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ‘ইখতিয়া’র দিলে আমরা তাঁকেই গ্রহণ করলাম তা (কখনো) তালাক বলে গণ্য হয়নি।

৩২.৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْلَ لَهُ النِّسَاءُ *

৩২০৫. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - - আতা (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাতলাভ করেন নি, যে পর্যন্ত না মহিলাদের (মধ্যে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন— তাকে গ্রহণ করার)।

৩২.৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تُوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْلَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ *

৩২০৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হয়নি যতক্ষণ না আল্লাহ তা’আলা তাঁর জন্য হালাল করে দিয়েছিলেন যে তিনি মহিলাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন।

الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ

বিবাহে উদ্বুদ্ধ করা

৩২.৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زَرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فِتْيَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ أَفْهَمْ فِتْيَةً كَمَا أَرَدْتُ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَالْصَوْمُ لَهُ وَجَاءَ *

৩২০৭. আমর ইব্ন যুরারা (র) - - - আলকামা (র) বলেন, আমি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সঙ্গে এর নিকট ছিলাম এবং তখন তিনি উসমান (রা)-এর কাছে ছিলেন। তখন উসমান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ আল্লাহর রাসূল (একদিন) বের হলেন— অর্থাৎ কয়েকজন যুবকদের নিকট। আবু আবদুর রহমান বলেন, **فِتْيَةٍ** শব্দ দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে, আমি তা উত্তম রূপে বুঝতে পারি নি। রাসূলুল্লাহ আল্লাহর রাসূল বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধনবান (মোহরানা ও স্ত্রীর ঘোরপোষ বহনে সমর্থ) হয়, সে যেন বিবাহ করে। কেননা, তা দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের অধিক হিফাজত করে। আর যে ব্যক্তি ধনবান (সমর্থ) না হয়, সিয়াম পালন তার জন্য কামভাবের নিয়ন্ত্রক।

৩২.৮. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فِتَاةٍ أَوْجُكَهَا فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ ﷺ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ *

৩২০৮. বিশর ইব্ন খালিদ (র) - - - আলকামা (র) বলেন, উসমান (রা) ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বললেন : তোমার কি কোন যুবতীর প্রতি আগ্রহ আছে, আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দেব। তখন আবদুল্লাহ আল্লাহর রাসূল (ইব্ন মাসউদ (রা) আলকামা (র)-কে ডেকে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, নবী আল্লাহর রাসূল বলেছেন : যে ব্যক্তি বিবাহের খরচাদির সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের অধিক হিফাজত করে। আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন সিয়াম পালন করে, কেননা তা-ই তার জন্য কামক্ষুধার নিয়ন্ত্রক।

৩২.৯. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْوَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ *

৩২০৯. হারুন ইব্ন ইসহাক হামদানী আল কুফী (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : তোমাদের যে ব্যক্তি বিবাহের খরচাদির সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে; আর যে ব্যক্তি অসমর্থ, সে যেন সিয়াম পালন করে। ইহা তার যৌন শক্তির নিয়ন্ত্রক। আবু আবদুর রহমান বলেন : এ হাদীসের আসওয়াদ বর্ণনাকারী মাহফুজ (সুরক্ষিত) নয়।

৩২১০. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেন : হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যে খরচ বহন করতে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টি সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের অধিক হিফাজতকারী। আর যে অসমর্থ, সে যেন সিয়াম পালন করে; সিয়াম তার যৌন উত্তেজনা নিয়ন্ত্রক।

৩২১১. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে খরচাদি বহন করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। অনুরূপ পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন।

৩২১২. আহমাদ ইব্ন হারব (র) - - - - আলকামা (র) বলেন, আমি মিনায় আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে হাট ছিলাম। তাঁর সাথে উসমান-এর সাক্ষাত হলো, তিনি তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁর সংগে কথা বলতে লাগলেন : হে আবু আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একজন যুবতী মেয়ে বিবাহ করাব? হয়তো তাঁর সংস্পর্শে তোমার বিগত জীবনের (যৌবনের) কিছুটা স্মরণ করিয়ে দেবে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তুমি তো একথা বললে, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহের খরচাদির সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে।

৩২১৩. আবু হুরাইরা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে খরচ বহন করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টি সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের অধিক হিফাজতকারী। আর যে অসমর্থ, সে যেন সিয়াম পালন করে; সিয়াম তার যৌন উত্তেজনা নিয়ন্ত্রক।

৩২১৪. আবু হুরাইরা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে খরচ বহন করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টি সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের অধিক হিফাজতকারী। আর যে অসমর্থ, সে যেন সিয়াম পালন করে; সিয়াম তার যৌন উত্তেজনা নিয়ন্ত্রক।

৩২১৫. আবু হুরাইরা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে খরচ বহন করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টি সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের অধিক হিফাজতকারী। আর যে অসমর্থ, সে যেন সিয়াম পালন করে; সিয়াম তার যৌন উত্তেজনা নিয়ন্ত্রক।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبْتُلِ

পরিচ্ছেদ : চির-কুমার থাকার নিষিদ্ধতা

৩২১৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ التَّبْتُلَ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا *

৩২১৩. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ (র) - - - - সা'দ ইবন আবী ওয়াহ্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ইবন মায'উনকে চির-কুমার থাকতে (অর্থাৎ বিবাহ না করে ও সংসার জীবন বর্জন করে সব ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে) নিষেধ করেছেন, তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা 'খাসি' হওয়া গ্রহণ করতাম।

৩২১৪. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ *

৩২১৪. ইসমাইল ইবন মাস'উদ (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ না করে সংসার বিরাগী জীবন যাপন (চির কৌমার্য) হতে নিষেধ করেছেন।

৩২১৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْمَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَتَادَةُ اثْبَتُوا وَآخِظُوا مِنْ أَشْعَثَ وَحَدِيثُ أَشْعَثَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৩২১৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বিবাহ না করে সংসার ত্যাগী জীবন যাপন (চির কৌমার্য) হতে নিষেধ করেছেন। আবু আবদুর রহমান বলেন, কাতাদা (র) আশ'আস (র) হতে অধিক দৃঢ় ও অধিক স্মরণ শক্তির অধিকারী। আর আশ'আস (র)-এর হাদীস অত্যধিক বিশ্বস্ত। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

৩২১৬. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ طَوْلًا أَنْزَوُجُ النِّسَاءِ فَأَخْتَصِمِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَأَخْتَصِمِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ *

৩২১৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন মুসা (র) - - - আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি একজন যুবক ব্যক্তি। আমি নিজের ব্যাপারে ব্যাভিচারের ভয় করি, অথচ বিবাহের খরচ বহনের সামর্থ্যও আমার নেই। আমি কি 'খাসি' হওয়া গ্রহণ করব? (একথা শুনে) তিনি রাসূলুল্লাহ্ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনবার এমন বলার পর নবী বললেন : হে আবু হুরায়রা! তুমি কী (পরিস্থিতির) সম্মুখীন হবে তা (তোমার ভবিষ্যৎ কর্ম সম্বন্ধে) লিখিত হয়ে গেছে, এখন তুমি ইচ্ছা হয়, খাসি হতে পার বা তা পরিত্যাগ করতে পার। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আওয়াযী (র) এ হাদীস যুহরী (র) হতে শ্রবণ করেননি। এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটি ইউনুস (র) যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেছেন।

۳۲۱۷. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ الْمَازِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ التَّبَتُّلِ فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ قَالَتْ فَلَا تَفْعَلْ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً فَلَا تَتَّبَتُّلْ *

৩২১৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ খালানজী (র) - - - সা'দ ইব্ন হিশাম (র) হতে বর্ণিত, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম : আমি আপনাকে সংসার ত্যাগী জীবন (কৌমার্য) সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন : তা করো না। তুমি কি শোন নি যে, মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً *

অর্থ : আর আমি আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। (১৩ : ৩৮)। সুতরাং তুমি বিবাহ না করে সংসার ত্যাগী জীবন-যাপন কর না।

۳۲۱۸. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا اتَّزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ فَلَا أَفْطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلَّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَاتَّزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي *

৩২১৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) বলেন : সাহাবায়ে কিরাম-এর একদলের কেউ কেউ বললেন : আমি নারীদের বিয়ে করবো না। কেউ বললেন : আমি গোশত আহার করবো না। আর কেউ বললেন : আমি বিছানায় শয়ন করবো না। আবার কেউ বললেন : এমন সিয়াম পালন করব, আর কখনও সিয়াম ভঙ্গ করবো না। রাসূলুল্লাহ তা'আলা তা শ্রবণ করে আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন : লোকদের কি হলো — যারা

এমন এমন কথা বলে ! কিন্তু আমি (রাতের) কিছু অংশে সালাত আদায় করি, আবার নিদ্রা যাই ; সিয়াম পালন করি আবার সিয়াম ভঙ্গ করি এবং নারীদের বিয়ে করি। যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।

بَابُ مَعُونَةِ اللَّهِ النَّائِكِ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَا

পরিচ্ছেদ : যে বিবাহিত ব্যক্তি চারিত্রিক পবিত্রতা (ব্যভিচার হতে রক্ষা পেতে) চায়, তার প্রতি আল্লাহর সাহায্য

৩২১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَوْنُهُمُ الْمَكَاتِبُ الَّتِي يُرِيدُ الْإِدَاءَ وَالنَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَا وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ *

৩২১৭. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকারের লোক যাদের উপর আল্লাহর জন্য 'হক' রয়েছে, মহান মহিয়ান আল্লাহ অবশ্য তাদের সাহায্য করবেন : যে মুকাতাব দাস (কিতাবাতের অর্থ) আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করে,^১ যে বিবাহিত ব্যক্তি চারিত্রিক পূত-পবিত্রতা (ব্যভিচার হতে রক্ষা পেতে) চায় এবং আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ।

نِكَاحُ الْإِبْرَارِ

কুমারীর বিবাহ

৩২২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَرًا أَمْ ثَيْبًا فَقُلْتُ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَا بِكَرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ *

৩২২০. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) বলেন, বিবাহ করার পর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আগমন করলে তিনি বললেন : হে জাবির ! তুমি কি বিবাহ করেছ ? আমি বললাম : জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন : কুমারী, না বিবাহিতা ? আমি বললাম : বিবাহিতা। তিনি ইরশাদ করলেন : কুমারী কেন বিবাহ করলে না, যে তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতো, আর তুমি তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে।

৩২২১. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ هَلْ أَصَبْتَ امْرَأَةً بَعْدِي قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبْكَرًا أَمْ أَيْمًا قُلْتُ أَيْمًا قَالَ فَهَلَا بِكَرًا تُلَاعِبُكَ *

১. গোলাম ও তার মালিকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে মালিকের নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করে গোলামের মুক্তি লাভের চুক্তিকে 'কিতাবাত' চুক্তি বলে এবং এরূপ গোলামকে 'মুকাতিব' বলে।

৩২২১. হাসান ইবন কাযা'আ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে আমার দেখা হলে তিনি বললেন : হে জাবির ? আমার অজ্ঞাতে তুমি কি স্ত্রী গ্রহণ করেছ ? আমি বললাম : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : কুমারী, না পূর্বে বিবাহিতা (তালাকথ্রাণ্ডা ; বিধবা) ? আমি বললাম : পূর্বে বিবাহিতা । তিনি বললেন : কেন কুমারী (বিবাহ) করলে না, তাহলে তুমি তার সাথে আমোদ-স্বুর্তি করতে এবং সেও তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতো !

تَزْوُجُ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا فِي السَّنِّ

সম-বয়সীকে বিবাহ করা

৩২২২. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلَى فَرْوَجِهَا مِنْهُ *

৩২২২. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন বুয়ায়দা (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু বকর এবং উমর (রা) ফাতিমা (রা)-এর বিবাহের পয়গাম পেশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে তো অল্প বয়স্কা । এরপর আলী (রা) প্রস্তাব করলে তিনি তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন ।

تَزْوُجُ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ

আযাদকৃত গোলামের সংগে আরবী স্বাধীন নারীর বিবাহ

৩২২৩. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ قَيْسِ الْبَتَّةِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَأْمُرُهَا بِالْإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الْإِنْتِقَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعْتَدَ فِي مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَخْبِيرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا أَمَرَتْهَا بِذَلِكَ فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَفْصٍ فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيْقَةٍ هِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعِيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا فَأَرْسَلَتْ زَعَمَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعِيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا

الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجَهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَالَهَا عِنْدَنَا نَفَقَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَمَالَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكِنَتِنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا فَرَزَعَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَصَدَقَهُمَا قَالَتْ فَاطِمَةُ فَايْنِ أَنْتَقِلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَأَعْتَدْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكَ وَسَاخَذُ بِالْقَضِيَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا مُخْتَصِرًا *

৩২২৩. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা (র) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন উসমান, মারওয়ানের খিলাফতকালে বিন্ত সাঈদ ইব্ন যায়দকে চূড়ান্ত (তিন) তালাক দিলেন। তিনি ছিলেন তখন একজন পূর্ণ যুবক। আর বিন্ত সাঈদ-এর মাতা ছিলেন বিন্ত কায়স। তার খালা ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) তার নিকট সংবাদ পাঠালেন, সে যেন আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের ঘর হতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। মারওয়ান এ খবর শুনে বিন্ত সাঈদ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে আদেশ করলেন, সে যেন তার ঘরে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার ঘরে ইদত পালনের পূর্বে তাকে কোন বিষয় তাকে তার ঘর হতে বের করলো? সে খলীফার নিকট সংবাদ পাঠালো, তার খালা তাকে এ আদেশ করেছেন। ফাতিমা বিন্ত কায়স বললেন, তিনি আবু আমর ইব্ন হাফসের বিবাহে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে ইয়ামানে গর্ভনর করে পাঠালেন, তখন তিনি (স্বামী) তাঁর সাথে গিয়েছিলেন, (সেখান হতে) তিনি তাঁর নিকট এক তালাক পাঠালেন, যা ছিল তাঁর অবশিষ্ট তালাক। তিনি হারিস ইব্ন হিশাম এবং আইয়াশ ইব্ন আবী রবীআ (রা)-কে তার খোরপোষ দিয়ে দিতে আদেশ করলেন। ফাতিমা (রা) হারিস এবং আইয়াশ (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তার স্বামী তাদেরকে যে খোরপোষ দিতে বলেছিলেন, তা চেয়ে পাঠালেন। তাঁরা উভয়ে বললেন : আল্লাহর শপথ আমাদের নিকট তার কোন খোরপোষ নেই; তবে যদি সে গর্ভবতী হয়। আর আমাদের অনুমতি ব্যতীত তার আমাদের ঘরে থাকার কোন অধিকার নেই। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে গমন করে তা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিস এবং আইয়াশ (রা)-কে সত্যায়ন করলেন। তখন ফাতিমা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কোথায় যাব? তিনি বললেন : তুমি অন্ধ ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে (অন্ধ) উল্লেখ করেছেন, তাঁর নিকট থাক। ফাতিমা (রা) বলেন : আমি তাঁর নিকটই ইদত পূর্ণ করলাম। তিনি ছিলেন দৃষ্টি শক্তিহীন ব্যক্তি। আমি তাঁর ঘরে আমার (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখতাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উসামা ইব্ন যায়দ-এর নিকট বিবাহ দিলেন। মারওয়ান এ বিষয়টি প্রত্যাখান করলেন। তিনি বললেন, তোমার পূর্বে এ হাদীস আমি কারও নিকট শ্রবণ করিনি। এ ব্যাপারে লোককে যে বিধান পালন করতে দেখেছি, আমি তা-ই পালন করবো। (সংক্ষিপ্ত)

২২২৪. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عَتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ

شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَذْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَتَكَحَهُ ابْنَةُ أَخِيهِ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَهُوَ مَوْلَى لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ فَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلَى وَآخًا فِي الدِّينِ مُخْتَصَرٌ *

৩২২৪. ইমরান ইবন বাক্কার ইবন রাশিদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুযায়ফা ইবন উতবা ইবন রবী'আ ইবন আবদ শামস ছিলেন ঐ সকল লোকের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি সালিম নামে এক ব্যক্তিকে (পালক) 'পুত্র' বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার সাথে তার ভ্রাতৃকন্যা হিন্দা বিন্ত ওয়ালাদ ইবন উতবা ইবন রবী'আ ইবন আবদ শামস-এর বিবাহ দেন। সে ছিল এক আনসারী মহিলার ক্রীতদাস। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদ-কে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহিলী যুগে নিয়ম ছিল, যদি কেউ কাউকেও পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করতো, লোক তাকে তার ছেলে বলেই ডাকতো এবং এ ছেলে ঐ লোকের ওয়ারিস হতো। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ *

অর্থ : তোমরা তাদের ডাক তাদের পিতৃ-পরিচয়ে, এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক ন্যায্যসঙ্গত; যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং বন্ধু। (৩৩ : ৫)। এরপর যার পিতৃ পরিচয় না থাকতো, সে বন্ধু বা ধর্মীয় ভাই হিসেবে পরিগণিত হতো। (সংক্ষিপ্ত)

৩২২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَصْرِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ قَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ابْنَ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَذْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَتَكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِ قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ رَدُّ كُلِّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أَوْلَادِكَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَبُوهُ رَدُّهُ إِلَى مَوَالِيهِ *

৩২২৫. মুহাম্মাদ ইবন নাসর (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) এবং উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত, আবু হুযায়ফা ইবন উতবা ইবন রবী'আ ইবন আব্দ শামস ছিলেন ঐ লোকদের একজন, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি সালিম (রা) নামক এক ব্যক্তিকে পুত্র বানিয়ে নেন। সালিম ছিলেন এক আনসারী মহিলার ক্রীতদাস। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দ ইবন হারিছাকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আবু হুযায়ফা ইবন উতবা তার ভাতিজি হিন্দা বিন্ত ওয়ালাদ ইবন উতবা ইবন রবী'আ-কে তার সাথে বিবাহ দিলেন। হিন্দা বিন্ত ওয়ালাদ ইবন উতবা ছিলেন প্রথম পর্যায়ে (প্রবীণ) হিজরতকারিগীদের অন্যতম এবং কুরায়শের বিধবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এরপর মহান মহিয়ান আল্লাহ তাআলা যখন যায়দ ইবন হারিসা (রা) সম্বন্ধে আয়াত নাযিল করলেন :

أَنعَمُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ *

(অর্থ : তাদের (পালক পুত্রদের) তোমরা ডাকবে তাদের (জন্মদাতা) পিতার প্রতি সম্বন্ধিত করে। এটিই আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায্যসংগত।

তখন প্রত্যেকে (পোষ্যপুত্রকে) এদের (পালক পিতা) থেকে তার জন্মদাতা পিতার দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হল। যদি তার পিতার সম্বন্ধে জানা না থাকতো, তা হলে তাকে মুক্তিদানকারী মনিবদের প্রতি সম্বন্ধিত করা হত।

الْحَسَبُ

বংশ মর্যাদা

৩২২৬. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَبَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْعَالُ *

৩২২৬. ইয়া'কুব ইবন ইবরাহীম - - - - ইবন বুরায়দা (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়াদারদের বংশ মর্যাদা যা তাদের কাঙ্ক্ষিত তা হচ্ছে ধন-সম্পদ।

عَلَى مَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

নারীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়

৩২২৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اتَّزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَرًا أَمْ ثِيْبًا قَالَ قُلْتُ بَلَى ثِيْبًا قَالَ فَهَلَا بِكَرًا تَلَعَبِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَلِكَ إِذَا إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتَ يَدَاكَ *

৩২২৭. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - জাবির (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় এক নারীকে বিবাহ করলেন। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : হে জাবির, তুমি কি বিবাহ করছো ? তিনি বলেন, আমি বললাম : জি, হ্যাঁ। তিনি বললেন : কুমারী, না পূর্ব-বিবাহিতা ? আমি বললাম : বরং বিবাহিতা। তিনি বললেন : কেন একজন কুমারীকে বিবাহ করলে না, যে তোমার সাথে মন মাতানো আচরণ করতো ? তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কয়েকজন বোন রয়েছে। আমার ভয় হলো, সে আমার এবং তাদের মধ্যে দখলদারী সৃষ্টি করবে। তিনি বললেন : তা হলে তাই (ভাল)। নারীদেরকে তাদের ধর্ম, সম্পদ, এবং সৌন্দর্যের কারণে বিবাহ করা হয়ে থাকে। অতএব তুমি ধার্মিক মেয়ে বিবাহ করবে। আল্লাহ তোমার ভাল করুন।

كَرَاهِيَةُ تَزْوُجِ الْعَقِيمِ

বক্ষ্যা নারীকে বিবাহ করা পছন্দনীয় নয়

৩২২৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوِّجُهَا فَتَنْهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَنْهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَتَنْهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرُكُمْ *

৩২২৮. আবদুর রহমান ইবন খালিদ (র) - - - - মাকিল ইবন ইয়াসার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে আরয করলেন : আমি এমন এক মহিলার সন্ধান পেয়েছি, যে বংশ গৌরবের অধিকারিণী ও মর্যাদাবান, কিন্তু সে বক্ষ্যা। আমি কি তাকে বিবাহ করবো ? তিনি তাকে নিষেধ করলেন। দ্বিতীয় বার সে তাঁর নিকট আসলে তিনি নিষেধ করলেন। এরপর তৃতীয় বার তাঁর খিদমতে আসলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন : তোমরা অধিক সন্তান প্রসবা মমতাময়ী নারীকে বিবাহ করবে। কেননা, আমি তোমাদের দ্বারা সংখ্যাধিক্যের প্রতিযোগিতা করবো।

تَزْوِيجُ الزَّانِيَةِ

ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা

৩২২৯. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا وَكَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَدَعَوْتُ رَجُلًا لِأَحْمِلَهُ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يَقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ خَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادِي فِي ظِلِّ الْحَائِطِ فَقَالَتْ مَنْ

هَذَا مَرْتَدٌ مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَا مَرْتَدُ انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ فَبَيْتِ عِنْدَنَا فِي الرَّحْلِ قُلْتُ يَا عَنَّا قُتُوبُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ الزَّانَا قَالَتْ يَا أَهْلَ الْخِيَامِ هَذَا الدُّنْدُلُ هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ أَسْرَاءَكُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَسَلَّكَتُ الْخُدْمَةَ فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَةَ فَجَاؤُا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا فَطَارَ بَوْلُهُمْ عَلَيَّ وَأَعْمَاهُمْ اللَّهُ عَنِّي فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى الْأَرَاكِ فَكَلَّمْتُ عَنْهُ كَبَلَهُ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ عَنَّا قُتُوبُ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لَا تَنْكِحُهَا *

৩২২৯. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ তায়মী (র) - - - - - আমার ইব্ন শু'আযব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, মারছাদ ইব্ন আবু মারছাদ গানাবী (র) নামক এক ব্যক্তি ছিল খুব শক্তিশালী। সে মক্কা হতে মদীনায় কয়েদী বহন করতো। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে বহন করার জন্য আহ্বান করলাম। মক্কায় এক পতিতা ছিল— যার নাম ছিল 'আনাক। সে (পতিতা) ছিল তার (মারছাদের) 'বান্ধবী'। সে বের হয়ে দেওয়ালের ছায়ায় আমার কায়া দেখে বললেন : এ ব্যক্তি কে ? মারছাদ নাকি ? তোমাকে স্বাগতম। হে মারছাদ! চল আজ রাত আমাদের নিকট (তাঁরতে) অভিযোজিত কর। আমি বললাম : হে 'আনাক! রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যভিচার হারাম করেছেন। সে বলে উঠলেন : হে তাঁবুবাসিগণ ! এ দুলাল (সজারু) যে তোমাদের কয়েদীকে বহন করে মক্কা হতে মদীনায় নিয়ে যায়। এরপর আমি (আজ রক্ষার জন্য) 'খানদামা' পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। আমাকে আটজন লোক তালিশ করতে এসে তারা আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে পেশাব করে দিল। তাদের পেশাব আমার গায়ে পড়লো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাকে দেখা হতে অন্ধ করে দিলেন। আমি আমার সাথীর নিকট এসে তাকে বহন করে যখন 'আরাক' নামক স্থানে পৌঁছালাম, তখন তার শক্ত বেড়ী খুলে দিলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে পৌঁছে আরয করলাম : আমি কি 'আনাক'-কে বিবাহ করবো ? তিনি নিশুপ থাকলেন। তখন নাযিল হলো :

الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ *

অর্থ : ব্যভিচারিণী, তাকে ব্যভিচার অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করে না। (২৪ : ৩) তখন রাসূলুল্লাহ আমাকে ডেকে আয়াত শুনিতে বললেন : তুমি তাকে বিবাহ করো না।

৩২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ هُرُونَ بْنِ رِثَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَرُونَ لَمْ يَرْفَعُوهُ قَالَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلَّقْهَا قَالَ لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ اسْتَمْنَعِ بِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ

لَيْسَ بِثَابِتٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِالْقَوِيَّ وَهُرُونُ بْنُ رَبَابٍ أَثْبَتُ مِنْهُ وَقَدْ أَرْسَلَ الْحَدِيثُ وَهُرُونُ ثِقَةً وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصُّوَابِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ *

৩২৩০. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল করীম তা ইব্ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন, আর হারুন তা মারফু' রূপে বর্ণনা করেন নি। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন : আমার এক স্ত্রী রয়েছে যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, কিন্তু সে কোন স্পর্শকারীর হাত ফেরায় না। তিনি বললেন : তাকে তালাক দাও। সে বললেন : আমি তার বিরহ সহ্য করতে পারব না। তিনি বললেন : তাহলে তাকে রেখে দাও। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন : এ হাদীস যথার্থ নয়। আবদুল করীম মযবুত রাবী নন। আর হারুন ইব্ন রিআব তার চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য এবং তার হাদীস আবদুল করীমের হাদীস হতে বিশুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী।

بَابُ كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الزَّانَاةِ

পরিচ্ছেদ : ব্যভিচারিণীদের বিবাহ করা মাকরুহ

২২২১. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَنْكَحُ النِّسَاءَ لِارْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَاهِهَا وَلِدِينِهَا وَفَاطَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ *

৩২৩১. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নারীদেরকে চারটি কারণে বিবাহ করা হয়, তার মাল সম্পদ, তার বংশ গৌরব, তার সৌন্দর্য এবং তার ধার্মিকতা দেখে। তুমি ধার্মিক নারীকে বিবাহ করে ধন্য হও। 'তোমার দু'হাত মাটিমাখা হোক।' (অর্থাৎ বোকামী কর না, বুদ্ধির পরিচয় দাও।)

أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ

কোন নারী উত্তম

২২২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ *

৩২৩২. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো, কোন নারী উত্তম? তিনি বললেন : সে (স্বামী) যার প্রতি দৃষ্টিপাত স্বামীকে সন্তুষ্ট করে। সে আদেশ করলে তার আনুগত্য করে, এবং (স্ত্রী) নিজের ব্যাপারে ও তার ধন-সম্পদের ব্যাপারে যা অপছন্দ করে, এমন কাজ করে তার বিরোধিতা করে না।

الْمَرَأَةُ الصَّالِحَةُ

পুণ্যবতী নারী

৩২২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ أَنْبَاءَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرَأَةُ الصَّالِحَةُ *

৩২৩৩. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সমগ্র পৃথিবী মানুষের ভোগ্য-বস্তু, আর পৃথিবীস্থ ভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।

الْمَرَأَةُ الْغَيْرَاءُ

আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারী

৩২২৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَاءَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْإِنصَارِ قَالَ إِنْ فِيهِمْ لَغَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ *

৩২৩৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁরা (সাহাবী নন) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি আনসারী মহিলাদের বিবাহ করবো না ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে অত্যধিক আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে।

إِبَاحَةُ النَّظَرِ قَبْلَ التَّزْوِينِ

বিবাহের পূর্বে (কনেকে) দেখা বৈধতা

৩২২৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خُطِبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْإِنصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا *

৩২৩৫. আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক আনসারী নারীকে বিবাহের পয়গাম দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি তাকে দেখেছ ? সে ব্যক্তি বললেন : না। তখন তিনি তাকে দেখে নেয়ার জন্য তাকে আদেশ করলেন।

৩২২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيِّ عَنْ الْعَفِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَانْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا *

৩২৩৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আযীয ইবন আবু রিয্মা (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় আমি এক নারীকে বিবাহ করার পয়গাম দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা, এতে তোমাদের মধ্যে (ভালবাসার) সম্পর্ক রচিত হবে।

التَّزْوِيجُ فِي شَوَّالٍ

শাওয়াল মাসে বিবাহ

৩২২৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي *

৩২৩৭. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন শাওয়াল মাসে এবং শাওয়াল মাসেই আমাদের বাসর হয়। আর আয়েশা (রা) শাওয়ালে তাঁর (সম্পর্কীয়) মেয়েদের বাসর হওয়া পছন্দ করতেন। (তিনি বলতেন) : তাঁর কোন স্ত্রী তাঁর নিকট আমার চাইতে অধিক ভাগ্যবতী ছিল ?

الْخِطْبَةُ فِي النِّكَاحِ

বিবাহের পয়গাম

৩২২৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَّاحِيلَ الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ قَالَتْ خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ كُنْتُ حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْبَبَنِي فَلْيُحِبِّ

أُسَامَةَ فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أَمْرِي بِيَدِكَ فَانْكَحِنِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَ انْطَلِقِي إِلَى
أُمِّ شَرِيكِ وَأُمِّ شَرِيكِ امْرَأَةً غَنِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَظِيمَةَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ
عَلَيْهَا الضَّيْفَانُ فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ قَالَ لَا تَفْعَلِي فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكِ كَثِيرَةُ الضَّيْفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ
يَسْقُطَ عَنْكَ خِمَارُكَ أَوْ يَنْكَشِفَ الثُّوبُ عَنْ سَاقَيْكَ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكَ بَعْضَ مَا تَكْرَهُينَ
وَلَكِنْ انْطَلِقِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَهْرٍ
فَانْتَقِلْتُ إِلَيْهِ مُخْتَصِرَةً *

৩২৩৮. আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম (র) - - - - আমির ইবন শারাহীল শাবী (র) বলেন, তিনি
ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা)-কে, যিনি প্রথম পর্যায়ে হিজরতকারিণী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, বলতে শুনেছেন।
মুহাম্মাদ ﷺ-এর একদল সাহাবীর মধ্যে আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) আমার বিবাহের পয়গাম দিলেন।
আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) উসামা ইবন যায়দ-এর জন্যও আমার প্রস্তাব
দিয়েছিলেন। আর পূর্বেই আমার নিকট হাদীস পৌছেছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আমাকে ভালবাসে
সে যেন উসামাকে ভালবাসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমার সাথে কথা বললেন, তখন আমি বললাম : আমার
ব্যাপার আপনার ইখতিয়ারে। আপনি যার সাথে ইচ্ছা আমার বিবাহ দিতে পারেন। তিনি বললেন : তুমি উম্মু
শরীকের নিকট যাও। উম্মু শরীক সম্পদশালিণী আনসারী মহিলা, আল্লাহর রাস্তায় অধিক দানকারিণী। তার নিকট
বহু (অতিথি) মেহমানের সমাগম হয়ে থাকে। আমি বললাম : আচ্ছা আমি তাই করব। পরে তিনি বললেন :
না, তার নিকট যেও না, কারণ উম্মু শরীকের নিকট বহু মেহমানের সমাগম ঘটে। হয়তো তোমার ওড়না পড়ে
যাবে। অথবা তোমার পায়ের গোছা হতে তোমার কাপড় সরে যাবে, আর লোকেরা তোমার এমন অংগ দেখে
ফেলবে, যা তোমার পছন্দ নয়। তাই তুমি তোমার চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন উম্মু মাকতুম-এর
নিকট যাও। সে বনী ফিহরের একজন লোক। এরপর আমি তার নিকট গেলাম। (সংক্ষিপ্ত)

النَّبِيُّ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

এক ব্যক্তির প্রদত্ত বিবাহের প্রস্তাব চলাকালে অন্য ব্যক্তির প্রস্তাব নিষিদ্ধ

٣٢٣٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَخْطُبُ
أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ *

৩২৩৯. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমাদের
কেউ যেন অন্যের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

٣٢٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَنَاجَشُوا

وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكَتِفَى مَا فِي إِنْثَاهَا *

৩২৪০. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর ও সাঈদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুহাম্মদের বর্ণনায়— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা একজনের দামের উপর বাড়িয়ে দাম বলবে না (প্রতারণা করবে না)। আর কোন শহরবাসী কোন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করবে না, একজনের খরিদ করার (প্রস্তাবের) উপর অন্যজন খরিদ করার প্রস্তাব দিবে না। আর এক ভাইয়ের বিবাহের পয়গামের উপর বিবাহের প্রস্তাব দিবে না। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার (মুসলিম) বোনের তালাক না চায়, তার পাত্রে যা আছে তা নিজে ভোগ করার মানসে।

৩২৪১. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِينَ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ *

৩২৪১. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যেন তার (মুসলমান) ভাই-এর বিবাহের পয়গামের উপর পয়গাম না দেয়।

৩২৪২. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ *

৩২৪২. ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার ভাই-এর বিবাহের পয়গামের উপর পয়গাম না দেয়, যে পর্যন্ত না সে বিবাহ করে কিংবা (প্রস্তাব) ছেড়ে যায়।

৩২৪৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ *

৩২৪৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি যেন তার অন্য ভাই-এর বিবাহের পয়গামের উপর বিবাহের পয়গাম না দেয়।

خِطْبَةُ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ أَدْنَى لَهُ

প্রস্তাব ছেড়ে দিলে অথবা অনুমতি দিলে অন্যজনের প্রস্তাব দেয়া সম্পর্কে

৩২৪৪. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ *

৩২৪৪. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - ইবন জুরাইজ (র) বলেন, আমি নাসি' (র)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলতেন : কারও খরিদ করার (প্রস্তাবের) উপর অন্য কারো খরিদ করার প্রস্তাব দিতে এবং একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যজনের প্রস্তাব দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, যে পর্যন্ত না (ঐ প্রথম) প্রস্তাবক ছেড়ে যায় অথবা প্রস্তাবক (নিজেই) তাকে অনুমতি দেয়।

৩২৪৫. أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّهُمَا سَأَلَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا فِيهِ شَيْءٌ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَرَنَّكَ كَأَنَّكَ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَأُطْلُبَنَّهَا وَلَا أَقْبِلُ هَذَا فَقَالَ الْوَكِيلُ لَيْسَ لَكَ سَكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ قَالَتْ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ سَكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ فَاعْتَدَى عِنْدَ فَلَانَةَ قَالَتْ وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اعْتَدَى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى فَإِذَا حَلَلَتْ فَادْنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلَتْ أَذْنَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ خَطَبَكَ فَقُلْتُ مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ آخَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لِأَشْيَاءَ لَهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَكِنْ انْكحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَتَنَكَّحَتْهُ *

৩২৪৫. হাজিব ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান ইবন ছাওবান (র) হতে বর্ণিত যে, তারা ফাতিমা বিন্ত কায়সকে তার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। জবাবে তিনি বলেন : আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দেয়। সে আমাকে কিছু খোরাক দিত, তাতে কিছু সমস্যা ছিল। আমি বললাম : আল্লাহর কসম যদি খোরাক ও বাসস্থান আমার প্রাপ্য হয়ে থাকে, তবে আমি তা চাইব। আমি এটা (নিম্নমানের খাদ্য) গ্রহণ করব না। উকিল বললেন : তোমার জন্য কোন খোরাক ও বাসস্থান (প্রাপ্য) নেই। তখন আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন : তোমার জন্য খোরাক ও বাসস্থান নেই, তুমি অমুক স্ত্রীলোকের কাছে থেকে ইদ্দত পালন কর। তিনি (ফাতিমা) বলেন : তার নিকট তাঁর সাহাবীরা আসা-যাওয়া করত। এরপর তিনি ﷺ বললেন : তাহলে তুমি উম্মু মাকতূমের নিকট থেকে ইদ্দত পূর্ণ কর। কেননা সে একজন অন্ধ ব্যক্তি। যখন তুমি ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন আমাকে অবহিত করবে।

ফাতিমা (রা) বলেন : আমি হালাল হয়ে তাঁকে জানালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কে কে তোমাকে বিবাহের পয়গাম দিয়েছে ? আমি বললাম : মু'আবিয়া (রা) এবং অন্য একজন কুরায়শী ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মু'আবিয়া তো কুরায়শী যুবকদের মধ্যে একজন যুবক, তবে তার কোন সম্পদ নেই। আর অন্য ব্যক্তি একজন মন্দ লোক, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই ; বরং তুমি উসামাকে বিবাহ কর। ফাতিমা (রা) বলেন : আমি তা পছন্দ করলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা তিনবার বললেন। এরপর আমি তাকে বিবাহ করলাম।

بَابُ إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فِيمَنْ يَخْطُبُهَا هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ

পরিচ্ছেদ : কোন নারী বিবাহ পয়গাম সম্বন্ধে পুরুষের নিকট পরামর্শ চাইলে তার (প্রস্তাবকারী) সম্পর্কে জ্ঞান বিষয়কে অবহিত করবে না

২২৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَالِكٌ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَفْشَاهَا أَصْحَابِي فَأَعْتَدَى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَّتْ فَادْنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَّتْ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُفْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ وَلَكِنْ انْكَحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ انْكَحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَانْكَحَتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطَ بِهِ *

৩২৪৬. মুহাম্মাদ ইবন সালামা এবং হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) বলেন, আবু আমর ইবন হাফস তাকে তিন তালাক দিয়ে ফেললেন, তখন তিনি ছিলেন অনুপস্থিত (প্রবাসে)। তার উকিল কিছু যব তার নিকট পাঠালেন। কিন্তু ফাতিমা এতে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তিনি (উকিল) বললেন : আল্লাহর কসম ! আমাদের উপর তোমার কোন পাওনা নেই। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে এসে এসকল কথা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন : তোমার কোন খরচ (খোরাক) পাওনা নেই। তিনি তাকে উম্মু শরীকের ঘরে থেকে ইদ্দত পালন করতে আদেশ করলেন। এরপর তিনি বললেন : সে তো এমন এক নারী যার কাছে আমার সাহাবিগণ বেশি যাতায়াত করে। বরং তুমি ইবন উম্মু মাকতুম-এর নিকট থেকে ইদ্দত পূর্ণ কর। সে একজন অন্ধ ব্যক্তি। তুমি তোমার উত্তম কাপড়-চোপড় খুলে রাখতে পারবে। যখন তুমি হালাল (ইদ্দত পূর্ণ) হয়ে যাবে, তখন আমাকে জানাবে। ফাতিমা (রা) বলেন : যখন আমি হালাল হলাম (ইদ্দত পূর্ণ করলাম), তখন তাঁর নিকট বললাম : মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান এবং আবু জাহাম আমাকে বিবাহের পয়গাম দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ

বললেন : আবু জাহাম তো এমন ব্যক্তি, যে কখনও কাঁধ হতে লাঠি নামিয়ে রাখে না (অর্থাৎ সে স্ত্রীকে কষ্ট দেয় অথবা সদা সফরে থাকে। আর মু'আবিয়া তো নিঃস্ব, তার কোন মাল-সম্পদ নেই। তুমি বরং উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে বিয়ে কর। আমি তা অপছন্দ করলাম। তিনি পুনরায় বললেন : উসামা ইবন যায়দকে বিবাহ কর। এরপর আমি তাকে বিবাহ করলাম। মহান মহিয়ান আল্লাহ তাতে মঙ্গল দান করলেন এবং তাঁর ব্যাপারে আমি ঈর্ষার পাত্রী হলাম।

إِذَا اسْتَشَارَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يَخْبِرُهُ بِمَا يَعْلَمُ

কোন নারী সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট পরামর্শ চাইলে, সে যা জানে তা অবহিত করবে কি ?

৩২৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تَنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ وَالصَّوَابُ أَبُو هُرَيْرَةَ *

৩২৪৭. মুহাম্মাদ ইবন আদম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন : আমি এক মহিলাকে বিবাহ (করার ইচ্ছা) করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি তাকে দেখেছ ? কেননা, আনসারীদের চোখে কিছু (খুঁত) থাকে।

৩২৪৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا *

৩২৪৮. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করলে নবী ﷺ বললেন : তাকে দেখে নাও, কেননা আনসারীদের চোখে কিছু (খুঁত) থাকে।

بَابُ عَرَضَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى

পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির নিজের কন্যাকে পছন্দনীয় ব্যক্তির কাছে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব করা

৩২৪৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ تَأَيَّمْتُ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ يَعْنِي ابْنَ حَذَافَةَ وَكَانَ

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَفَّى بِالْمَدِينَةِ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَلَبِثْتُ لَيَالِي فَلَقِيتُهُ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَبِثْتُ لَيَالِي فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَى حِينٍ عَرَضْتَ عَلَى حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي حِينٌ عَرَضْتَ عَلَى أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُهَا وَلَمْ أَكُنْ لَأَنْفُسِي سِرٌّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا *

৩২৪৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খুনায়স অর্থাৎ ইবন হুযাফা, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী এবং বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন, মদীনায তাঁর ইত্তিকাল হলে হাফসা বিন্ত উমর (রা) বিধবা হলেন। উমর (রা) বলেন : আমি উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হাফসা (রা)-এর কথা উল্লেখ করে তাকে বললাম : যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহলে হাফসাকে আমি তোমার নিকট বিবাহ দিব। তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আমি চিন্তা করব। আমি কিছুদিন অতিবাহিত করলাম, পুনরায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন : এসময় আমার বিবাহ করার ইচ্ছা নেই। উমর (রা) বলেন : এরপর আমি আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম : যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে হাফসা (রা)-কে আপনার সাথে বিবাহ দিব। তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। এতে উসমান (রা)-এর উপর আমার যে ক্ষোভ হয়েছিল, তার চেয়ে অধিক ক্ষোভ হলো তাঁর উপর। এভাবে আমি কিছুদিন অতিবাহিত করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে তার বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। আমি তাকে তাঁর বিবাহে সোপর্দ করলাম। এরপর আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন : আপনি আমার নিকট হাফসা (রা)-এর বিবাহের প্রস্তাব দিলে আমি কিছু না বলায় হয়তো আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আপনি যখন প্রস্তাব দিলেন : তখন আপনাকে কোন উত্তর না দেওয়ার কারণ এ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গুনেছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনি। যদি তিনি তাকে বাদ দিতেন তবে আমি তাকে বিবাহ করতাম।

بَابُ عَرَضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَاهُ

পরিক্ষেদ : কোন মহিলার পছন্দনীয় ব্যক্তির নিকট নিজেকে পেশ করা

৩২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ

فَقَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ
فِي حَاجَةٍ *

৩২৫০. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - আবু আবদুস সামাদ মারহুম ইবন আবদুল আযীয 'আন্তার বলেছেন, আমি সাবিত বুনানী (র)-কে বলতে শুনেছি : (একদা) আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর নিকট তাঁর এক কন্যাও ছিল। তিনি বললেন : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে এসে নিজের বিবাহ প্রস্তাব করে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে?

٣٢٥١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً
عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ ابْنَةُ أَنَسٍ فَقَالَ مَا كَانَ أَقْلُ حَيَاءَهَا فَقَالَ أَنَسٌ هِيَ
خَيْرٌ مِنْكَ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ *

৩২৫১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (একদা) এক মহিলা নবী ﷺ -এর কাছে এসে তাকে নিজের বিবাহের প্রস্তাব দিল। এতে আনাস (রা)-এর কন্যা হেসে উঠে বললেন : সে কত নির্লজ্জ। আনাস (রা) বললেন : সে তোমার চাইতে উত্তম, সে তো নিজেকে নবী ﷺ -এর খিদমতে পেশ করেছে।

صَلَاةُ الْمَرَأَةِ إِذَا خَطَبَتْ وَاسْتِخَارَتُهَا رَبَّهَا

বিবাহ প্রস্তাবে মহিলার সালাত আদায় এবং এ ব্যাপারে তার রব (আল্লাহ) সমীপে ইস্তিখারা করা

٣٢٥٢. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ تَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَيْدٍ اذْكُرْهَا عَلَى قَالَ زَيْدٌ
فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُكَ فَقَالَتْ مَا أَنَا
بِمَصْنَعَةٍ شَيْنًا حَتَّى اسْتَأْمَرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرِ *

৩২৫২. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (যায়দ রা সংগে বিবাহ বিচ্ছেদের পর) যখন যয়নব (রা)-এর ইদত শেষ হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দকে বললেন : তার নিকট আমার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন কর। যায়দ (রা) বললেন : আমি গিয়ে বললাম, হে যয়নব! সুসংবাদ গ্রহণ কর, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার কথা উল্লেখ করে আমাকে (প্রস্তাব দিয়ে) তোমার নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি বললেন : আমি আমার রবের পরামর্শ না নিয়ে কিছুই করব না। এই বলে তিনি তাঁর নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে

গেলেন। ইতিমধ্যে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন। (অর্থাৎ) তার অনুমোদন ব্যতীত তার নিকট গমন করলেন। (কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজেই যয়নাব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিবাহ দিয়েছিলেন)।

৩২৫৩. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ *

৩২৫৩. আহমাদ ইবন ইয়াহুইয়া সূফী (র) - - - আবু বকর ঈসা ইবন তাহমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, যয়নাব বিন্ত জাহশ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যান্য বিবিদের উপর গর্ব করে বলতেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিবাহ দিয়েছেন আসমানে। আর তার ব্যাপারেই পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

كَيْفَ الْإِسْتِخَارَةُ

ইস্তিখারা কিভাবে করতে হবে ?

৩২৫৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ *

৩২৫৪. কুতায়বা (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে প্রত্যেক কাজে ইস্তিখারা করতে শিক্ষা দিতেন, যেমন আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরয ব্যতীত দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়, তারপর বলে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ

وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرُ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاَجَلِىْ فَاَقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرُ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاَجَلِىْ فَاَصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهِ *

(অর্থ : ইয়া আল্লাহ্ ! আমি আপনার ইল্ম দ্বারা আপনার কাছে কল্যাণ (সুপরামর্শ) কামনা করছি এবং আপনার কুদরাতের সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং আপনার মহা অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা, নিশ্চয় আপনিই ক্ষমতাবান, আমার ক্ষমতা নেই ; আপনি জানেন, আমি জানি না এবং আপনি অদৃশ্য জগতের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ্ ! যদি আপনার ইলমে এরূপ থাকে যে, ‘এ বিষয়টি’ আমার দীন, আমার জীবন ও আমার কর্ম-পরিণতির বিচারে— অথবা তিনি বলেছেন— আমার নগদ কর্ম ও বাকী কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে— আমার জন্য কল্যাণকর, তবে আপনি তা আমার জন্য নির্ণীত (ও সহজসাধ্য) করে দিন। এরপর তাতে আমাকে বরকত দান করুন। আর যদি আপনার ইলমে এরূপ থাকে যে, ‘এ বিষয়টি’ আমার দীন, আমার জীবন মান ও আমার কাজের পরিণামে— অথবা বললেন— নগদে ও বিলম্বে— আমার জন্য অকল্যাণকর তবে আপনি তা আমা হতে (দূরে) সরিয়ে দিন এবং আমাকে তা হতে সরিয়ে দিন এবং কল্যাণ যেখানেই (যাতেই) থাক না কেন তা আমার জন্য নির্ণীত (তাকদীর ও সহজসাধ্য) করে দিন এবং তাতে আমাকে তুষ্টতা দান করুন।

তিনি বলেন, (‘এ বিষয়টি’ বলার সময়) নিজ প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

اِنْكَاحُ الْاِبْنِ اُمِّ

পুত্রের তার মাকে বিবাহ দেওয়া

۳۲۵۵. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَّانِيِّ حَدَّثَنِى ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَزَوِّجْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّىْ امْرَأَةٌ غَيْرِىْ وَأَنِّْىْ امْرَأَةٌ مُّصْنِيَّةٌ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَوْلِيَائِىْ شَاهِدٌ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ارْجِعِ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَمَّا قَوْلُكَ إِنِّىْ امْرَأَةٌ غَيْرِىْ فَسَادْعُو اللَّهَ لِكَ فَيَذْهَبُ غَيْرَتُكَ وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنِّىْ امْرَأَةٌ مُّصْنِيَّةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صَبِيَانِكَ وَأَمَّا قَوْلُكَ أَن لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَوْلِيَائِىْ شَاهِدٌ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَّكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لِابْنِهَا يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَزَوِّجْهُ مُخْتَصِرٌ *

৩২৫৫. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

যখন তাঁর ইদ্দত পূর্ণ হলো, আবু বকর (রা) তাঁর নিকট নিজের বিবাহ প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠালেন। কিন্তু তিনি তাঁকে বিবাহ করলেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর ইবন খাতাব (রা)-কে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলুন, আমি একজন আত্মাভিমानी নারী, আর আমার সন্তান রয়েছে। আর এখানে আমার কোন আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত নেই। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সব কিছুই বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন : তুমি তার নিকট ফিরে গিয়ে বল, আপনি যে বলেছেন, আমি আত্মাভিমानी, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করব তা হলে তিনি আপনার অভিমান দূর করে দিবেন। আর আপনি বলেছেন, আমি সন্তানওয়ালী, আপনার সন্তানদের জন্য আপনাকে একটা ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। আর আপনি বলেছেন, এখানে আপনার কোন আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত নেই। আপনার উপস্থিত অনুপস্থিত কোন আত্মীয়ই এতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে না। তখন তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন : হে উমর ! উঠ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে আমার বিবাহ দাও। ফলে সে তাঁকে বিবাহ দিল। (সংক্ষিপ্ত)

إِنكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ

ছোট (অপ্রাপ্ত বয়স্কা) কন্যার বিবাহ দান

৩২৫৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ *

৩২৫৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। আর যখন তাঁকে নিয়ে বাসর ঘর করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।

৩২৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَبْعِ سِنِينَ وَدَخَلَ عَلَيَّ لِسَبْعِ سِنِينَ *

৩২৫৭. মুহাম্মাদ ইবন নাদর ইবন মুসাযির (র) - - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন, আমার ছিল সাত বছর বয়স। আর নয় বছর বয়সে তিনি আমার সাথে বাসর করেন।

৩২৫৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَبْعِ سِنِينَ وَمَصَحِبَتُهُ تِسْعًا *

৩২৫৮. কুতায়বা (র) - - - - - আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নয় বছর বয়সের সময় বিবাহ (বাসর) করেন। আর আমি তাঁর (দাম্পত্য) সঙ্গলাভ করি নয় বছর পর্যন্ত।

৩২৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ
بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ *

৩২৫৯. মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা এবং আহমাদ ইব্ন হার্ব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। আর যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন
তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর

إِنكاح الرجل ابنته الكبيرة

বয়স্ক কন্যার বিবাহ দেয়া

৩২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا قَالَ يَغْنَى تَأَيَّمْتُ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ
مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حَذَافَةَ السُّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَفَّيَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ
فَاتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ شَيْئًا
أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ
يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ
بِنْتُ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ
لَيْالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ
حِينَ عَرَضْتُ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ
أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا فِيمَا عَرَضْتُ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا
وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشَى سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبَلْتُهَا *

৩২৬০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, খুনায়স ইব্ন
হুযাফা সাহমী (রা)-এর ইন্তিকাল হওয়ায় হাফসা বিন্ত উমর (রা) বিধবা হলেন। খুনায়স (রা) রাসূলুল্লাহ
-এর সাহাবী ছিলেন এবং তিনি মদীনায়ে ইনতিকাল করেন। উমর (রা) বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফফানের
(রা) নিকট গিয়ে তাঁর সাথে হাফসা বিন্ত উমর-এর বিবাহ প্রস্তাব দিলাম। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, যদি
আপনি ইচ্ছা করেন, তা হলে হাফসাকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আমি চিন্তা

করবো। আমি কিছু দিন অপেক্ষা করলাম। এরপর তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন : আমি মনে করছি, এ সময় আমি বিবাহ করবো না। উমর (রা) বলেন : তখন আমি আবু বকর সিদ্দীকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম : যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহলে আমি হাফসা বিন্ত উমর (রা)-কে আপনার সাথে বিবাহ দিব। আবু বকর সিদ্দীক (রা) চুপ রইলেন। কোন উত্তরই দিলেন না। এতে উসমান (রা)-এর উপর আমার যে ক্ষোভ হয়েছিল, তার চাইতে তাঁর উপর অধিক ক্ষোভ হলো। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাফসাকে বিবাহের পয়গাম দিলে, আমি তাঁর সাথে তাকে বিবাহ দেই। পরে আবু বকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন : আপনি যখন হাফসার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন হয়তো আপনি আমার উপর রাগ করেছিলেন, কেননা আমি কোন উত্তর দেইনি। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আপনার প্রস্তাবে আমার কিছু না বলার কারণ এটাই ছিল যে, আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আলোচনা করেছেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনি। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে গ্রহণ না করতেন, তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করতাম।

اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا

কুমারীর বিবাহে তার সম্মতি গ্রহণ করা

৩২৬১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْآيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا *

৩২৬১. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিধবা তার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে তার ওলীর চাইতে অধিক হকদার। আর কুমারীর ব্যাপারে তার সম্মতি নেয়া হবে। আর তার সম্মতি হলো তার চুপ থাকা।

৩২৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلَقَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْآيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا *

৩২৬২. মুহাম্মাদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : বিধবা তার নিজের ব্যাপারে তার ওলীর চাইতে অধিক হকদার। আর ইয়াতীম কন্যার মতামত গ্রহণ করা হবে এবং তার সম্মতি হলো তার চুপ থাকা।

৩২৬৩. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّيَّاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْإِيمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا *

৩২৬৩. আহমাদ ইবন সাঈদ রিবাতী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিধবা নারী তার ব্যাপারে নিজেই অগ্রযধিকারিণী। আর ইয়াতীম কন্যার মতামত গ্রহণ করা হবে। তার সম্মতি হলো চুপ থাকা।

۳۲۶۴. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُ فَصَمَّتْهَا إِقْرَارُهَا *

৩২৬৪. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বিধবা (পূর্বে বিবাহিতা নারীর ব্যাপারে অভিভাবকের কোন কিছু করার নেই। আর ইয়াতীম কন্যার (কুমারী নারীর) ব্যাপারে তার মতামত গ্রহণ করা হবে। আর তার চুপ থাকাই তার স্বীকারোক্তি।

اسْتِئْثَارُ الْآبِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا

কুমারী মেয়ের নিকট পিতার মতামত চাওয়া

۳۲۶۵. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَتَّصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا *

৩২৬৫. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : পূর্বে বিবাহিতা নারী নিজের ব্যাপারে হকদার আর কুমারীর ব্যাপারে তার পিতা তার সম্মতি নিবে। আর তার সম্মতি হলো— তার চুপ থাকা।

اسْتِئْثَارُ الثَّيِّبِ فِي نَفْسِهَا

পূর্বে বিবাহিতা নারীর অনুমতি গ্রহণ

۳۲۶۶. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَتُنَكِّحُ الثَّيِّبَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ وَلَا تُنَكِّحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ *

৩২৬৬. ইয়াহুইয়া ইবন দুরন্তা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্বে বিবাহিতা নারীকে তার (স্পটে) অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না। আর কুমারী নারীকে তার সম্মতি না নিয়ে বিবাহ দেয়া হবে না। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তার সম্মতি কিভাবে হবে ? তিনি বললেন : তার সম্মতি হলো চুপ থাকা।

إِذْنُ الْبِكْرِ

বিবাহে কুমারীর সম্মতি প্রদান

৩২৬৭. অখবরনা ইসহাক বিন منصور قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْتَأْمَرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قِيلَ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِ وَتَسْكُتُ قَالَ هُوَ إِذْنُهَا *

৩২৬৭. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা নারীদের বিবাহে তাদের সম্মতি গ্রহণ করবে। বলা হলো : কুমারী নারী তো লজ্জা করবে এবং চুপ থাকবে। তিনি বলেন : এটাই তার অনুমতি।

৩২৬৮. অখবরনা মুহম্মদ বিন عبد الأعلى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ *

৩২৬৮. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিধবা (পূর্বে বিবাহিতা) নারীকে বিবাহ দেবে না তার অনুমতি ব্যতীত, আর কুমারীকে তার মতামত না নিয়ে বিবাহ দেবে না। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তার মতামত কিভাবে নেয়া হবে? তিনি বললেন : তার সম্মতি হল তার চুপ থাকা।

الْثَّيِّبُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

পূর্বে বিবাহিতা নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিতা তাকে বিবাহ দেয়া

৩২৬৯. অখবরনি হুরুন বিন عبد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَأَنْبَاءَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ

الْأَنْصَارِيُّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ *

৩২৬৯. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - খানসা বিন্ত খিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাঁকে বিবাহ দিলেন, তিনি ছিলেন, সায়্যিব, (পূর্বে বিবাহিতা-) তিনি তা অপছন্দ করলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলে, তিনি এ বিবাহ ভেঙে দিলেন।

الْبُخَرِيُّ يَزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

কুমারী নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিতার তাকে বিবাহ দেয়া

٣٢٧٠. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً نَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ الْوَلَدُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا *

৩২৭০. যিয়াদ ইবন আইউব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক তরুণী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমার পিতা আমাকে তার ভাতিজার নিকট বিবাহ দিয়েছে। আমার দ্বারা তার নীচুতা দূর করে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং আমি তা অপছন্দ করি। তিনি বললেন : তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন পর্যন্ত এখানে বস। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলে তিনি তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তিনি তার পিতার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং ঐ তরুণীর সম্মতির উপর বিষয়টি ছেড়ে দিলেন। তরুণী বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার পিতা যা করেছেন, তাতে আমি সম্মতি দিলাম। কিন্তু নারীদের এ বিষয়ে কোন অধিকার আছে কি না তা জেনে নেয়াই ছিল আমার ইচ্ছা।

٣٢٧١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسْتَأْمِرُ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا *

৩২৭১. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুমারী নারী (র বিয়ে) সম্বন্ধে তার মতামত নেয়া হবে, সে যদি চুপ থাকে তবে তাই তার সম্মতি। আর যদি সে অস্বীকার করে, তবে তার উপর কোন চাপ প্রয়োগ করা চলবে না।

الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرَمِ

মুহরিম ব্যক্তির বিবাহের বৈধতা

৩২৭২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرَمٌ وَفِي حَدِيثٍ يَعْلَى بِسَرَفٍ *

৩২৭২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি মুহরিম ছিলেন। ইয়ালার হাদীসে আছে (বিবাহ হয়) সারিফ নামক স্থানে।

৩২৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ *

৩২৭৩. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ মায়মূনাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

৩২৭৪. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنكَحَهَا إِيَّاهُ *

৩২৭৪. উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মায়মূনাকে বিবাহ করেন ইহরাম অবস্থায়। মায়মূনা (রা) তাঁর ব্যাপারটি আব্বাস (রা)-এর উপর ন্যস্ত করলে, তিনি তাঁকে তার সংগে বিবাহ দেন।

৩২৭৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ *

৩২৭৫. আহমাদ ইব্ন নাসর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেন ইহরাম অবস্থায়।

النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرَمِ

মুহরিমের বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

৩২৭৬. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ

قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ثُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ
أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ *

৩২৭৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - - নুবায়হ ইবন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত। আবান ইবন উসমান (র) বলেছেন। আমি উসমান ইবন আফফান (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুহরিম (নিজে) বিবাহ করবে না, অন্য কাউকে বিবাহ দেবে না, আর বিবাহের পয়গামও পাঠাবে না।

۳۲۷۷. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ
وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ ثُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ *

৩২৭৭. আবুল আশ্বাস (র) - - - - - আবান ইবন উসমান (র) থেকে বর্ণিত। উসমান ইবন আফফান (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : মুহরিম (নিজে) বিবাহ করবে না, আর কাউকে বিবাহ দেবে না ; আর বিবাহের পয়গামও পাঠাবে না।

مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ

বিবাহের সময় যা বলা মুস্তাহাব

۳۲۷۸. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَثَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ قَالَ عَلِمْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُدُ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ قَالَ التَّشَهُدُ فِي
الْحَاجَةِ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ *

৩২৭৮. কুতায়বা (র) - - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামাযের তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন, আর (বিবাহ ইত্যাদি) প্রয়োজনের বিষয়ের তাশাহুদও শিক্ষা দিতেন, তিনি বলেন, (তথা বিবাহ ইত্যাদির) তাশাহুদ হলো :

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
وَمَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

(অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর ! আমরা তাঁর সাহায্য কামনা করি তার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আল্লাহর আশ্রয়

প্রার্থনা করি আমাদের প্রবৃত্তির মন্দ কর্ম হতে। আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথহারা করতে পারে না এবং আল্লাহ্ যাকে পথহারা করেন তাকে কেউ পথের দিশা দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ পালাতুন আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।)

এরপর তিনটি আয়াত পাঠ করবে।

৩২৭৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ *

৩২৭৯. আমার ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ পালাতুন আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে কথা বললে তিনি বললেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ *

مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ

কোন ধরনের খুতবা মাকরুহ

৩২৮০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ تَشْهَدُ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَسْ الْخُطِيبُ أَنْتَ *

৩২৮০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ পালাতুন আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট 'তাশাহুদ' খুতবার ভূমিকা (প্রারম্ভিকা) পাঠ করলেন, তাদের একজন বললেন :

مَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَقَدْ غَوَى *

রাসূলুল্লাহ পালাতুন আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কত মন্দ ভাষণ দানকারী।

১. তার বলা উচিত ছিল مَنْ يَعْصِرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ যে আল্লাহ্র অবাধ্য হয় এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, সে পথহারা হয়েছে।

بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ

পরিচ্ছেদ : যে কথা দ্বারা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়

৩২৮১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَى فِيهَا رَأْيَكَ فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَى فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ أَذْهَبَ فَاظْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ *

৩২৮১. মুহাম্মাদ ইবন মানসুর (র) - - - সুফিয়ান (র) বলেন, আমি আবু হাযিম (রা)-কে বলতে শুনেছি, সাহল ইবন সা'দ (রা) বলতেন : আমি এক দল লোকের সংগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক মহিলা দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এ মহিলা আপনার জন্য নিজকে হিবা করেছে। এখন এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত দেন ? তিনি নিশুপ রইলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। আবার সে মহিলা দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এ মহিলা আপনার জন্য নিজকে হিবা করেছে। এখন এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন ? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিন। তিনি বললেন : তোমার নিকট কি কোন বস্তু আছে ? সে বললেন : না। তিনি বললেন : যাও একটি লোহার আংটি হলেও তা সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। সে ব্যক্তি গিয়ে খোঁজ করে এসে বললেন : আমি কিছুই পেলাম না, এমনকি একটি লোহার আংটিও না। তিনি বললেন : তোমার কি কুরআনের কিছু মুখস্থ আছে ? সে বললেন : হ্যাঁ, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে। তিনি বললেন : কুরআনের যা তোমার নিকট রয়েছে, তার সূত্রে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।^১

الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ

বিবাহের শর্ত প্রসংগ

৩২৮২. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي جَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَقَّ الشُّرُوطُ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ *

১. হানাফী মাজহাব অনুসারে কুরআন শিখানোর বিনিময়ে মোহর আদায় হবে না, স্ত্রীকে 'মোহরে মাছাল' (উপযোগী মোহর) দিতে হবে।

৩২৮২. ঈসা ইবন হায্মাদ (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : শর্ত (চুক্তি)-সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিপালনীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, তোমরা যা দ্বারা (মহিলার) লজ্জাস্থান হালাল করবে, (অর্থাৎ মোহর আদায় করা)।

۳۲۸۳. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ تَعِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ *

৩২৮৩. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন তামীম (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রতিপালনীয় রূপে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, তোমরা যা দ্বারা (মহিলার) লজ্জাস্থান হালাল করবে।

النِّكَاحُ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا بِمُطْلَقِهَا

তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যে বিবাহ দ্বারা তালাকদাতার জন্য হালাল হয়

۳۲۸۴. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَأَبْتُ طَلَاقِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الثُّوبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ *

৩২৮৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রিফা'আ (রা)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : রিফা'আ আমাকে তালাক দিয়েছে এবং চূড়ান্ত তালাক দিয়ে ফেলেছে। এরপর আমি আবদুর রহমান ইবন যাবীর (রা)-কে বিবাহ করেছি। কিন্তু তার কাছে আমার কাপড়ের আঁচালের মত ব্যতীত আর কিছু (পুরুষত্ব শক্তি) নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন এবং বললেন : হয়তো তুমি রিফা'আর নিকট প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করছো। তা (হালাল) হবে না, যে পর্যন্ত না সে (নতুন স্বামী) তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করে, আর তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ কর। (অর্থাৎ তোমাদের 'সহবাস' হয়।)

تَحْرِيمُ الرُّبَيْبَةِ الَّتِي فِي حَجَرِهِ

ক্রোড়ে পালিত (স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর) কন্যা হারাম হওয়া

۳۲۸۵. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَعْمَانِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ وَأُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكِ أُخْتِي بِنْتُ

أَبِي سَفْيَانَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ تُحِبِّينَ ذَلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ يَشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أُخْتِكَ لَا تَحِلُّ لِي فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّهَا رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَاحَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثَوَيْبَةَ فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ *

৩২৮৫. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - - উরওয়া (র) সংবাদ দিয়েছেন, যয়নাব বিন্ত আবু সালামা — তার মা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা — তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন, আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু সুফিয়ানের কন্যা, আমার বোনকে আপনি বিবাহ করুন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি এটা পছন্দ কর? আমি বললাম : হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে (স্ত্রীরূপে) একাকী নই, সুতরাং কল্যাণের বিষয়ে আমার বোন আমার অংশীদার হবে। এটাই আমার কাছে অধিক পসন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার বোন আমার জন্য হালাল হবে না। আমি বললাম : আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা বলাবলি করছি যে, আপনি দুররাহ বিন্ত আবু সালামাকে (রা) বিবাহ করতে ইচ্ছা রাখেন। তিনি বললেন : উম্মু সালামার (রা) কন্যা? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! যদি সে আমার ক্রোড়ে পালিত কন্যা নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা, সে তো আমার দুধ ভাই-এর কন্যা। আমাকে এবং আবু সালামাকে (রা) সুওয়াইবা (রা) দুধ পান করিয়েছেন। অতএব তোমাদের বোনদেরকে বা কন্যাদেরকে আমার কাছে (বিবাহের জন্য) পেশ করো না।

تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ

মা ও কন্যাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম

৩২৮৬. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ بِنْتَ أَبِي تَغْنِي أُخْتَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكْتَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَاحَلَّتْ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثَوَيْبَةَ فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ *

৩২৮৬. ওয়াহুব ইবন বয়ান (র) - - - - যয়নাব বিন্ত আবু সালামা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার পিতার কন্যা অর্থাৎ আমার বোনকে আপনি বিবাহ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি তা পছন্দ কর ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি তো আপনার একমাত্র স্ত্রী নই, বরং আরো যারা (আপনার স্ত্রী হওয়ার) সৌভাগ্যে আমার শরীক হবে, আমার বোনও তাদের অন্তর্ভুক্ত হোক, আমি তা পছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা হালাল হবে না। উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহর শপথ ! আমরা বলাবলি করেছি যে, আপনি দুররাহ বিন্ত আবু সালামা (রা)-কে বিবাহ করবেন। তিনি বললেন : উম্মু সালামার কন্যা ? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর শপথ ! যদি সে আমার ক্রোড়ে, (আমার স্ত্রীর কন্যারূপে) পালিত না হতো, তাহলেও সে হালাল হতো না। কেননা সে আমার দুধ ভাই-এর কন্যা। আমাকে এবং আবু সালামা (রা)-কে সুওয়াইবা (রা) দুধপান করিয়েছেন। অতএব তোমাদের কন্যাদেরকে এবং বোনদেরকে আমার সংগে বিবাহের প্রস্তাব দেবে না।

২২৮৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ *

৩২৮৭. কুতায়বা (র) - - - - ইরাক ইবন মালিক (র) বর্ণনা করেন, যয়নাব বিন্ত আবু সালামা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন : আমরা বলাবলি করি যে, আপনি দুররাহ বিন্ত আবু সালামাকে বিবাহ করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : উম্মু সালামা (রা)-কে বিয়ে করা সত্ত্বেও ? যদি আমি উম্মু সালামাকে বিবাহ নাও করতাম, তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা তার পিতা আমার দুধ ভাই।

تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ

দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম

২২৮৮. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ فَأَصْنَعُ مَاذَا قَالَتْ تَزَوَّجُهَا قَالَ فَإِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرِكُنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قَالَتْ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَيْبِيَّتِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لِأَبْنَتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ *

৩২৮৮. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার বোনের ব্যাপারে আপনার কোন আশ্রয় আছে ? তিনি বললেন : আমি কি করব ? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : আপনি তাকে বিবাহ করবেন ! তিনি বললেন : এটা কি তোমার নিকট খুব পছন্দনীয় ? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : হ্যাঁ। আমি তো আপনার একমাত্র স্ত্রী নই, বরং আরো যারা আমার সাথে (সৌভাগ্য ও) মঙ্গলের অংশীদার হবে, আমি ভালবাসি যে, আমার বোনও তাদের অন্তর্ভুক্ত হোক। তিনি বললেন : সে আমার জন্য হালাল হবে না। উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি দুররা বিনুত উম্মু সালামা (রা)-কে বিবাহের পয়গাম দিচ্ছেন। তিনি বললেন : আবু সালামা (রা)-এর কন্যা ? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম। যদি সে আমার কাছে পালিত, আমার স্ত্রীর কন্যা নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা, সে তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। অতএব, তোমাদের কন্যাদের ও তোমাদের বোনদের আমার সংগে বিবাহের প্রস্তাব করবে না।

الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

কোন নারী এবং তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ করা প্রসংগে

৩২৮৯. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا *

৩২৮৯. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন : কোন নারী ও তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ করবে না। আর কোন নারী ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করবে না।

৩২৯০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْعٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا *

৩২৯০. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব ইবন আবদুল ওয়াহাব ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আক্বাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন যুবার ইবন আওওয়াম (র) - - - - কাবীসা ইবন যুওয়ায়ব (র) বলেন : তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন নারী ও তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ করতে এবং কোন নারী ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

৩২৯১. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُتَنَكَّحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا *

৩২৯১. ইব্বারাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন নারীর ফুফু এবং খালার সাথে অথবা (ফুফু বা খালাকে বিয়ে করার পর) ঐ নারীকে বিবাহ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

۳۲۹۲. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتِهَا *

৩২৯২. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। চারজন পরস্পর সম্পর্কীয়া নারীকে একত্রে বিবাহ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। কোন নারী ও তার ফুফু এবং কোন নারী ও তার খালা।

۳۲۹۳. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُتَنَكَّحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا *

৩২৯৩. আমর ইবন মানসুর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে অথবা তার খালার সাথে বিবাহ করবে না।

۳۲۹৪. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُتَنَكَّحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا *

৩২৯৪. মুজাহিদ ইবন মুসা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন নারীকে তার খালা অথবা তার ফুফুর সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

۳۲۹৫. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُتَنَكَّحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا *

৩২৯৫. ইয়াহুইয়া ইবন দুরস্তা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে অথবা তার খালার সাথে বিবাহ করবে না।

تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

কোন নারী এবং তার খালাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম

৩২৭৬. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا *

৩২৭৬. উবায়দুল্লাহ ইবন সাদিদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে অথবা তার খালার সাথে (বা আগে পরে) বিবাহ করা যাবে না।

৩২৭৭. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا *

৩২৭৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাই-এর কন্যার সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

৩২৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ *

৩২৭৮. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন নারীকে তার ফুফু অথবা তার খালার সাথে বিবাহ করা যাবে না। রাবী আসিম (র) বলেন : আমি এটা জাবির (রা) থেকে শুনেছি।

৩২৭৯. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا *

৩২৭৯. মুহাম্মাদ ইবন আদাম (র) - - - শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নারীকে তার ফুফু এবং খালার সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

৩৩০০. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا *

৩৩০০. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নারীকে তার ফুফু অথবা তার খালার সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

مَا يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعِ

দুধ পান সম্পর্কের কারণে যারা হারাম

৩৩.১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ رَمَهُ الرُّضَاعُ *

৩৩০১. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জন্ম সম্পর্ক যাকে হারাম করে, দুধ পানের সম্পর্কও তাকে হারাম করে।

৩৩.২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ *

৩৩০২. কুতায়বা (র) - - - - উরওয়া (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাকে অবহিত করেছেন যে, তাঁর দুধ চাচা আফলাহ (র) তাঁর নিকট (আসতে) অনুমতি চাইলে তিনি তার সংগে পর্দা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেন : তার সংগে পর্দা করো না। কেননা, দুধ পান সম্পর্ক দ্বারা ঐ সকল লোক হারাম হয়, যারা বংশগত সম্পর্কে হারাম হয়।

৩৩.৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ *

৩৩০৩. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বংশগত সূত্রে যারা হারাম, দুধ পানের সম্পর্ক দ্বারা তারা হারাম।

৩৩.৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ *

৩৩০৪. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ (র) - - - - আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জন্মসূত্রে যারা হারাম, দুধপান সম্পর্ক দ্বারাও তারা হারাম।

تَحْرِيمُ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرُّضَاعَةِ

দুধ ভাই-এর কন্যা হারাম হওয়া

৩৩.৫. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَتَوَقَّى فِي قُرَيْشٍ وَتَدْعُنَا قَالَ وَعِنْدَكَ أَحَدٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا لَاتَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ *

৩৩০৫. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার কি হলো যে, আপনি কুরায়শদের প্রতিই (বিবাহ করার) আগ্রহ করেন, আর আমাদেরকে (অর্থাৎ বনী হাশিমকে) পরিত্যাগ করেন। তিনি বললেন : তোমার নিকট কি কেউ আছে? আমি বললাম : হ্যাঁ, হামযা (রা)-র কন্যা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে আমার জন্য হালাল হবে না। কেননা, সে তো আমার দুধ ভাই-এর কন্যা।

৩৩.৬. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنْتُ حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا سَمِعَهُ قَتَادَةَ مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ *

৩৩০৬. ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হামযার (রা) কন্যা (কে বিবাহ করা) সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সেতো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। শু'বা (র) বলেন : কাতাদা (র) জাবির ইবন যায়দ (র) হতে এটা শুনেছেন।

৩৩.৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّسْبِ *

৩৩০৭. আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হামযা (রা)-এর কন্যাকে বিবাহ করা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলা হলে তিনি বললেন : সেতো আমার দুধ ভাই-এর কন্যা। আর বংশ সূত্রে যারা হারাম হয়, দুধ পান সম্পর্ক দ্বারা তারা হারাম হয়।

الْقَدَرُ الَّذِي يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ

কতটুকু দুধ পান করা (বিবাহ) হারাম করে

৩৩.৮. أَخْبَرَنَا هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ

قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْحَارِثُ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ *

৩৩০৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন, তাতে রয়েছে; হারিস (র) (তার ভাষ্যে) বলেন, যে কুরআনে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে রয়েছে, সুনির্দিষ্ট 'দশবার দুধপান হারাম করে দেয়।' এরপর তা (ঐ দশবার) পরিবর্তিত (মানসূখ) হয়ে গেল সুনির্দিষ্ট পাঁচবার দ্বারা। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (ওফাত বরণ) করেন। তখনও তা (পাঁচবারের কথা,) কুরআনে তিলাওয়াত করা হত।^১

৩৩. ৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبُ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ سئلَ عَنِ الرِّضَاعِ فَقَالَ لَا تُحَرِّمُ الْأَمْلَاجَةَ وَلَا الْأَمْلَاجَتَانِ وَقَالَ قَتَادَةُ الْمَمَّةُ وَالْمَصَّتَانِ *

৩৩০৯. আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ (র) - - - - উম্মু ফযল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে দুধপান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : একবার, দু'বার (শিশুকে) ঢেলে দেয়া (পান করা) হারাম করে না। কাতাদা (র) বলেন, একবার, দু'বার (স্তন) চোষণ করায় বিবাহ হারাম হয় না।

৩৩. ১০. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَمَّةُ وَالْمَصَّتَانِ *

৩৩১০. শুয়ায়ব ইবন ইউসুফ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার এবং দু'বার (স্তন) চোষণ করা হারাম করে না।

৩৩. ১১. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُحَرِّمُ الْمَمَّةُ وَالْمَصَّتَانِ *

৩৩১১. যিয়াদ ইবন আইউব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একবার এবং দু'বার (স্তন) চোষণ করা হারাম করে না।

১. পরে পাঁচ বারের কথাও রহিত হয়ে যায়। কিন্তু যারা এ খবর জানতো না, তারা নবী (সা)-এর ইনতিকালের পরও কিছু দিন এ আয়াত তিলাওয়াত করতো।

৩৩১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ابْنِ يَزِيدٍ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ عَنِ الرُّضَاعِ فَكَتَبَ إِنَّ شَرِيحًا حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَنَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا تَحْرُمُ الْخُطْفَةُ وَالْخُطْفَتَانِ *

৩৩১২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাযী‘ (র) - - - - কাতাদা (র) বলেন : আমরা ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদ নখঈকে (র) দুধপান সম্বন্ধে প্রশ্ন করে লিখেছিলাম। (উত্তরে) তিনি লিখলেন, শুরায়হ (র) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আলী (রা) এবং ইব্ন মাসউদ (রা) বলতেন : দুধপান অল্প হোক অথবা অধিক হোক, তা (বিবাহ) হারাম করে। তার কিতাবে আরো ছিল, আবু শা‘ছা মুহারিবী (র) বর্ণনা করেছেন— আয়েশা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : একবার, দু’বার (অতর্কিতে) চুষে নিলে, তা হারাম করে না।

৩৩১৩. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاسْتَدْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنِ مَا إِخْوَانُكُمْ وَمَرَّةً أُخْرَى انْظُرْنِ مَنْ إِخْوَانُكُمْ مِنَ الرُّضَاعَةِ فَإِنَّ الرُّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ *

৩৩১৩. হানাদ ইব্ন সারী (র) - - - - মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) বলেছেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আগমন করলেন, তখন আমার নিকট এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিল। এটা তাঁর নিকট বেশ খারাপ লাগলো। আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের লক্ষণ দেখতে পেলাম। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে আমার দুধ-ভাই। তিনি বললেন : চিন্তা (গভীরভাবে সন্ধান) করে দেখ, তোমাদের কি (ধরনের) ভাই। অন্য সময় তিনি বলেছেন : চিন্তা করে দেখ, কে তোমাদের দুধ-ভাই। এরপর তিনি বললেন : দুধপান ধর্তব্য হয় তা দ্বারা, ক্ষুধা নিবারণের জন্য যা পান করা হয়।

لَبْنُ الْفَحْلِ

যে পুরুষের সূত্রে দুধ (মহিলার দুধ পান করানো দ্বারা পুরুষের সাথেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়)

৩৩১৪. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلًا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرُّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ إِنَّ الرُّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ *

৩৩১৪. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট ছিলেন, এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ ব্যক্তি আপনার (স্ত্রীর) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার মনে হয় সে অমুক ব্যক্তি, যে হাফসার দুধ সম্পর্কের চাচা। আয়েশা (রা) বললেন, আমি বললাম : যদি অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকতো, (অর্থাৎ) তার দুধ সম্পর্কের চাচা তবে, আমার কাছে আসতো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : জনুগত সম্পর্কে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কও তাকে হারাম করে দেয়।

৩৩১৫. أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي أَبُو الْجَعْفَرِ مِنَ الرُّضَاعَةِ فَرَدَدْتُهُ قَالَ وَقَالَ هِشَامٌ هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ ائْذَنِي لَهُ *

৩৩১৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমার দুধ সম্পর্কীয় চাচা আবুল জা'দ আগমন করলে আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। রাবী বলেন, হিশাম (র) বলেছেন : তিনি ছিলেন আবুল কু'আইস (রা)। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলে আমি তাকে অবহিত করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে অনুমতি দেবে।

৩৩১৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷻ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ *

৩৩১৬. আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবুল কু'আইস (রা)-এর ভাই (আকলা) অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে অনুমতি দিও, কেননা সে তোমার চাচা। আমি বললাম : আমাকে তো মহিলা দুধ পান করিয়েছে, পুরুষ তো দুধপান করায় নি। তিনি বললেন : সে তোমার চাচা, অতএব সে তোমার নিকট প্রবেশ করতে পারবে।

৩৩১৭. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةُ قَالَتْ كَانَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ وَهُوَ عَمِّي مِنَ الرُّضَاعَةِ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ائْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ *

৩৩১৭. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবুল কু'আইস (রা)-এর ভাই আফলাহ (রা) আমার নিকট আসতে অনুমতি চান ; তিনি ছিলেন আমার দুধ সম্পর্কের চাচা। আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলে আমি তাকে তা জানালাম। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দিও, কেননা সে তোমার চাচা। আয়েশা (রা) বলেন : এটা ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

٣٣١٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ الزُّهْرِيِّ وَهَيْشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَلَمْ أَذِنَ لَهُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ائْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ ائْذِنِي لَهُ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ فَإِنَّهُ عَمُّكَ *

৩৩১৮. আবদুল জব্বার ইবন আলা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আফলাহ পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলে আমি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দেবে। কেননা সে তোমার চাচা। আমি বললাম : আমাকে তো নারী দুধ পান করিয়েছে, কোন পুরুষ তো দুধ পান করায় নি। তিনি বললেন : তোমার ডান হাত মাটিযুক্ত হোক (বুজির অপরিপক্বতা দূর হোক)। তাকে অনুমতি দেবে, কেননা সে তোমার চাচা।

٣٣١٩. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ وَاسْحَقُ بْنُ بَكْرِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ فَقُلْتُ لَا أَذِنَ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ لَهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ فَقَالَ ائْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي امْرَأَةً أَبِي الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ ائْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ *

৩৩১৯. রবী' ইবন সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কু'আইস (রা)-এর ভাই আফলাহ (রা) অনুমতি চাইলে আমি বললাম : আমি তাকে অনুমতি দেব না, যতক্ষণ না

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হতে অনুমতি পাই। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলে আমি তাঁকে বললাম : আবুল কু'আইস (রা)-এর ভাই আফলাহ (রা) এসে অনুমতি চাচ্ছিল। আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। তিনি ﷺ বললেন : তাকে অনুমতি দেবে, কেননা সে তোমার চাচা। আমি বললাম : আমাকে তো দুধ পান করিয়েছে আবুল কু'আইস (রা)-এর স্ত্রী, কোন পুরুষ তো আমাকে দুধ পান করায় নি। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দেবে, কেননা সে তোমার চাচা।

بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

পরিচ্ছেদ : বয়স্ককে দুধ পান করানো সম্পর্কে

৩৩২০. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضِعِيهِ قُلْتُ إِنَّهُ لَذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ بَعْدُ *

৩৩২০. ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র) - - - মাখরামা ইবন বুকায়র (রা) তার পিতার সূত্রে বলেন, আমি হুমাইদ ইবন নাফি'কে বলতে শুনেছি যে, আমি যয়নব বিন্ত আবু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি : সাহলা বিন্ত সুহায়ল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার নিকট সালিম-এর আগমনের কারণে আমি আবু হুযায়ফা-এর চেহারায় (ক্রোধের) চিহ্ন দেখতেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাকে দুধপান করিয়ে দাও। আমি বললাম : সে তো দাড়িওয়ালা (বয়স্ক লোক)। তিনি বললেন : তাকে তুমি দুধ পান করিয়ে দাও। আবু হুযায়ফা -এর চেহারায় যে (ক্রোধের) চিহ্ন দেখতেছো তা দূর হয়ে যাবে। সাহলা (রা) বলেন : আল্লাহর কসম ! এরপর আবু হুযায়ফা (রা)-এর চেহারায় আমি আর (ক্রোধের) চিহ্ন দেখিনি।

৩৩২১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَى قَالَ فَأَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَقَالَ أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرَهُ *

৩৩২১. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) সাহলা বিন্ত সুহায়ল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে এসে বললেন : আমি আমার নিকট সালিম -এর আগমনের কারণে আবু হুযায়ফা-এর চেহারা (ক্ৰোধের) চিহ্ন দেখতেছি। তিনি বললেন : তাকে দুধ পান করিয়ে দাও। তিনি (সাহলা) বললেন, তাকে দুধ পান করাব কিভাবে, সে তো একজন বয়স্ক পুরুষ ? তিনি বললেন : আমি কি জানি না যে সে একজন বয়স্ক পুরুষ ? পরে তিনি (সাহলা) (তাকে দুধ পান করালেন এবং) এসে বললেন, যিনি আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম ! এরপর আমি আবু হুযায়ফা (রা)-এর চেহারা কোন ক্ৰোধ দেখিনি, যা আমার খারাপ লাগতো।

৩৩২২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْوَزِيرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تَرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ رَبِيعَةُ فَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ *

৩৩২২. আহমাদ ইবন ইয়াহুইয়া আবুল ওয়াযির (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু হুযায়ফা-এর মাওলা সালিমকে দুধ পান করাবার জন্য আবু হুযায়ফা-এর স্ত্রীকে আদেশ করেছেন। যাতে আবু হুযায়ফা-এর (ক্ষোভ) প্রশমিত হয়ে যায়। অতএব, তিনি তাকে দুধ পান করালেন, অথচ তখন সে ছিল একজন বয়স্ক পুরুষ। রবী'আ বলেন : এটা ছিল সালিম-এর জন্য বিশেষ অনুমতি।

৩৩২৩. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَمَكَّنْتُ حَوْلًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ حَدَّثْتُ بِهِ وَلَا تَهَابُهُ *

৩৩২৩. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাহলা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে আগমন করে আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সালিম আমাদের নিকট আগমন করে। পুরুষ যা বুঝে, সেও তা বুঝে, আর পুরুষ যা জানে, সেও তা জানে। তিনি বললেন : তাকে দুধ পান করিয়ে দাও। তাহলে তুমি তার জন্য এভাবে হারাম হয়ে যাবে। রাবী আবু মুলায়কা (র) বলেন : এক বছর যাবত আমি অপেক্ষা করলাম, তা (এ হাদীছ) বর্ণনা করিনি। এরপর কাসেম (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, তা বর্ণনা কর, ভয় করো না।

৩৩২৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ أَشْبَأْنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِيهِ فِي بَيْتِهِمْ فَاتَتْ

بِنتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوهُ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ فَأَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ *

৩৩২৪. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুযায়ফা-এর পালকপুত্র সালিম আবু হুযায়ফা এবং তার পরিবারের সাথে তাদের ঘরে ছিল। সুহায়ল কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে এসে বললেন : (পূর্ণ বয়স্ক) পুরুষরা যে পর্যায়ে উপনীত হয়, সালিমও সে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তারা যা বুঝে, সেও তা বুঝে। সে আমাদের কাছে যাতায়াত করে। এজন্য আমি আবু হুযায়ফা-এর মনে কিছু ক্ষোভের ভাব অনুভব করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাকে দুধ পান করাও, তা হলে তুমি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। অতএব আমি তাকে দুধ পান করলাম। এতে আবু হুযায়ফা-এর মনে যা ছিল, তা দূর হলো। পরে আমি তাঁর খিদমতে আরম্ভ করলাম, আমি তাকে দুধ পান করিয়েছি, তাতে আবু হুযায়ফা-এর মনে যা ছিল, তা দূর হয়ে গেছে।

৩৩২৫. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَ أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرُّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُهَيْلَةَ بِبِنتِ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رِضْعَةٍ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرُّضْعَةِ وَلَا يَرَانَا *

৩৩২৫. ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীগণ তাঁদের নিকট এ ধরনের দুধ সম্পর্কের কোন ব্যক্তির আগমনকে অপছন্দ করতেন (আয়েশা (রা) ব্যতীত), অর্থাৎ বয়স্কদের দুধ সম্পর্ক। তাঁরা আয়েশা (রা)-কে বলতেন : আল্লাহর কসম ! আমরা মনে করি রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহালা বিন্ত সুহায়ল-কে যে আদেশ করেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে শুধু সালিম-এর দুধ পানের ব্যাপারেই বিশেষ অনুমতি ছিল। আল্লাহর কসম ! এ ধরনের দুধ সম্পর্ক নিয়ে কেউ আমাদের নিকট আগমন করবে না এবং আমাদেরকে দেখবে না।

৩৩২৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرُّضْعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى

هَذِهِ الْأَرْحُصَةُ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً لِسَالِمٍ فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرُّضَاعَةِ وَلَا يَرَانَا *

৩৩২৬. আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লায়স (র) - - - - আবু উবায়দা ইবন আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ অবহিত করেছেন যে, তাঁর মাতা যয়নাব বিন্ত আবু সালমা তাকে (ইবন শিহাবকে) অবহিত করেছেন, তার মাতা রাসূলুল্লাহর স্ত্রী উম্মু সালমা বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল স্ত্রীই এ দুধ সম্পর্কে তাঁদের নিকট প্রবেশকে অপছন্দ করতেন। তাঁরা আয়েশা (রা)-কে বলতেন : আল্লাহর কসম! আমরা মনে করি, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ অনুমতি, যা ছিল শুধু সালিম-এর জন্য। কেউ এ দুধ সম্পর্কের কারণে আমাদের নিকট আগমন করবে না এবং আমাদেরকে দেখবে না।

الْغِيلَةُ

‘গীলা’ (স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীর সাথে সহবাস) ও পরবর্তী গর্ভধারণ সম্পর্কে

৩৩২৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَدَّامَةَ بِنْتَ وَهَبٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذُكِرْتُ أَنْ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ وَقَالَ إِسْحَاقُ يَصْنَعُونَهُ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ *

৩৩২৭. উবায়দুল্লাহ এবং ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জুদামা বিন্ত ওয়াহ্ব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, ‘গীলা’ (অর্থাৎ স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীর সাথে সহবাস) করতে নিষেধ করবো। পরে আমার মনে হলো যে, পারস্য এবং রোমের অধিবাসীরা এমন করে থাকে। ইসহাক (র) বলেন : তারা এমন করে, অথচ এতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।

بَابُ الْعَزْلِ

পরিচ্ছেদ : আযল করা

৩৩২৮. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشَرَ بْنِ مَسْعُودٍ وَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَمَا ذَاكُمْ قُلْنَا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُصِيبُهَا وَيَكْرَهُ الْحَمْلَ وَتَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ *

৩৩২৮. ইসমাইল ইবন মাসউদ এবং হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন বিশর ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি হাদীসটিকে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন, তিনি বলেছেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ আযল সম্বন্ধে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন : এটা কি ? আমরা বললাম : কোন ব্যক্তির স্ত্রী থাকে, আর সে তার সাথে সহবাস করার সময় গর্ভধারণ করাকে অপছন্দ করে; অথবা তার দাসী থাকে, তার সাথে সহবাস করে এবং গর্ভধারণ অপছন্দ করে। তিনি বললেন : না, এটা করলে তোমাদের ক্ষতি নাই। কেননা, যা নির্ধারিত (তাকীরে) আছে তা হবেই।

৩৩২৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَرْثَةَ الزُّرْقِيَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرْقِيَّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي تَرْضَعُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مَا قَدْ قَدَّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ *

৩৩২৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু সাঈদ যুরাকী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আযল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, আমার স্ত্রী স্তন্যদান করে, আমি তার গর্ভধারণ পছন্দ করি না। নবী বললেন : জরায়ুতে (গর্ভে) যা হওয়ার নির্ধারিত আছে তা হবেই।

حَقُّ الرِّضَاعِ وَحُرْمَتُهُ

স্তন্যদানের অধিকার (হক) ও এর মর্যাদা

৩৩৩০. أَخْبَرَنَا يَفْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَذْهَبُ عَنِّي مَذْمَةُ الرِّضَاعِ قَالَ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ *

৩৩৩০. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - হাজ্জাজ ইবন হাজ্জাজ তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কি করে স্তন্যদানের হক আদায় করতে পারি ? তিনি বললেন : একজন দাস অথবা দাসী (দান করা) দ্বারা।

الشَّهَادَةُ فِي الرِّضَاعِ

স্তন্যদান বিষয়ে সাক্ষ্য

৩৩৩১. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدِ

أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَ ثَنَاءُ امْرَأَةٍ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَ ثَنِيَّ امْرَأَةٍ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَعْرَضَ عَنِّي فَاتَّيْتُهِ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا دَعَهَا عَنْكَ *

৩৩৩১. আলী ইবন হুজর (র) - - - - উক্বা ইবন হারিস (র) বলেন, আমি তা (এ হাদীস) উক্বা হতেও শ্রবণ করেছি, কিন্তু আমি উবায়দের হাদীস অধিক স্মরণ রাখি। তিনি বলেন, আমি এক নারীকে বিবাহ করলাম। আমাদের নিকট একজন কাল নারী এসে বললো : আমি তোমাদের উভয়কে স্তন্যদান করেছি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে অবহিত করলাম আমি বললাম : আমি অমুকের কন্যা অমুককে বিবাহ করেছি। তখন এক কাল (হাবশী) নারী এসে বলল : আমি তোমাদের উভয়কে স্তন্যদান করেছি। তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বললাম : সে মিথ্যাবাদী। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে তুমি কি করে (তার সাথে সহবাস করছো) ? অথচ এ মহিলা মনে করে যে, সে তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে ? অতএব তুমি তাকে (তোমার স্ত্রীকে) তোমার থেকে পৃথক করে দাও।

نِكَاحُ مَا نَكَحَ الْأَبَاءُ

পিতার বিবাহিতাকে বিবাহ করা

৩৩৩২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّأْيَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ *

৩৩৩২. আহমাদ ইবন উসমান ইবন হাকীম (র) - - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার মামার সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন তার সাথে একখানা ঝগড়া ছিল। আমি বললাম : আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার পিতার মৃত্যুর পর তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে, তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্য, অথবা (তিনি বলেছেন :) তাকে হত্যা করার জন্য।

৩৩৩৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَبْتُ عُمَى وَمَعَهُ رَأْيَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ وَأَخْذُ مَالَهُ *

৩৩৩৩. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - ইয়াযীদ ইবন বারা' (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি আমার চাচার সাক্ষাৎ পেলাম, তার সাথে একটি পতাকা ছিল। আমি বললাম : আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বললেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শ্রেণ করেছেন, এমন ব্যক্তির নিকট, যে তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন তার গর্দান উড়িয়ে দিতে, এবং তার মাল ছিনিয়ে নিতে।

تَاوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

মহান মহিয়ান আল্লাহর বাণী : **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ** -এর আয়াতের ব্যাখ্যা

৩৩৩৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ أَزْوَاجُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ تَحَرَّجُوا مِنْ غَشْيَانِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيُّ هَذَا لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ *

৩৩৩৪. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আওতাস' নামক স্থানে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা শত্রু সৈন্যদের সাথে মুকাবিলা করে তাদের উপর বিজয় লাভ করলেন, তাদের মহিলাদেরকে যুদ্ধ বন্দী করলেন, যাদের মুশরিক স্বামী ছিল। মুসলমানগণ তাদের সাথে সহবাস করা হতে বিরত রইলেন, তখন মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা (আয়াত-এ) নাযিল করলেন :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

অর্থ : নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। (৪ : ২৪)। অর্থাৎ এরা তোমাদের জন্য হালাল, তবে তাদের ইদতপূর্ণ হওয়ার পর।

بَابُ الشُّفَارِ

পরিচ্ছেদ : শিগার (পদ্ধতির বিবাহ)১

৩৩৩৫. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّفَارِ *

৩৩৩৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'শিগার' করতে নিষেধ করেছেন।

৩৩৩৬. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ

১. মোহরানা নির্ধারণ না করে একে অপরের বোন বা কন্যাকে বিয়ে করা এবং এ বিনিময়কেই 'মোহর' সাব্যস্ত করা।

بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا شِفَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ انْتَهَبَ نَهْبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا *

৩৩৩৬. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - ইমরান ইবন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলামে জালাব^১ জানাব^২ এবং শিগার নেই। আর যে ব্যক্তি লুট করে কিছু আত্মসাৎ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٢٣٣٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا شِفَارَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ بَشِيرٍ *

৩৩৩৭. আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলামে জালাব, জানাব এবং শিগার নেই। (আবু আবদুর রহমান বলেন, এটা (এ সনদ) অত্যন্ত ভুল। সঠিক হলো বিশর -এর বর্ণনা।

تَفْسِيرُ الشُّغَارِ

‘শিগার’ এর ব্যাখ্যা

٢٣٣٨. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ وَالشُّغَارُ أَنْ يَزُوجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ *

৩৩৩৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার করতে নিষেধ করেছেন। শিগার হলো কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে অন্য একজনের নিকট বিবাহ দেয় এ শর্তে যে, সে ব্যক্তি তার কন্যাকে এ ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে। আর এ উভয়ের মধ্যে কোন মোহর ধার্য হবে না।

٢٣٣٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى

১. যাকাত আদায়কারী কর্তৃক যাকাত দাতাদের স্থানে না গিয়ে নির্ধারিত স্থানে মাল সম্পদ নিয়ে আসতে বাধ্য করাকে জাল্ব বলা হয়।

২. জনপদের শেষ প্রান্তে যাকাত আদায়কারী কর্তৃক চৌকী স্থাপন করা এবং সেখানে বসে যাকাতদাতাদের কাছে না গিয়ে যাকাত আদায় করা। অথবা যাকাতদাতা কর্তৃক তার মাল সম্পদ দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়া, যাতে যাকাত আদায়কারী অসুবিধায় পড়েন।

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّفَارِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَالشَّفَارُ كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ *

৩৩৩৯. মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম এবং আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার করতে নিষেধ করেছেন। রাবী উবায়দুল্লাহ (র) বলেন : শিগার হলো কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে এ শর্তে বিবাহ দেবে যে, ঐ ব্যক্তি তার বোনকে এ ব্যক্তির নিকট বিবাহ দেবে।

بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ

পরিচ্ছেদ : কুরআনের সূরা (শিখানো)-র শর্তে বিবাহ দেয়া

২৩২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهَبَ نَفْسِي لَكَ فَتَنْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعِدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ انْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِذَا رَأَيْتِ قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَمَّا نِصَفَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ يَا زَارِكَ إِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَهُ فِدْعَى فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عِدَّةَهَا فَقَالَ هَلْ تَقْرَأُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَلَكَتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ *

৩৩৪০. কুতায়বা (র) - - - - সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এসেছি নিজেকে আপনাকে দান করার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি দৃষ্টি দিলেন, তাঁর দৃষ্টিকে তিনি উপরে উঠালেন, এরপর নীচু করলেন। তারপর তিনি তাঁর মস্তক নীচু করে রইলেন। মহিলাটি যখন দেখলো, তিনি তার ব্যাপারে কিছুই ফয়সালা করছেন না, তখন সে বসে পড়লো। এসময় তাঁর সাহাবীদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি এ মহিলার প্রতি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার নিকট বিবাহ দিন। তিনি বললেন : তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বললেন : না। আল্লাহর কসম! আমি কিছুই পেলাম না। তিনি বললেন : দেখ যদি একটি লোহার আংটিও পাও। সে ব্যক্তি চলে গেল, এরপর ফিরে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! না, একটি লোহার আংটিও পেলাম না, কিন্তু

এ তহবন্দটি আছে, তাকে এর অর্ধেক দিতে পারি। সাহল (রা) বলেন : তার কোন চাদরও ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার এ তহবন্দ দিয়ে কি করবে ? যদি তুমি তা পরিধান কর, তাহলে তার গায়ে এর কিছুই থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তবে তোমার গায়ে কিছু থাকবে না। তখন ঐ লোকটি অনেকক্ষণ বসে রইলো। এরপর ঐ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চলে যেতে দেখতে পেলেন। তারপর তাকে ডাকতে আদেশ করলে তাকে ডাকা হলো। সে আসলে তিনি বললেন : তোমার নিকট কুরআনের কিছু আছে কি ? সে বললেন : আমার নিকট অমুক সূরা, অমুক সূরা রয়েছে, আর তা গুণে গুণে বললো। তিনি বললেন : তুমি কি তা মুখস্ত পড়তে পার ? সে বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : কুরআনের যে অংশ তোমার মুখস্ত আছে, তার বিনিময় আমি এ মহিলাকে তোমার অধিকারে (বিয়েতে) দিয়ে দিলাম।

التَّزْوِيجُ عَلَى الْإِسْلَامِ

ইসলাম গ্রহণের শর্তে বিবাহ করা

৩৩৪১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سَلِيمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَمَتْ أُمَّ سَلِيمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا *

৩৩৪১. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু তালহা (রা) উম্মু সুলায়মকে বিবাহ করলেন। তাদের মধ্যকার মোহর ছিল ইসলাম। উম্মু সুলায়ম (রা) আবু তালহা (রা)-এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু তালহা (রা) তাকে বিবাহের পয়গাম দিলে তিনি বললেন : আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমাকে বিবাহ করবো। সে ইসলাম গ্রহণ করলে এটাই তাদের মোহর ধার্য হয়।

৩৩৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّضَيْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سَلِيمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يَرُدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تَسَلَّمَ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمَّ سَلِيمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ *

৩৩৪২. মুহাম্মাদ ইবন নাদর ইবন মুসাভির (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু তালহা (রা) উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বিবাহের পয়গাম দিলে তিনি বললেন : হে আবু তালহা ! আল্লাহর কসম! তোমার মত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু তুমি একজন কাফির, আর আমি একজন মুসলিম মহিলা। তোমাকে বিবাহ করা আমার জন্য বৈধ নয়। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে তা-ই আমার মোহর হবে।

আমি তোমার কাছে এর অতিরিক্ত কিছুই চাই না। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তা-ই তার মোহর ধার্য হলো। সাবিত (র) বলেন : আমি কখনো এমন কোন মহিলার কথা শুনি নাই, যে মোহরের ব্যাপারে উম্মু সুলায়ম (রা) হতে উত্তম। পরে তিনি তার সাথে একান্ত নির্জনবাস করলে তিনি তাকে (স্বামীকে) সন্তান দান করেন।

التَّزْوِيجُ عَلَى الْعَتَقِ

দাসত্ব মুক্তির বিনিময়ে বিবাহ করা

২৩৪৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَنْبَاءَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَهُ مَدَاقَهَا *

৩৩৪৩. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সফিয়া (রা)-কে মুক্ত করে দিলেন, আর এটাকেই তিনি তাঁর মোহর ধার্য করলেন।

২৩৪৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَأَنْبَاءَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ الْحَبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عَتَقَهَا مَهْرَهَا وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

৩৩৪৪. মুহাম্মাদ ইবন রাফি (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সফিয়া (রা)-কে মুক্ত করে দিলেন, আর এই মুক্ত করাকে তাঁর মোহর ধার্য করলেন^১ -এ শব্দ ভাষ্য মুহাম্মাদ (র)-এর।

عِتْقُ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

নিজের দাসীকে মুক্তি প্রদান করে বিবাহ করা

২৩৪৫. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَعَبْدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَمُؤْمِنٌ أَهْلَ الْكِتَابِ *

৩৩৪৫. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তিন ধরনের লোক রয়েছে, যাদের দুই গুণ বিনিময় দেওয়া হবে। এক ব্যক্তি যার একটি দাসী ছিল, তাকে সে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তম ভাবে শিক্ষা দিয়েছে এবং তাকে ইলম-(দীন) শিক্ষা দিয়েছে এবং

১. এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য খাস ছিল।

তা উত্তম ভাবে শিক্ষা দিয়েছে। এরপর সে তাকে মুক্ত করে। ববাহ (করে দ্বীর্ঘ মর্যাদা প্রদান) করেছে। (দ্বিতীয়ত) ঐ দাস, যে আল্লাহর হক এবং তার মনিবের হক আদায় করে। এবং (তৃতীয়ত), আহলে কিতাবের মধ্যে যারা মু'মিন হয়।

৩৩৪৬. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي زُبَيْدٍ عَبَثُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ *

৩৩৪৬. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করে বিবাহ করে, তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।

الْقِسْطُ فِي الْأَصْدَقَةِ

মোহরের ব্যাপারে ইনসাফ করা

৩৩৪৭. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَسَلْيَمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ * أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ يَا ابْنَ أُمِّهِ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يَقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُحِبُّ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ فَأَمَرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ فَيَنْهِنَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَفْتَوْكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةً أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجَرٍ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالَ فَتُحِبُّ أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ *

৩৩৪৭. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা এবং সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - উরওয়া ইবন শুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহর এ বাণী :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ *

(অর্থ : তোমরা যদি আশংকা কর যে, তোমরা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের থেকে যাকে তোমাদের ভাল লাগে.....। (৪ : ৩)) সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বলেন : হে আমার ভাগ্নে। আয়াতে ঐ ইয়াতীম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তার অভিভাবকের ক্রোড়ে পালিত হচ্ছে, এবং সে তার মালে অংশীদার হয়ে যায়। ফলে তার মাল ও সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করে এবং অভিভাবক তাকে তার মোহরে ইনসাফ করা ব্যতীত বিবাহ করতে ইচ্ছা করে এবং তাকে ঐ মোহরও দিতে চায় না, যা তাকে অন্যরা দিতে চায়। অতএব তাদের প্রতি ইনসাফ করা ব্যতীত এবং তাদের ক্ষেত্রে মোহরের প্রচলিত সর্বোচ্চ হার তাদেরকে আদায় করা ব্যতীত, তাদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর তাদের ব্যতীত অন্য যে নারী তাদের পছন্দ হয়, তাদেরকে বিবাহ করতে আদেশ করা হয়েছে। উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন : এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের ব্যাপারে সমাধান চাইলে, মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাখিল করেন :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ *

(অর্থ : লোকেরা আপনার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন : আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন.... অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করতে চাও.....। (৪ : ১২৭)

আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা যে উল্লেখ করেছেন যে, 'যা কিতাবে তিলাওয়াত করা হয়, তাহলো প্রথম আয়াত যাতে রয়েছে :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ *

আয়েশা (রা) বলেন, অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বাণী হলো : (অর্থ) ৭ তোমাদের কারও ক্রোড়ে যে ইয়াতীম মেয়ে রয়েছে যখন সে স্বল্প সম্পদের মালিক ও স্বল্প সৌন্দর্যশীলা হয়, তাদের প্রতি তোমাদের মন আকৃষ্ট হয় না। এ কারণে ইয়াতীম মেয়েদের মধ্যে যার মালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, ইনসাফ ব্যতীত।

৩৩৪৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشْرُ ذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ *

৩৩৪৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাড়ে বার উকিয়ায় বিবাহ করেছেন, আর এর পরিমাণ পাঁচশ' দিরহাম।^১

৩৩৪৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ الصَّدَاقُ إِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ أَوَاقٍ *

৩৩৪৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখনকার মোহর ছিল দশ উকিয়া।

৩৩৫০. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ بْنُ إِيَّاسٍ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ مُشْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ وَابْنِ عَوْنٍ وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ وَهَيْشَامُ بْنُ حَسَّانَ دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَلَمَةُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ثَبُتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ وَقَالَ الْآخَرُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَّا لَا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً وَفِي الدُّنْيَا أَوْ تَقَوَّى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُوقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عِدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كَلَّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقَرِيبَةِ وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا فَلَمْ أَذْرِ مَاعِلِقُ الْقَرِيبَةِ قَالَ وَآخَرَى يَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ قَتَلَ فَلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فَلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْفَرَ عَجَزَ دَابَّتِهِ أَوْ ذَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرَقًا يَطْلُبُ التَّجَارَةَ فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ *

৩৩৫০. আলী ইবন হুজর ইবন ইয়াস ইবন মুকাতিল ইবন মুশামরিখ ইবন খালিদ (র) - - - - আবুল আজফা (র) বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেছেন : সাবধান! তোমরা নারীর মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, কেননা যদি তা দুনিয়ায় উত্তম কার্য হতো, তাহলে তোমাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অধিক উপযুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীকে বা তার কন্যাদের কারও বার উকিয়ার অধিক মোহর দেননি। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অধিক মোহর দান করে, শেষ পর্যন্ত ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি ঐ ব্যক্তির অন্তরে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এমন কি সে বলে, তোমার জন্য আমি কাঁধে মশক বহনে বাধ্য হয়েছি (অনেক কষ্ট সহ্য করেছি)। রাবী বলেন, আমি ছিলাম জনু সূত্রে আরবী, বংশ ধারায় অ-আরবী। তাই **عِلْقُ الْقَرِيبَةِ** কথাটির মর্ম তা আমি বুঝতে পারলাম না। আর একটি বিষয় : তোমাদের যুদ্ধে যারা নিহত হয়, অথবা মারা যায়। লোকেরা বলে যে, সে শহীদ হিসাবে মারা গেছে, অথচ সম্ভবত সে তার বাহনের পিঠে অথবা হাওদার এক প্রান্তে স্বর্ণ ও চাঁদির বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। তাই তোমরা ঐ কথা (শহীদ মৃত্যু হয়েছে) না বলে একরূপ বল, যেকরূপ নবী ﷺ বলেছেন, তা হলো এই : যে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় অথবা মারা যায়, সে জান্নাতে (প্রবেশ করবে)।

৩৩৫১. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ ﷻ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوْجَهَا النُّجَاشِيُّ وَأَمْرَهَا أَرْبَعَةُ أَلْفٍ وَجَهْرَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرْحَبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ *

৩৩৫১. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ দাওরী (র) - - - - উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে বিবাহ করেন, তখন তিনি ছিলেন হাবশায়। (হাবশার বাদশাহ) নাজ্জাশী তাকে বিবাহ দেন এবং তাঁর মোহর আদায় করেন চার হাজার দিরহাম এবং তাঁর নিজের পক্ষ হতে বিবাহ উপঢৌকন প্রদান করেন। আর তাঁকে ঐ সকল দিয়ে গুরাহবীল ইব্ন হাসানা (রা)-এর সাথে পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট কিছুই পাঠাননি। আর তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের মোহর ছিল চারশত দিরহাম।

التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ

(খেজুরের) দানা পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিবাহ

٣٣٥٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمْ سَقَتَ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ *

৩৩৫২. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর শরীরে (বিবাহের) হলুদাভার চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে (এ ব্যাপারে) প্রশ্ন করলে তিনি তাঁকে জানালেন যে, তিনি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে কত মোহর প্রদান করেছ ? তিনি বললেন : (খেজুরের) একদানা পরিমাণ স্বর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একটা ছাগল দ্বারা হলেও ওয়ালীমা কর।

٣٣٥٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ أَصْدَقْتُهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ *

৩৩৫৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবদুল আযীয ইবন সুহায়ব (র) বর্ণনা করেন যে, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে দেখলেন, তখন আমার মধ্যে ছিল বিবাহের আনন্দভাব। আমি বললাম : (প্রশ্নের উত্তরে) আমি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন : তাকে কত মোহর দিয়েছ ? আমি বললাম : একদানা পরিমাণ স্বর্ণ।

৩৩৫৪. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ح وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ *

৩৩৫৪. হিলাল ইবন আলা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নারীকে বিবাহ দেয়া হয়েছে মোহরের বিনিময়ে অথবা দানে অথবা বিবাহের আকদের পূর্বে কোন প্রতিশ্রুতিতে তা তারই; আর যা আকদের পরে দেয়া হয়, তা যে দান করেছে তার এবং পুরুষকে যা দ্বারা সম্মানিত করা হয়, তার কন্যা বা বোন তার হকদার।

إِبَاحَةُ التَّزْوُجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

মোহর ব্যতীত বিবাহ

৩৩৫৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَائِدَةَ بِنِ قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا أَتَى عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتَوَفَّى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا تَجِدُ فِيهَا يَعْنِي أَثَرًا قَالَ أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ لَهَا كَمَهْرٍ نِسَانِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعٍ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يَقَالُ لَهَا بِرَوْعٍ بِنْتُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ صَدَاقٍ نِسَانِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَسْوَدُ غَيْرُ زَائِدَةَ *

৩৩৫৫. আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - আলকামা এবং আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত, তারা বলেন : আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে উত্থাপন করা হলো যে, সে জনৈক নারীকে বিবাহ করেছে, অথচ সে তার কোন মোহর ধার্য করেনি। আর সে ব্যক্তি সহবাস করার পূর্বেই মারা গেছে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তোমরা (লোকদের) জিজ্ঞাসা কর এ বিষয় সম্পর্কে। তোমরা কি কোন উদ্ধৃতি (হাদীস) পাচ্ছ ? তারা বললেন : হে আবু আবদুর রহমান! আমরা এ বিষয়ে কোন হাদীছ পাচ্ছি না। তিনি বললেন : আমি আমার চিন্তা অনুযায়ী বলছি, যদি তা সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে। তার মোহর হলো তার মত নারীদের মোহরের অনুরূপ। তা হতে বেশিও হবে না এবং কমও হবে না। সে মীরাছ পাবে, এবং তার ইদ্দত পালন করতে হবে। তখন আশজা গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : আমাদের এক মহিলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনই ফায়সালা দেন যার নাম ছিল বিরওয়া' বিন্ত ওয়াশিক। সে এক পুরুষকে বিবাহ করেছিল এবং সহবাসের পূর্বেই তার স্বামী ইনতিকাল করে। তার জন্যও রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মত নারীদের অনুরূপ করেন। আর তার জন্য মীরাছ এবং ইদ্দত পালনও ধার্য করেন। একথা শুনে আবদুল্লাহ (রা) তাঁর দু'হাত উত্তোলন করে তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহ আকবার বলেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন : এ হাদীসে যায়দা মোহরের ফায়সালা প্রদান ব্যতীত আর কাউকেও আসওয়াদের নাম উল্লেখ করতে শুনিনি।

৩৩৫৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَتَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يَفْتِيهِمْ ثُمَّ قَالَ أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَأَشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ *

৩৩৫৬. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট এক মহিলার বিষয়ে উত্থাপন করা হলো, যাকে একজন পুরুষ বিবাহ করে ইনতিকাল করে। আর তার জন্য কোন মোহরও ধার্য করেনি এবং তার সাথে সহবাসও করেনি। লোকেরা তাঁর নিকট প্রায় একমাস যাবৎ যাতায়াত করতে লাগলো। তিনি তাকে কোন সমাধান দিচ্ছিলেন না। এরপর তিনি বললেন, আমার মতে তার জন্য তার মত নারীদের মোহর হবে; বেশিও না এবং কমও না। আর সে মীরাছ পাবে এবং তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। তখন মা'কিল ইবন সিনান আশজ'ঈ (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরওয়া' বিন্ত ওয়াশিক-এর ব্যাপারে আপনার মতই ফায়সালা দিয়েছিলেন।

৩৩৫৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَأَشِقٍ *

٣٣٥٨: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ *

٣٣٥٩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلًا مِّنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا سَأَلْتِ مُنْذُ فَارَقْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَى مَن هَذِهِ فَأَتَوْا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ مَنْ نَسَأَ أَنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِهَذَا الْبَلَدِ وَلَا تَجِدُ غَيْرَكَ قَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَخَدَهُ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرَاءٌ أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ وَذَلِكَ بِسَمْعِ أَنَسٍ مِنْ أَشْجَعٍ فَقَامُوا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِّنَّا يَقَالُ لَهَا بِرُوعُ بِنْتٌ وَأَشَقُّ قَالَ فَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ فَرَحَ فَرَحَةً يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ *

৩৩৫৯. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর নিকট একদল লোক এসে বললেন : আমাদের এক ব্যক্তি কোন মোহর ধার্য না করে এক নারীকে বিবাহ করে মৃত্যুবরণ করেছে এবং সে তার সাথে সহবাসও না করেনি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন : রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর ইনতিকালের পরে এর চাইতে কোন কঠিন ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করা হয়নি। তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারও নিকট যাও। তারা একমাস যাবৎ এ ব্যাপারে তাঁর নিকট যাতায়াত করতে রইলো। এরপর তারা তাঁকে বললেন : আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে আর কাকে জিজ্ঞাসা করবো? আপনি হলেন, এ শহরে— মুহাম্মাদ ﷺ এর বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্যতম। আপনাকে ব্যতীত আর কাউকেও আমরা পাচ্ছি না। তিনি বললেন, আচ্ছা এ ব্যাপারে আমার চিন্তায় যা আসে, তা আমি বলছি; যদি তা সঠিক হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি এক ও একক, যার কোন শরীক নেই, আর যদি ভুল হয়, তবে তা আমার পক্ষ হতে, আর শয়তানের পক্ষ হতে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ

ব্যাপারে দায়মুক্ত। আমার মতে, তার জন্য তার সমপর্যায়ের নবীদের অনুরূপ মোহর (মোহরে মীছাল) হবে, কোন প্রকার কম ও বেশী ব্যতীত; সে মীরাছ পাবে এবং তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ ফায়সালা আশজা গোত্রের কয়েকজন লোক শুনলো এবং তারা দাঁড়িয়ে বললেন : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি এমন ফায়সালা দিলেন, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরওয়া বিন্ত ওয়াশিক নাম্নী আমাদের এক মহিলার ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ (রা)-কে সেদিন যেমন আনন্দিত দেখা গিয়েছিল, তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ব্যতীত আর কোন দিন এত আনন্দিত দেখা যায়নি।

بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا الرَّجُلَ بِغَيْرِ مَدَاقٍ

পরিচ্ছেদ : মোহর ব্যতীত কোন মহিলার নিজকে কোন পুরুষকে দান করা

৩৩৬. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوْجِنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ التَّمَسَّ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالتَّمَسَّ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا لِسُورٍ سَمَّاهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ *

৩৩৬০. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক মহিলা এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমাকে আপনার জন্য হিবা (দান) করলাম। এ কথা বলে সে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : যদি আপনার তার প্রতি প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার নিকট বিবাহ দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার নিকট কি কিছু আছে? সে বললেন : আমার নিকট কিছুই নেই। তিনি বললেন : তালাশ করে দেখ, যদি একটা লোহার আংটিও পাও। সে ব্যক্তি তালাশ করে কিছুই পেল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তোমার কি কুরআনের কিছু অংশ জানা আছে? সে ব্যক্তি কয়েকটি সূরার নাম নিয়ে বললেন : এ সূরা, এ সূরা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কুরআনের যা জানা আছে, তার উপর তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম।

بَابُ إِحْلَالِ الْفَرْجِ

পরিচ্ছেদ : লজ্জাস্থান হালাল করা

৩৩৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحْلَتْهَا لَهُ جِلْدَتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْلَتْهَا لَهُ رَجْمَتُهُ *

৩৩৬১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে, যে তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সহবাস করেছিল। তিনি বললেন : যদি সে তাকে তার জন্য হালাল করে থাকে, তবে আমি তাকে একশত চাবুক লাগাব। আর যদি সে তা তার জন্য হালাল না করে থাকে, তবে আমি তাকে রজম করব।

৩৩৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَيُنْبِزُ قُرْقُورًا أَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ امْرَأَتِهِ فَرَفَعَ إِلَى الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحْلَتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْلَتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَكَانَتْ أَحْلَتْهَا لَهُ فَجُلِدَ مِائَةً قَالَ قَتَادَةُ فَكُتِبَتْ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكُتِبَ إِلَى يَهْدًا *

৩৩৬২. মুহাম্মাদ ইবন মা'মার (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) হতে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবন হুনায়েন —যার ব্যাংগ নাম ছিল কুরকুর— তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হলে নু'মান ইবন বশীর (রা)-এর নিকট তার বিচার আনা হল। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফায়সালা অনুযায়ী তোমার ফায়সালা করবো। যদি সে তোমার জন্য তা বৈধ করে থাকে, তবে তোমাকে বেত্রাঘাত করবো, আর যদি সে তোমার জন্য তা বৈধ না করে থাকে, তবে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে (রজম করে) মেরে ফেলবো। দেখা গেল, সে তাকে তার জন্য বৈধ করেছিল। সে জন্য তিনি একশত চাবুক লাগালেন। কাতাদা (র) বলেন : আমি এ ব্যাপারে হাবীব ইবন সালিম-এর নিকট লিখলে, তিনিও আমার নিকট অনুরূপই লিখেন।

৩৩৬৩. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَتْ أَحْلَتْهَا لَهُ فَأُجْلِدَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْلَتْهَا لَهُ فَأُرْجِمَ *

৩৩৬৩. আবু দাউদ (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি সে (স্ত্রী) তাকে (বাঁদীকে) তার জন্য বৈধ করে থাকে, তবে তাকে একশত বেত্রাঘাত কর, আর যদি সে তাকে তার জন্য বৈধ না করে থাকে, তবে তাকে রজম কর।

৩৩৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجُلٍ وَطِئَ

جَارِيَةً أَمْرَاتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فِيهِ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فِيهِ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا *

৩৩৬৪. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি (র) - - - - সালামা ইব্ন মুহাব্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে, যদি সে ব্যক্তি তার প্রতি বল প্রয়োগ করে থাকে, তবে এ বাঁদী আযাদ হয়ে যাবে এবং এ ব্যক্তির উপর এ বাঁদীর মালিককে এর মত একটি (বাঁদীর মূল্য) দিতে হবে। আর যদি সে (বাঁদী) তার অনুগত হয়ে (সেচ্ছায় করে) থাকে তা হলে এ বাঁদী এ ব্যক্তিরই হয়ে যাবে। সে ব্যক্তির উপর এ বাঁদীর মালিককে অনুরূপ একটা বাঁদী (র মূল্য) দেয়া ওয়াজিব হবে।

৩৩৬৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَجُلًا غَشَى جَارِيَةً لَأَمْرَاتِهِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فِيهِ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فِيهِ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ *

৩৩৬৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযী (র) - - - - সালামা ইব্ন মুহাব্বাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সহবাস করলো। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন : যদি এ ব্যক্তি তাকে বল প্রয়োগ করে থাকে, তবে এ বাঁদী এ ব্যক্তির মাল দ্বারা মুক্ত হয়ে যাবে, এবং তার উপর অনুরূপ (সমপরিমাণ) জরিমানা, আর যদি সে (বাঁদী) তার আনুগত্য করে (সেচ্ছায় করে) থাকে তবে সে তার মালিকের থাকবে এবং তার অনুরূপ এ (পুরুষের) সম্পর্ক থেকে দেয়া হবে।

تَحْرِيمُ الْمُتَعَةِ

মুত‘আ১ হারাম হওয়া সম্পর্কে

৩৩৬৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا لَا يَرَى بِالْمُتَعَةِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِيهِ أَنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ *

৩৩৬৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - হাসান এবং আবদুল্লাহ নামক মুহাম্মদের দুইপুত্র তাদের পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, আলী (রা)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছালো যে, এক ব্যক্তি মুত‘আয় (অস্থায়ী বিয়েতে) কোন প্রকার ক্ষতি (অবৈধতা) মনে করে না। তখন তিনি বললেন : তুমি একজন পথভ্রষ্ট লোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের দিন আমাদের তা হতে নিষেধ করেছেন এবং গৃহপালিত গাধার গোশত হতে।

১. কোন নারীকে কিছু মালের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ের জন্য ভোগের উদ্দেশ্যে (বিবাহ) করা। এরূপ বিবাহ হারাম।

৩৩৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ
 أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
 أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ
 لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ *

৩৩৬৭. মুহাম্মাদ ইবন সালামা এবং হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে
 বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের দিন নারীদের সাথে মুত্'আ করা এবং পালিত গাধার গোশত নিষেধ
 করেছেন।

৩৩৬৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا أَنْبَأَنَا عَبْدُ
 الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ
 عَبْدَ اللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُمَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِيَّ
 بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ ابْنُ
 الْمُثَنَّى يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ *

৩৩৬৮. আমর ইবন আলী, মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার এবং মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - মালিক ইবন আনাস
 অবহিত করেছেন যে, ইবন শিহাব (র) তাঁকে অবহিত করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন আলীর দুই ছেলে আবদুল্লাহ এবং
 হাসান তাকে অবহিত করেছেন যে, তাদের পিতা মুহাম্মাদ ইবন আলী তাদের অবহিত করেছেন : আলী ইবন
 আবু তালিব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের দিন মেয়েদের সাথে মুত্'আ করা হতে নিষেধ করেছেন।
 ইবন মুসান্না (র) বলেছেন : হুনায়নের দিন। তিনি বলেন, আবদুল ওয়াহ্‌হাব তার কিতাব থেকে আমাদের নিকট
 এমনই বর্ণনা করেছেন।

৩৩৬৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَدِنَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا
 أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِينِي فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجُودَ مِنْ
 رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى رِدَائِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ
 قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ
 هَذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يُتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا *

৩৩৬৯. কুতায়বা (র) - - - - রবী' ইবন সাবরা জুহানী (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুত্‌আর অনুমতি দিলে আমি এবং আর এক ব্যক্তি বনু আমরের এক মহিলার নিকট গেলাম এবং তার নিকট আমাদের নিজেদের উপস্থাপন করলাম। সে বললো : আমাকে কি দিবে? আমি বললাম : আমার চাদর। আমার সাথীও বললেন : আমার চাদর দিব। আর আমার সাথীর চাদরখানা ছিল আমার চাদর হতে উত্তম। আর আমি ছিলাম আমার সাথী হতে অধিক যুবক। যখন সে আমার সাথীর চাদরের প্রতি লক্ষ্য করলো, তখন ঐ চাদর তার নিকট ভাল লাগলো। আর যখন আমার দিকে লক্ষ্য করলো, তখন আমি তার চোখে ভালবোধ হলাম। এরপর সে বললেন : তুমি এবং তোমার চাদরই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তার সংগে তিন রাত অবস্থান করলাম, পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যার নিকট এ মুত্‌আর নারী আছে, সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয় (মুক্ত করে দেয়)।

إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ وَخُرَابِ الدَّفِّ

আওয়াজ করে এবং দফ বাজিয়ে বিবাহের প্রচার করা

৩৩৭. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدَّفِّ وَالصَّوْتِ فِي النِّكَاحِ *

৩৩৭০. মুজাহিদ ইবন মুসা (র) - - - - মুহাম্মাদ ইবন হাতিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হালাল এবং হারাম-এর মধ্যে ব্যবধান হলো দফ বাজান এবং বিবাহের সংবাদ প্রচার করা।

৩৩৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ فَصَلْ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ *

৩৩৭১. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - মুহাম্মাদ ইবন হাতিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হালাল এবং হারাম-এর মধ্যে ব্যবধান হলো আওয়াজ— (বিবাহের প্রচার)।

كَيْفَ يُدْعَى لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ

বিবাহের পর বিবাহকারীকে কীরূপে দু'আ করবে

৩৩৭২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُثْمٍ فَقِيلَ لَهُ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ قَالَ قَوْلُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ *

৩৩৭২. আমরা ইবন আলী এবং মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - হাসান (র) থেকে বর্ণিত যে, আকীল ইবন আবু তালিব (রা) জুহুম গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করলে মিল মহব্বত এবং সন্তানের জন তাঁকে দু'আ করা হলো। আকীল (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন বলেছেন, তোমরা তেমন বল : بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ

وَبَارَكَ لَكُمْ (জীবন প্রাচুর্যময় করুন)। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দান করুন এবং তোমাদের জন্য বরকত দান করুন (জীবন প্রাচুর্যময় করুন)।

دُعَاءُ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ التَّزْوِيجَ

যে ব্যক্তি বিবাহে উপস্থিত হয়নি, তার দু'আ

৩৩৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآءٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ *

৩৩৭৩. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান (রা)-এর শরীরে হলুদাভা দেখতে পেয়ে বললেন : এটা কি ? তিনি বললেন : আমি একদানা পরিমাণ স্বর্ণের উপর (মেহর দিয়ে) এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। একটা বকরী দ্বারা হলেও ওয়ালীমা কর।

الرُّخْصَةُ فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ

বিবাহে হলুদ জাতীয় রংয়ের অনুমতি

৩৩৭৪. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهَيْمٌ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ وَمَا أَصْدَقْتَ قَالَ وَزْنِ نَوَآءٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ *

৩৩৭৪. আবু বকর ইবন নাফি' (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) আগমন করলেন, তখন তাঁর গায়ে যাক্ফানের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কী খবর ? তিনি বললেন : আমি এক নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : মোহর কত দিয়েছ ? তিনি বললেন : একদানা ওজনের স্বর্ণ। তিনি বললেন : একটি বকরী দ্বারা হলেও ওয়ালীমা কর।

৩৩৭৫. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَفِيرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كَأْتِهِ يَغْنَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهَيْمٌ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْإِنصَارِ فَقَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ *

৩৩৭৫. আহমাদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন ওযীর ইবন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর দেহে হলুদ রংয়ের চিহ্ন দেখে বললেন, কী খবর ? তিনি বললেন : আমি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : একটি বকরী দ্বারা হলেও ওয়ালীমা কর।

تَحِلُّ الْخُلُوَّةِ

নির্জনবাসের (বাসরের) উপটৌকন

৩৩৭৬. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) বলেছেন, আমি ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করার পর বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন : তাকে কিছু দাও। আমি বললাম : আমার কাছে কিছু নেই। তিনি বললেন : তোমার 'হতামী' বর্মটি কোথায় ? আমি বললাম : তা আমার নিকট রয়েছে। তিনি বললেন : তাকে তাই দাও।

৩৩৭৭. হারুন ইবন ইসহাক (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তাকে কিছু দাও। তিনি বললেন : আমার নিকট কিছু নেই। তিনি বললেন : তোমার 'হতামী' বর্মটি কোথায় ?

৩৩৭৮. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) বলেছেন, আমি ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করার পর বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন : তাকে কিছু দাও। আমি বললাম : আমার কাছে কিছু নেই। তিনি বললেন : তোমার 'হতামী' বর্মটি কোথায় ? আমি বললাম : তা আমার নিকট রয়েছে। তিনি বললেন : তাকে তাই দাও।

৩৩৭৯. হারুন ইবন ইসহাক (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তাকে কিছু দাও। তিনি বললেন : আমার নিকট কিছু নেই। তিনি বললেন : তোমার 'হতামী' বর্মটি কোথায় ?

الْبَيْتُ فِي شَوَّالٍ

শাওয়াল মাসে (নববধূকে) তুলে নেয়া

৩৩৭৯. হারুন ইবন ইসহাক (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তাকে কিছু দাও। তিনি বললেন : আমার নিকট কিছু নেই। তিনি বললেন : তোমার 'হতামী' বর্মটি কোথায় ?

৩৩৭৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন শাওয়াল মাসে, আর আমাকে তাঁর কাছে পাঠানো হয় শাওয়াল মাসেই। তার কোন স্ত্রী তাঁর নিকট আমার চেয়ে অধিক ভাগ্যবতী?

الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ

নয় বছরের কনের সংগে বাসর যাপন

৩৩৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ سِنِينَ وَكُنْتُ الْعَبُّ بِالْبَنَاتِ *

৩৩৭৯. মুহাম্মাদ ইবন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আমার ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেন এবং আমার সংগে নির্জনবাস করেন আমার নয় বছর বয়সে, তখন আমি 'পুতুল' নিয়ে খেলাধুলা করতাম।

৩৩৮০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ *

৩৩৮০. আহমদ ইবন সা'দ ইবন হাকাম ইবন আবু মারযাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন তাঁর ছয় বছর বয়সে। আর তিনি তাঁর সাথে বাসর করেন তাঁর নয় বছর বয়সে।

الْبِنَاءُ فِي السَّفَرِ

সফরে বাসর যাপন

৩৩৮১. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عَنْدهَا الْغَدَاةَ بِفُلَسٍ فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ وَأَنَا رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا لَأَرَى بَيَاضَ فُخْدِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ مَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثَ

مَرَاتٍ قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ
بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ وَأَصْبَحْنَا عَنُوءَ فَجَمَعَ السَّبْيُ فَجَاءَ بِحِيَةٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ قَالَ أَذْهَبُ فَخُذْ جَارِيَةً فَاخْذْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيْى فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بِحِيَةً صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيْى سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ
مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ
السَّبْيِ غَيْرَهَا قَالَ وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا
قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزْتُهَا لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ فَأَهْدَتْهَا إِلَيْهِ مِنْ
الَلَّيْلِ فَأَصْبَحَ عَرُوسًا قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ
يَجِئُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالثَّمَرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسَةً
فَكَانَتْ وَلِيمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৩৩৮১. যিয়াদ ইবন আইউব (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধাভিযান করলেন, আমরা তাঁর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম কিছু অন্ধকারে থাকতে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হলেন, এবং আবু তালহাও আরোহণ করলেন। আমি ছিলাম আবু তালহার পিছনে উপবিষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের (সরুগলি) পথ ধরলেন। রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে আমার দুইহাটু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দুই উরু স্পর্শ করছিল। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরুর শুভতা প্রত্যক্ষ করছিলাম। তিনি যখন সেখানকার জনপদে প্রবেশ করলেন, তখন “আল্লাহু আকবার” বললেন, এবং তিনবার বললেন :

خَرِبْتُ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ -

অর্থ : খায়বর ধ্বংস হোক ! আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন (সে) সতর্কীকৃতদের প্রভাত কতই না মন্দ হয়ে থাকে!

বর্ণনাকারী বলেন : এরপর যখন লোকেরা তাদের কাজে বের হলো, আবদুল আযীয (র) (তার বর্ণনায়) বলেন, তখন তারা বললেন : ‘মুহাম্মাদ’। আবদুল আযীয (র) বলেন : আমাদের কোন সাথী (তার বর্ণনায়) বলেছেন : আর সেনাবাহিনীও। যেহেতু আমরা যুদ্ধ করে খায়বর জয় করেছিলাম, তাই কয়েদীদের একত্রিত করা হলো। দাহিয়া (রা) এসে বললেন : ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আমাকে একটি বাঁদী দান করুন। তিনি বললেন : যাও, একটা নিয়ে নাও। তিনি সাফিয়া বিন্ত হুয়াই (রা)-কে নিয়ে নিলেন। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে এসে বললো : ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! (বনী) নযীরও (বনী) কুরায়যার সরদার (শীর্ষস্থানীয়া) সাফিয়া বিন্ত হুয়ায়কে দাহিয়া (রা)-কে দিলেন? সে তো আপনার জন্য ব্যতীত কারও জন্য উপযুক্ত নয়। তিনি বললেন : তাকে (দাহিয়াকে) ডাক। ফলে তিনি তাকে নিয়ে আসলেন। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তুমি একে ব্যতীত অন্য একটা বাঁদী কয়েদীদের মধ্য হতে বেছে নাও। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করলেন। সাবিত (র) তাকে বললেন : হে আবু হামযা! তাকে কি মোহর দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন : তার নিজেই। কেননা, তিনি তাকে আশাদ করেন এবং পরে তাকে বিবাহ করেন। তিনি বলেন : এমনকি, পথেই উম্মু সুলায়ম (রা) তাকে নব বধূর সাজে সজ্জিত করে তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) নিকট উপস্থিত করেন। তাঁরা বর কনে হিসেবে ভোরে বের হলেন। তিনি বললেন : যার নিকট কিছু আছে সে যেন তা নিয়ে আসে এবং তিনি একটি চামড়ার দস্তুরখান বিছিয়ে দিলেন। তখন কেউ পনীর নিয়ে আসলো, কোন ব্যক্তি খুরমা নিয়ে আসলো, কেউ ঘি আনলো। এটা দ্বারা হায়স তৈরি করলেন। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়ালীমা করা হল।

৩৩৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ بْنِ أَخْطَبٍ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حِينَ عَرَّسَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ فَيَمَنْ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ *

৩৩৮২. মুহাম্মাদ ইবন নাসর (র) - - - - হুমায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের পথে ছয়াই ইবন আখতাবের কন্যা সাফিয়া (রা)-এর সাথে তিন দিন অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি ঐ সকল লোকের মধ্যে পরিগণিত হন, যাদের ব্যাপারে পর্দা করা হতো।

৩৩৮৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ وَأُلْقَى عَلَيْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتُهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلُوا وَطَّأَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ *

৩৩৮৩. আলী ইবন হুজর (র) - - - - হুমায়দ (র) সূত্রে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর এবং মদীনার মধ্যস্থলে তিনদিন সাফিয়া বিন্ত ছয়াই (রা)-এর সংগে কাটান। আমি তাঁর ওয়ালীমার জন্য মুসলমানদের দাওয়াত দিলাম। তাতে গোশত ও রুটি কিছুই ছিল না। তিনি চামড়ার দস্তুরখান বিছাতে আদেশ করলেন। লোকেরা তার উপর খেজুর, পনীর, ঘি রাখতে লাগলো। এটাই ছিল তাঁর ওয়ালীমা। মুসলমানগণ বলতে লাগলো, তিনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনের একজন, না তাঁর দাসীদের একজন? তারা বললেন : যদি তাঁকে পর্দায় রাখা হয়, তবে তিনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি পর্দা না করা হয়, তবে তিনি বাদীদের একজন? যখন প্রত্যাবর্তনের সময় হলো, তখন (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়াবীর) হাওদার পেছনে তাঁর বসার ব্যবস্থা করলেন এবং অন্যান্য লোক ও তাঁর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।

اللَّهُوُ وَالْفِنَاءُ عِنْدَ الْعُرْسِ

বিবাহ অনুষ্ঠানে সংগীত ও আমোদ-ফুর্তি করা

৩৩৮৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى قُرْظَةَ بِنِ كَعْبٍ وَأَبَى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يَفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهُوِّ عِنْدَ الْعُرْسِ *

৩৩৮৬. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আমির ইবন সা'দ (রা) বলেন, এক বিবাহ মজলিসে আমি কুরজা ইবন কা'ব এবং আবু মাসউদ (রা) আনসারীর নিকট গেলাম, হঠাৎ দেখা গেল ছোট ছোট বালিকারা গান গাচ্ছে। আমি বললাম : আপনারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বদরী সাহাবী। অথচ আপনাদের সামনে এমন করা হচ্ছে। তাঁরা বললেন : যদি ইচ্ছা হয় আমাদের সঙ্গে বসে শোন, আর যদি চাও চলে যাও। আমাদেরকে বিবাহে আমোদ-ফুর্তি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

جَهَازُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ

কন্যাকে গৃহস্থালীর আসবাবপত্র (জাহীয) দেয়া

৩৩৮৭. أَخْبَرَنَا نَصِيرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقَرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشَوْهَا اِنْخِرُ *

৩৩৮৭. নাসির ইবন ফারাজ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা)-কে 'জাহীয' (যৌতুক) দান করেছিলেন- একখানা চাদর, একটা পানির পাত্র (মশক) আর একটা বালিশ, যার ভিতরে ছিল ইখ্বির নামক তৃণ।

الْفُرْشُ

বিছানাপত্র

৩৩৮৮. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِأَهْلِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ *

১. কন্যার পিতা-অভিভাবক কন্যার গৃহস্থালী প্রয়োজনের জন্য যা কিছু প্রদান করে তা 'জাহীয' ; এটি বর্তমানে প্রচলিত (ও জামাইকে প্রদত্ত) যৌতুক নয়।

৩৩৮৬. ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন পুরুষের (নিজের) জন্য একখানা চাদর, তার স্ত্রীর জন্য একখানা চাদর এবং তৃতীয়টি অতিথির জন্য। আর চতুর্থটি শয়তানের জন্য।

الْأَنْمَاطُ

গালিচা

৩৩৮৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنْتَى لَنَا أَنْمَاطُ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ *

৩৩৮৭. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমরা কি গালিচা বানিয়েছ? আমি বললাম : আর আমাদের জন্য গালিচা কিভাবে হবে! তিনি বললেন : তা অচিরেই হয়ে যাবে।

الْهَدِيَّةُ لِمَنْ عَرَسَ

বাসর ঘরে হাদিয়া

৩৩৮৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْجَعْفَرِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ وَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا قَالَ فَذَهَبَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقَرِّنُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ لَكَ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ قَالَ ضَعْفُهُ ثُمَّ قَالَ أَذْهَبُ فَادْعُ فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَاسْمِي رَجُلًا فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَى وَمَنْ لَقِيتُهُ قُلْتُ لِأَنَسٍ عِدَّةٌ كُمْ كَانُوا قَالَ يَعْنِي زَهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَتَحَلَّقَ عَشْرَةَ عَشْرَةَ فَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ قَالَ لِي يَا أَنَسُ أَرْفَعُ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرَى حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أَكْثَرُ أَمْ حِينَ وَضَعْتُ *

৩৩৮৮. কুতায়বা (রা) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বিবাহ করে স্ত্রীর নিকট গেলেন (বাসর যাপন করলেন)। আনাস (রা) বলেন, আমার মা উম্মু সুলায়ম (রা) হায়স তৈরি করলেন। তিনি বলেন, আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যেয়ে বললাম : আমার মা আপনাকে সালাম বলেছেন এবং বলেছেন, এ আপনার জন্য আমাদের পক্ষ হতে কিঞ্চিৎ হাদিয়া। তিনি বললেন : তা রাখ। এরপর তিনি কয়েকজন লোকের নাম নিয়ে বললেন, অমুক অমুক ব্যক্তিকে ডেকে আন, আর যার সাথে তোমার

দেখা হয়, সকলকে ডেকে আন। তারপর তিনি যাদের নাম বলেন, এবং যাদের সাথে আমার দেখা হয়, তাদের আমি ডেকে আনি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : তাদের সংখ্যা কত ছিল ? তিনি বললেন : তিনশত লোকের মত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : দশ দশ জন করে হালকা বেঁধে (গোল হয়ে) বস এবং প্রত্যেকে তার নিকটস্থ স্থান হতে খেতে থাক। তারা সকলে তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন। একদল যাচ্ছিল আর একদল প্রবেশ করছিল। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন : হে আনাস! উঠিয়ে নাও। আমি খাবার উঠিয়ে নিলাম আমি বুঝতে পারলাম না, যখন আমি তা উঠিয়ে নিলাম তখন অধিক ছিল, না যখন রেখেছিলাম।

৩৩৮৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فَأَخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ إِنَّ لِي مَالًا فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَانِ وَلِي أَمْرَاتَانِ فَأَنْظُرْ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ فَأَنَا أَطْلُقُهَا فَإِذَا حَلَّتْ فَتَزَوَّجْهَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي أَيْ عَلَى السُّوقِ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى رَجَعَ بِسَمْنٍ وَأَقِطٍ قَدْ أَفْضَلَهُ قَالَ وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَثَرِ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمٌ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ *

৩৩৮৯. আহমাদ ইবন ইয়াহুয়া ইবন ওয়াজির (র) - - - হুমায়দ তবীল (লম্বা হুমায়দ) (র) আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরায়শ (মুহাজির) এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সা'দ ইবন রাবী' এবং আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন সা'দ (রা) আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন : আমার অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে, তা আপনার এবং আমার মধ্যে আধা-আধি হিসাবে ভাগ হবে। আর আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। অতএব আপনি দেখুন, তাদের কোনজন আপনার অধিক পছন্দ হয় আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব, তার ইদত পূর্ণ হলে তাকে আপনি বিবাহ করবেন। আবদুর রহমান (রা) বললেন : আল্লাহ তা'আলা আপনার ধনে ও পরিবারে বরকত দান করুন। আমাকে রাস্তা বলে দিন অর্থাৎ বাজারের। তিনি যখন ফিরে আসলেন তখন কিছু ঘি এবং পানীর সহ ফিরে আসলেন, যা তাঁর 'লাভ' হয়েছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীরে হলুদ রং দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : এ কি ? আমি বললাম : আমি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন : একটা বকরী দ্বারা হলেও ওয়ালীমা কর।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الطَّلَاقِ

অধ্যায় : তালাক

بَابُ وَقْتِ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ

পরিচ্ছেদ : ইদাতের সূচী হিসাবের লক্ষ্যে মহান মহিয়ান আল্লাহর নির্দেশিত তালাকের সময় প্রসংগ

২২৯. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ السَّرَخْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأُسْتُفْتِيَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مَرْءُ عَبْدِ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَدْعُهَا حَتَّى تَطْهَرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهَّرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ يُجَامِعْهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ *

৩৩৯০. উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাঈদ সারাখসী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী ছিল (মাসিক) ঋতুমতী। তখন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এর সমাধান চাইলেন। তিনি বললেন : আবদুল্লাহ্ তার স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আবদুল্লাহ্কে বলে দাও, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয় (রাজ'আত করে) এবং হয়েয থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে দূরে রাখে (সহবাস না করে)। এরপর সে আবার ঋতুমতী হয়ে যখন পবিত্র হবে, তখন সে যদি ইচ্ছা করে তবে তার সাথে সহবাস করার পূর্বেই তাকে তালাক দেবে, আর যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে তাকে রেখে দেবে। এটাই তার সে ইদত, যে অনুযায়ী স্ত্রীদের তালাকের ব্যাপারে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন।

৩৩৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْنَا بَنَ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً فَلْيَرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ *

৩৩৯১. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : তাকে বল, যেন তাকে ফিরিয়ে নেয় এবং পাক হওয়া পর্যন্ত তাকে (সহবাস না করে) দূরে রাখে। হায়েযের পর পাক হলে পরে যদি সে ইচ্ছা করে তাকে রাখবে, আর যদি ইচ্ছা করে তালাক দেবে— স্পর্শ (সহবাস) করার পূর্বে। এটাই সে ইদত, যে অনুযায়ী মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের তালাকের ব্যাপারে আদেশ করেছেন।

৩৩৯২. أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ أَمْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِيَرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهَرَ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَا جَعْتُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا التُّطْلُقَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا *

৩৩৯২. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হায়াতে থাকাকালে আমি আমার স্ত্রীকে তার হায়েয অবস্থায় তালাক দিলাম। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এই ঘটনা আলোচনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন : সে যেন তাকে ফিরিয়ে রাখে। এরপর এক হায়েয হওয়া পর্যন্ত তাকে তার অবস্থায় রাখবে (সহবাস করবে না) এবং যতক্ষণ না সে পবিত্র হবে। এরপর সে যদি তাকে তালাক দিতে চায়, তাহলে তার পাক অবস্থায় তাকে তালাক দেবে— সহবাস করার পূর্বে। এই তালাক হলো ইদতের অনুযায়ী, যেমন মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন : আমি তাকে ফিরিয়ে রাখলাম ('কুজু' করলাম) ; আর আমি তাকে যে তালাক দিয়েছিলাম, তাকে এক তালাক হিসাবে গণ্য করলাম।

৩৩৯৩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَعِيمٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ

وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
 امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ
 بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيرَاجِعَهَا فَرَدَّهَا عَلَى قَالَ إِذَا طَهَّرْتَ
 فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُْمْسِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
 فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ *

৩৩৯৩. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন জুরায়জ (র) বলেন : আমাকে আবু যুবায়র
 অবহিত করেছেন যে, তিনি আবদুর রহমান ইবন আয়মন (র)-কে ইবন উমরের নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছেন,
 আর তখন আবু যুবায়র (রা) শুনছিলেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে আপনি তা কিরূপ
 মনে করেন ? তিনি তাকে বললেন : নবী ^{পারমার্থিক} ^{আল্লাহর} ^{উপর} ^{সমস্ত} -এর যুগে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায়
 তালাক দিলে উমর (রা) (এ ব্যাপারে) রাসূলুল্লাহ ^{পারমার্থিক} ^{আল্লাহর} ^{উপর} ^{সমস্ত} -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ^{পারমার্থিক} ^{আল্লাহর} ^{উপর} ^{সমস্ত} বললেন :
 সে যেন তাকে ফিরিয়ে রাখে। এ কথা বলে তিনি তা (আমার দেওয়া তালাক) আমাকে রদ করলেন। তিনি
 বললেন : যখন সে পাক হবে, তখন ইচ্ছা হলে তাকে তালাক দেবে ; আর না হয় তাকে রেখে দেবে। ইবন
 উমর (রা) বলেন : এরপর নবী ^{পারমার্থিক} ^{আল্লাহর} ^{উপর} ^{সমস্ত} বললেন : (কুরআনের নির্দেশ)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ *

(অর্থ : হে নবী ! যখন তোমরা নারীদের তালাক দিবে তখন তাদের ইদ্দাত পালনের পূর্ববর্তী অবস্থা বিবেচনা
 করে তালাক দিবে।)

٣٣٩٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ
 سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
 فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فِي) قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ *

৩৩৯৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ সম্পর্কে বর্ণিত যে, ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন (আয়াতে)
 فَلْيُطَلِّقْ অর্থাৎ ইদ্দতের পূর্বের সময় হিসাব করে।

بَابُ طَلَاقِ السَّنَةِ

পরিচ্ছেদ : সূনাত পদ্ধতির তালাক

٣٣٩٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ طَلَاقُ

السُّنَّةُ تَطْلِيقُهُ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهَرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهَرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ثُمَّ تَعْتَدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ قَالَ الْأَعْمَشُ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ *

৩৩৯৫. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : সুনাত তালাক হলো, যে পাক (মাসিক না থাকা) অবস্থায় সহবাস করা হয়নি, তাতে এক তালাক দিবে। এরপর যখন হায়েয হওয়ার পর পাক হয়, তখন তাকে আর এক তালাক দিবে। এরপর যখন সে আবার হায়েয থেকে পাক হয়, তখন আরো এক তালাক দিবে। এরপর সে (এক) হায়েয দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। আমাশ (র) বলেন : আমি ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এরূপ বললেন।

৩৩৯৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুনাত তালাক হলো স্ত্রীকে যে পবিত্রতা (মাসিক না থাকা) অবস্থায় সহবাস করা হয় নি, সে সময় তাকে (স্ত্রীকে) এক তালাক দেয়া।

بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقُهُ وَهِيَ حَائِضٌ

পরিচ্ছেদ : স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় এক তালাক দিলে এর হুকুম কি ?

৩৩৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقُهُ فَاَنْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مُرْعَبِدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلْيَمْسَسْهَا حَتَّى يَطْلُقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ *

৩৩৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় এক তালাক দেন। তখন উমর (রা) গিয়ে নবী ﷺ-কে এ সংবাদ দিলে তিনি তাকে বললেন, আবদুল্লাহকে বল, সে যেন তাকে ফিরিয়ে রাখে এবং যখন সে (হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে) গোসল করবে, তখন তাকে অন্য হায়েয পর্যন্ত সহবাস করবে না, যখন অন্য হায়েয হতে গোসল করবে, তখন তাকে তালাক দেওয়ার আগে স্পর্শ (সহবাস) করবে না। যদি তাকে রাখতে চায়, তবে রেখে দেবে। এটাই সেই ইদ্দত— মহান মহিয়ান আল্লাহ পাক যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার আদেশ করেছেন।

৩৩৯৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرَّةٌ فَلْيَرَا جَعَلَهَا ثُمَّ لِيُطْلَقَهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ أَوْ حَامِلٌ *

৩৩৯৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দিলেন। এই খবর নবী ﷺ-এর নিকট পৌছলে তিনি বললেন, তাকে বল, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়। এরপর তাকে তালাক দেয় পাক অবস্থায় অথবা গর্ভাবস্থায় (হওয়া স্পষ্টরূপে নির্দেশিত হওয়ার পরে)।

بَابُ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ

পরিচ্ছেদ : ইদত ব্যতীত তালাক

৩৩৯৯. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ *

৩৩৯৯. যিয়াদ ইবন আইউব (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার নিকট ফিরিয়ে দেন। পরে তিনি তাকে পাক-পবিত্র অবস্থায় (যথা নিয়মে) তালাক দেন।

بَابُ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَمَا يُحْتَسَبُ مِنْهُ عَلَى الْمُطَلَّقِ

পরিচ্ছেদ : ইদত পালনের সুষ্ঠু বিবেচনা ব্যতীত তালাক দিলে তালাকদাতার জন্য তা হিসাবে ধরা প্রসংগ

৩৪০০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا فَقُلْتُ لَهُ فَيَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ مَا أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَقَّ *

৩৪০০. কুতায়বা (র) - - - - ইউনুস ইবন জুবায়র (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, যে তার স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তখন তিনি বলেন : তুমি কি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে চিন ? সে তার স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দেয়, তখন উমর (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে আদেশ করলেন : সে যেন তাকে ফিরিয়ে রাখে এবং এরপর তার ইদতের (সুষ্ঠু ব্যবস্থার) অপেক্ষা করবে। তখন তাকে আমি বললাম : এই তালাকের জন্যই কি ইদত পালন করবে ? তিনি বললেন : তবে আর কী ? সে যদি অক্ষমতা এবং মুর্থতার পরিচয় দেয়, তাহলে তুমি বল তো (কি সে তালাক গণ্য হবে না) ?

৩৪০১. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ۖ فَاتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا قُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَيْعُدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ مَهْ وَإِنْ عَجَزَ وَأَسْتَحْمَقُ *

৩৪০১. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইউনুস ইবন জুবায়র (রা) বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তখন তিনি বললেন : তুমি কি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে চিন, সে তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়। তখন উমর (রা) তার এ বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলে, তিনি তাকে এ নির্দেশ দেন যে, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়; এরপর তার ইদ্দতের (যথার্থ সময়ের) অপেক্ষা করে। আমি তাকে বললাম : যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, তখন এই তালাকের জন্যও কি তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে? তিনি বললেন : তবে আর কী? যদি সে অক্ষমতা এবং মূর্খতার পরিচয় দেয়, তাহলে তুমিই বল (সে কি তালাক গণ্য হবে না)?

الثَّلَاثُ الْمَجْمُوعَةُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ
একত্রে তিন তালাক এবং সে বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী

৩৪০২. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضَبَانَا ثُمَّ قَالَ أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَفْتُلُهُ *

৩৪০২. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - ইবন মাখরামা (র) আমাদেরকে অবহিত করেছেন তাঁর পিতা হতে, তিনি বলেন : আমি মাহমুদ ইবন লবীদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে অবহিত করা হলো, সে তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিয়েছে। এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন : সে কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা করছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝেই রয়েছি। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি তাকে হত্যা করবো না?

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

পরিচ্ছেদ : এতে অবকাশ প্রদান

৩৪০৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ

سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَسْمَعٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرُ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنتَهَى حَتَّى أَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَادْهَبْ فَأَتَتْ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَمَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرُ قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَنَطَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৩৪০৩. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - মালিক (র) বলেন : ইবন শিহাব (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, সাহল ইবন সা'দ সাঈদী তাঁকে অবহিত করেছেন যে, 'উওয়াইমির' 'আজলানী' 'আসিম ইবন আদী (রা.)-এর নিকট আগমন করে বললেন : হে 'আসিম ! তুমি কি মনে কর, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোন ব্যক্তিকে দেখতে পায়, তাহলে সে কি তাকে হত্যা করবে ? তা হলে তো লোকেরাও তাকে হত্যা করবে অথবা কি করবে ? হে আসিম ! তুমি আমার পক্ষ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর। তখন আসিম রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বেশি প্রশ্ন করা অপসন্দ করলেন এবং তাতে দোষারোপ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনলেন, তা আসিম (রা.) অতিশয় গুরুতর মনে করলেন। আসিম (রা.) ঘরে ফিরে আসলে উওয়াইমির (রা.) তার নিকট এসে বললেন : হে আসিম ! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি বলেছেন ? 'আসিম (রা.) উওয়াইমির (রা.)-কে বললেন : তুমি তো আমার নিকট ভাল কিছু নিয়ে আসোনি, আমি যা জিজ্ঞাসা করেছি, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। 'উওয়াইমির (রা.) বললেন : অ'াহর শপথ ! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা জিজ্ঞাসা না করে ক্ষান্ত হবো না। এরপর উওয়াইমির (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগমন করে জনসমক্ষে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে কী বলেন, যে তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখতে পায়। সে কি তাকে হত্যা করবে, ফলে আপনারাও তাকে হত্যা করবেন অথবা সে কি করবে ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার এবং তোমার সংগিনীর ব্যাপারে ফয়সালা নাথিল হয়েছে। অতএব তুমি গিয়ে তাকে নিয়ে এসো। সাহল (রা.) বললেন : এরপর উভয়ে এসে লি'আন' করলেন। তখন আমি

১. লি'আন শব্দের অর্থ- একে অপরের প্রতি আঙ্গাহর অভিলাপ ও ক্রোধের বদ দু'আ করা। শরীআতের পরিভাষায় স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতা ও যিনার অভিযোগ উত্থাপন করার ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে শপথ দেয়াকে লি'আন বলা হয়। (লি'আন অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

অন্যান্য লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। যখন 'উওয়াইমির (রা.) লি'আন শেষ করলেন। তখন তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি আমি তাকে রাখি, তাহলে (লোকেরা বলবে) আমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ করার পূর্বেই তিনি তাকে তিন তালাক দিলেন।

২৪.৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ أَلِ خَالِدٍ وَإِنْ زَوْجِي فَلَانَا أَرْسَلَ إِلَى بَطْلَاقِي وَأَتَى سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْقِهَا عَلَيْهَا الرِّجْعَةُ *

৩৪০৪. আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম : আমি আলে-খালিদেদের কন্যা। আর আমার স্বামী অমুক, আমার নিকট তালাকের খবর পাঠিয়েছে। আমি তার অভিভাবকের নিকট খোরপোষ এবং বাসস্থান চাইলে তারা তা আমাকে দিতে অস্বীকার করেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তারা বললেন : সে তার নিকট তিন তালাকের খবর পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খোরপোষ এবং বাসস্থান স্ত্রীর জন্য ঐ সময় দেওয়া হবে যখন তাকে ফিরিয়ে আনার (রুজ্জ' করার) অধিকার স্বামীর থাকে।

২৪.৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ *

৩৪০৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন :) তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য কোন খোরপোষ ও বাসস্থান নেই।

২৪.৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ الْمَخْزُومِيِّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى *

৩৪০৬. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার কাছে ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু আমর ইবন হাফস মাখযুমী তাকে তিন তালাক দিলে খালিদ ইবন

ওয়ালীদ বনী মাখযুমের একটি ছোট দল নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আবু আমর ইবন হাফস (রা) ফাতিমাকে তিন তালাক দিয়েছে, এখন কি সে খোরপোষ পাবে ? তখন তিনি বললেন : তার জন্য কোন খোরপোষ এবং বাসস্থান নেই।

بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدَّخُولِ بِالزَّوْجَةِ

পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর সংগত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সময়ে তিন তালাক দিলে

৩৪.৭. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصُّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرُدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ *

৩৪০৭. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন সাযফ (র) - - - - ইবন তাউস (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। আবু সাহবা (র) ইবন আক্বাস (রা)-এর নিকট এসে বললেন : হে ইবন আক্বাস। আপনি কি জানেন না, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং আবু বকর ও উমর (রা)-এর প্রথম যুগে তিন তালাককে এক তালাক ধরা হতো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا

সংগত হওয়ার পূর্বে তালাক দ্বারা পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য বৈধ হওয়া প্রসংগ

৩৪.৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ *

৩৪০৮. মুহাম্মাদ ইবন আলা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে তার স্ত্রীকে তালাক দিলে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করলো। সে স্বামী তার সাথে নির্জনবাস করলো। এরপর সহবাসের পূর্বে সে তাকে তালাক দিল, সে কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না ; যতক্ষণ না দ্বিতীয় (স্বামী) তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আর সেও তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

৩৪.৯. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ

رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ مَامَعَهُ إِلَّا مِثْلَ هَذِهِ الْهُدْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ *

৩৪০৯. আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রিফাআ' কুরাযীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আবদুর রহমান ইবন যাবীর (রা)-কে বিবাহ করেছি। আল্লাহর কসম তার নিকট আমার এই আঁচলের মত ব্যতীত আর কিছু (পৌরুষ) নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মনে হয় তুমি আবার রিফা'আর (রা.)-এর নিকট ফিরে যেতে চাও। তা হতে পারে না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ কর, আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করে।

بَابُ طَلَاقِ الْبَيْتَةِ

পরিচ্ছেদ : চূড়ান্ত তালাক

٣٤١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ فَنُفِيقْنِي الْبَيْتَةَ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَأَحْتَى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ *

৩৪১০. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফাআ (রা) কুরাযীর স্ত্রী নবী ﷺ -এর নিকট আসলেন, তখন আবু বকর (রা) তাঁর নিকট ছিলেন। সে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি রিফাআ কুরাযীর বিবাহাধীনে ছিলাম, সে আমাকে 'আল্বাত্তা' (অর্থাৎ তিন) তালাক দেয়। এরপর আমি আবদুর রহমান ইবন যাবীর (রা)-কে বিবাহ করি। আল্লাহর কসম ! ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই কাপড়ের প্রান্ত ভাগের ন্যায় ব্যতীত তার নিকট কিছু (পুরুষত্ব) নেই। এই বলে সে তার চাদরের এক প্রান্ত তুলে ধরে। তখন খালিদ ইবন সাঈদ (রা) ছিল দরজায়। (নবী ﷺ) তাকে অনুমতি দেন নি। তিনি (বাইরে থেকে) বললেন : হে আবু বকর ! আপনি কি শুনছেন না, এই মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে জোরে জোরে কী (বাজে কথা) বলছে ? তিনি ﷺ বললেন : তুমি কি আবার রিফাআর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে চাও ? তা হতে পারে না, যতক্ষণ না তুমি তার মধু পান কর আর সে তোমার মধু পান করে।

أَمْرُكَ بِيَدِكَ

‘তোমার ব্যাপার তোমার হাতে’ প্রসংগ

৩৪১১. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لَأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرِكَ بِيَدِكَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفِرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ *

৩৪১১. আলী ইবন নাসর ইবন আলী (র) - - - - হাম্মাদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আইউব (রা)-কে বললাম, আপনি কি হাসান ব্যতীত কাউকেও **أَمْرُكَ بِيَدِكَ** (অর্থাৎ “তোমরা ব্যাপার তোমার হাতে”) বলা দ্বারা তিন তালাক হবে বলে বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন : না। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ ক্ষমা করুন। তবে (মনে পড়ছে) কাতাদা (আবু সালামা (র)) আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, (এরূপ বললে)— তিন তালাক হয়ে যাবে। এরপর আমি কাসীর (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম; তিনি তা (হাদীসটি) চিনতে পারলেন না (অস্বীকার করলেন)। এরপর আমি কাতাদা (র)-এর নিকট ফিরে আসলাম এবং তাঁকে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন : সে ভুলে গেছে। আবু আবদুর রহমান বলেন : এটা মুন্কার হাদীস।

بَابُ إِحْلَالِ الْمُطَلَّاقِ ثَلَاثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ

পরিচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তকে হালাল করে বিবাহ প্রসংগ

৩৪১২. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَأَبَتْ طَلَاقِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الثُّوبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَأَحْتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ *

৩৪১২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রিফাআ (রা)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে এসে বললো, আমার স্বামী আমাকে তালাক দেয় এবং আমাকে চূড়ান্ত (তিন) তালাক দেয়। এরপর আমি আবদুর রহমান ইবন যাবীর (রা)-কে বিবাহ করি। কিন্তু তার নিকট কাপড়ের আঁচলের মত ব্যতীত কিছু (শক্তি) নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে বললেন : মনে হয় তুমি রিফাআ (রা)-এর নিকট ফিরে যেতে চাও। না, (তা হয় না;) যতক্ষণ না সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করে আর তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ কর।

৩৪১৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ لَأَحْتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ *

৩৪১৩. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। এরপর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করলো, কিন্তু সে তাকে স্পর্শ করার (সহবাস করার) পূর্বেই তালাক দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলেন : সে কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে ? তিনি বললেন, না। (হালাল হবে না,) সে (দ্বিতীয় স্বামী) যতক্ষণ না তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করে যেমন প্রথম স্বামী স্বাদ গ্রহণ করেছিল।

৩৪১৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الرُّمَيْصَاءَ أَمَتَ النَّبِيِّ ﷺ تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هِيَ كَاذِبَةٌ وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ *

৩৪১৪. আলী ইবন হুজর (র) - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, গুমায়সা অথবা রুমায়সা (নাম্নী এক মহিলা) তার স্বামী সম্বন্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলো যে, সে তার নিকট পৌছতে (সহবাস করতে) পারে না। অল্পক্ষণ পরেই তার স্বামী আসলো এবং বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে মিথ্যুক এবং সে তার নিকট যেয়ে থাকে (সহবাস করার ক্ষমতা রাখে)। কিন্তু সে তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হতে পারে না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ কর।

৩৪১৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَ بْنَ زَرْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَأَحْتَى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ *

৩৪১৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি সম্বন্ধে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিল। এরপর তাকে অন্য এক ব্যক্তি বিবাহ করলো এবং সে তার সাথে সহবাস করার পূর্বে তাকে তালাক দিল। সে কি তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে ? তিনি বললেন : না, যতক্ষণ না সে (স্ত্রী নতুন স্বামীর) মধুর স্বাদ গ্রহণ করে।

৩৪১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِينَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُفْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لِلذَّوْلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوَّلَى بِالصَّوَابِ *

৩৪১৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। পরে অন্য এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করলো। সে দরজা বন্ধ করে পর্দা ঝুলিয়ে দিল। এরপর তার সাথে সহবাস করার পূর্বে তাকে তালাক দিল। তিনি (নবী ﷺ) বললেন : সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করে। ইমাম আবু আবদুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন : হাদীসটি (সনদের মানদণ্ডে) অধিক সঠিক।

بَابُ إِحْلَالِ الْمُطْلَقَةِ ثَلَاثَ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّفْظِيظِ

পরিচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে হালাল করা এবং এ বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী

৩৪১৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَأَشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَأَصِلَةَ وَالْمُؤَصُولَةَ وَآكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَالْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ *

৩৪১৭. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন সে সব নারীদের, যারা উক্কি আঁকায় এবং উক্কি গ্রহণ করে। আর যে নারী নিজের চুলের সাথে অন্যের চুল মিলায় এবং যে নারীর চুলের সংগে মিলানো হয়। আর যে সুদ খায় এবং সুদ প্রদান করে, আর যে (তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে) হালাল করে এবং যার জন্য হালাল করা হয়।

بَابُ مُوَاجَهَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ بِالطَّلَاقِ

পরিচ্ছেদ : স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সামনা-সামনি তালাক দেওয়া

৩৪১৮. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَسْتَعَاذٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْكَلْبِيَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ عَذَّتْ بِعَظِيمِ الْحَقَى بِأَهْلِكَ *

৩৪১৮. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : কিলাব গোত্রের মহিলাটি যখন রাসূলুল্লাহ্ -এর নিকট এসে বললেন : আমি আল্লাহর নিকট আপনার থেকে আশ্রয় চাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন : তুমি এক মহান সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তুমি 'তোমার পরিজনের সাথে মিলিত হও'।

بَابُ ارْسَالِ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ

পরিচ্ছেদ : স্বীর নিকট পুরুষের তালাক পাঠিয়ে দেয়া

৩৪১৯. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ تَقْوَى أَرْسَلَ إِلَى زَوْجِي بِطَّلَاقِي فَشَدَدْتُ عَلَى ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كَمْ طَلَّقَكَ فَقُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ تَلْقِيَنِ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ فَإِذَا أَنْقَضْتَ عِدَّتَكَ فَادْنِينِي مُخْتَصِرًا *

৩৪১৯. উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু জাহম ইবন আবু বকর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ফাতিমা বিন্ত কায়সকে বলতে শুনেছি, আমার স্বামী আমার নিকট তালাক প্রেরণ করলে আমি আমার কাপড় পরে নবী -এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন : তোমাকে কয় তালাক দিয়েছে? আমি বললাম : তিন তালাক। তিনি বললেন : তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তুমি তোমার চাচাত ভাই ইবন উম্মু মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন কর। কেননা, সে অন্ধ। তুমি তার সামনে তোমার কাপড় খুলতে পারবে। আর যখন তোমার ইদ্দত পূর্ণ হবে, তখন আমাকে সংবাদ দেবে। এ হাদীস এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

৩৪২০. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ تَمِيمٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ نَحْوَهُ *

৩৪২০. উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাঈদ (র) - - - - ফাতিমা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

تَاوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

যা হালাল করেছেন আপনি তা হারাম করছেন কেন? (অর্থ : হে নবী ! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি তা হারাম করছেন কেন?) (৬৬ : ১) উক্ত আয়াতের তাফসীর

৩৪২১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُؤَصِّلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَى حَرَامٍ قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ عَلَيْكَ أَغْلَطَ الْكُفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ *

৩৪২১. আবদুল্লাহ ইবন আবদুস সামাদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন : আমি আমার স্ত্রীকে আমার উপর হারাম করেছি। তিনি বললেন : তুমি মিথ্যা বলছো। সে তোমার উপর হারাম নয়। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ** তোমার উপর দাসমুক্ত করার ন্যায় কঠিন কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে।

تَاوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وَجْهِ آخَرَ

এই আয়াতের ভিন্ন ব্যাখ্যা

৩৪২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةَ أَيَّتُنَا مَادَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَقَالَ لَنْ أَعُودَ لَهُ فَتَنَزَلَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا كُلَّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ *

৩৪২২. কুতায়বা (র) - - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উবায়দ ইবন উমায়র (র)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ যয়নাব (রা)-এর নিকট অবস্থান করতেন এবং তাঁর নিকট মধু পান করতেন। আমি এবং হাফসা (রা) পরামর্শ করলাম, আমাদের মধ্যে যার নিকটই রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেন, সে যেন বলে : আমি আপনার থেকে মাগাফির-এর গন্ধ পাচ্ছি। এরপর তিনি তাঁদের একজনের নিকট আগমন করলে, তিনি তাঁকে তা বললেন : তখন তিনি বললেন : বরং আমি তো যয়নাবের নিকট মধু পান করেছি। তিনি আরও বললেন : আমি আর পুনরায় তা পান করবো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ** আর আয়েশা এবং হাফসা (রা) সম্বন্ধে নাযিল হয় : **إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ** (যদি তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর আর নবী ﷺ-এর উক্তি : বরং আমি মধু পান করেছি এর জন্য **وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا** (অর্থ : যখন নবী ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গোপনে বললেন) আয়াত নাযিল হয়। এর সমস্তই আতা (র)-এর হাদীসে রয়েছে।

بَابُ الْحَقِّ بِأَهْلِكَ

পরিচ্ছেদ : **الْحَقُّ بِأَهْلِكَ** অর্থাৎ কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে : ‘তুমি তোমার পরিবারের লোকদের সার্থে মিলিত হও’

৩৪২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَقَالَ فِيهِ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِيَنِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَ وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَسَاقَ قِصَّتَهُ وَقَالَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أَطْلُقُهَا أَمْ مَاذَا قَالَ لَا بَلْ اعْتَزَلْتُهَا فَلَا تَقْرِبُهَا فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا الْأَمْرِ *

৩৪২৩. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) - - - আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন : আমি কা'ব ইবন মালিক (রা)-কে তাঁর কথা বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি যখন তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ -এর সাথে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রইলেন। তাতে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ -এর দূত এসে আমাকে বললেন : রাসূলুল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন যে, আপনি যেন আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন। তখন আমি বললাম : আমি তাকে তালাক দেব, না কি করবো ? তিনি বললেন : না, বরং তার থেকে দূরে থাকুন, তার সাথে সহবাস করবেন না। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম : তুমি তোমার পরিবারের নিকট যাও, তাদের নিকট থাক, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা করে দেন।

৩৪২৪. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ابْنِ أَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَبَيَّنَ عَلَيْهِمْ يُحَدِّثُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَى صَاحِبَيْهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزَلُوا نِسَاءَكُمْ فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ أَطْلُقُ امْرَأَتِي أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلْ تَعْتَزَلِيهَا فَلَا تَقْرِبِيهَا فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَكُونِي فِيهِمْ فَلَحِقَتْ بِهِمْ *

৩৪২৪. মুহাম্মাদ ইবন জাবালা এবং মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতা কা'ব ইবন মালিক (রা.) কে বলতে শুনেছি : তিনি ঐ তিন ব্যক্তির একজন, যাদের তওবা (তাবুকে অনুপস্থিতির অপরাধের জন্য) কবুল করা হয়েছে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ আমার নিকট এবং আমার অন্য দুই সাথীর নিকট সংবাদ পাঠান যে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের আদেশ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক। তখন আমি ঐ দূতকে জিজ্ঞাসা করলাম : আমি বললাম : আমি কি আমার স্ত্রীকে তালাক দেব, না কি করবো ? তিনি বললেন : না, বরং তার থেকে দূরে থাকুন, তার সাথে সহবাস করবে না। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম : তুমি তোমার পরিবারের লোকদের নিকট যাও এবং তাদের সাথে থাক। তখন সে তাদের নিকট চলে যায়।

৩৬২০. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبًا يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخْلَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ وَقَالَ فِيهِ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِيَنِي وَيَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أَطْلُقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ بَلِ اعْتَزَلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِّي بِأَهْلِكَ وَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا الْأَمْرِ خَالَفَهُمْ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ *

৩৪২৫. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন শিহাব (র) বলেন : আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা.) আমাকে অবহিত করেছেন, আবদুল্লাহ ইবন কা'ব বলেছেন : আমি কা'ব (রা.)-কে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি, যখন তিনি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। এতে তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দূত আমার নিকট এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে আপনার স্ত্রী হতে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : আমি কি তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দেব, না কি করবো ? তিনি বলেন : না, বরং আপনি তার থেকে দূরে থাকুন, তার সাথে সহবাস করবেন না। আমার দুই সাথীর নিকটও অনুরূপ (আদেশ) পাঠানো হয়। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলি : তুমি তোমার পরিবারে গিয়ে তাদের সাথে থাক। যতক্ষণ না মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা করে দেন।

৩৬২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبًا يَدْعُو قَالَ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَى صَاحِبِي إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزَلُوا نِسَاءَكُمْ فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ أَطْلُقُ امْرَأَتِي أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلْ تَعْتَزَلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَكُونِي فِيهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَحِقَتْ بِهِمْ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ *

৩৪২৬. মুহাম্মাদ ইবন মা'দান ইবন ইসা (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইবন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

আমি আমার পিতা কা'ব (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এবং আমার দুই সাথীর নিকট এই বলে দূত পাঠালেন যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাদেরকে আপনাদের স্ত্রীদের হতে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন।' তখন আমি দূতকে বললাম, আমার স্ত্রীকে তালাক দেব, না কি করবো? তিনি বললেন : না, বরং তার থেকে দূরে থাকুন। তার সাথে সহবাস করবেন না। তখন আমার স্ত্রীকে বললাম : তুমি তোমার পরিবারের নিকট গিয়ে তাদের সাথে থাক। যতদিন মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা করে দেন। তখন সে তাদের নিকট চলে গেল।

৩৪২৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَتَانِي فَقَالَ أَعْتَزِلْ أَمْرَاتِكَ فَقُلْتُ أَطْلُقُهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا تَقْرُبُهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْحَقِي بِأَهْلِكَ *

৩৪২৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত আমার নিকট এসে আমাকে বললেন, আপনি আপনার স্ত্রী হতে দূরে থাকুন। তখন আমি বললাম : আমি কি তাকে তালাক দেব? তিনি বললেন : না, কিন্তু তার সাথে সহবাস করবেন না। এতে তিনি "তুমি তোমার পরিবারের সাথে গিয়ে থাক" উল্লেখ করেন নি।

بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

পরিচ্ছেদ : ক্রীতদাসের তালাক

৩৪২৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعْتَبٍ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَمْرَاتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَقْتَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أَعْتَقْنَا جَمِيعًا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ *

৩৪২৮. 'আমর আলী (র) - - - - উমর ইবন মু'আত্তিব (র) বলেন, বনী নওফলের আযাদকৃত গোলাম আবু হাসান তাঁকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন : আমি এবং আমার স্ত্রী উভয়ে ছিলাম ক্রীতদাস। আমি তাকে দুই তালাক দিলাম। এরপর আমরা উভয়ে মুক্ত হলাম। আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : যদি তুমি তাকে ফিরিয়ে নাও, তবে সে তোমার নিকট এক তালাকের উপর থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ফয়সালা করেছেন।

৩৪২৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعْتَبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا اَيْتَرَوْجُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ قَالَ اَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرِ الْحَسَنِ هَذَا مَنْ هُوَ لَقَدْ حَمَلَ
صَخْرَةً عَظِيمَةً *

৩৪২৯. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) - - - - মুআত্তিব (র) বনী নওফলের ক্রীতদাস (আবু) হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইবন আব্বাস (রা)-কে এক ক্রীতদাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, সে তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়েছে। এরপর তাদের উভয়কে মুক্ত করা হয়েছে। সে কি তাকে আবার বিবাহ করতে পারবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। বলা হলো, কার পক্ষ থেকে (এ সিদ্ধান্ত)? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ফয়সালা দিয়েছেন। আবদুর রাযযাক (র) বলেন, ইবন মুবারক মা'মার (র)-কে বলেন : এই আবু হাসান কে? সে তো নিজের উপর বড় পাথর তুলে নিল। (অর্থাৎ এ বর্ণনা যদি সঠিক না হয়, তাহলে অসংখ্য অবৈধ বিবাহের পাপের বোঝা তার উপর বর্তাবে।)

بَابُ مَتَى يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ

পরিচ্ছেদ : নাবালেগের তালাক কখন কার্যকর হবে?

٣٤٢٣. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الْخَطَمِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ قُرَيْظَةَ
أَنَّهُمْ عَرَضُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قَتِلَ وَمَنْ
لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا أَوْ لَمْ تَنْبِتْ عَانَتُهُ تَرَكَ *

৩৪৩০. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - কাসীর ইবন সাইব (র) বলেন, কুরায়যার ছেলেরা আমাকে অবহিত করেছে যে, বনী কুরায়যার যুদ্ধে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তাদের মধ্যে যার স্বপ্নদোষ হয়েছে (যে বালিগ হয়েছে) অথবা যার নাভীর নীচের পশম গজিয়েছে, তাদেরকে হত্যা করা হলো এবং যার স্বপ্নদোষ হয়নি (যে বালিগ হয়নি) অথবা যার নাভীর নীচের পশম গজায়নি, তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

٣٤٣١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةِ
الْقُرْظِيِّ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ حُكْمِ سَعْدٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ غُلَامًا فَشَكُّوا فِيَّ فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ
فَاسْتَبَقَيْتُ فِيهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ *

৩৪৩১. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - - আতিয়া কুরায়ী (রা) বলেন, বনী কুরায়যার ব্যাপারে সা'দ (রা) -এর বিচার করার দিন আমি ছিলাম একজন বালক। তখন তারা আমার ব্যাপারে সন্দেহ করলো। তখন তারা আমার নাভীর নীচের পশম গজানো দেখলো না, তাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখা হল। এই যে, আমি সেই (বালক) এখন তোমাদের মধ্যে রয়েছে।

৩৪৩২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ *

৩৪৩২. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করা হলে, তখন তিনি ছিলেন চৌদ্দ বছর বয়সের তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না,। আর পরিখার (খন্দকের) যুদ্ধের সময় তাঁকে পেশ করা হল, তখন তাঁর বয়স ছিল পনের বছর, তখন তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।

بَابُ مَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ

পরিচ্ছেদ : যে স্বামীর তালাক কার্যকর হবে না

৩৪৩৩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفَيْقَ *

৩৪৩৩. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিন প্রকার ব্যক্তি থেকে কলম (আইন) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ১. নিদ্রিত ব্যক্তি, যাবত না সে জাগ্রত হয়। ২. নাবালগে, যতক্ষণ না সে বালগে হয়, এবং ৩. উন্মাদ, যাবত না সে জ্ঞান ফিরে পায়, অথবা সে রোগমুক্ত হয়।

بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ

পরিচ্ছেদ : মনে মনে তালাক দেয়া

৩৪৩৪. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي كُلِّ شَيْءٍ حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلِّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ *

৩৪৩৪. ইবরাহীম ইবন হাসান ও আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মন যে কথা বলে, আল্লাহ তা'আলা তা সবই ক্ষমা করে দেবেন, যতক্ষণ না সে মুখে বলে অথবা কাজে পরিণত করে।

৩৪৩৫. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لَأُمْتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمَ بِهِ *

৩৪৩৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সাদিদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মনে যা উদয় হয় বা খটকা লাগে এবং তাদের মন যে কথা বলে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন, যতক্ষণ না সে তা করে অথবা তা বলে।

৩৪৩৬. أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لَأُمْتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ *

৩৪৩৬. মুসা ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মন যা বলে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন আমার উম্মতের যতক্ষণ না সে তা বলে, অথবা তা করে।

الطَّلَاقُ بِالْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ

বোধগম্য ইঙ্গিতে তালাক

৩৪৩৭. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَارٌ فَارِسِيٌّ طَيْبُ الْمَرْقَةِ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ أَيْ وَهَذِهِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأُخْرَى هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا *

৩৪৩৭. আবু বকর ইবন নাফি' (র) - - - - আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন পারশিক প্রতিবেশি ছিল, যে উত্তমরূপে সুরক্ষা পাকাতে পারতো। সে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আগমন করলো, তখন আয়েশা (রা) তাঁর কাছে ছিলেন। সে তার হাত দ্বারা তাঁর দিকে ইংগিত করল যে, আসুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করলেন অর্থাৎ সে ও (আমার সাথে যাবে)। তখন অন্যজন তাঁর দিকে হাতে দুই কি তিনবার ইঙ্গিত করলো যে, না।

بَابُ الْكَلَامِ إِذَا قَصَدَ بِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ

পরিচ্ছেদ : কথা বলে, তার সম্ভাব্য কোন অর্থ উদ্দেশ্য করা

৩৪৩৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحَارِثُ

بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِيءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ *

৩৪৩৮. আমর ইব্ন মানসুর (র) - - - আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের সকল কাজের ফলাফল তার নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে, যা সে নিয়্যত করে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে হয়, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকেই হবে। আর যার হিজরতের উদ্দেশ্য দুনিয়া উপার্জন করা হয়, অথবা কোন নারীকে বিবাহ করা হয়, তাহলে তার হিজরত হবে যার জন্য সে হিজরত করেছে।

بَابُ الْإِبَانَةِ وَالْإِفْصَاحِ بِالْكَلِمَةِ الْمَلْفُوظِ بِهَا إِذَا قَصَدَهَا لِمَا لَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا لَمْ تُؤْجِبْ شَيْئًا وَلَمْ تُثَبِّتْ حُكْمًا

পরিচ্ছেদ : কোন কথা বলে, এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য না করা

٣٤٤٠. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ أَنْظَرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَتَهُمْ إِنَّهُمْ يَشْتِمُونَ مَذْمُمًا وَيَلْعَنُونَ مَذْمُمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ *

৩৪৩৯. ইমরান ইব্ন বাক্কার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে আমার থেকে কুরায়শের গালি ও অভিসম্পাত দূর করেছেন। তারা তো গালি দিতেছে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত)-কে এবং অভিসম্পাত দিতেছে মুযাম্মামকে, অথচ আমি হলাম মুহাম্মাদ ﷺ (প্রশংসিত)।

بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْخِيَارِ

পরিচ্ছেদ : তালাক গ্রহণের জন্য প্রদত্ত ইখতিয়ারে মত প্রকাশের জন্য নির্ধারিত সময়

٣٤٤١. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ

وَمُوسَى ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَى قَوْلِهِ جَمِيعًا فَقُلْتُ أَفِي هَذَا اسْتَأْمَرُ أَبَوَيَّ أُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَالْدَارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاخْتَرْنَهُ طَلَاقًا مِنْ أَجْلِ أَتْنَهُنَّ اخْتَرْنَهُ *

৩৪৪০. ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র) - - - আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেছেন : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর স্ত্রীদেরকে ইখতিয়ার দেয়ার জন্য আদেশ করা হলো, তখন তিনি আমার থেকে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন : আমি তোমার নিকট একটি কথা বলবো, তুমি এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে, তোমার মাতাপিতার সাথে পরামর্শ না করে উত্তর দেবে না। আয়েশা (রা) বলেন : তিনি জানতেন, আমার মাতাপিতা কখনও আমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আদেশ করবেন না। তিনি বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এই আয়াত পাঠ করেন : “হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা কর,”। তখন আমি বললাম : এ ব্যাপারে আমি আমার মাতাপিতার কি গ্রহণ করবো ? আমি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং পরকালকে গ্রহণ করবো। আয়েশা (রা) বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যান্য স্ত্রীগণ আমি যা করেছি তারাও তা-ই করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁদেরকে বললেন (ইখতিয়ার দিলেন) : আর তারা তাঁকেই গ্রহণ করলেন, তখন তাঁকে গ্রহণ করার দরুন তা তালাক হয়নি।

٣٤٤١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ أَنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نَخْلَعُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَدَأَ بِي فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ إِنْ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ فَقَرَأَ عَلَىَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَقُلْتُ أَفِي هَذَا اسْتَأْمَرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَا وَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِالصُّوَابِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ *

৩৪৪১. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - আয়েশা (রা) বলেন : যখন ^{আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকেই প্রথম বলেন :} ^{হে আয়েশা ! আমি তোমার} ^{নিকট একটি কথা বলবো, তুমি তাতে তাড়াহুড়া না করে বরং তোমার মাতাপিতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর} ^{দেবে না।} ^{আমি তোমার} ^{নিকট একটি কথা বলবো, তুমি তাতে তাড়াহুড়া না করে বরং তোমার মাতাপিতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর}

দেবে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন, আমার মাতাপিতা কখনও আমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আদেশ করবেন না। তিনি এরপরও আমার নিকট এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِن كُنْتُمْ مَسْرُوقِينَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْتَرْتَاهُ فَهَلْ كَانَ طَلَاقًا** *
তখন আমি বললাম : এ ব্যাপারে কি আমি আমার মাতাপিতাকে জিজ্ঞাসা করবো ? আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকেই গ্রহণ করছি। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন : এই রিওয়ায়ত ভুল, বরং প্রথম বর্ণনাই সঠিক। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

بَابُ فِي الْمُخِيرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا

পরিচ্ছেদ : যে ইখতিয়ারপ্রাপ্ত স্বামীকে গ্রহণ করে

৩৪৪২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْتَرْتَاهُ فَهَلْ كَانَ طَلَاقًا *
৩৪৪২. আমার ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইখতিয়ার (বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার) প্রদান করলে আমরা তাঁকেই গ্রহণ করলাম। তাতে কি তালাক হয়েছিল ?

৩৪৪৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا *
৩৪৪৩. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, তা তালাক (বিবেচিত) হয়নি।

৩৪৪৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا *
৩৪৪৪. মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণকে ইখতিয়ার দিলে তা তালাক (বিবেচিত) হয়নি।

৩৪৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا *
৩৪৪৫. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, তাতে কি তালাক হয়েছিল ?

৩৪৪৬. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعْهَدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا *

৩৪৪৬. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ যঈফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ আমাদের ইখতিয়ার প্রদান করলে আমরা তাঁকেই গ্রহণ করলাম, তাকে আমাদের উপর কিছুই (তালাক) গণনা করেন নি।

خِيَارُ الْمَمْلُوكِينَ يُعْتَقَانِ

দাস-দাসী, স্বামী-স্ত্রী আযাদ হওয়ার পর ইখতিয়ার থাকা প্রসংগ

৩৪৪৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ لِعَائِشَةَ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ قَالَتْ فَارَدْتُ أَنْ أَعْتِقَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أُبْدِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ *

৩৪৪৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা)-এর একজন দাস ও একজন দাসী ছিল। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে আযাদ করার ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ -এর নিকট তা প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন : দাসীর পূর্বে দাসকে আযাদ কর।

بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ

পরিচ্ছেদ : দাসীর ইখতিয়ার

৩৪৪৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السَّنَنِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ فَخَيَّرْتُ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَقُورُ بِلَحْمٍ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَذَمَ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ أَرِ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ *

৩৪৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) - - - - নবী ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরা (রা)-এর মধ্যে তিনটি সুন্নত (শরীআতী বিধান) ছিল। একটি এই যে, তাকে আযাদ করা হলে তার স্বামী

সম্বন্ধে (বিবাহ বহাল রাখার ব্যাপারে) তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়, ২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে আযাদ করবে, ‘ওয়ালা’ (মীরাছ) সেই পাবে। ৩. একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর ঘরে) প্রবেশ করে দেখলেন, ডেগে গোশত রান্না হচ্ছে তখন তাঁর সামনে রুটি এবং ঘরের তরকারী উপস্থিত করা হলে, তিনি বলেন : আমি কি ডেগে গোশত দেখিনি ? তখন তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ঐ গোশত বারীরা (রা)-কে সাদাকা দেওয়া হয়েছে, আর আপনি তো সাদাকা খান না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা তার জন্য তো সাদাকা, কিন্তু তা আমাদের জন্য হাদিয়া।

৩৪৪৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قِصِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَعْتَقْتُ فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْتَارْتُ نَفْسَهَا وَكَانَ يُتَمَدَّقُ عَلَيْهَا فَتَهْدِي لَنَا مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُلُّوهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا مَدَقَّةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ *

৩৪৪৯. মুহাম্মাদ ইবন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরা (রা)-এর মধ্যে তিনটি বিষয় (মাসআলার সিদ্ধান্ত) ছিল, ১. তার মালিকগণ তাকে বিক্রি করার ইচ্ছা করলে এবং ‘ওয়ালা’ (মীরাছ)-এর শর্ত আরোপ করলে আমি তা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করি। তিনি বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কেননা, ‘ওয়ালা’ (মীরাছ) যে আযাদ করবে, সে-ই পাবে। ২. তাকে আযাদ করা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (তার স্বামী সম্বন্ধে) ইখতিয়ার দিলে সে নিজেকেই গ্রহণ করলো (স্বামীকে ত্যাগ করল)। ৩. তাকে সাদাকা দেওয়া হতো, আর সে তা থেকে আমাদের হাদিয়া দিত। আমি এ বিষয়টি নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন : তোমরা তা খেতে পার ; কেননা, তাতো তার জন্য সাদাকা, আর আমাদের জন্য হাদিয়া।

بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ

পরিচ্ছেদ : যে দাসী আযাদ হলো এবং তার স্বামী আগে থেকেই আযাদ তার ইখতিয়ার প্রসংগে

৩৪৫০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطْتُ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْتِقِهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ الْوَرِقَ قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَعَاها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا قَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ فَأَخْتَارْتُ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا *

৩৪৫০. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বারীরা (রা)-কে ক্রয় করতে চাইলে তার মনিবরা তার ‘ওয়ালা’ (মীরাছ) দাবী করলো। আমি নবী ﷺ-এর নিকট এটি উল্লেখ করলে, তিনি

বললেন : তুমি তাকে আযাদ করে দাও। কেননা, 'ওয়ালা' (মীরাছ) যে অর্থ প্রদান করে (মুক্ত করে), সে-ই পাবে। তখন আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে তার স্বামী সম্বন্ধে তাকে ইখতিয়ার দিলেন, সে বারীরা (রা) বললেন : যদি সে (স্বামী) এত এতও দান করে, তা হলেও আমি তার নিকট থাকব না। সে নিজেকে গ্রহণ করলো, তখন তার স্বামী ছিল স্বাধীন।

৩৪৫১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَاعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَتَى بِلَحْمٍ فَقِيلَ إِنَّ هَذَا مِمَّا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخَيْرُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا *

৩৪৫১. আমার ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরা (রা)-কে ক্রয় করতে মনস্থ করলে তার মনিবরা ওয়ালার (মীরাছের) শর্ত আরোপ করে। আমি নবী ﷺ-এর নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কেননা, যে আযাদ করবে, ওয়ালা (মীরাছ) সে-ই পাবে। (তার নিকট) কিছু গোশত আনা হলে বলা হলো : ইহা ঐ গোশত, যা বারীরা (রা)-কে সাদাকারূপে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন : তা তার জন্য সাদাকা। কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইখতিয়ার দেন। এ সময় তার স্বামী আযাদ ছিল।

بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ تَعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ

পরিচ্ছেদ : যে দাসী আযাদ হয়েছে এবং তার স্বামী দাস, তার ইখতিয়ার সম্পর্কে

৩৪৫২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاتَبْتُ بَرِيرَةَ عَلَى نَفْسِهَا بِتِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِأَوْقِيَّةٍ فَاتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فَقَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ فَكَلَّمْتُ فِي ذَلِكَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهَا مَا قَالَ أَهْلُهَا فَقَالَتْ لَهَا اللَّهُ إِذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي تَسْتَعِينُ بِي عَلَى كِتَابَتِهَا فَقُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا

لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُونَ أَعْتَقْنَا وَلَوْلَا لِي كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ
وَشَرَطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَكُلُّ شَرَطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرَطٍ
فَخَيْرُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ عُرُوءَةٌ فَلَوْ كَانَ حُرًّا
مَأْخِزُّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৩৪৫২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরা (রা) নিজের
ব্যাপারে তার মালিকের সংগে দাসত্ব হতে মুক্তির (কিতাবাত) চুক্তি করে যে, সে নয় বছরে তার মালিককে নয়
উকিয়া, প্রতি বছর এক উকিয়া করে আদায় করবে। এরপর সে আয়েশা (রা)-এর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ে
আগমন করলে তিনি বলেন : না, তবে যদি তারা চায়, তাহলে আমি তাদেরকে একত্রে সব পাওনা আদায় করে
দেব। আর 'ওয়ালা' (মীরাছ) হবে আমার হবে। বারীরা (রা) এরপর তার মালিকদের নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে
তাদের সাথে আলোচনা করলে তারা তা মানলো না। তারা বললো, 'ওয়ালা' (মীরাছ) আমাদের থাকবে। তখন
বারীরা (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তার মালিক যা বলেছে, তা তাঁকে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ
আগমন করেন। আয়েশা (রা) বললেন : তা হয় না, 'ওয়ালা' (মীরাছ) আমারই থাকবে। রাসূলুল্লাহ
বললেন : কি ব্যাপার ? তিনি (আয়েশা (রা)) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! বারীরা (রা) তার দাসত্ব মুক্তির অর্থ
আদায়ের ব্যাপারে আমার নিকট সাহায্য চাইলে, আমি বললাম : না, (তা হবে না,) যদি তারা ইচ্ছা করে, তবে
আমি একসঙ্গে তাদের পাওনা আদায় করে দেব, কিন্তু 'ওয়ালা' (মীরাছ) আমার থাকবে। সে তার মালিকের
নিকট একথা বললে তারা তা মানতে অস্বীকার করে এবং বলে : 'ওয়ালা' (মীরাছ) আমাদের থাকবে। তখন
রাসূলুল্লাহ বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে নাও তাদের ওয়ালার শর্ত (করতে) দাও। কেননা, 'ওয়ালা'
(মীরাছ) যে মুক্ত করবে তারই থাকবে। পরে তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহর হামদ
ও প্রশংসা বর্ণনার পর বললেন : মানুষের কী হলো, তারা এমন এমন শর্ত করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। তারা
বলে : অমুককে মুক্ত কর তার ওয়ালা (মীরাছ) আমি পাব। মহান মহিয়ান আল্লাহর কিতাব অধিক পালনীয়।
মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা যে শর্ত ঠিক করেছেন, তা খুবই সুদৃঢ়। আর যে শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই, তা
বাতিল। যদিও তা একশত শর্তও হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ বারীরা (রা)-কে তার স্বামীর ব্যাপারে ইখতিয়ার
প্রদান করেন, সে (স্বামী) ছিল দাস। তখন সে নিজেকে গ্রহণ করেও (স্বামীকে ছেড়ে দেয়)। উরওয়া (র)
বলেন : যদি তার স্বামী স্বাধীন হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ তাকে ইখতিয়ার দিতেন না।

৩৪৫৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ زَوْجُ
بَرِيرَةَ عَبْدًا *

৩৪৫৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরা (রা)-এর
স্বামী ছিল দাস।

৩৪৫৪. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أَنَسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ وَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ قَالَتْ عَائِشَةُ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ *

৩৪৫৪. কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কয়েকজন আনসারী হতে বারীরা (রা)-কে ক্রয় করেন। তারা ওয়ালার (মীরাছের) শর্ত আরোপ করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে আযাদ করে, সে-ই ওয়ালার (মীরাছের) হকদার। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইখতিয়ার প্রদান করেন। তার স্বামী ছিল দাস। একদা বারীরা (রা) আয়েশা (রা)-কে গোশত হাদিয়া দিলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমার জন্য এ গোশত থেকে কিছু রেখে দিলে (ভাল হতো)। আয়েশা (রা) বলেন : এ তো বারীরা (রা) কে সাদাকা স্বরূপ দান করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন : তা তার জন্য তো সাদাকা কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।

৩৪৫৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْكُرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ وَكَانَ وَصِيُّ أَبِيهِ قَالَ وَفَرَّقْتُ أَنْ أَقُولَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيكَ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَرِيرَةَ وَارَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا وَأَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ لَأَهْلِهَا فَقَالَ اشْتَرِيَهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ وَخَيْرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَدْرِي وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلَخَمَ فَقَالُوا هَذَا مِمَّا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ *

৩৪৫৫. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বারীরা (রা)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। আমি বলি : আমার ইচ্ছা আমি বারীরা (রা)-কে ক্রয় করি, আর তার মালিকের জন্য 'ওয়ালার' (মীরাছের) শর্ত রাখি। তিনি বলেন : তুমি তাকে ক্রয় কর। কেননা, যে মুক্ত করে ওয়ালার (মীরাছ) তারই। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরা (রা)-কে তার স্বামীর ব্যাপারে, ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। তার স্বামী ছিল দাস। এরপর রাবী বলেন : আমি জানি না, (তিনি দাস না স্বাধীন)। (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গোশত আনা হলে তার পরিবারের লোক বললেন : এটা বারীরা (রা)-কে প্রদত্ত সাদাকা। তিনি বললেন : তা তার জন্য সাদাকা ছিল, এখন তা আমাদের জন্য হাদিয়া।

بَابُ الْإِيْلَاءِ

পরিচ্ছেদ : ঈলা

১. ঈলা - অর্থ কসম খাওয়া - শরীআতের পরিভাষায় জীৱ নিকট না যাওয়ার কসম খাওয়া। অর্থাৎ জীৱ সাথে চারমাস বা বেশী দিনের জন্য সহবাস না করার কসম করা। চারমাসের ভিতরে জীৱ সাথে সহবাস করলে কাফ্ফারা দিতে হবে। চারমাসের মধ্যে সহবাস না করলে জীৱ সাথে বিচ্ছেদ হবে।

৩৪৫৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ تَذَاكُرْنَا الشَّهْرُ عِنْدَهُ فَقَالَ ثَلَاثِينَ وَقَالَ بَعْضُنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقَالَ أَبُو الضُّحَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُرَّ مَلَأٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي عُلْيَا لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَرَجَعَ فَنَادَى بِإِلَاءٍ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَطْلَقْتَ نِسَاءَكَ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّي أَلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ *

৩৪৫৬. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম বসরী (র) - - - - আবু যুহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু ইয়াকুব (র) বলেন : আমরা তাঁর নিকট মাসের বিষয়ে আলোচনা করলে আমাদের কেউ বললেন : মাস ত্রিশ দিনের হয়ে থাকে, আবার কেউ বললো, ঊনত্রিশ দিনের। এর মধ্যে আবু যুহা বললেন : ইবন আব্বাস (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। একদিন আমরা সকালে উঠে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীগণ ক্রন্দন করছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের নিকট তাদের পরিবারের লোক উপস্থিত রয়েছে। এরপর আমি মসজিদে গিয়ে দেখলাম, মসজিদ লোকে ভর্তি। তিনি বলেন : এরপর উমর (রা) আসলেন, এবং উপরে উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর 'দ্বিতল' কক্ষে ছিলেন। উমর (রা) তাঁকে সালাম করলেন, কিন্তু কেউ তাঁর সালামের জবাব দিলেন না। তিনি আবার সালাম করলেন, এবারও কেউ সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি আবার সালাম করলেন, কিন্তু কেউ সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি ফিরে এসে বিলাল (রা)-কে ডাক দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আপনি কি আপনার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন : না। বরং আমি তাদের সাথে এক মাসের জন্য 'ঈলা' করেছি। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে ঊনত্রিশ দিন ছিলেন। এরপর তিনি সেখান থেকে অবতরণ করে তাঁর স্ত্রীদের নিকট গমন করেন।

৩৪৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ أَلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ *

৩৪৫৭. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস স্ত্রীদের নিকট না যাওয়ার কসম 'ঈলা' করলেন। এ সময় তিনি ঊনত্রিশ দিন 'দ্বিতল' প্রকোষ্ঠে অবস্থান করলেন। তারপর তিনি অবতরণ করলে বলা হল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি এক মাসের ঈলা করেন নি? তিনি বললেন : (এ) মাস ঊনত্রিশ দিনের।

بَابُ الظَّهَارِ

পরিচ্ছেদ : যিহার*

৩৪৫৮. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَكْفُرَ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ خُلْجَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا تَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৩৪৫৮. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ -এর নিকট আসলো, যে তার স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করেছিলো। আর কাফ্যারা আদায় করার পূর্বেই সে তার সাথে সহবাস করে। সে এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছি এবং কাফ্যারা আদায়ের পূর্বে তার সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন : কী তোমাকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করল ? আল্লাহ তোমাকে রহম করুন ! সে বললো : আমি চাঁদের আলোতে তার পায়ের মল দেখলাম। তিনি বললেন : এখন তুমি মহান মহিয়ান আল্লাহর আদেশ পালন না করা পর্যন্ত তাঁর নিকট গমন করো না (সহবাস করবে না)।

৩৪৫৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنْ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفِرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ خُلْجَالَهَا أَوْسَاقِيهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৩৪৫৯. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে কাফ্যারা আদায় করার পূর্বেই তার সাথে সহবাস করলো। এরপর সে রাসূলুল্লাহ -এর নিকট তা বর্ণনা করলো। তিনি বললেন : কী তোমাকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করলো ? সে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আমি তার পায়ের মল দেখলাম, অথবা (সে বললো :) আমি চাঁদের আলোতে তার পায়ের গোছা দেখলাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ -এর বললেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ তোমাকে যা আদেশ করেছেন তা (কাফ্যারা) না করা পর্যন্ত তুমি তার থেকে দূরে থাকবে।

৩৪৬০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

১. যিহার - স্ত্রীকে মাতা অথবা অন্য কোন মাহরাম মহিলার এমন কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যেই অঙ্গের দিকে নজর করা নিষিদ্ধ। যেমন কেউ স্ত্রীকে বললেন : তুমি আমার নিকট আমার মাতার পৃষ্ঠ তুল্য ; একে যিহার বলা হয়।

الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنْ أَمْرَانِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِيهَا فِي الْقَمَرِ قَالَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَزَلُ حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ وَقَالَ اسْحَقُ فِي حَدِيثِهِ فَأَعْتَزَلَهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصُّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ *

৩৪৬০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এ খিদমতে এসে বললেন : ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্ ! সে তো (আমি) তার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে এবং কাফ্যারা দেওয়ার পূর্বেই তার সাথে সহবাস করেছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আর এ কাজ করার জন্য কী তোমাকে উদ্বুদ্ধ করলো ? সে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! চাঁদের আলোতে তার সুন্দর পায়ে গাছা আমি দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ্ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাকে বললেন : তোমার উপর যা আদায় করা জরুরী তা আদায় না করা পর্যন্ত দূরে থাক। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন : ইসহাক তার বর্ণিত হাদীসে, 'তুমি তার থেকে দূরে থাক' বর্ণনা করেছেন।

৩৪৬১. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا فَكَانَ يَخْفَى عَلَى كَلَامِهَا فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كَمَا الْآيَةُ *

৩৪৬১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার শ্রবণ সকল আওয়াজকে পরিব্যাপ্ত। খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলো। সে তার কথা আমার নিকট গোপন রাখলো। তখন মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলার কথা শ্রবণ করেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে 'বিতর্ক' করেছে এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দু'জনের বাদানুবাদ শুনছিলেন। (নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী এবং দর্শনকারী। এরপর আল্লাহ তা'আলা যিহার এবং এর কাফ্যারার আদেশ নাযিল করলেন।)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

পরিচ্ছেদ : খুলা^১

১. কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে নগদ অর্থ বা সম্পদ প্রদান করে অথবা প্রদানের ওয়াদা করে অথবা স্বামীর কাছে তাঁর পাওনা ছেড়ে দিয়ে এর বিনিময়ে তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ) গ্রহণ করে তাকে 'খুলা' তালাক বলে।

২৬৬২. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُخْزُومِيُّ وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْمُتَنَزَّعَاتُ وَالْمُخْتَلَفَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا *

৩৪৬২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে মহিলারা স্বীয় স্বামীর সাথে মনোমালিন্য করে এবং কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত খলা' করে, তারা মুনাফিক।

২৬৬৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْفَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِرُزُوجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا فَاخْذْ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا *

৩৪৬৩. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - হাবীবা বিন্তে সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। (হাবীবা (রা) বলেন :) একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ভোরে নামায পড়তে গেলেন। তিনি হাবীবা বিন্ত সাহল (রা)-কে অন্ধকারে মধ্যে তার দরজায় দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটি কে ? তিনি (হাবীবা (রা)) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি হাবীবা বিন্ত সাহল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কি ব্যাপার, তুমি কেন এসেছ ? তিনি বললেন : আমার মধ্যে এবং সাবিত ইবন কায়স (রা) তার স্বামীর মধ্যে মিল অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যখন সাবিত ইবন কায়স আগমন করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এই যে হাবীবা বিন্ত সাহল ! আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন, তা-ই সে বলছে। হাবীবা (রা) বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে যা কিছু আমাকে দিয়েছে তা আমার নিকট রয়েছে। তিনি সাবিত ইবন কায়স (রা)-কে বললেন : তুমি (যা দিয়েছ তা) তার থেকে নিয়ে নাও। তিনি সাবিত (রা) (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এর আদেশ মত তাকে যা দিয়েছিলেন, তা নিয়ে নিলেন। আর তিনি হাবীবা বিন্ত সাহল (রা) তার পরিজনদের মধ্যে অবস্থান করলেন, (অর্থাৎ সাবিতের ঘর থেকে চলে গেলেন)।

২৬৬৪. أَخْبَرَنَا أَنُورُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا *

৩৪৬৪. আযহার ইব্ন জামিল (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-এর স্ত্রী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! সাবিত ইব্ন কায়সের স্বভাব-চরিত্র ও ধার্মিকতার ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি ইসলামে অকৃতজ্ঞতাকে অপছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি তাকে তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে ? সে বললেন : হ্যাঁ, (দেব)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সাবিত ইব্ন কায়সকে) বললেন : তুমি তোমার বাগান নিয়ে নাও এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।

৩৪৬৫. অখবরুন হুসাইন বন হুরইথ, আল ফুজল বন মুসায়ী আল হুসাইন বন ওআদ্রিহ্ বন উমার বন আবী হফসাহ্ বন ইব্রাহীম বন আব্বাস বন আব্বাস আল নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : আমার স্ত্রী এমন যে, কোন স্পর্শকারীর হাতকে সে বাধা দেয় না। তিনি বললেন : যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে তাকে দূরে সরিয়ে (তালাক দিয়ে) দাও। এ লোকটি বললেন : কিন্তু আমার ভয় হয়, আমার মন তার সাথে লেগে থাকবে (এবং সবর করতে না পেরে আমি গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাব)। তিনি বললেন : (যদি এরূপ করতে না পার), তবে তাকে উপভোগ কর।

৩৪৬৬. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : আমার স্ত্রী এমন যে, কোন স্পর্শকারীর হাতকে সে বাধা দেয় না। তিনি বললেন : যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে তাকে দূরে সরিয়ে (তালাক দিয়ে) দাও। এ লোকটি বললেন : কিন্তু আমার ভয় হয়, আমার মন তার সাথে লেগে থাকবে (এবং সবর করতে না পেরে আমি গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাব)। তিনি বললেন : (যদি এরূপ করতে না পার), তবে তাকে উপভোগ কর।

৩৪৬৭. অখবরুন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার স্ত্রী এমন যে, কোন স্পর্শকারীর হাতকে সে বাধা দেয় না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। সে ব্যক্তি বললেন : আমি তার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে (তাকে ছেড়ে থাকতে) পারবো না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি তাকে রেখেই দাও।

৩৪৬৮. অখবরুন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার স্ত্রী এমন যে, কোন স্পর্শকারীর হাতকে সে বাধা দেয় না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। সে ব্যক্তি বললেন : আমি তার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে (তাকে ছেড়ে থাকতে) পারবো না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি তাকে রেখেই দাও।

بَابُ بَدْءِ اللَّعَانِ

পরিচ্ছেদ : লি'আন-এর সূচনা

٣٤٦٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ جَاءَ نِيَّ عُيَيْنَرُ
رَجُلٌ مِّنْ بَنِي الْعَجْلَانِ فَقَالَ أَيُّ عَاصِمٍ أَرَأَيْتُمْ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقَتَّلُونَهُ
أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا عَاصِمُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلُ وَكَرِهَهَا فَجَاءَهُ عُيَيْنَرُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ يَا عَاصِمُ فَقَالَ صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي
بِخَيْرٍ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلُ وَعَابَهَا قَالَ عُيَيْنَرُ وَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ فَأَنْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ
وَفِي صَاحِبَيْكَ فَأَنْتَ بِهَا قَالَ سَهْلٌ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ بِهَا فَتَلَاَعْنَا
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنْ أَمْسُكْتُهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ بِفِرَاقِهَا فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاَعِينَ *

৩৪৬৭. মুহাম্মাদ ইবন মা'মার (র) - - - - আসিম ইবন আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আজলান গোত্রের 'উওয়াইমির আমার নিকট এসে বললেন : হে আসিম ! এ বল তো, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে দেখলো, (এখন) যদি সে তাকে হত্যা করে, তোমরা তাকে হত্যা করবে ? অথবা সে কি করবে ? অতএব হে আসিম ! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা কর। আসিম (রা) এ বিষয়ে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি প্রশ্ন অপছন্দ করলেন এবং তাতে দোষারোপ করলেন। এরপর 'উওয়াইমির তার নিকট এসে বলল। হে আসিম! তুমি কি করেছ? তিনি বললেন : কি আর করবো, তুমি আমার কাছে কল্যাণ নিয়ে আস নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করা অপছন্দ করেছেন। উওয়াইমির (রা) বললেন : আল্লাহর কসম ! আমি তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করবো। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে (আয়াত) নাযিল করেছেন। অতএব, তাকে (তোমার স্ত্রীকে) ডেকে আনো। সাহুল (রা) বলেন : এ সময় আমি লোকদের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। উওয়াইমির (রা) তাকে (স্ত্রীকে) সংগে নিয়ে আসলো তারা লি'আন করলো এবং উওয়াইমির (কসম করে) বলতে লাগলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি আমি তাকে রেখে দেই তা হলে তো আমি তার নামে মিথ্যাই বললাম। এ বলে তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বলার পূর্বেই তাকে পৃথক করে দিলেন (তালাক দিয়ে দিলেন)। এটাই পরে দুই লি'আনকারীর নিয়মে পরিণত হল।

بَابُ اللُّعَانِ بِالْحَبْلِ

পরিচ্ছেদ : গর্ভাবস্থায় (গর্ভ সম্পর্কে অভিযোগের কারণে) লি'আন করা

৩৪৬৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَأَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْعَجَلَانِيَّ وَأُمْرَاتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى *

৩৪৬৮. আহমাদ ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উওয়াইমির আজলানী এবং তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করান। এ সময় সে (উওয়াইমির আজলানীর স্ত্রী) গর্ভাবতী ছিল।

بَابُ اللُّعَانِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بَعَيْنِهِ

পরিচ্ছেদ : স্বামীর পক্ষ থেকে কোন নির্দিষ্ট পুরুষকে জড়িত করে স্ত্রীর বিরুদ্ধে (যিনার) অপবাদের কারণে লি'আন

৩৪৬৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ سَأَلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ أُمْرَاتَهُ فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ أُمْرَاتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السُّحْمَاءِ وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لَأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَّ فَلَاعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ابْصُرُوهُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضُ سَيْطًا قَضَى الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ جَعَدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السُّحْمَاءِ قَالَ فَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ جَعَدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ *

৩৪৬৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল আলা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিশামে (র)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো, ঐ ব্যক্তি সন্ধ্যা, যে তার স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে। তখন হিশাম বর্ণনা করলেন যে, মুহাম্মাদ (র) যে তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, কেননা আমার বিশ্বাস ছিল যে, এ ব্যাপারে তার জানা আছে। তিনি (আনাস ইবন মালিক (রা)) বর্ণনা করলেন : হিলাল ইবন উমাইয়া শরীক ইবন সাহমা-র নাম উল্লেখ করে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে আর শরীক ইবন সাহমা বারা ইবন মালিক (রা)-এর মায়ের দিক থেকে ভাই ছিলেন। (আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন), ঐ ব্যক্তিই প্রথম লি'আন করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে লি'আন করার আদেশ দেন। পরে বলেন : তোমরা দেখতে থাক। যদি সে সাদা রং লটকান চুল এবং ক্রটিযুক্ত চোখ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে,

তবে তা হবে হিলাল ইব্ন উমাইয়ার। আর যদি সে হাক্কা পাতলা পা বিশিষ্ট সুরমা রং এর চোখ, আর কৌকড়ান চুল বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে ঐ সন্তান হবে শরীক ইব্ন সাহমা-এর। আনাস (রা) বলেন, তাকে অবহিত করা হয়েছে যে, সে সুরমা বর্ণ চোখ, কৌকড়ান চুল এবং হাক্কা পা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছিল।

بَابُ كَيْفَ اللَّعَانِ

পরিচ্ছেদ : লি'আনের নিয়ম

৩৪৭. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السُّحْمَاءِ بِأَمْرَاتِهِ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَةُ شَهَدَاءَ وَالْأَوَّلُ فِي ظَهْرِكَ يُرَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ وَلَيُنْزِلُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ مَايُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْجُلْدِ فَبَيَّنْتَهُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللَّعَانِ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَا هِلَالَاً فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرْأَةُ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُفُّوْهَا فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ فَنُتَلِّكَاتٌ حَتَّى مَاشَكُكُنَا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضُ سَبْطًا قَضَى الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهَلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدَمُ جَعْدًا رُبْعًا حَمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكَ بْنِ السُّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِهِ أَدَمُ جَعْدًا رُبْعًا حَمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكَ بْنِ السُّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِهِ أَدَمُ جَعْدًا رُبْعًا حَمَشَ السَّاقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ قَالَ الشَّيْخُ وَالْقَضِيءُ طَوِيلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ وَلَا جَاحِظِهِمَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ *

৩৪৭০. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইসলামে সর্বপ্রথম লি'আন ছিল এরূপ যে, হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রা) পদ্ধতিতে তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে শরীক ইব্ন সাম্হার

১. লি'আন শব্দের অর্থ - অপরের প্রতি অভিলাপ ও বদ্-দু'আ করা। শরীআতের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ কয়েকটি শপথ দেয়াকে 'লি'আন' বলা হয়। -সম্পাদক

বিরুদ্ধে (ব্যভিচারের) অপবাদ দেন এবং নবী ﷺ-এর নিকট এসে এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি তাকে বলেন : চারজন সাক্ষী আনো, তা না হলে তোমার পিঠে 'হাদ্দ' (শাস্তি) প্রয়োগ করা হবে। তিনি তাকে কয়েকবার এ কথা বললেন : তখন হিলাল (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আল্লাহ্‌র শপথ, মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌ জানেন, আমি সত্যবাদী এবং মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার উপর (এমন কিছু) অবতীর্ণ করবেন যা আমার পিঠকে চাবুক (শাস্তি) হতে নিষ্কৃতি দিবে। এভাবে কথা চলছিল, এমন সময় লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হলো : যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ব্যতীত কোন সাক্ষী নেই। তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে সে বলবে : যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র লান'নত হোক। আর স্ত্রীর উপর হতে শাস্তি এভাবে রহিত হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে চারবার এভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, তার স্বামীই মিথ্যা বলছে এবং পঞ্চমবারে বলবে : তার উপর আল্লাহ্‌র গযব, যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদী হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ হিলাল (রা) কে ডাকলেন, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলল যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী, আর পঞ্চমবারে বলল : যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র লান'নত। এরপর স্ত্রী কে ডাকা হলো, সেও আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে চারবার বলল, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। বর্ণনাকারী বলেন, যখন চতুর্থবার অথবা পঞ্চমবার সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন : তোমরা এই মহিলাকে বিরত রাখ, কেননা, এ সাক্ষ্য অতি কার্যকর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গযব বৃথা যাবে না)। বর্ণনাকারী বলেন : তখন ঐ হতচকিত হল, থমকে গেল আমরা দ্বিধাধিত হলাম (সে বুঝতে পেরেছে এবং) সে এখন দোষ স্বীকার করবে। কিন্তু সে বলল : আমি আমার সম্প্রদায়কে চিরকালের জন্য কলংকিত করবো না। এই কথা বলে সে কসম সম্পন্ন করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন : এর প্রতি লক্ষ্য রাখ, যদি সে ফর্সা, কৌকড়ান চুল ষোলাটে চোখের সন্তান প্রসব করে, তবে সে হবে হিলাল ইব্ন উমাইয়ার সন্তান। আর যদি সে বাদামী বর্ণের কৌকড়ান চুল বিশিষ্ট মধ্যম গড়নের এবং পাতলা পা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে সে হবে শরীক ইব্ন সাহমার সন্তান। রাবী বলেন : সে বাদামী বর্ণে সন্তান প্রসব করলো, যে কৌকড়ান চুল, মধ্যম গড়ন পাতলা পা বিশিষ্ট ছিল। সে সন্তান প্রসবের পর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন : যদি তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কিতাবের আদেশ পূর্বেই প্রদত্ত না হতো, তা হলে তার সাথে আমার একটি বোঝা পড়া হত (তোমরা দেখতে, আমি তার কি অবস্থা করতাম)।

بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيْنْ

পরিচ্ছেদ : ইমামের 'হে আল্লাহ্‌ স্পষ্ট করে দিন' বলা

২৪৭। أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَاتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلَيْتُ بِهَذَا إِلَّا بِقَوْلِي فذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَاتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى

عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ أَدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ االلَّهُمَّ بَيْنَ فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجَهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ أَهَى الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ رَجَعْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَعْتُ هَذِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ الشَّرَّ *

৩৪৭১. ঈসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে পরস্পর লি'আন করার ব্যাপারে আলোচনা উত্থাপিত হল। তখন আসিম ইবন আদী (রা) সে সম্পর্কে কিছু বললেন এবং পরে প্রস্থান করলেন। এরপর তার নিকট তার গোত্রের এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ উত্থাপন করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসিম ইবন আদী (রা) একথা শুনে বললেন : আমার বলার জন্যই আমার উপর এই মুসীবত এসেছে। এরপর আসিম ইবন আদী (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে নিয়ে গেলেন এবং সে তার স্ত্রীকে যে অবস্থায় পেয়েছে তা তাঁকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবহিত করেন। আর ঐ ব্যক্তি ছিল গৌর বর্ণের, হাঙ্কা পাতলা গড়ন এবং সোজা চুল বিশিষ্ট। আর যে ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে পেয়েছিল, তার গায়ের রং ছিল বাদামী, পায়ের গোছা এবং শরীর ছিল মাংসল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : **اللَّهُمَّ بَيْنَ** (অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ! প্রকাশ করে দিন)। বর্ণনাকারী বলেন : পরে সে (স্ত্রী) সে পুরুষের সাদৃশ্যযুক্ত সন্তান প্রসব করল যার সম্পর্কে তার স্বামী বলেছিল যে, সে তাকে তার (স্ত্রীর) কাছে পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে লি'আন করার আদেশ দেন। (মজলিসে ইবন আব্বাস (রা) এই হাদীস বর্ণনা করলেন), সে মজলিসে এক ব্যক্তি বললেন : এই স্ত্রীলোকটি কি সেই স্ত্রীলোক, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন : যদি আমি কাউকে সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত রজম করতাম, তা হলে এ কে রজম করতাম ? ইবন আব্বাস (রা) বলেন : না, সে মেয়েলোকটি ইসলামে এসে প্রকাশ্যে অপকর্ম (ব্যাভিচার) করত, (কিন্তু প্রমাণ বা স্বীকারোক্তি ছিল না)।

২৪৭২. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ السُّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ الثَّلَاثَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصَفَّرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ أَدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ االلَّهُمَّ بَيْنَ فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجَهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ أَهَى الَّتِي قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ لَوْ رَجَعْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَعْتُ هَذِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَأَتِلِكَ امْرَأَةً كَانَتْ تُظْهِرُ
الشَّرَّ فِي الْإِسْلَامِ *

৩৪৭২. ইয়াহুইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সাকান (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে লি'আনের আলোচনা হলে আসিম ইব্ন আদী (রা) সে সম্পর্কে কিছু বললেন এবং প্রস্থান করলেন। তার গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে সে বলল : সে তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলেন। সে যে অবস্থায় তার স্ত্রীকে পেয়েছিল, তা তাঁকে অবহিত করল। আর সেই ব্যক্তি ছিল গৌর বর্ণের, হাঙ্কা-পাতলা গড়নের সোজা চুল বিশিষ্ট। আর সে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল এবং যাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছি, তার গায়ের রং ছিল বাদামী এবং পায়ের গোঁছা ছিল মাংসল, আর তার ছিল অতি কৌকড়ান (ছোট চুল) চুল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ ! আপনি প্রকাশ করে দিন। রাবী বলেন : (স্ত্রীলোকটি) ঐ লোকের মত সন্তান প্রসব করলো, যার কথা তার স্বামী বলেছিল যে, তাকে তার (স্ত্রীর) কাছে পেয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে লি'আন করান। (ইব্ন আব্বাস (রা) যে মজলিসে এই হাদীস বর্ণনা করলেন), সে মজলিসের এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : এই কি সেই মেয়েলোক, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, যদি আমি কাউকে প্রমাণ ব্যতীত রজম^১ করতাম, তা হলে এই মেয়েলোকটিকে রজম করতাম ? ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : না, সে হচ্ছে এমন একটি মেয়েলোক যে ইসলামে এসে প্রকাশ্যে অপকর্ম করত। (কিন্তু প্রমাণ বা স্বীকারোক্তি ছিল না)।

بَابُ الْأَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمُتْلَاعَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ

পরিচ্ছেদ : পঞ্চমবারের (শপথের) সময়ে লি'আনকারীদের মুখে হাত রাখার আদেশ

٣٤٧٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتْلَاعَيْنِ أَنْ يَتْلَعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ *

৩৪৭৩. আলী ইব্ন মায়মুন (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন দুই লি'আনকারী লি'আন করার আদেশ দেন, তখন এক ব্যক্তিকে আদেশ করেন যে, যখন সে পঞ্চমবার সাক্ষ্য দিতে থাকবে, তখন তার মুখের উপর হাত রাখবে। কেননা, তা (পঞ্চমবারের সাক্ষ্য আল্লাহ তা'আলার শাস্তিকে) অবধারিত করে।

بَابُ عِظَةِ الْأَمَامِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عِنْدَ اللَّعَانِ

পরিচ্ছেদ : লি'আন করানোর সময় ইমামের স্বামী-স্ত্রীকে নসিহত করা

٣٤٧٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سُنْتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي
 إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَقُمْتُ مِنْ مَقَامِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ
 فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ
 عَنْ ذَلِكَ فَلَانَ بْنُ فَلَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ وَلَمْ يَقُلْ عَمْرُو أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِمَّا يَرَى
 عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً إِنْ تَكَلَّمَ فَأَمْرٌ عَظِيمٌ وَقَالَ عَمْرُو أَتَى أَمْرًا عَظِيمًا وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى
 مِثْلِ ذَلِكَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنْ الْأَمْرَ الَّذِي سَأَلْتِكَ أُبَيِّثُ بِهِ فَأَنْزَلَ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْخَامِسَةَ أَنْ
 غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنْ عَذَابَ
 الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعظَهَا
 وَذَكَرَهَا فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ
 فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا *

৩৪৭৪. আমর ইবন আলী ও মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইবন যুবায়র (র) বলেন : ইবন যুবায়র (রা)-এর শাসনামলে আমাকে লি'আনকারীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, লি'আনের পরে ঐ দুইজনকে কি পৃথক করে দেয়া হবে ? ইবন যুবায়র (রা) বলেন : আমি কি উত্তর দেব কিছুই বুঝতে পারলাম না। এরপর আমি উঠে ইবন উমর (রা)-এর বাড়িতে গেলাম এবং আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : হে আবু আবদুর রহমান! (লি'আন করার পর) কি দুই লি'আনকারী (স্বামী-স্ত্রী)-কে পৃথক করে দেয়া হবে। ইবন উমর (রা) বললেন : হ্যাঁ, সুবহানাল্লাহ্ ! তারপর তিনি বললেন : সর্বপ্রথম এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন অমুকের পুত্র অমুক। (ইবন উমর (রা) তার নাম উল্লেখ করেন নি)। সে বলেছিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! যদি আমাদের কোন ব্যক্তি (কোন ব্যক্তিকে) তার স্ত্রীর সাথে অশ্লীল কাজ করতে দেখে, যদি সে বলে, তবে তো তা বড় সাংঘাতিক কথা। আর যদি না বলে, তবে এমন গুরুতর বিষয়ে চুপ রইলো। তিনি তাকে কোন উত্তর দিলেন না। এরপর সে ব্যক্তি আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : যে কথা আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি তাতে আত্মগোপন হয়েছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূরের এ আয়াতসমূহ নাযিল করেন : **الَّذِينَ يَزْمُونَ** **وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ** **أَزْوَاجَهُمْ** হতে

অর্থঃ : আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, (অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই

সত্যবাদী প্রতিপক্ষে পঞ্চমবারে সে (স্ত্রী) বলবে : তার স্বামী সত্যবাদী হলে, তার উপর (নেমে আসবে) আল্লাহর গযব। (২৪ : ৬-৯) পর্যন্ত। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে প্রথমে নসীহত করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন এবং বলেন : পরকালের শাস্তি অপেক্ষা ইহকালের শাস্তি অতি সহজ। সে (ই ব্যক্তি তাঁর নসীহত শ্রবণ করে) বলতে লাগলেন : আল্লাহ তা'আলার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি মিথ্যা বলছি না। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন : নসীহত করলেন এবং তাকে স্বরণ করিয়ে দিলেন। সে (ই স্ত্রীলোকটিও) বলতে লাগলেন : আল্লাহ তা'আলার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। তিনি ﷺ পুরুষকে দিয়ে লি'আন কার্যক্রম আরম্ভ করলেন। সে আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করলো যে সে অবশ্যই সত্যবাদী পঞ্চমবারে সে বললো : যদি সে মিথ্যা কথা বলে থাকে, তবে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারপর স্ত্রীলোকটিও আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য দিল, নিশ্চয় সে বড় মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবারে সে বললেন : যদি সে (পুরুষ লোকটি) সত্যবাদী হয়, তবে তার স্ত্রীর উপর আল্লাহর গযব (পড়বে)। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দু'জনকে পৃথক করে দেন।

بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ

পরিচ্ছেদ : লি'আনকারীদের পৃথক করে দেয়া

৩৪৭০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمْ يَفْرُقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ *

৩৪৭৫. আমর ইবন আলী ও মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইবন যুবায়র (র) বলেন : মুস'আব (রা) লি'আনকারীদের পৃথক করে দেননি। সাঈদ (র) বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-এর নিকট তা বর্ণনা করলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী আজলানের দুই সদস্যের (স্বামী-স্ত্রীর) পৃথক করে দিয়েছিলেন।

بَابُ اسْتِنَابَةِ الْمُتَلَاعِنِينَ بَعْدَ اللِّعَانِ

পারচ্ছেদ : লি'আনের পর লি'আনকারীদের তওবা করতে বলা

৩৪৭৬. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ قَالَ لَهُمَا ثَلَاثًا فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهِيَ أَبْعَدُ مِنْكَ *

৩৪৭৬. যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) - - - - সাঈদ ইব্ন যুযায়র (র) বলেন : আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তাহলে কি হবে ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আজলানের দুই সদস্য (স্বামী-স্ত্রী) কে পৃথক করে দেন এবং বলেন : আল্লাহ তা'আলার জানা আছে, তোমাদের মধ্যে কোন একজন মিথ্যাবাদী, যদি তোমাদের মধ্যে কোন একজন তাওবা করে, তবে ভাল, তিনি দুজনকেই একথা তিনবার বলেন। কিন্তু দু'জনই তা করতে অস্বীকার করলে তিনি তাদেরকে পৃথক করে দেন। তিনি বলেন : লি'আনকারী (পুরুষ ব্যক্তিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে) বলল : (ঐ স্ত্রী লোকটির নিকট) আমার মাল (আছে, আমি তা পাব কি না) ? তিনি বললেন : যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে তুমি ঐ স্ত্রীর সংগে নির্জনবাস (সহবাস) করেছ, (কাজেই ঐ মাল তুমি পাবে না)। আর যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তাহলে তা তোমার থেকে অনেক দূরে (ঐ মাল নেয়া এবং ফেরৎ পাওয়া মুশকিল)।

بَابُ اجْتِمَاعِ الْمُتْلَاعَيْنِ

পরিচ্ছেদ : লি'আনকারীদের একত্র হওয়া

৩৪৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْلَاعَيْنِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتْلَاعَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَذِبٌ وَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا أَسْتَحْلِلْتُ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ *

৩৪৭৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - সাঈদ ইব্ন জুযায়র (র) বলেন : আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট লি'আনকারীদের বিষয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আনকারী পুরুষ এবং স্ত্রীকে বলেন, তোমাদের হিসাব আল্লাহর 'দায়িত্বে'। তোমাদের একজন নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। আর তোমার তার (স্ত্রীর) উপর কোন অধিকার নেই। সে (পুরুষ লোকটি) বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! (তার কাছে) আমার মাল (রয়েছে)। তিনি বললেন : (তার কাছে এখন) তুমি কিছুই পাবে না, অর্থাৎ যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে তুমি তো তার লজ্জাস্থান ব্যবহার করেছ, এর বিনিময়ে তোমার মাল নিয়েছ, আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে তা তোমার (অধিকার) থেকে বহু দূরবর্তী।

بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللَّعَانِ وَالْحَاقَةِ بِأُمِّهِ

পরিচ্ছেদ : লি'আনের কারণে সন্তানকে পিতা থেকে সম্বন্ধচ্যুত করা এবং তাকে তার মায়ের সাথে যুক্ত করা

৩৪৭৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْرَاتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَّ الْوَلَدُ بِالْأُمِّ *

৩৪৭৮. কুতায়বা (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করার আদেশ দেন এবং তাদের পৃথক করে দেন, আর সন্তানকে তার মায়ের সাথে (বংশধারা) যুক্ত করেন।

بَابُ إِذَا عَرَّضَ بِأَمْرَاتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الْإِنْتِفَاءَ مِنْهُ

পরিচ্ছেদ : সন্তানের কারণে স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত করা ইঙ্গিতে যিনার অপবাদ দেয়া এবং সন্তান অস্বীকারের ইচ্ছা করা

৩৪৭৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فِزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَاتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلَوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَتَى تَرَى أَتَى ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ *

৩৪৭৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা বলেন : ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমার স্ত্রী এক কালো সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কি উট আছে ? সে বলল : হ্যাঁ, (আছে)। তিনি বললেন : সেগুলোর বর্ণ কী ? সে বললো : লাল রংয়ের। তিনি বললেন : সেগুলোর মধ্যে কালচে (ছাই) বর্ণের কোন উট আছে ? সে বলল : হ্যাঁ, কালচে বর্ণেরও আছে। তিনি বললেন : এইগুলো কি করে জন্মালো বলে তুমি মনে কর ? সে বলল : তা হয়তো কোন পূর্ববর্তী কোন বংশধারার কারণে হয়েছে। এরপর তিনি বললেন : এই সন্তানও হয়তো কোন উর্ধ্বতন পুরুষের কারণে (কালো) হয়ে থাকবে।

৩৪৮০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزْزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَاتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِنْتِفَاءَ مِنْهُ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلَوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ قَالَ فِيهَا ذَوْدٌ وَرُقٍ قَالَ فَمَا ذَاكَ تَرَى قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزْعُهَا عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَمْ يُرَخَّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ *

৩৪৮০. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন : ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমার স্ত্রী এক কালো সন্তান প্রসব করেছে এবং সে বাচ্চার রং কালো (সন্তানরূপে) তাকে অস্বীকার করতে চাচ্ছিল। তিনি বললেন : তোমার কি উট আছে ? সে বলল : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : সেগুলোর রং কি ? সে বললো : (সেগুলো) লাল (রংয়ের)। তিনি বললেন : দেখ সেগুলোর মধ্যে কাল বর্ণের সাথে অন্য বর্ণ মিশ্রিত রংয়ের উট আছে কি ? সে বলল : হ্যাঁ, সেগুলোর মধ্যে কালচে উট আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তবে তুমি কী বল (মিশ্রিত উট কোথা হতে আসলো) ? সে বললো : তা হয়তো কোন পূর্ব বংশধারার কারণে হয়ে থাকবে। তিনি বললেন : এতেও হয়তো কোন উর্ধ্বতন পুরুষের কারণে হয়ে থাকবে। এর দ্বারা তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ ব্যক্তিকে সন্তান অস্বীকার করার সুযোগ দিলেন না।

٢٤٨١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ حِمَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَلَدْتُ لِي غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي كَانَ ذَلِكَ قَالَ مَا أَدْرِي قَالَ فَهَلْ لَكَ مِنْ ابْنٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا الْوَأْنُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْ رُقٌ قَالَ فِيهَا ابْنٌ أَوْ رُقٌ قَالَ فَإِنِّي كَانَ ذَلِكَ قَالَ مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَزَعُهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعُهُ عِرْقٌ فَمَنْ أَجَلِهِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدٍ وَلَدٍ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً *

৩৪৮১. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুগীরা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, যার গায়ের রং কাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তার (এই কালো রং) কোথা হতে আসলো ? সে বলল : জানি না কোথা হতে এসেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার উট আছে কি ? সে বলল : হ্যাঁ, তিনি বলল : সেগুলোর রং কি ? সে বলল : লাল (বর্ণের)। তিনি বললেন : এগুলোর মধ্যে কালচে (ছাই) বর্ণের (কাল বর্ণের সাথে অন্য বর্ণ মিশ্রিত) আছে কি ? সে বললো : তার মধ্যে কালচে (মিশ্রিত রং এর) উটও আছে। তিনি বললেন : ঐগুলো (লাল বর্ণের মিশ্রিত উট) কোথা হতে আসলো ? সে বললো : বলতে পারি না, (কোথা হতে এসেছে,) ইয়া রাসূলুল্লাহ ! হয়তো কোন উর্ধ্বতন পুরুষের কারণে হয়ে থাকবে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটিও (কাল সন্তান) এমন হতে পারে যে উর্ধ্বতন পুরুষ হতে এসেছে। বর্ণনাকারী বলেন : এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন, যে সন্তান তার স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে তাকে অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু ঐ সময় অস্বীকার করতে পারবে, যখন সে তাকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত দেখে।

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ

পরিচ্ছেদ : সন্তান অস্বীকারকারীকে কঠোর সতর্কবাণী

٢٤٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ لَهَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ ادْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يَدْخُلُهَا اللَّهُ جَنَّتُهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَقَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৩৪৮২. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লি'আনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর বলতে শুনেছেন : যে মহিলা এক গোত্রের মধ্যে অন্য গোত্রের পুরুষ (এর বীয) মিশ্রিত করে যে সে গোত্রের নয় আল্লাহর নিকট তার কোন মূল্য নেই। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ তার সন্তানকে অস্বীকার করে, অথচ সে তার দিকে 'মমতার' দৃষ্টি দিয়ে দেখে মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন এবং তাকে কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সকল লোকের সামনে লাজ্জিত করবেন।

بَابُ الْحَاقِّ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ

পরিচ্ছেদ : শয্যার মালিক (স্বামী) অস্বীকার না করলে সন্তান শয্যার মালিকেরই হবে

৩৪৮৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ *

৩৪৮৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সন্তান শয্যার মালিকেরই (গৃহস্বামীরই), আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (আঁঘাতে মৃত্যু অথবা বঞ্চনা) (অর্থাৎ সে সন্তানের মালিক হবে না। অন্য ব্যাখ্যানুসারে তার হবে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু)।

৩৪৮৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ *

৩৪৮৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সন্তান শয্যার মালিকের (গৃহস্বামীরই) আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

৩৪৮৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظُرْ إِلَى شَبَّهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَأَحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ فَلَمْ يَرَسُودَةً قَطُ *

৩৪৮৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'আ (রা)-এর মধ্যে একটি সন্তান নিয়ে ঝগড়া হয়। সা'দ (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার ভাই উতবা ইব্ন আবু ওয়াক্কাসের ছেলে। আমাকে আমার ভাই ওসীযত করেছিলেন যে সে তার ছেলে। (যাম'আর বাঁদীর ছেলে আমার ঔরষের)। তার (শরীরের গঠনের) প্রতি লক্ষ্য করুন। আব্দ ইব্ন যাম'আ (রা) বলেন : এ আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর গর্ভজাত সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লক্ষ্য করে দেখলেন, তার শরীরের গড়ন উতবার সাথে স্পষ্ট মিল রয়েছে। তিনি বললেন : হে আব্দ ইব্ন যাম'আ সে তোমার ভাই। কেননা সন্তান গৃহস্থামীর আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর (কিছুই নেই)। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী সওদা (রা)-কে বললেন : হে যাম'আর কন্যা সওদা, এর থেকে পর্দা কর। এরপর তিনি সওদা (রা)-কে কখনও দেখেন নি।

৩৪৮৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ الزُّبَيْرِ مَوْلَى لَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَتْ لِرِزْمَةَ جَارِيَةً يَطُوعُهَا هُوَ وَكَانَ يَظُنُّ بِأَخْرَ يَقَعُ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شَبَّهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَأَخْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكَ بِأَخْ *

৩৪৮৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যাম'আ (রা)-এর একটি বাঁদী ছিল, যার সাথে তিনি সহবাস করতেন, আর যাম'আর এরূপ সন্দেহ ছিল যে, এই বাঁদীর সাথে অন্য কেউ যিনা করে। এরপর সে একটি সন্তান প্রসব করলো, ঐ ব্যক্তির মত, যার সাথে তিনি তার ব্যভিচার করার সন্দেহ করতেন। যাম'আ ইস্তিকাল করলেন, ঐ বাঁদী অন্তঃস্বত্ত্বা থাকা অবস্থায়। এ কথা সওদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বর্ণনা করলে, তিনি বলেন : সন্তান বিছানার মালিকেরই। আর হে সওদা, তুমি তার সাথে পর্দা করবে। কেননা সে তোমার ভাই নয়।

৩৪৮৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَا أَحْسَبُ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৩৪৮৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সন্তান বিছানার মালিকেরই। আর ব্যভিচারকারীর জন্য পাথর (সন্তানের মালিক হবে না)। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন : আমার মতে এটি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ فِرَاشِ الْأَمَةِ

পরিচ্ছেদ : বাঁদীর বিছানা বা শয্যার বিধান

৩৪৮৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

أَخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي ابْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَعْدُ أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُرْ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ فَهُوَ ابْنِي فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هُوَ ابْنُ أُمِّ أَبِي وَلِيدَ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَبَهَا بَيْنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَأُحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ *

৩৪৮৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা.) এবং আবদ ইবন যাম'আ (রা) যাম'আর সন্তান নিয়ে বিবাদ করলেন। সা'দ বলেন : আমার ভাই উতবা আমাকে ওসীয়াত করেছিলেন যে, যখন তুমি মক্কায় গমন করবে যাম'আর বাঁদীর সন্তানকে দেখবে ; কেননা সে আমার সন্তান। আর আবদ ইবন যাম'আ বললেন, সে আমার পিতার বাঁদীর সন্তান, সে আমার পিতার শয্যায় (আধিপত্যে) জন্মলাভ করেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষ্য করে দেখলেন, উতবা (রা)-এর সাথে তার পরিষ্কার সাদৃশ্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সন্তান বিছানার (অর্থাৎ তারই জন্য, যার জন্য বিছানা)। তিনি আরও বললেন : হে সওদা ! তুমি তার থেকে পর্দা করবে।

بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ إِذَا تَخَازَعُوا فِيهِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

পরিচ্ছেদ : সন্তান নিয়ে বিবাদ হলে লটারীর ব্যবস্থা করা এবং যায়দ ইবন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত এ বিষয়ের হাদীসে শা'বী (র)-এর বর্ণনায় বিরোধ

٣٤٨٩. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَتَى عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ اتَّقَرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا لَا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ اتَّقَرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا لَا فَاقْرَعْ بَيْنَهُمْ فَالْحَقَّ الْوَلَدُ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلْثَى الدِّيَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ *

৩৪৮৯. আবু আসিম খুশায়শ ইবন আসরাম (র) - - - যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়ামানে অবস্থানকালে আলী (রা)-এর নিকট তিনজন লোক নিয়ে আসা হল, যারা সকলে এক মহিলার সাথে একই তুহরে^১ সহবাস করেছিল। তিনি তাদের দুইজনকে পৃথক করে বললেন : তোমরা উভয়ে কি এই সন্তানকে তৃতীয় ব্যক্তির সন্তান বলে স্বীকার কর ? তারা বললেন : না। পরে তিনি অন্য দুইজনকে বললেন : তোমরা দুইজন কি এই সন্তানকে তৃতীয় ব্যক্তির সন্তান বলে স্বীকার কর ? তারাও বললেন : না। এরপর তিনি উক্ত তিন ব্যক্তির নামে লটারী করলেন। লটারীতে যার নাম উঠলো, তাকে তিনি সন্তান দিয়ে দিলেন। আর তার উপর দিয়াতের অর্থাৎ মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ সাবাস্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এ ঘটনা আমরা বর্ণনা করলে তিনি হাসলেন, যাতে তাঁর মাড়ির দাঁত মুবারক দেখা গিয়েছিল।

১. স্ত্রীলোকের দুই হায়েযের মধ্যবর্তী সময়কে 'তুহর' (বা পবিত্রতার সময়) বলা হয়।

৩৮৯০. أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَجْلَعِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَلَى بِهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طَهْرِ وَسَاقِ الْحَدِيثِ *

৩৪৯০. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় ইয়ামানের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সেখানকার সংবাদ বর্ণনা করতে লাগলো এবং কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো। তখন আলী (রা) সেখানে (ইয়ামানে) ছিলেন। সে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিন ব্যক্তি আলী (রা)-এর নিকট এসে এক সন্তানের ব্যাপারে ঝগড়া করছিল, তার সকলেই এক 'তুহরে' এক মহিলার সাথে সহবাস করার দাবী করেছিল। এভাবে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৮৯১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأَجْلَعِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أَتَى فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ أَدْعُوا وَلَدَ امْرَأَةٍ فَقَالَ عَلَى لِأَحَدِهِمْ تَدْعُهُ لِهَذَا فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدْعُهُ لِهَذَا فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدْعُهُ لِهَذَا فَأَبَى قَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَافِرُكُمْ بَيْنَكُمْ فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقِرْعَةُ فَهُوَ وَعَلَيْهِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ *

৩৪৯১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, তখন আলী (রা) ইয়ামানে ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) -এর নিকট এসে বললেন : আমি (একদিন) আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিন ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে এক সন্তানের দাবী করলো, যে এক নারীর গর্ভে জন্মায়। তখন আলী (রা) তাদের একজনকে বললেন : তুমি কি এই সন্তানের দাবী এর জন্য ছেড়ে দেবে ? সে অস্বীকার করলো। এরপর তিনি অন্যজনকে বললেন : তুমি কি এই সন্তানের দাবী এর জন্য ছেড়ে দেবে ? সেও অস্বীকার করলো। এভাবে তৃতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় সেও অস্বীকার করলো। আলী (রা) বললেন : তোমরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত অহেদীদার। আমি এখন তোমাদের মধ্যে লটারী করবো। যার নাম লটারীতে আসবে সে এই সন্তান পাবে এবং তাকে দিয়াতের (মূল্যের) দুই-তৃতীয়াংশ দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এই ঘটনা শুনলেন, তখন তিনি হাসলেন, এমনকি তার মাড়ির দাঁত মুবারক প্রকাশ হয়ে পড়লো।

৩৪৯২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ شَاهِينَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ فَأَتَى بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ *

৩৪৯২. ইসহাক ইবন শাহীন (র) - - - - যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান। একদিন একটি শিশু আনা হলো, যাকে তিন ব্যক্তি পাওয়ার জন্য ঝগড়া করছিল। হাদীসের শেষ পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

৩৪৯৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كَهِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوْ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي طَهْرِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا صَوَابٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ *

৩৪৯৩. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - সালামা ইবন কুহায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি শা'বীকে আবুল খলীল অথবা ইবন আবুল খলীল হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিন ব্যক্তি একই 'তুহরে' (এক নারীর সাথে সহবাসে) শরীক ছিল। এরপর এভাবে হাদীস বর্ণনা করলেন। কিন্তু তিনি যায়দ ইবন আরকামের নাম উল্লেখ করেন নি। আর এই হাদীসকে মারফু'ও করেন নি। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এ সনদটি সহীহ। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

بَابُ الْقَافَةِ

পরিচ্ছেদ : কিফায়্যা প্রসংগ

৩৪৯৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورٍ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّأً نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لِمَنْ بَعْضُ *

৩৪৯৪. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আনন্দিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর চেহারার রেখাগুলো ঝিলমিল করছিল (চেহারায় খুশির চিহ্ন প্রস্ফুটিত ছিল)। তিনি বললেন : তুমি কি জান মুজায়যিয (নামী এক ব্যক্তি) যায়দ ইবন হারিসা এবং উসামা (রা)-কে (চেহারা চাদারাবৃত ও পা খোলা অবস্থায়) দেখে বললো : এই পাগুলোর একটি অবশ্যই অপরটি হতে (অর্থাৎ মিলযুক্ত)।

৩৪৯৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ
الَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّزًا الْمُدَلِّجِيَّ دَخَلَ عَلَى وَعِنْدِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ
زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ غَطَّيَا رُؤُسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ هَذِهِ أَقْدَامُ
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ *

৩৪৯৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন (তখন তাঁর চেহারা খুশির চিহ্ন বিদ্যমান ছিল)। তিনি বললেন : হে আয়েশা ! মুজায়যিয মুদলিজী (রা) (কিয়াফা অবগত ব্যক্তি) আমার নিকট আসলো। তখন উসামা ইবন যায়দ (রা) আমার নিকট ছিল। সে উসামা ইবন যায়দ এবং যায়দ (রা)-কে দেখলো। তাঁদের গায়ে চাদর ছিল এবং তারা মুখ ঢেকে রেখেছিল এবং তাদের পা খোলা ছিল। সে বললো : এই পা'গুলো একটি অপরটি হতে (দু'জনের পায়ের মধ্যে মিল রয়েছে)।

بَابُ إِسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرِ الْوَلَدِ

পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন মুসলমান হলে এবং সন্তানকে ইখতিয়ার প্রদান প্রসংগ

৩৪৯৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ
الْبَتِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّ
تُسْلِمَ فَجَاءَ ابْنُ لَهْمًا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ فَاجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ الْآبَ هَهُنَا وَالْأُمُّ هَهُنَا ثُمَّ
خَيْرَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ *

৩৪৯৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - আবদুল হামীদ ইবন সালামা আনসারী (র.) তাঁর পিতা সূত্রে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুসলমান হলে তাঁর স্ত্রী মুসলমান হতে অস্বীকার করলো। তাদের এক নাবালগ সন্তান ছিল। সে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে এখানে এবং মাতাকে ওখানে বসিয়ে ছেলেকে ইখতিয়ার দিয়ে দু'আ করলেন : হে আল্লাহ্ ! একে হিদায়াত (সুবুদ্ধি) দান করুন। তখন সেই ছেলে তার পিতার নিকট চলে গেল।

৩৪৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً
جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعْنِي
وَسَقَانِي مِنْ بَنِي أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ يَا غُلَامُ هَذَا
أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ إِيَّاهُمَا شِئْتَ فَآخِذْ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ *

৩৪৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - আবু মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন তিনি বললেন যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমার স্বামী আমার নিকট হতে আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তার দ্বারা আমার অনেক উপকার হয়ে থাকে। সে আবু ইনাবা কূপ থেকে পানি এনে আমাকে পান করায়। এমন সময় তার স্বামী সেখানে এসে বললেন : আমার ছেলের ব্যাপারে আমার সাথে কে বিবাদ করছে? তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন : হে ছেলে! এই তোমার পিতা, আর এই তোমার মাতা, এদের মধ্যে তোমার যাকে ইচ্ছা, তার হাত ধর। তখন ছেলে তার মার হাত ধরলো এবং সে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلَعَةِ

পরিচ্ছেদ : খুলা 'কারিণীর ইদ্দত

৩৪৯৮. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي شَاذَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ مَعُوذٍ بْنَ عَفْرَاءَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بْنَ شَمَّاسٍ ضَرَبَ أُمَّرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةٌ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَاتَى أَخُوَهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا *

৩৪৯৮. আবু আলী মুহাম্মাদ ইব্ন মারওয়যী (র) - - - আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'রুবাযী' বিনত মু'আবিয ইব্ন আফরা (রা) তাকে অবহিত করেছেন, সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস (রা) তার স্ত্রীকে মারধর করলো এবং তার হাত ভেঙে দিল। সে ছিল জামিলা বিনত আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই। তার ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এর অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি সাবিত (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন। সাবিত (রা) উপস্থিত হলে তিনি বললেন : তুমি তার নিকট হতে তোমার মাল নিয়ে তাকে ছেড়ে দাও। সাবিত (রা) বললেন : হ্যাঁ, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ মহিলাকে এক হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করার (ইদ্দত পালন করার) আদেশ করলেন। এরপর তাকে তার মাতাপিতার নিকট চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

৩৪৯৯. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِّثْنِي حَدِيثَكَ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَى مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَاعِدَّةٌ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةً مُعَدِّ بِهٍ فَمَتَّمَكْنِي حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً قَالَ وَأَنَا

مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرِيَمَ الْمُغَالِبَةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ *

৩৪৯৯. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন ইবরাহীম (র) - - - - রুবাযিয়া বিন্ত মু'আবিয (রা) বলেন : আমি আমার স্বামীর সাথে খুলা করলাম। এরপর উসমান (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আমাকে কতদিন ইদ্দত পালন করতে হবে? উসমান (রা) বললেন : তোমার কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। তবে, যদি তুমি তোমার স্বামীর সংগে কাছাকাছি সময়ে সহাবস্থান করে থাক তাহলে তুমি এক হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এরপর তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করছি। তিনি মারযাম মাগালিয়ার ব্যাপারে এরূপ সমাধান দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস (রা.)-এর স্ত্রী। সেই মহিলা তার সাথে খুলা করেছিল।

مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّاتِ

পরিচ্ছেদ : তালাকপ্রাপ্তাদের মধ্য থেকে ইদ্দত পালনের হুকুমে যারা ব্রতি

৩৫০০. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا وَقَالَ إِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ الْآيَةَ وَقَالَ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ فَأَوَّلُ مَا نَنْسَخُ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةَ وَقَالَ وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَقَالَ وَاللَّائِي يَنْسَنُ مِنَ الْمَخِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا *

৩৫০০. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) হতে مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ الْآيَةَ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (অর্থ : যখন আমি কোন আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করি) সম্পর্কে (অর্থ : আল্লাহ যা ইচ্ছা করে মুছে দেন এবং (যা ইচ্ছা) স্থির রাখেন ; তাঁর কাছে আছে মূল গ্রন্থ) বলেন : (বর্ণিত হয়েছে যে,) কুরআনে সর্বপ্রথম যা রহিত হয়েছে, তা হলো কিবলার হুকুম। আল্লাহর বাণী وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَاللَّائِي يَنْسَنُ مِنَ الْمَخِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (অর্থ : তালাকপ্রাপ্তা নারীরা নিজেদের আবদ্ধ করে রাখবে (ইদ্দাত পালন করবে) তিন হায়েয এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা (বয়সের কারণে) হায়েয হতে নিরাশ হয়েছে— যদি তোমরা সন্দিহান হও—তবে তাদের ইদ্দাত তিন মাস।) এ হতে রহিত করা হয়েছে এবং ইরশাদ করা হয়েছে

১। (অর্থ : যদি তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) স্পর্শ (সহবাস) করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও তবে তোমাদের স্বার্থে তাদের উপরের ইন্দ্রতের বিধান নেই। যা তারা পালন করবে)

بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا

পরিচ্ছেদ : স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত

৩৫০১. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫০১. হানাদ ইবন সারী (র) - - - - উম্ম হাবীবা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা তার জন্য বৈধ নয়, স্বামী ব্যতীত। (কেননা স্বামীর জন্য) চার মাস দশদিন (শোক পালন করতে হবে)।

৩৫০২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَنْ أُمِّهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَنْ تَكْتَحِلَ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا حَوْلًا ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫০২. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - হামিদ ইবন নাফি' যয়নাব বিন্ত উম্ম সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন ; আমি বললাম : যয়নাব তার মাতা উম্ম সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কেউ এমন এক স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যার স্বামী মারা গেছেন। তারা তার চোখের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। সে কি সুরমা ব্যবহার করবে ? তিনি বললেন : এর আগে জাহিলী যুগে তোমাদের প্রত্যেক স্ত্রীলোক নিজের ঘরে বসে থাকতো মোটা ও নিকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করে (যা উটের হাওদার নীচে দেয়া হতো)। (আর সে এই কষ্টের মধ্যে) পূর্ণ এক বছর কাটিয়ে দিত। এরপর বের হত। এখন কি তোমাদের উপর চার মাস দশদিন পালন করা সহনীয় নও (অধিক কঠিন মনে হয়) ?

৩৫০৩. أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَجَدَهُ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا أَنْ تَكْتَحِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ

إِحْدَاكُنْ تَجْلِسُ حَوْلًا وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بَيْغَرَةً *

৩৫০৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) ও উম্মু হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমার কন্যার স্বামী ইনতিকাল করেছে। আর আমি, তার চোখের ব্যাপারে (খারাপ না হয়ে যায়) আমি কি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পূর্বে তো তোমাদের প্রত্যেক নারী এক বছর পর্যন্ত বসে থাকতো, আর এই সময় তো (কোন অধিক সময় নয়, মাত্র) চার মাস দশদিন। আর যখন এক বছর পূর্ণ হতো? তখন ঐ মহিলা বের হয়ে নিজের পেছনের দিকে উটের গোবর ছিটাতো।

٣٥٠٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ إِنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী হাফসা বিন্ত উমর (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এবং কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন নারীর জন্য স্বামী ব্যতীত কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর জন্য চারমাস দশদিন শোক করবে।

٣٥٠٥. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫০৫. আবদুল্লাহ ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - - সাফিয়া বিনত আবু উবায়দ (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোন স্ত্রী হতে এবং উম্মু সালামা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যে নারী আল্লাহ এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করে তার জন্য কোন মৃতের উপর তিন দিনের অধিক শোক বৈধ নয়, স্বামী ব্যতীত। কেননা স্বামীর জন্য সে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে।

٣٥٠٦. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ *

৩৫০৬. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সাফিয়া বিন্ত আবু উবায়দ (রা) সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কোন স্ত্রী হতে- তিনি হচ্ছেন উম্মু সালামা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَقِّفِ عَنْهَا زَوْجَهَا

পরিচ্ছেদ : গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত

৩৫০৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَالْأَفْظُ لِمُحَمَّدٍ ^{عَلَيْهِ} قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تَفَسَّتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلْيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فَاسْتَأْذَنْتْ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ *

৩৫০৭. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন সুবায়'আ আসলামী তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই সন্তান প্রসব করলো। তখন সে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিবাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। পরে সে বিবাহে আবদ্ধ হলো।

৩৫০৮. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ نَصْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دَاوُدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا *

৩৫০৮. নাসর ইবন আলী (র) - - - - মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} সুবায়'আ (রা)-কে বিয়ে করার অনুমতি দান করেন যখন সে নিফাস হতে পাক হবে।

৩৫০৯. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةِ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلزَّوْاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فَقَالَ مَا يَمْنَعُهَا قَدْ انْقَضَى أَجَلُهَا *

৩৫০৯. মুহাম্মাদ ইবন কুদামা (র) - - - - আবু সানাবিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুবায়'আ (রা.)-এর স্বামীর মৃত্যুর তেইশ অথবা পঁচিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি সন্তান প্রসব করলেন। যখন তাঁর নিফাসের সময় অতিবাহিত হলো, তখন তিনি অন্য স্বামী গ্রহণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। ফলে লোকেরা সমালোচনা করলো। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর নিকট এর উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন : এখন তার বিয়ে করতে বাধা কোথায় ? কারণ তার ইদ্দত পূর্ণ হয়েছে।

৩৫১০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ

رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمَتَوَفَى عَنْهَا زَوْجَهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَزَوَّجَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ فَبَعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تُوَفَّى زَوْجٌ سَبْعِينَ قَوْلًا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةِ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ قَالَتْ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا قَالُوا إِنَّكَ لَا تَحْلِينَ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتَ فَاَنْكِحِي مَنْ شِئْتَ *

৩৫১০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আবদু রাবিবী ইবন সাদ্দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি আবু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি : আবু হুরায়রা এবং ইবন আব্বাস (রা) ঐ স্ত্রীলোকের ব্যাপারে মতবিরোধ করলেন যার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তার স্বামীর মৃত্যুর (কিছু দিন) পর সে সন্তান প্রসব করে। আবু হুরায়রা (রা) বললেন : (সেই মহিলা প্রসব করার পর) বিবাহ করতে পারবে। আর ইবন আব্বাস (রা) বললেন : দুই সময়ের মধ্যে যেটা দীর্ঘ হবে তা পালন করবে।^১ পরে তারা উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট লোক পাঠালে তিনি বললেন : সুবায়আ (রা)-এর স্বামী মারা যাওয়ার পনের দিন (অর্ধমাস) পর সে সন্তান প্রসব করে। এরপর দুই ব্যক্তি তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলে সে একজনের দিকে আকৃষ্ট হল। তার পরিবারের লোকেরা আশংকা করলো যে, হয়তো সে একচ্ছত্র রূপে (বিয়ের) সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে। তারা তাকে বললেন : এখনও তো তোমার ইদতও পূর্ণ হয়নি। সুবায়আ (রা) বললেন : এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : তুমি বৈধ হয়ে গেছ, কাজেই এখন যাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পার।

৩৫১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سُنِّلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَتَوَفَى عَنْهَا زَوْجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ وَلَدَتْ سَبْعِينَ الْأَسْلَمِيَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكَهْلُ لَمْ تَحْلِلِ وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْتِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتَ فَاَنْكِحِي مَنْ شِئْتَ *

৩৫১১. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কেউ আবু হুরায়রা ও ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট ঐ মহিলার ব্যাপারে প্রশ্ন করলো, যার স্বামী মারা যায় এবং সে তখন গর্ভবতী ছিল। ইবন আব্বাস (রা) বললেন : সে তার দু'টি ইদতের মধ্যে যেটি দীর্ঘ হয়, সে তা গ্রহণ করবে। আর আবু হুরায়রা (রা) বললেন : যখনই সে প্রসব করেছে তখনই সে হালাল (তার ইদত

১. অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান প্রসব করা অথবা চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়া- এ দু'য়ের মধ্যে যেটি শেষে হবে সেটি তার ইদত।

পূর্ণ) হয়ে গেছে। আবু সালামা (রা) (এই মতবিরোধ শ্রবণ করে) উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গমন করলেন এবং তার নিকট এই মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি (উম্মু সালামা (রা)) বললেন : সুবায়'আর স্বামীর মৃত্যুর পর অর্ধ মাস অতীত হলে সে সন্তান প্রসব করল। এরপর দুই ব্যক্তি তার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠায়, তাদের একজন ছিল যুবক, আর দ্বিতীয় জন ছিল আধা বয়সী (প্রৌঢ়)। সে যুবকের দিকে আকৃষ্ট হল। তখন প্রৌঢ় ব্যক্তি বললো : এখন হালাল হও নি। উম্মু সালামা (রা) বলেন : তখন সুবায়'আ (রা)-এর পরিবারের লোক উপস্থিত ছিল না। মধ্য বয়সের লোকটি মনে করলো, যখন তার আত্মীয়-স্বজন আসবে, তখন হয়তো তারা তাকে অগ্রাধিকার দিবে। পরে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : তুমি হালাল হয়ে গেছ, এখন তুমি যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পার।

৩৫১২. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْشَرِينَ لَيْلَةً أَيَصْلَحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ لَا إِلَّا أَخِرَ الْأَجَلَيْنِ قَالَ قُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا فَقَالَ أَأَنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ فَسَلِّهَا هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْشَرِينَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَزَوَّجَ فَكَانَ أَبُو السَّنَائِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا *

৩৫১২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ বাযী' (র) - - - - আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কেউ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামী মৃত্যুবরণ করার বিশ দিনের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে কি তার বিবাহ করা সঠিক হবে? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন : না। (বিবাহ করা বৈধ হবে না), যতক্ষণ না সে তার দুই ইন্দ্রের মধ্যে দীর্ঘ ইন্দ্রটি পূর্ণ করে। আবু সালামা (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তো বলেছেন : “যারা গর্ভবতী তাদের ইন্দ্রত হলো তাদের সন্তান প্রসব করা।” ইব্ন আব্বাস (রা) (আবু সালামা (রা)-কে উত্তরে) বললেন, এই আদেশ তালাকপ্রাপ্ত নারীর ব্যাপারে। এরপর আবু হুরায়রা (রা) বললেন : আমি আমার ভাইপো আবু সালামার সাথে আছি। (অর্থাৎ যা সে বলছে তা-ই আমার নিকট উত্তম এবং সহীহ)। এই কথার পর তিনি তার দাস কুরায়বকে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি বললেন, তুমি উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সুন্নত (বিধান) আছে কি না। কুরায়ব (রা) (উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবু হুরায়রা (রা) যা বলেছেন তা ব্যক্ত করলে) উম্মু সালামা (রা) বললেন : হ্যাঁ, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে,) সুবায়'আ আসলামী (রা.) তার স্বামীর মৃত্যুর বিশ দিন পর সন্তান প্রসব করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করার অনুমতি দেন। আর আবু সানাবিল তার বিবাহের পয়গামদাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

৩৫১৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَاهُ رَيْرَةَ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَكَّرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ وَضَعْتُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبَيْسَرٍ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ *

৩৫১৩. কুতায়বা (র) - - - - সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা, ইবন আব্বাস ও আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (রা) নিজেদের মধ্যে ঐ মহিলার ইদত সম্বন্ধে আলোচনা করেন, যার স্বামী মারা যাওয়ার সময় (অবিলম্বে) সে সন্তান প্রসব করে। ইবন আব্বাস (রা) বললেন : দু'টি ইদতের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর, সেটি পালন করবে। আর আবু সালামা (রা) বললেন : সেই মহিলা তার সন্তান প্রসব করার সময়ই হালাল হয়ে যাবে এবং আবু হুরায়রা (রা) বললেন : আমি আমার ভাতৃপুত্রের সাথে একমত। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠালে তিনি বললেন : সুবায়'আ আসলামিয়া (রা) তার স্বামীর মৃত্যুর অল্প ক'দিন পর সন্তান প্রসব করলো। এ ব্যাপারে সুবায়'আ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এর সমাধান (ফাতাওয়া) চাইলে তিনি তাকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করেন।

৩৫১৪. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ سُبَيْعَةَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ *

৩৫১৪. আবদুল আলা (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুবায়'আ তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সন্তান প্রসব করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেন।

৩৫১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا نَفِسْتَ فَقَدْ حَلَّتْ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَدْتُ سُبَيْعَةَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ حَلَّتْ *

৩৫১৫. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এবং আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (রা)-এর মধ্যে ঐ মহিলার ইদ্দতের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, যার স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিন পর সে সন্তান প্রসব করলো। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বললেন : দুই ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর হয়, (ঐ মহিলা সেটি পালন করবে)। আর আবু সালামা (রা) বলেন : যখন সে সন্তান প্রসব করলো, তখন সে হালাল হয়ে গেল (তার ইদ্দত পূর্ণ হলো)। এরপর আবু হুরায়রা (রা) আসলে তিনি বললেন : আমি আমার ভতিজা অর্থাৎ আবু সালামা ইবন আবদুর রহমানের পক্ষ অবলম্বন করছি। এরপর তাঁরা ইবন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (রা)-কে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠান। তিনি (ঐই ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে) এসে তাদেরকে অবহিত করলেন যে, উম্মু সালামা (রা) বলেছেন : সুবায়'আ (রা) তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সন্তান প্রসব করলো। এরপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এর উল্লেখ করলে, তিনি বললেন : তুমি হালাল হয়ে গেছ, (অর্থাৎ তোমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে)।

৩৫১৬. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ *

৩৫১৬. হুসায়ন ইবন মানসুর (র) - - - - আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) আমি, ইবন আব্বাস এবং আবু হুরায়রা (রা) একত্রে (বসা) ছিলাম। ইবন আব্বাস (রা) বললেন : যখন কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান প্রসব করে, তখন ঐ স্ত্রীলোকের ইদ্দত হবে, দুই ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর সেটি। আবু সালামা (রা) বলেন : আমরা কুরায়ব (রা)-কে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালে, (কুরায়ব) তাঁর নিকট থেকে (সংবাদ নিয়ে) আসলো যে, সুবায়'আ (রা)-এর স্বামীর মৃত্যু হলে তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সে সন্তান প্রসব করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেন।

৩৫১৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّرَأَةً مِنْ أَسْلَمٍ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ

فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ مَا يَصْلُحُ لَكَ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَفِسَتْ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْكِحِي *

৩৫১৭. আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব (র) - - - - আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখনাব বিন্ত আবু সালামা তাকে অবহিত করেছেন তার মা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) হতে, যে বনী আসলাম গোত্রের সুবায়'আ (রা) (নাম্নী এক মহিলা) তার স্বামীর বিবাহে ছিল। তাকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে স্বামী মারা যায়। আবু সানাবিল ইবন বা'কাক (রা) তার বিবাহের পয়গাম দেন, কিন্তু তিনি তাকে বিবাহ করতে রাযী হলেন না। পরে তিনি বললেন : দুই ইদতের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর, সেটি পূর্ণ করার পূর্বে তোমার বিয়ে করা ঠিক হবে না। সে প্রায় বিশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। এরপর যখন সে সন্তান প্রসব করেলা, তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসলে তিনি বললেন : তুমি এখন বিয়ে করতে পার।

৩৫১৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُوْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ تُوْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ *

৩৫১৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (রা) বলেন : একদিন আমি এবং আবু হুরায়রা (রা) ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা এসে তার স্বামীর অবস্থা বলল যে, তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তখন সে গর্ভবতী ছিল। (সে বললে) : স্বামীর মৃত্যুর দিন থেকে চার মাস পূর্ণ না হতেই সে সন্তান প্রসব করে। ইবন আব্বাস (রা) বললেন : যে ইদত দীর্ঘতর হবে, (তা-ই তোমার ইদত হবে)। আবু সালামা (রা) বললেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এক সাহাবী অবহিত করেছেন যে, সুবায়'আ আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে (নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে) বললো যে, তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, তখন সে গর্ভবতী ছিল। এরপর সে সন্তান প্রসব করেছে, তখন চার মাস অতিবাহিত হয়নি। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করার অনুমতি দান করেন। তখন আবু হুরায়রা (রা) বলতে লাগলেন : আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৩৫১৯. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنْ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَىٰ وَكَانَ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ فَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَأَنِي *

৩৫১৯. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - - উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা আবদুল্লাহ (র) উমর ইবন আবদুল্লাহ ইবন আরকাম যুহরী (র)-কে লিখলেন : আপনি গিয়ে সুবায়'আ বিন্ত হারিস আসলামী (রা)-কে তার হাদীস (ঘটনা) জিজ্ঞাসা করুন। যখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট তার অবস্থার সমাধান চেয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কি বলেছিলেন। তখন উমর ইবন আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবন উতবাকে লিখলেন যে, সুবায়'আ (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন, তিনি সা'দ ইবন খাওলা (রা)-এর বিবাহধীন ছিলেন, আর তিনি সা'দ ছিলেন আমির ইবন লু'আই গোত্রের লোক। আর তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। তিনি যখন বিদায় হজ্জে ইনতিকাল করেন, তখন তিনি (সুবায়'আ (রা)) গর্ভবতী ছিলেন। কিন্তু তার স্বামীর মৃত্যুর (কয়েক দিন) পরই তিনি সন্তান প্রসব করেন। যখন সুবায়'আ (রা) নিফাস হতে পাক হন। তখন তিনি বিবাহ প্রস্তাবকারীদের জন্য সাজসজ্জা করলেন। আবদুদ্দার গোত্রের আবু সানাবিল ইবন বা'কাক (রা) তাঁর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাকে সাজসজ্জা করতে দেখছি কেন? মনে হয় তুমি বিবাহের ইচ্ছা করছো? আল্লাহর শপথ! তোমার জন্য বিবাহ করা ঠিক হবে না, চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার আগে। সুবায়'আ (রা) বলেন : যখন সে একথা বললো, তখন আমি সন্ধ্যায় আমার প্রয়োজনীয় পোশাক পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে ফাতাওয়া দিয়ে বললেন : আমি যখন বাচ্চা প্রসব করেছি, তখনই আমি হালাল হয়েছি (আমার ইদত পূর্ণ হয়েছে)। তিনি আমাকে আমার ইচ্ছা হলে বিবাহ করার নির্দেশ দিলেন।

৩৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسٍ ابْنَ الْحَدَّاثَانِ النَّصْرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ لَا تَحْلِيْنِ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَرَعَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

﴿أَفْتَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعْتَ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوفَّى زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوفَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَكَحَتْ فَتًى مِنْ قَوْمِهَا حِينَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا *﴾

৩৫২০. মুহাম্মাদ ইব্ন ওহাব (র) - - - - যুফার ইব্ন আওস ইব্ন হাদাসান নসরী (রা) বলেন : আবু সানাবিল ইব্ন বা'কাক ইব্ন সাব্বাক (রা.) সুবায়'আ আসলামী (রা)-কে বললেন : চার মাস দশদিন, যা দুই ইন্দতের মধ্যে দীর্ঘতর, তা শেষ হওয়ার পূর্বে তুমি হালাল হবে না (তোমার বিবাহ করা ঠিক হবে না)। একথা শুনে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। সুবায়'আ (রা)-বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এই সমাধান দিলেন যে, তার সন্তান প্রসব হলে, সে বিয়ে করে নিবে। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর সময় তিনি নয় মাসের গর্ভবতী ছিলেন। তিনি সা'দ ইব্ন খাওলার বিবাহাধীন ছিলেন। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংগে ছিলেন এবং এ সময় যিনি মারা যোন। পরে তার সন্তান প্রসব হওয়ার পর নিজের গোত্রের এক যুবককে তিনি বিয়ে করেন।

৩৫২১. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ أَنْ ادْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَمْلِهَا قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَاسْأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوفَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وِفَاةِ زَوْجِهَا فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَرَأَاهَا مُتَجَمِّلَةً فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَلَلْتَ حِينَ وَضَعْتَ حَمْلَكَ *

৩৫২১. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা উমর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম যুহরীকে সুবায়'আ (রা)-এর নিকট যাওয়ার জন্য পত্র লিখলেন যে, আপনি গিয়ে সুবায়'আ আসলামী বিন্ত হারিস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁর গর্ভ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কী সমাধান দিয়েছিলেন? রাবী বলেন : উমর ইব্ন আবদুল্লাহ (র) তাঁর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমি সা'দ ইব্ন খাওলার স্ত্রী ছিলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী ছিলেন এবং তিনি বদরীও ছিলেন। তিনি স্ত্রী রেখে বিদায় হজ্জে ইনতিকাল করেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে, চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই তিনি (সুবায়'আ) সন্তান প্রসব করলেন। রাবী বলেন : তার নিফাস হতে পাক হওয়ার পর বনী আবদুদ্দার গোত্রের আবু সানাবিল নামক এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, তিনি সাজসজ্জা করছেন। তিনি বললেন : মনে হয় তুমি বিবাহের ইচ্ছা রাখ, চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার

পূর্বেই। সুবায়'আ (রা) বলেন : আমি আবু সানাবিলের নিকট এ কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট আমার অবস্থা ব্যক্ত করিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার সন্তান প্রসব করার সাথে সাথেই হালাল হয়ে গিয়েছ (তোমার ইদত পূর্ণ করেছে)।

৩০২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي نَاسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ فِيهِمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَذَكَرُوا شَأْنَ سُبَيْعَةَ فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فِي مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَوْنٍ حَتَّى تَضَعَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَكِنَّ عَمَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِيءٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ قَالَ فَلَقِيتُ مَالِكًا قُلْتُ كَيْفَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ قَالَ قَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لِأَنْزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْفُصْرَى بَعْدَ الطَّوْلِ *

৩৫২২. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - মুহাম্মাদ (র) বলেন : আমি কুফায় আনসারীদের এক বড় মজলিসে বসা ছিলাম, সেখানে আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সুবায়'আ (রা)-এর ব্যাপারে আলোচনা করলেন। আমি আবদুল্লাহ ইবন উতবা ইবন মাসউদের বর্ণনার উল্লেখ করলাম, যা ইবন আওনের কথার অনুরূপ ছিল, অর্থাৎ সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত (তার ইদত ছিল)। ইবন আবু লায়লা বললেন : কিন্তু তার চাচা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর এ কথার সমর্থক ছিলেন না (যে, গর্ভধারিণীর ইদত প্রসব পর্যন্ত, বরং তিনি দুই ইদতের মধ্যে যেটি অধিক তাকেই ইদত মনে করতেন।) তখন আমি আমার আওয়াজ উঁচু করে বললাম : আমি কি এরূপ দুঃসাহস করতে পারি যে, আবদুল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করবো? অথচ তিনি কুফারই এক প্রান্তে থাকেন। এরপর মালিক (র)-এর সাথে আমি সাক্ষাৎ করলাম। আমি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম : আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সুবায়'আ (রা)-এর ব্যাপারে কিরূপ বলতেন? তিনি বললেন : ইবন মাসউদ (রা) বলতেন : তোমরা তার উপর কঠোর বিধান আরোপ করছো? আর তোমরা তাকে (সহজ বিধানের) সুবিধা দিতেছ না? অথচ ছোট সূরা নিসা, (এবং সূরা তালাকে গর্ভ প্রসবকে স্বামীর মৃত্যুর ইদাত সাব্যস্ত করা হয়েছে।) (যা হলো সূরা তালাক, তা) বড় সূরা অর্থাৎ সূরা বাকারার পর নাযিল হয়।

৩০২৩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْكِينٍ بْنُ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شَبْرَمَةَ الْكُوفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعْتَنَتْهُ مَا أَنْزَلْتُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ *

৩৫২৩. মুহাম্মাদ ইবন মিসকীন (র) - - - - আলকামা ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন মাসউদ (রা) বলেন : যদি কেউ ইচ্ছা করে, আমি তার সাথে এ ব্যাপারে 'মুবাহালা' (মিথ্যাবাদীর প্রতি লা'নত হওয়ায়— করতে পারি যে, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يُضْفَعْنَ حَمْلَهُنَّ, (অর্থ : আর গর্ভবতী নারীদের 'ইদতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত')— এ আয়াতটি যে স্ত্রীর স্বামী মারা গেছে তার 'ইদত সম্পর্কে। এ আয়াত : 'তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চারমাস দশদিন অপেক্ষায় (ইদতে) থাকবে'— এরপর নাযিল হয়। (সূরা বাকারা : ৩৪) যে গর্ভবতী স্ত্রীর স্বামী মারা যায়, তার সন্তান ভূমিষ্ট হলে সে হালাল হয়ে যাবে (তার ইদত শেষ হয়ে যাবে)।

৩৫২৪. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَآخِرُنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ وَعَبِيدَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُسْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ *

৩৫২৪. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন সায়ফ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ছোট সূরা নিসা, অর্থাৎ সূরায় তালাক সূরা বাকারার পর নাযিল হয়।

بَابُ عِدَّةِ الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

পরিচ্ছেদ : যে মহিলার স্বামী তার সাথে সহবাসের পূর্বে মারা যায়, তার ইদত

৩৫২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكُفَسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِيقِ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ *

৩৫২৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) তাঁর কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে, এক ব্যক্তি এক নারীকে বিবাহ করলো, আর বিবাহের সময় তার জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করলো না, এবং তার সাথে সহবাস করার পূর্বেই সে মারা গেল। ইবন মাসউদ (রা) বললেন : ঐ মহিলা তার বংশের অন্যান্য মহিলার ন্যায় মোহর (মোহর-মীছাল) পাবে, কমও নয় এবং বেশিও নয়। আর তাকে ইদত পালন করতে হবে এবং সে স্বামীর মীরাছের অংশ পাবে। এ কথা শুনে মা'কিল ইবন সিনান আশ্জাজি (রা)

বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্প্রদায়ের এক মহিলা (বিরওয়া বিন্ত ওয়াশিক)-এর সম্পর্কে এরূপই ফয়সালা করেছিলেন, যে রূপ আপনি সিদ্ধান্ত দিলেন । একথা শুনে ইব্ন মাসউদ (রা) আনন্দিত হলেন ।

بَابُ الْإِحْدَادِ

পরিচ্ছেদ : শোক পালন

৩৫২৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَحِدُ مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا *

৩৫২৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিজের স্বামী ব্যতীত কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক কোন মহিলার জন্য শোক করা বৈধ নয় ।

৩৫২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ *

৩৫২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে, তার জন্য তিন দিনের অধিক শোক করা বৈধ হবে না (অন্য কারো জন্য) নিজের স্বামী ব্যতীত ।

بَابُ سَقُوطِ الْإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

পরিচ্ছেদ : যে আহলে কিতাব মহিলার স্বামী মারা গেল, তার শোক মওকুফ হওয়া প্রসংগ

৩৫২৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمَنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫২৮. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) - - - - উম্মু হাবীবা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এই মিম্বরে বলতে শুনেছি : যে মহিলা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য কোন মৃত্যুতে উদ্দেশ্যে তিনি দিনের অধিক শোক করা বৈধ নয় । কিন্তু সে তার স্বামীর জন্য— চার মাস দশ দিন (শোক পালন করবে) ।

مَقَامُ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ

পরিচ্ছেদ : যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে, তার 'হালাল' (ইদত শেষ) না হওয়া পর্যন্ত নিজ ঘরে অবস্থান করা

৩৫২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبٍ عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ فَقَتَلُوهُ قَالَ شُعْبَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ فَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعَاَهَا فَقَالَ أَجْلِسِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ *

৩৫২৯. মুহাম্মাদ ইবন আলা (র) - - - - ফারিআ বিনত মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার স্বামী তার গোলামদের তালাশে বের হলে, তারা তাকে হত্যা করলো। শু'বা এবং ইবন জুরাইজ (র) বলেন : তার (মহিলার) ঘর ছিল জনবসতি হতে দূরে। পরে সে তার ভাইকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল এবং লোকের তাঁর কাছে অবস্থা বর্ণনা করলো। তিনি তাকে (অন্য ঘরে বাস করার) অনুমতি দিলেন। যখন সে প্রত্যাবর্তন করছিল, তিনি তাকে ডেকে বললেন : তুমি নিজের ঘরেই থাক, যতক্ষণ না (ইদতের) বিধান পূর্ণ হয়।

৩৫৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبٍ عَنِ الْفَرِيعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَتْ إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ وَلَا يَجْرِي عَلَى مِنْهُ رِزْقٌ أَفَانْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي وَيَتَأَمَّى وَأَقُومُ عَلَيْهِمْ قَالَ أَفْعَلِي ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا قَالَ اعْتَدِي حَيْثُ بَلَغَكَ الْخَبَرُ *

৩৫৩০. কুতায়বা (র) - - - - ফুরায়'আ বিনত মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার স্বামী অনারব গোলামদেরকে তার কাজের জন্য শ্রমিকরূপে নিয়োগ করেছিলেন। তারা তাকে হত্যা করলে তিনি এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়ে বললেন, আমি তার কোন ঘরে অবস্থান করছি না (আমার স্বামীর কোন ঘরও নেই) এবং তিনি খোরপোষের কোন ব্যবস্থাও করে যাননি। আমি, আমার পরিবারের লোকের নিকট গিয়ে আমার ইয়াতীম সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি ? তিনি তাকে বললেন : তুমি এরূপ করতে পার। এরপর তিনি বললেন : কী বলেছিলে ? তখন সে যা বলেছিল, তা আবার বললো। তিনি বললেন : ইদত ঐ স্থানেই পালন কর, যেখানে (তোমার স্বামীর মৃত্যু) সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছেছে।

৩৫৩১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ زَيْنَبِ عَنْ فَرِيعَةَ أَنَّ زَوْجَهَا

خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَقَتَلَ بِطَرْفِ الْقُدُومِ قَالَتْ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ النُّقْلَةَ إِلَى أَهْلِي وَذَكَرْتُ لَهُ حَالًا مِنْ حَالِهَا قَالَتْ فَرَخَّصَ لِي فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَادَانِي فَقَالَ أَمْكُثِي فِي أَهْلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ *

৩৫৩১. কুতায়বা (র) - - - - ফুরায়'আ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার স্বামী তার গোলামদের তালাশে বের হয়ে কাদুমের প্রান্তে নিহত হলেন। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত আমার পরিবারের লোকদের নিকট স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করলাম। এবং সে তাঁর নিকট নিজের কিছু অবস্থা বর্ণনা করল। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। যখন আমি রওনা হলাম, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন : ইদত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তোমার স্বামীর ঘরেই থাক।

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ

পরিচ্ছেদ : যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায়, সে যেখানে চায়, সেখানে ইদত পালনের অনুমতি

৩৫৩২. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْعٍ قَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *

৩৫৩২. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : (যে আয়াতে বলা হয়েছে “স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে ইদত পূর্ণ করবে”) এই আয়াত এখন মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এখন তার জন্য যেখানে ইচ্ছা সেখানে থেকে ইদত পূর্ণ করার ইখতিয়ার আছে। মহান মহিয়ান আল্লাহর কালাম **غَيْرَ إِخْرَاجٍ** (আয়াত) তা রহিত করেছে।^১

عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

যার স্বামী মারা গিয়েছে সে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির দিন হতে ইদত পালন করবে

৩৫৩৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ قَالَتْ حَدَّثَنِي فَرِيعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ أختُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ تَوَفَّى زَوْجِي بِالْقُدُومِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاها فَقَالَ أَمْكُثِي فِي بَيْتِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ *

৩৫৩৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর বোন ফুরায়'আ বিন্ত মালিক (রা)

১. চার মাস দশ দিনের হুকুম নাযিল হওয়ার পর। চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মহিলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারবে।

বলেন : আমার স্বামী কাদুম নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : আমার ঘর লোকালয় হতে বহু দূরে অবস্থিত। তিনি আমাকে আমার পরিবারের কাছে থাকার অনুমতি দান করলেন। এরপর ডেকে বললেন : নিজের (স্বামীর) ঘরেই চার মাস দশ দিন অতিবাহিত কর, তাহলে ইদত পূর্ণ হবে।

تَرَكَ الزَّيْنَةَ لِلْحَادَةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

মুসলমান নারীর স্বামীর শোকপালনে সাজসজ্জা ত্যাগ করা, (ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের জন্য নয়)

২০২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ
 أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ
 أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
 ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سَفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ
 مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِيَ بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا وَقَدْ
 دَعَتْ بِطِيبٍ وَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِيَ بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ
 ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ
 امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ
 عَيْنُهَا أَفَأَحْكُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ
 إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَغْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لَزَيْنَبَ وَمَاتَرَمِي
 بِالْبَغْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا
 وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ
 أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَمًا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَغْرَةً فَتَرْمِي بِهَا وَتَرَاجِعُ
 بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ تَفْتَضُّ تَمْسَحُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ قَالَ مَالِكٌ
 الْحِفْشُ الْخَصُّ *

৩৫৩৪. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - যয়নাব বিন্ত আবু সালামা (রা) এই তিনটি হাদীস বর্ণনা করেন। যয়নাব (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, যখন তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান (রা) ইবন হারব ইনতিকাল করেন। এ সময় উম্মু হাবীবা (রা) সুগন্ধি আনান। তিনি তা বাঁদীর গায়ে লাগান, পরে তিনি তা নিজের চেহারায়ে মাখলেন এবং বললেন : আল্লাহর শপথ ! এখন আমার সুগন্ধি লাগাবার কোন প্রয়োজন ছিল না ; কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে নারী আল্লাহ এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য কোন মৃতের উদ্দেশ্যে তিন দিনের অধিক শোক করা জাইয নয়। কিন্তু সে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন (শোক পালন করবে)।

এরপর আমি যয়নাব বিন্ত জাহশ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, যখন তাঁর ভাই ইনতিকাল করেছিল। তিনি সুগন্ধি আনিয়া তা লাগিয়ে বললেন : আল্লাহর শপথ ! এখন আমার সুগন্ধির প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিম্বরে (দাঁড়িয়ে) বলতে শুনেছি : যে নারী আল্লাহ এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য কোন মৃতের উদ্দেশ্যে তিন দিনের অধিক শোক করা জাইয নয়। কিন্তু সে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন (শোক পালন করবে)। যয়নাব (রা) বলেন : আমি উম্মু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার কন্যার স্বামী মারা গেছে এবং তার চোখে ব্যাথা, যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আমি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারি। তিনি বললেন : (সুরমা লাগাবে) না। এখন তো শুধু চার মাস দশদিন (শোক করতে হয়,) অথচ জাহিলী যুগে এরূপ নারী এক বছর পর গোবর ছুঁড়ে মারত। হুমায়দ ইবন নাফি' (র) বলেন, আমি যয়নাব (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম : গোবর ছুঁড়ে মারার অর্থ কী ? যয়নাব (রা) বর্ণনা করলেন, জাহিলী যুগে যে নারীর স্বামীর মৃত্যু হতো, সে নারী একটি বুপড়ি ঘরে প্রবেশ করতো। আর সে নিকট কাপড় পরিধান করতো, এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সে কোন প্রকার সুগন্ধি লাগাতো না। এক বছর পর গাধা, বকরী অথবা কোন পাখি তার কাছে আনা হতো। পরে সে তা তার লজ্জা স্থানে মর্দন করতো, ফলে ঐ প্রাণী মারা যেত। তারপর সে বের হতো। এরপর তাকে উটের গোবর দেয়া হতো এবং সে তা ছুঁড়ে মারত। পরে সুগন্ধি মাখতো, অথবা মনে যা চাইতো, তা করতো।

بَابُ مَا تَجْتَنِبُ الْحَادَةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمَصْبُغَةِ

পরিচ্ছেদ : শোক পালনকারিণীর রঙ্গিন কাপড় পরিহার করা

৩৫৩৫. أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحِدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيبًا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا حِينَ تَطْهَرُ نُبْذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ *

৩৫৩৫. হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন নারী কারো জন্য তিন দিনের অধিককাল শোক করবে না। তবে স্বামী ব্যতীত। কেননা, সে তার জন্য চার মাস দশ দিন শোক করবে। আর সে (শোক পালনকারিণী) কোন রঙ্গিন কাপড় পরিধান করবে না, আর ঐ কাপড় তনয় যার সুতা রং করিয়ে বানানো হয় এবং সুরমা লাগাবে না, আর মাথায় চিরুনী করবে

না এবং সুগন্ধি লাগাবে না। কিন্তু যখন সে হয়েয হতে পাক হবে, তখন কিছু কুসৃত এবং আয়ফার^১ ব্যবহার করতে পারে।

৩৫৩৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصِفَرُ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ *

৩৫৩৬. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - নবী ^{সালামাহু ও আলাইহিস সালাম} -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) সূত্রে নবী ^{সালামাহু ও আলাইহিস সালাম} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায়, সে কুসুম রঙের কাপড় এবং লাল মাটিদ্বারা বং করা কাপড় পরিধান করবে না এবং খেয়াব, সুরমা (ইত্যাদি)ও লাগাবে না।

بَابُ الْخَضَابِ لِلْحَادَةِ

পরিচ্ছেদ : শোক পালনকারিণীর খিয়াব ব্যবহার

৩৫৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلَى زَوْجٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا *

৩৫৩৭. মুহাম্মাদ ইবন মানসুর (র) - - - - উম্মু আতিয়া (রা) সূত্রে নবী ^{সালামাহু ও আলাইহিস সালাম} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে নারী আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনে ঈমান রাখে, তার জন্য কোন মৃতের উদ্দেশ্যে তিন দিনের অধিক শোক করা বৈধ হবে না, স্বামী ব্যতীত। আর সে সুরমা ব্যবহার করবে না, খিয়াব লাগাবে না এবং বং করা কাপড় পরিধান করবে না।

بَابُ الرُّخَصَةِ لِلْحَادَةِ إِنْ تَمَتَّشَطَ بِالسُّدْرِ

পরিচ্ছেদ : শোক পালনকারিণীর জন্য কুলপাতার পানিতে মাথা ধোয়ার অনুমতি

৩৫৩৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الصُّحَّاحِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أُسَيْدٍ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوَفِّي وَكَأَنَّتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَتَكْتَحِلُ الْجِلَاءَ فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةَ لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلَاءِ فَقَالَتْ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ أَمْرِ لَابُدَّ مِنْهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حِينَ تُوَفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ قُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طَيْبٌ قَالَ إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطَّيْبِ وَلَا بِالْحِنَاءِ فَإِنَّهُ خَضَابٌ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تُغْلَفِينَ بِهِ رَأْسُكَ *

৩৫৩৮. আহমাদ ইবন আমর ইবন সারাহ (র) - - - - উম্মু হাকীম বিন্ত আসীদ (র) তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন : যখন তাঁর স্বামী মারা যায়, তখন তাঁর চোখে ব্যথা ছিল। তখন তিনি ইছমিদ সুরমা লাগান। পরে তিনি তার মুক্ত করা এক দাসীকে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। সে তার নিকট ইছমিদ সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। উম্মু সালামা (রা) বললেন : কোন সুরমা ব্যবহার করবে না। হ্যাঁ যদি কঠিন প্রয়োজন হয়। কেননা, আবু সালামা (রা)-এর ইন্তিকাল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট ঐ সময় আসেন। আমি তখন আমার চোখে ইলুয়া (কাল সমুণ গাম) লাগিয়ে ছিলাম। তিনি বললেন : হে উম্মু সালামা ! এটা কি ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ইহা ইলুয়া। এতে সুগন্ধি নেই। তিনি বললেন : হে উম্মু সালামা ! (তা চেহারা সুন্দর ও আকর্ষণীয়) করে দেয়। এটা আর লাগাবে না, তবে রাতে (লাগাবে)। আর সুগন্ধি বস্তু দ্বারা মাথা ধোবে না, মেহেদী দ্বারাও না। কেননা, মেহেদী ও খেযাব (মধ্যে রং রয়েছে)। (উম্মু সালামা বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কি দিয়ে মাথা ধোব ? তিনি বললেন : কুলপাতা দিয়ে তোমার মাথা ঢেকে দেবে।

النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَةِ

শোক পালনকারিণীর জন্য সুরমা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা

৩৫৩৯. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى قَالَ حُمَيْدٌ وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمَدَتْ أَفَاكُحْلُهَا وَكَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَالَ أَلَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَغْرَةِ *

৩৫৩৯. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার কন্যার চোখে ব্যথা, আমি কি তার চোখে সুরমা লাগিয়ে দেব ? তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল এবং সে ইদ্দত পালন করছিল। তিনি বললেন : শোন ! চার মাস দশদিন (পূর্ণ হওয়ার পর লাগাবে)। ঐ মহিলা আবার বললেন : আমি তার চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। তিনি বললেন : চার মাস দশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নয়। তিনি বললেন : জাহিলী যুগে তোমাদের প্রত্যেক নারী স্বামীর জন্য এক বছর পর্যন্ত শোক করতো। (এক বছর) পর তারা গোবর নিক্ষেপ করতো।

২৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ابْنَتِهَا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ تَشْتَكِي قَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَحِدُ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبَغْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫৪০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - যয়নাব বিন্ত আবু সালামা (রা) সূত্রে তাঁর মাতা উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে তার কন্যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো, যার স্বামী মারা গিয়েছিল, এবং সে (চোখের) অসুখে আক্রান্ত ছিল। তিনি বললেন : তোমাদের প্রত্যেক নারী জাহিলী যুগে এক বছর শোক পালন করতে, এবং সাল পূর্ণ হলে গোবর নিক্ষেপ করত। এখন তো মাত্র চার মাস দশ দিন।

২৫৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا وَهِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَغْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقُلْتُ لَزَيْنَبَ مَا رَأْسُ الْحَوْلِ قَالَتْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ فَرَمَتْ وَرَأَاهَا بِبَغْرَةٍ *

৩৫৪১. মুহাম্মাদ ইব্ন মা'দান ইব্ন ইসা (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরায়শ-এর এক নারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো যে, আমার কন্যার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, আমার আশংকা হয় তার চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (উম্মু সালামা (রা) বলেন :) তার ইচ্ছা ছিল, তিনি তাকে সুরমা লাগাবার অনুমতি দেবেন। কিন্তু (নবী ﷺ) তিনি বললেন : (তোমাদের পূর্বে অর্থাৎ জাহিলী যুগে) তোমাদের প্রত্যেক নারী বছর পূর্ণ হলে গোবর নিক্ষেপ করত। আর এখন তো মাত্র চার মাস দশদিন। হুমায়দ ইব্ন নাফি' (র) বলেন : আমি যয়নাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : এক বছর পূর্তি কি ? তিনি বললেন : জাহিলী যুগে যখন কোন নারীর স্বামীর মৃত্যু হতো, তখন সে তার অতি নিকৃষ্ট ঘরে আশ্রয় নিত। যখন এক বছর পূর্ণ হতো, তখন সে নিজের পেছনে গোবর ছুঁড়ে দিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসতো।

২৫৪২. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ أَنْ تَكْتَحِلَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وِفَاءِ زَوْجِهَا فَقَالَتْ أَتَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا

تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَغْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَنْقُضِيَ الْأَجَلُ *

৩৫৪২. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক মহিলা উম্মু সালামা (রা) এবং উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট স্বামীর মৃত্যু হলে নারীর ইদ্দতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো, সে সুরমা লাগাবে কি ? তারা বললেন : এক নারী নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তোমাদের প্রত্যেকে জাহিলী যুগে যখন তার স্বামী মারা যেত, তখন সে এক বছর ইদ্দত পালন করতো, এরপর তার পেছনে গোবর ছুঁড়ে দিয়ে বের হতো। আর এখন তো চার মাস দশ দিনেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়।

الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَةِ

শোক পালনকারিণীর কুসুত এবং আয়ফার ব্যবহার করা

৩৫৪৩. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا عِنْدَ طَهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ *

৩৫৪৩. আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - উম্মু আতিয়া (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, যে নারীর স্বামী মারা গেছে ঐ নারীকে তার (হায়েয থেকে) পবিত্র হওয়ার সময়ে কুসুত এবং আয়ফার লাগানোর অনুমতি দান করেন।

بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

পরিচ্ছেদ : মীরাছ ফরয হওয়ার কারণে এক বছরের খরচ রহিত

৩৫৪৪. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّجَزِيُّ خِيَّاطُ السَّنَةِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَقْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ نَسَخَ ذَلِكَ بِأَيِّهِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرَّبْعِ وَالثَّمَنِ وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫৪৪. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ অর্থাৎ : ‘তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং যাদের স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা যেন

তাদের স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে বের না করে তাদের এক বছরের ভরণ পোষণের ওসীয়াত করে' — এই আয়াতটি মীরাহের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের জন্য মীরাহের $\frac{১}{৮}$ -বা $\frac{১}{৮}$ অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে। আর এক বছর ইদতের আদেশ চার মাস দশ দিনের ইদতের আদেশ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

৩৫৪৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَالَ نَسَخْتَهَا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫৪৫. কুতায়বা (র) - - - - ইকরামা (র) থেকে মহান মহিয়ান আল্লাহর বাণী : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْبَعَةَ . আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আয়াতটি أَشْهُرٍ وَعَشْرًا আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

الرَّخْصَةُ فِي خُرُوجِ الْمُبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا لِسُكْنَاهَا

চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য ইদতের সময় তার বসত ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি

৩৫৪৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَفَارِئِ وَأَمَرَ وَكِيلَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النِّفْقَةِ فَتَقَالَّتْهَا فَأَنْطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فَلَانٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النِّفْقَةِ فَرَدَّتْهَا وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلَ بِهِ قَالَ صَدَقَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَانْتَقَلَى إِلَى أُمِّ كُلْثُومٍ فَأَعْتَدَى عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ امْرَأَةٌ يَكْثُرُ عُوَادُهَا فَانْتَقَلَى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى فَانْتَقَلَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَأَعْتَدَتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا فَقَالَ أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ أَخَافُ عَلَيْكَ قِسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَمْلَقُ مِنَ الْمَالِ فَتَزَوَّجَتْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ *

৩৫৪৬. আবদুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আসিম (র) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) তাকে অবহিত করেছেন, তিনি মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন, যিনি তাঁকে তিন তালাক দেন এবং কোন যুদ্ধে গমন করেন। আর তিনি নিজের উকীলের নিকট বলে যান : তুমি তাঁকে কিছু খরচ দিয়ে দিও। (সেই উকীল তাঁকে কিছু দিল।) কিন্তু তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) তা কম মনে করে ফিরিয়ে দিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন স্ত্রীর নিকট গমন করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি ঐ ঘরে ছিলেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ (আমি) ফাতিমা বিন্ত কায়স ! তাকে অমুক ব্যক্তি তালাক দিয়েছে। আর অমুকের মারফত তার খরচ পাঠিয়েছে। সে তা সামান্য মনে করে তা ফিরিয়ে দিয়েছে। সে (স্বামী) বলে : এতটুকু দেয়াও তার ইহুসান। তিনি ﷺ বললেন : সে ব্যক্তি ঠিকই বলেছে। নবী ﷺ বলেছেন, এখন তুমি উম্মু কুলছুমের কাছে গিয়ে তোমার ইন্দত পূর্ণ কর। এরপর তিনি আবার বললেন : উম্মু কুলছুমের ঘরে মেহমানদের যাতায়াত অধিক হয়। অতএব তুমি এখন আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মু মাকতূমের কাছে গিয়ে থাক। কেননা, সে অন্ধ। তিনি (ফাতিমা (রা) আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট চলে গেলেন এবং সেখানে তার ইন্দত পূর্ণ করলেন। তার ইন্দতের সময় পূর্ণ হলে আবু জাহ্ম এবং মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে উক্ত দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন : আমি তো তোমার জন্য জাহামের লাঠির ভয় করি, আর মুআবিয়া তো অভাবী লোক। ফাতিমা (রা) বলেন : এরপরে আমি উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বিবাহ করলাম।

৩৫৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَرَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقةِ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرْوَةُ أَنْكَرْتُ عَائِشَةَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ *

৩৫৪৭. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) - - - আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) সূত্রে ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাকে (আবু সালামা (রা)-কে) অবহিত করেছেন যে, তিনি আবু আমর ইব্ন হাফস (রা)-এর বিবাহাধীনে ছিলেন। তিনি তাকে তিনি তালাকের শেষটি পর্যন্ত দিলেন। ফাতিমা (রা) বলেন : এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিত হয়ে নিজের ঘর হতে বের হওয়ার ব্যাপারে ফাতাওয়া চাইলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাকে তার ঘর থেকে ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা)-এর ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। রাবী বলেন : মারওয়ান তালাকপ্রাপ্তার ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে ফাতিমাকে বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি প্রদান করেন। আর উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা)-ও ফাতিমা (রা)-এর কথা প্রত্যাখ্যান করেন।

৩৫৪৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلْتُ *

৩৫৪৮. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - হিশাম (র)-এর পিতা সূত্রে, ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছে ; এখন আমার ভয় হয়, আমার নিকট অতর্কিতে কেউ (কোন চোর) ঢুকে পড়তে পারে। তখন তিনি তাকে সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

৩৫৪৯. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ بَصْرِيُّ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَ مُغِيرَةُ وَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَ ذَكَرَ آخَرِينَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَيْتَةَ فَخَاصَمْتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَ النَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنَى وَ لَا نَفَقَةً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ *

৩৫৪৯. ইয়াকুব ইবন মাহান বাসরী (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ফাতিমা বিন্ত কায়স নিকট গেলাম এবং তাঁর নিকট তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফয়সালার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তাঁর স্বামী তাকে চূড়ান্ত (তিন) তালাক দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট তার বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলাম। তিনি (ফাতিমা (রা)) বলেন : তিনি আমার জন্য বাসস্থান ও খরচাদি দেওয়ার কথা বললেন না। আর তিনি আমাকে ইবন উম্মু মাকতূমের ঘরে ইদ্দত পালন করার আদেশ দেন।

৩৫৫০. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَقَ الصَّاعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ هُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَرَدْتُ النِّقْلَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أُنْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ عَمْرٍو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَأَعْتَدِي فِيهِ فَحَصَبَهُ الْأَسْوَدُ وَقَالَ وَيْلَكَ لِمَ تَفْتِي بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ جِئْتُ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ لَمْ يَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ *

৩৫৫০. আবু বকর ইবন ইসহাক সাগানী (র) - - - - শা'বী (র) সূত্রে ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে আমার স্বামী তালাক দিল, আমি স্থানান্তরের (তার ঘর থেকে চলে যাওয়ার) ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন : তুমি তোমার চাচাত ভাই আমার ইবন উম্মু মাকতূমের ঘরে গিয়ে সেখানে তোমার ইদ্দত পালন কর। একথা শুনে আসওয়াদ তাঁকে পাথর ছুড়ে মেরে বললেন : আপনার কপাল মন্দ! আপনি এরূপ কথা কেন ফাটাওয়া দিয়েছেন? উমর (রা) (তা ফাতিমা (রা))-কে বলেছিলেন, যদি তুমি দুইজন সাক্ষী আনো, যারা এই সাক্ষ্য দিবে যে, আমরা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি; (তাহলে আমি তোমার কথা গ্রহণ করবো)। তা-না হলে আমরা একজন মহিলার কথায় আল্লাহর কিতাব ছাড়তে

পারি না, আল্লাহর কিতাবে নির্দেশ আছে : “ঐ মহিলাদেরকে তাদের ঘর হতে বের করো না, আর তারাও যেন বের না হয় ; যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাজে লিপ্ত হয়।”

بَابُ خُرُوجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِالنَّهَارِ

পরিচ্ছেদ : যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে, দিনের বেলায় তার বের হওয়া

৩০০১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَلَّقَتْ خَالَتَهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلَقِيتُ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَخْرِجِي فَجُدِّي نَخْلَكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا *

৩৫৫১. আবদুল হামিদ ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর খালাকে তালাক দেওয়ার পর তিনি তার খেজুর বাগানে যেতে চাইলেন। (পথে) এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে সে তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করলো। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলে, তিনি বললেন : তুমি গিয়ে তোমার খেজুর কেটে নিয়ে এসো। হয়তো তুমি সাদকা করবে এবং (মানুষের উপকারের জন্য) কল্যাণের কাজে করবে।

بَابُ نَفَقَةِ الْبَائِنَةِ

পরিচ্ছেদ : বাইন তালাকপ্রাপ্তার খোরপোষ

৩০০২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنًى وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ فَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْسَةَ شَعِيرٍ وَخَمْسَةَ تَمْرٍ فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدُ فِي بَيْتِ فُلَانٍ وَكَانَ زَوْجَهَا طَلَقًا بَائِنًا *

৩৫৫২. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম (র) - - - - আবু বকর ইবন হাফস (রা) বলেন : আমি এবং আবু সালামা ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন : আমার স্বামী আমাকে তালাক দেয়, কিন্তু আমার জন্য থাকার ঘর ও খোরপোষের ব্যবস্থা করেনি। তিনি বলেন : সে তার এক চাচাতো ভাইয়ের নিকট আমার জন্য দশ কাফীয^১ রাখলো এর পাঁচ কাফীয ছিল যব, আর পাঁচ কাফীয ছিল খেজুর। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন : সে সত্যই বলেছে। তিনি আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন অম্বকের ঘরে আমার ইদ্দত পালন করি। তাঁর স্বামী তাঁকে বাইন তালাক দিয়েছিল।

১. কাফীয একটি পরিমাপ পাত্র।

نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ

বাইন তালাকপ্রাপ্ত গর্ভবতী মহিলার খোরপোষ

৩৫০৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ عُثْمَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا حَمْنَةُ بِنْتُ قَيْسِ الْبَتَّةِ فَأَمَرَتْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالْإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنْ خَالَتُهَا فَاطِمَةُ أَفْتَتَهَا بِذَلِكَ وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْتَاهَا بِالْإِنْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ حَفْصِ الْمَخْزُومِيُّ فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيْقَةٍ وَهِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا فَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعِيَّاشُ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعِيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَهَا بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكَنِهَا إِلَّا بِإِذْنِنَا فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَقُلْتُ أَيْنَ انْتَقَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ انْتَقَلَى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ الْأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكِحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَعَمَتْ

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ *

৩৫৫৩. আমার ইবন উসমান ইবন সাঈদ (র) - - - - - উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন উসমান সাঈদ ইবন যায়দ এর কন্যাকে চূড়ান্ত (বাইন বা তিন) তালাক দিল। সেই কন্যার মাতার নাম ছিল হামনা বিন্ত কায়স। তিনি তাকে এমন তালাক দিলেন, যা দ্বারা সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অর্থাৎ তিন তালাক। তার খালা ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) তাকে বললেন : তুমি আবদুল্লাহ ইবন আমর-এর ঘর থেকে চলে যাও। মারওয়ান একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন উসমানের স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন : তোমার ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি নিজের ঘরে অবস্থান কর। আবদুল্লাহ ইবন আমর-এর স্ত্রী মারওয়ানের কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আমাদের আমার খালা ফাতিমা (রা) ঘর হতে চলে যাওয়ার আদেশ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ঐ সময় ঘর হতে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ

করেন, যখন তাকে (তার স্বামী) আবু আমর ইবন হাফস তালাক দিয়েছিলেন। মারওয়ান যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি কাবীসা ইবন যুআয়বকে ফাতিমা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। এ ব্যাপারে তিনি তাকে (ফাতিমাকে) জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমার স্বামী আবু আমর আলী (রা)-এর সাথে চলে যান, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করেন। (সেখানে গিয়ে) আমার স্বামী এক তালাক দিয়ে পাঠান, আর তা ছিল তার অবশিষ্ট (শেষ) তালাক। তখন হারিস ইবন হিশাম (রা) এবং আইয়্যাশ ইবন আবু রবীআ (রা) -কে বলে পাঠান আমাদের খোরপোষ দেয়ার জন্য। আমি আমার খরচ চাওয়ার জন্য তাদের নিকট লোক পাঠলাম, যা আমার স্বামী আমাকে দিতে বলেছিল। তারা বললেন : আল্লাহর শপথ ! আমাদের নিকট তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তবে যদি সে গর্ভবতী হয়, (তা হলে তার জন্য খোরপোষ ছিল)। আর আমরা যতক্ষণ না বলি, সে যেন আমাদের ঘরে না থাকে। ফাতিমা (রা) বলেন : তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে এ ঘটনা জানালাম। তিনি তাদের সত্যায়ন করলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি এখন কোথায় যাব ? তিনি বললেন : ইবন উম্মু মাকতূমের নিকট চলে যাও, ইনি সে অন্ধ লোক, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে তাকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে) মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন। আমি তাঁর নিকট চলে গেলাম। আমি তাঁর নিকট অপ্রয়োজনীয় কাপড় ফেলে দিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইবন যায়দ (রা)-এর সাথে (তার বক্তব্য মতে) তাকে বিবাহ দেন।

الْأَقْرَاءُ

পরিচ্ছেদ : আকরা^১ এর ব্যাখ্যা

৩৫৫৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ الْمُثَنَّرِ بْنِ الْمُغْفِرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتَ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَأَنْظِرِي إِذَا أَتَاكِ قُرُوكِ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرُوكِ فَلْتَطْهَرِي قَالَ ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرَى إِلَى الْقُرَى *

৩৫৫৪. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - ফাতিমা বিন্ত আবু হুবায়শ (রা) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে (সর্বদা) রক্ত নির্গমনের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি তাকে বললেন : এই রক্ত কোন শিরা (জনিত ব্যাধি) হতে প্রবাহিত হয় (অর্থাৎ জরায়ু হতে আসে না)। যখন তোমার হায়েয আরম্ভ হয়, তখন তুমি এর প্রতি লক্ষ্য রাখ। তখন সালাত আদায় করবে না। হায়েযের সময় চলে গেলে তুমি পাক হবে। তিনি বললেন : উভয় হায়েযের মধ্যবর্তী সময় সালাত আদায় করবে।

بَابُ نَسْغِ الْمَرَاَجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

পরিচ্ছেদ : তিন তালাকের পর ফিরিয়ে নেয়ার (রুজু' করার) বিধান রহিত হওয়া সম্পর্কে

১. أَقْرَاءُ শব্দটি قُرَى এর বহুবচন। অর্থ - হায়েয। কেউ কেউ এর অর্থ নেন- হায়েয থেকে পবিত্র থাকাকালীন সময়।

৩৫০০. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّخْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ مَا نُنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا وَقَالَ إِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ الْآيَةَ وَقَالَ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ فَأَوَّلُ مَا نُنْسَخُ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتُنْسَخُ ذَلِكَ وَقَالَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكَ بِمَغْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ *

৩৫৫৫. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে : **مَا نُنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا** : এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত যে, 'আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা ভুলিয়ে দিলে, তা হতে উত্তম বা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনি। ইব্ন আব্বাস (রা) এরপর অন্য একটি আয়াত বর্ণনা করেন : **وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ** : 'যখন আমি এক আয়াতের বদলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি, আল্লাহ্ যা নাযিল করেন, তা তিনি-ই ভাল জানেন, (তখন তারা বলে : তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।)' আল্লাহ্র বাণী : **يَمْحُوا اللَّهُ** 'আল্লাহ্র যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন, আর তাঁরই নিকট আছে কিতাবের মূল।' এরপর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : **وَالْمُطَلَّقَاتُ** : 'সর্বপ্রথম কুরআনে যা রহিত হয়েছিল, তা ছিল কেবল। ইব্ন আব্বাস (রা) আরো বলেন : **يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ** আল্লাহ্র বাণী : 'মহিলারা তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, আর তাদের জন্য বৈধ হবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা।' যদি তারা আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে। আর তাদের স্বামিগণ এই অবস্থায় তাদের ফিরিয়ে রাখার অধিক হকদার। যদি তারা অপেক্ষা করার ইচ্ছা রাখে।' তিনি এই আয়াত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এই অবস্থা এইরূপ ছিল, যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তলাক দিত, তবে সে-ই তার রজ'আত করার (স্ত্রী রূপে ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকারী ছিল, যদিও সে তাকে তিন তলাক দিত। আল্লাহ্ তা'আলা তা রহিত করে বলেন : তলাক দু'বার। এরপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দেবে, অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে।

بَابُ الرُّجْعَةِ

পরিচ্ছেদ : রজ'আত করা

৩৫০৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ ابْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ عُمَرُ فذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهَّرَتْ يَغْنَى فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَاحْتَسَبْتُ مِنْهَا فَقَالَ مَا يَمْنَعُهَا أَرَأَيْتَ عَجَزَ وَأَسْتَحَقَّ *

৩৫৫৬. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার স্ত্রীকে তার হয়েয অবস্থায় তালাক দেই। এরপর উমর (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এসে এই ঘটনা জানালে তিনি বললেন : সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়। তারপর যখন সে পাক হবে, তখন ইচ্ছা হলে (তাকে রাখবে, অথবা) তালাক দেবে। ইবন উমরের শাগরিদ বলেন, আমি বললাম : এই তালাকও আপনি হিসাব করেছেন ? তিনি বললেন : তবে কী, তুমি বল তো যদি কোন ব্যক্তি অপরাগ হয়— কিংবা নির্বুদ্ধিতার কাজ করে (অজ্ঞতার কারণে তালাক দিয়ে বসে— তা তো হিসাবে ধরা হবে)।

৩৫৫৭. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ وَيَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وَأَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالُوا إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرَّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهَّرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلِّقْهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسِكْهَا فَإِنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ تَعَالَى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ *

৩৫৫৭. বিশ্বর ইবন খালিদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনি তাঁর স্ত্রীকে তার হয়েয অবস্থায় তালাক দিয়ে দিলেন। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন : তাকে বলে দাও, অন্য হয়েয না আসা পর্যন্ত সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়। এরপর যখন সে পাক হবে তখন ইচ্ছা করলে সে তাকে তালাক দেবে, বা তাকে রেখে দেবে। কেননা, এই তালাকই হবে সে তালাক, মহান মহিয়ান আল্লাহ তাকে যার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : তাদের তালাক দেবে ইদতের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

৩৫৫৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى

تَحِيضَ حَيْضَةٍ أُخْرَى ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ يَطْلُقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا
ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيهَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ
أَمْرَأَتُكَ *

৩৫৫৮. আলী ইবন হুজর (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইবন উমর (রা)-এর নিকট যখন ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হতো, যে তার স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তিনি বলতেন : সে যদি এক অথবা দুই তালাক দেয় তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে, এরপর অন্য হয়েযের পরে পাক পর্যন্ত তাকে রাখবে। (সে পাক হলে) পরে তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেবে; আর যদি সে তিন তালাক একত্রে দিয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তোমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে যে আদেশ করেছেন, তুমি তা লংঘন করলে এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিছিন্ন (বাইন) হয়ে যাবে।

۳۵۵۹. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى مَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا
حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَرَاغَهَا *

৩৫৫৯. ইউসুফ ইবন ইসা মারওয়াযী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিলে তিনি তাকে ফিরিয়ে নেন।

۳۵۶۰. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ طَاوُسٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ
اتَّعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَاتَى عُمَرَ
النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهَرُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ
عَلَى هَذَا *

৩৫৬০. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন তাউস (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি শুনেছেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলো, যে তাঁর স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। তিনি বললেন : তুমি কি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে চিন ? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তিনি তাঁর স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দেন। পরে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে এ সংবাদ দিলে তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে আদেশ করেন, পাক হওয়া পর্যন্ত। রাবী বলেন : এর অধিক বর্ণনা করতে আমি তাঁকে শুনি।

৩৫৬১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ ثُبَّتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ *

৩৫৬১. আব্দ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - ইব্ন আক্বাস (রা) সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা (রা)-কে তালাক দেন, পরে তিনি তাঁকে ফিরিয়ে নেন। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْخَيْلِ

অধ্যায় : ঘোড়া

الْخَيْرُ مَفْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ

ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ সংযুক্ত

٣٥٦٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيحٍ الْمُرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عُبَيْلَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ثَقِيلٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السَّلَاحَ وَقَالُوا لَا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ وَقَالَ كَذَبُوا الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ وَالْخَيْلُ مَفْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْرُ مَلْبُثٍ وَأَنْتُمْ تَتَّبِعُونِي أَفْنَادًا يَضْرِبُ بِفَضْكَمُ رِقَابَ بَعْضٍ وَعَقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ *

৩৫৬২. আহমাদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ (র) - - - - - সালামা ইবন নুফায়ল কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! লোকেরা ঘোড়ার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছে, অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছে এবং তারা বলছে : যুদ্ধ তার অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছে (এখন আর জিহাদ নেই, জিহাদ শেষ হয়ে গেছে)। এ কথা শুনে তিনি তার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তারা মিথ্যা বলছে। এখনই জিহাদের আদেশ এসেছে। আর সর্বদা আমার উম্মতের একদল দীনের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। এখনই আল্লাহ তাদের জন্য লোকের অন্তর ঘুরিয়ে দেবেন। আর আল্লাহ

তাদেরকে ওদের দ্বারা রিযিক দান করবেন কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটের সাথে কল্যাণ ও মঙ্গলকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন। আমাকে এ কথা ওহী দ্বারা জানানো হয়েছে যে, অচিরেই আমাকে তুলে নেয়া হবে (ইনতিকাল হবে); (চিরদিন) আমাকে রাখা হবে না। আর তোমরা আমার পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তোমরা একে অন্যের সাথে মারামারি কাটাকাটি করবে, আর ঈমানদারদের নিরাপদ ঠিকানা হবে শামে (সিরিয়ায়)।

৩০৬৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ فِيهِ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي يَحْتَبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَتَّخِذُهَا لَهُ وَلَا تُغَيَّبُ فِي بَطُونِهَا شَيْئًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ غِيَّبَتْ فِي بَطُونِهَا أَجْرٌ وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرْجٌ وَسَاقُ الْحَدِيثِ *

৩৫৬৩. আমার ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ বেঁধে রেখেছেন। ঘোড়া তিন প্রকার : এক প্রকার ঘোড়া যা দ্বারা মানুষ সওয়াব লাভ করে। আর এক প্রকার ঘোড়া, যা (অসচ্ছলতার জন্য) আচ্ছাদন (ঢালস্বরূপ) হয়ে থাকে এবং এক প্রকার ঘোড়া যা বোঝাস্বরূপ হয়ে থাকে। সওয়াবের ঘোড়া তো ঐ ঘোড়া, যাকে (মালিক) আটকে রাখে (লালন পালন করে) আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য এবং প্রয়োজনমত তাকে জিহাদে ব্যবহার করা হয়। যা কিছু সে খায়, যা কিছু তার পেটের ভেতরে গায়েব করে, তা সবই তার জন্য সওয়াব লেখা হয়। যদিও নতুন চারণভূমিতে সে তার সামনে উদ্ভাসিত হয়। হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

৩০৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمْعَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا ذَلِكَ فَاسْتَنْتَتْ شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ كَانَتْ أَثَارُهَا وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ وَأَرَوَّأْتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تَسْقَى كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ فِيهِ لَهُ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي رِقَابِهَا وَلَا يَظْهَرُهَا فِيهِ لِذَلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَتَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ وَزْرٌ وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحَمِيرِ فَقَالَ لَمْ يَنْزَلْ عَلَى فِيهَا

شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ *

৩৫৬৪. মুহাম্মাদ ইবন সালমা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঘোড়া কোন লোকের জন্য সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে, আর কারো জন্য তা আচ্ছাদন (ঢালস্বরূপ), আর কারো জন্য তা বোঝা (গুনাহের কারণ) হয়ে থাকে। ঘোড়া ঐ ব্যক্তির জন্য সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে, যে তাকে আল্লাহর রাস্তায় বাঁধে (প্রতিপালন করে)। আর সে তার রশি বাগান এবং চারণভূমিতে লম্বা করে দেয়, সেই ঘোড়া সে রশিতে থেকে যতদূর পর্যন্ত চরবে, তার জন্য নেকী লেখা হবে। যদি সে রশি ছিঁড়ে কোন উঁচু স্থানে (টিলায়) বা দুই উঁচু স্থানে চরে, তবে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে তার জন্য নেকী লেখা হবে এবং হারিসের হাদীসে আছে, তার গোবরেও নেকী লেখা হবে। যদি ঐ ঘোড়া কোন নহরে গিয়ে পানি পান করে, অথচ মালিকের পানি পান করাবার ইচ্ছা না থাকে, তবুও তা মালিকের জন্য নেকী রূপে লেখা হবে। এইরূপ ঘোড়া সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে। আর, যে তা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বেঁধে রাখে, অথবা মানুষের কাছে চাওয়া থেকে বাঁচার জন্য এবং তাতে অর্থাৎ (ঘোড়ার) ঘাড়ে ও পিঠে পালনীয় মহান মহীয়ান আল্লাহর 'হক'-এর কথা বিস্মৃত হয় না (এর যাকাত আদায় করে), তবে তা (ঘোড়া) তার জন্য আচ্ছাদন। আর ঐ ব্যক্তির জন্য পাপ, যে ব্যক্তি তাকে গর্ব করা, লোক দেখানো এবং মুসলমানের সাথে শত্রুতার জন্য বাঁধে (পালন করে)। কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গাধার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : এর ব্যাপারে এখনও কিছু আমার উপর নাখিল হয়নি। তবে এই আয়াত যা সর্বব্যাপী মূলবিধি (রূপে স্বীকৃত, যাতে সামগ্রিক বিষয় शामिल রয়েছে)। আল্লাহ তা'আলা বলেন : কেউ অণু পরিমাণ নেককাজ করলে তা সে দেখতে পাবে, আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তা-ও সে দেখতে পাবে।

بَابُ حُبِّ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার প্রতি ভালবাসা

৩৫৬৫. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ النَّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ *

৩৫৬৫. আহমাদ ইবন হাফস (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট স্ত্রীজাতির পর ঘোড়া অপেক্ষা আর কোন বস্তু প্রিয় ছিল না।

مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ شِبَعِ الْخَيْلِ

কোন বর্ণের ঘোড়া উত্তম ?

৩৫৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَزَّازُ هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّلَقَانِيُّ قَالَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَقِيلِ بْنِ شَيْبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَمُّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحْبِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَرْتَبُوا الْخَيْلَ وَأَمْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَاكْفَالِهَا وَقَلَدُوهَا وَلَا تَقْلُدُوهَا الْأَوْتَارَ وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَعْرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْفَرٍ أَعْرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَذْهَمٍ أَعْرَ مُحَجَّلٍ *

৩৫৬৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি (র) - - - আবু ওয়াহাব (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর সাহাবী ছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : তোমরা নবীগণের নামে নাম রাখবে। আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান। ঘোড়া বেঁধে রাখবে (লালন-পালন করবে) এবং এর মাথায় এবং পেছনে হাত বুলাবে, আর এর গলায় কালাদা পরাবে, তাকে (জাহিল) যুগের অনুকরণীয় ঘুনটীর কালাদা পরাবে না, লাল কাল মিশান (খয়রী) বর্ণের ঘোড়া পছন্দ করবে, যার ললাট এবং সামনের ও পেছনের পা সাদা হয় অথবা টকটকে লাল রং-এর ঘোড়া, যার ললাট সাদা হয় এবং সামনের পা-ও সাদা।

الشَّكَالُ فِي الْخَيْلِ

যে ঘোড়ার তিন পা সাদা ও এক পা শরীরে বর্ণের

٣٥٦٧. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَاللَّفْظُ لِإِسْمَاعِيلَ *

৩৫৬৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} শিকাল ঘোড়া (ঐ সকল ঘোড়া) পছন্দ করতেন না যেগুলোর তিন পা সাদা এবং এক পা অন্য বর্ণের (এর দেহের বর্ণের) হতো।

٣٥٦٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثُ قَوَائِمٍ مُحَجَّلَةٌ وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةٌ أَوْ تَكُونَ الثَّلَاثَةُ مُطْلَقَةٌ وَرَجُلٌ مُحَجَّلٌ وَلَيْسَ يَكُونُ الشَّكَالُ إِلَّا فِي رَجُلٍ وَلَا يَكُونُ فِي الْيَدِ *

৩৫৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণিত যে, তিনি শিকাল ঘোড়া অপছন্দ করতেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন : শিকাল ঐ ঘোড়াকে বলা হয়, যার তিন পা সাদা এবং এক পা অন্য রং-এর হয়। অথবা তিন পা অন্য রংয়ের এবং এক পা সাদা। আর শিকাল শুধু পায়ে হয়, হাতে হয় না।

بَابُ شَوْمِ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার অশুভ হওয়া প্রসঙ্গ

৩৫৬৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّوْمُ فِي ثَلَاثَةِ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْدَّارِ *

৩৫৬৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - - সালিম (র) তার পিতার মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, (কুলক্ষণ যদি থেকে থাকে তবে) তিন বস্তুর মধ্যে অশুভ লক্ষণ (অপয়া) রয়েছে : নারী, ঘোড়া এবং ঘরে ।^১

৩৫৭০. أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَلِ أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشَّوْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ *

৩৫৭০. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন বস্তুর মধ্যে কুলক্ষণ (অপয়া) রয়েছে : নারী, ঘোড়া এবং ঘর ।

৩৫৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ فِى الرُّبْعَةِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ *

৩৫৭১. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন বস্তুতে (কুলক্ষণ) থেকে থাকে, তবে তা ঘর, নারী এবং ঘোড়ার মধ্যে ।

بَابُ بَرَكَةِ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার বরকতের বর্ণনা

৩৫৭২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الثُّمَالُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الثَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ *

৩৫৭২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বরকত ঘোড়ার ললাটে ।

১. নারীর মধ্যে কুলক্ষণ এই যে, যার স্বভাব-চরিত্র খারাপ বা যে কষ্ট কথা বলে । ঘোড়ার কুলক্ষণ এই যে, যা কাল রংয়ের হয় এবং লাথি মারে; আর ঘরের কুলক্ষণ হলো- এর প্রতিবেশী ভাল না হওয়া বা যেখানে শীত, বর্ষা ও গরমে আরাম নেই ।

بَابُ قَتْلِ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার ললাটের চুল বানিয়ে দেওয়া

৩০৭৩. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْتُلُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ وَيَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ *

৩৫৭৩. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - জারির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখেছি, তিনি ঘোড়ার ললাটের চুল তাঁর দুই আঙ্গুল দিয়ে বানিয়ে দিতেন এবং বলতেন : কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার মাথায় খায়ের-বরকত বাঁধা থাকবে, আর সে খায়ের-বরকত হলো সওয়াব এবং গনীমত।

৩০৭৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৩৫৭৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত খায়ের-বরকত নিবদ্ধ থাকবে।

৩০৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৩৫৭৫. মুহাম্মাদ ইবন আলী আবু কুরায়ব (র) - - - - উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও মঙ্গল নিবদ্ধ থাকবে।

৩০৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ *

৩৫৭৬. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - উরওয়া ইবন আবু জা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন : কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে মঙ্গল ও কল্যাণ নিবদ্ধ থাকবে, আর তা হলো সওয়াব ও গনীমত।

৩০৭৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبَى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْخَيْلُ مَفْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْآجِرُ وَالْمَغْنَمُ *

৩৫৭৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে খায়ের-বরকত নিবদ্ধ থাকবে, আর তা হলো সওয়াব ও গনীমত।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَفْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْآجِرُ وَالْمَغْنَمُ *

৩৫৭৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - উরওয়া ইব্ন আবু জা'আদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ ও মঙ্গল নিবদ্ধ থাকবে, আর তা হলো সওয়াব ও গনীমত।

تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ

ঘোড়াকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেয়া

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَامٍ الدَّمَشَقِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَمْرُؤِي فَيَقُولُ يَا خَالِدُ أَخْرُجْ بِنَا نَرْمِي فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَتْ عَنْهُ فَقَالَ يَا خَالِدُ تَعَالَ أَخْبِرْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَمُنْبَلِّهُ وَأَرْمُوهُ وَأَرْكَبُوهُ وَأَنْ تَرْمُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوهُ وَلَيْسَ اللَّهُوَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَلَأَعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ وَرَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَبَهَا *

৩৫৭৯. হুসায়ন ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মুজালিদ (র) - - - - খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: উকবা ইব্ন আমির (রা) আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন: হে খালিদ! আমাদের সাথে চল, আমরা তীরন্দাযী করবো। একদিন আমি দেবী করলে তিনি বললেন: হে খালিদ! এসো, আমি তোমাকে এমন কথা অবহিত করব, যা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এক তীর দ্বারা তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (প্রথম,) তীর প্রস্তুতকারী যদি সে তীর তৈরি করার সময় নেক নিয়্যত রাখে; দ্বিতীয়, তীর নিষ্পেককারী; তৃতীয়, তীর

নিষ্ক্ষেপকারীকে তীর সরবরাহকারী (তীরে ফলা সংযোগকারী)। নবী ﷺ আরো বলেছেন : তোমরা তীর নিষ্ক্ষেপ কর এবং আর আরোহণ কর, আর আরোহণ করার চেয়ে তীর নিষ্ক্ষেপ করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আর তিন ধরনের খেলা ব্যতীত কোন খেলা গ্রহণযোগ্য নয়; ১. মানুষ কর্তৃক তার ঘোড়াকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেয়া; ২. নিজ স্ত্রীর সাথে প্রেম খেলা করা; ৩. তীর এবং ধনুক দ্বারা তীর নিষ্ক্ষেপ করা। যে ব্যক্তি একবার তীর নিষ্ক্ষেপ করা শিক্ষা করে তার প্রতি অনীহার কারণে তা ছেড়ে দেয়, সে এক নিয়ামতের নাশোকরী করে। অথবা তিনি বলেছেন : সে যেন তা অস্বীকার করে।

بَابُ دَعْوَةِ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার দু'আ

৩৫৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ فَأَجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ أَوْ مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ *

৩৫৮০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরবী ঘোড়াকে প্রতি ভোর রাতে দুটো দু'আ করার অনুমতি দেয়া হয় : হে আল্লাহ্ ! যে মানুষের হাতে তুমি আমাকে সোপর্দ করেছ, আমাকে তার নিকট তার মালের এবং তার পরিবারের মধ্যে অধিক প্রিয় করে দাও, অথবা তিনি বলেছেন : তার মালের এবং পরিবারের অধিক প্রিয়দের মধ্য হতে করে দাও।

التَّشْدِيدُ فِي حَمْلِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ

গাধাকে ঘোড়ার উপর চড়ানোর ব্যাপারে কঠোর আপত্তি

৩৫৮১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَغْلَةً فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيُّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ *

৩৫৮১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একটি খচ্চর হাদিয়া দেয়া হল। তিনি তাতে সওয়ার হলে আলী (রা) বললেন : যদি আমরা (প্রজননের উদ্দেশ্যে) গাধাকে ঘোড়ার উপর চড়াই, তাহলে আমাদের নিকট এরূপ হবে (খচ্চর জন্ম নেবে)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপ কাজ তারাই করে, যারা অজ্ঞ।

৩০৮২. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ لَا قَالَ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ قَالَ خَمَشًا هَذِهِ شَرُّ مِنَ الْأُولَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَبْدٌ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَمْرِهِ فَبَلَّغَهُ وَاللَّهُ مَا اخْتَصَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَمْرَيْنَا أَنْ نُسَبِّحَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلَا نُنْزِي الْحُمْرَ عَلَى الْخَيْلِ *

৩৫৮২. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলো : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি জুহর এবং আসরে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন : (পড়তেন) না। সে ব্যক্তি বলল : হয়তো মনে মনে পড়তেন। তিনি বললেন : তোমার মাথা, এ তো প্রথম অপেক্ষা মন্দ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যা আদেশ করেছেন, তিনি তা পৌছে দিয়েছেন, আল্লাহর কসম ! তিনি আমাদেরকে বিশেষ কিছু বলেন নি, কিন্তু আমাদেরকে তিনটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন : ১. আমরা যেন পূর্ণরূপে উষ্ণ করি, ২. আমরা যেন সাদ্কার মাল না খাই, আর ৩. আমরা যেন গাধাকে ঘোড়ার উপর না চড়াই।

عَلَفَ الْخَيْلِ

ঘোড়াকে ঘাস ও দানাপানি খাওয়ানো

৩০৮৩. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ الْمُقْبِرِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا لَوَعْدِ اللَّهِ كَانَ شَبْعَةً وَرِيَّةً وَبَوْلَةً وَرَوْتُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ *

৩৫৮৩. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রেখে এবং তাঁর ওয়াদাকে সত্য জেনে আল্লাহর পথে ঘোড়া বাঁধবে, তবে তার (ঘোড়ার) ঘাস খাওয়া, পানি পান, পেশাব ও পায়খানা করা তার পাল্লায় পূণ্যরূপে যুক্ত হবে।

غَايَةُ السَّبْقِ لِلَّتِي لَمْ تُخْضَرْ

যে ঘোড়ার ইয়মার^১ করা হয়নি, সে ঘোড়ার দৌড়ের শেষ প্রান্ত

৩০৮৪. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفِيَاءِ وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ

১. ইয়মার বলা হয়- ঘোড়াকে খাওয়ানোর কারণে মোটাতাজা হওয়ার পর, খাদ্য-পানীয় কমিয়ে দিয়ে হাল্কা-পাতলা শরীরবিশিষ্ট করার মাধ্যমে তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া ও তার দেহ গঠন করাকে।

وَسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ وَكَانَ أَمْدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ *

৩৫৮৪. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া দৌড় করিয়েছেন। হাফয়া নামক স্থান হতে ঘোড়া ছেড়ে দেন যার শেষ সীমা ছিল সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত। আর তিনি যে ঘোড়ার ইয়মার করা হয়নি সেগুলোর দৌড় করিয়েছিলেন সানিয়া হতে বনী যুরায়ক মসজিদ পর্যন্ত।

بَابُ إِهْمَارِ الْخَيْلِ لِلْسَّبْقِ

পরিচ্ছেদ : প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াকে ইয়মার করা

৩৫৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أَضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابِقَ بِهَا *

৩৫৮৫. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সকল ঘোড়ার মধ্যে ঘোড়দৌড় করান, যেগুলোর ইয়মার করা হয়েছিল। আর তার সীমানা ছিল হাফয়া হতে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত। তিনি ﷺ ঐ সকল ঘোড়ার জন্য যাদের ইয়মার করা হয়নি, সানিয়া হতে বনী যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত দৌড়ের ব্যবস্থা করেন। আবদুল্লাহ (রা) ঐ ঘোড়দৌড়ে শরীক ছিলেন।

بَابُ السَّبْقِ

পরিচ্ছেদ : প্রতিযোগিতা

৩৫৮৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَسْبِقَ الْإِفَى نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ *

৩৫৮৬. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তীর, ঘোড়া এবং উট ব্যতীত আর কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।

২৩৫৮৭. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَسْبِقَ الْإِفَى نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ *

৩৫৮৭. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তীর, উট এবং ঘোড়া ব্যতীত আর কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।

৩০৮৮. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَحِلُّ سَبْقُ الْإِ عَلَى خَفِّ أَوْ حَافِرٍ *

৩৫৮৮. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন : উট এবং ঘোড়া ব্যতীত আর কিছুতে প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।

৩০৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاقَةٌ تَسْمَى الْعُضْبَاءَ لَا تَسْبِقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَبَقَتِ الْعُضْبَاءُ قَالَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ إِلَّا وَضَعَهُ *

৩৫৮৯. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর 'আযবা' নামক একটি উটনী ছিল, যা প্রতিযোগিতায় কখনও পরাজিত হতো না। হঠাৎ আরবের এক গ্রাম্য লোক একটি জোয়ান উটের উপর সওয়ার হয়ে আসে এবং তা প্রতিযোগিতায় (আযবার) চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যায়, যা মুসলমানদের জন্য অতি কষ্টের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের চেহারার অবস্থা (বিষণ্ণতা) লক্ষ্য করলে, তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আযবা পিছে পড়ে গেল! তিনি বললেন : আল্লাহ যখন কোন বস্তুকে উঁচুতে উঠান, তখন তিনি তাকে (একবারের জন্য হলেও) নীচু করে থাকেন।

৩০৯০. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى لِبْنِي لَيْثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خَفِّ أَوْ حَافِرٍ *

৩৫৯০. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উট ও ঘোড়া ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।

الْجَلَبُ

জালাব^১ প্রসঙ্গে

৩০৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزْرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا شِفَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ أَنْتَهَبَ نَهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا *

৩৫৯১. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাযী' (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, তিনি বলেছেন : ইসলামে জালাব, জানাব ও শিগার নেই। আর যে ব্যক্তি লুণ্ঠন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

১. জালাব বলা হয় - ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় আরোহী তার ঘোড়াকে দ্রুত চলার জন্য এর পেছনে কোন লোককে নিয়োগ করে, যে তাকে উত্তেজিত করতে থাকে।

الْجَنْبُ

জানাব সম্পর্কে

৩৫৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا شِفَارَ فِي الْإِسْلَامِ *
 ৩৫৯২. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলামে জালাব, জানাব এবং শিগার নেই।

৩৫৭৩. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَسَبَقَهُ فَكَانَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ *
 ৩৫৯৩. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এর উটনী) এক গ্রাম্য লোকের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং লোকটি অগ্রগামী (বিজয়ী) হয়। এতে সাহাবিগণ মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং তাঁর নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলার করণীয় এরূপ যে, কেউ নিজেকে উঁচুতে তুললে আল্লাহ তাকে নীচু করে দেন।

بَابُ سُهْمَانَ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : (গনীমতে) ঘোড়ার অংশ

৩৫৭৪. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُمَّ الزُّبَيْرِ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ *
 ৩৫৯৪. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আব্বাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধের পর যুবায়র ইবন আওয়ামকে গনীমতের মাল থেকে চার অংশ দেন। এক অংশ তাঁর নিজের, এক অংশ যুবায়রের মাতা সাফয়া বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের-নিকটাত্মীয়ের অংশরূপে এবং দুই অংশ ঘোড়ার জন্য।

৩৫৯৪. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আব্বাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধের পর যুবায়র ইবন আওয়ামকে গনীমতের মাল থেকে চার অংশ দেন। এক অংশ তাঁর নিজের, এক অংশ যুবায়রের মাতা সাফয়া বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের-নিকটাত্মীয়ের অংশরূপে এবং দুই অংশ ঘোড়ার জন্য।

১. জানাব বলা হয়- ঘোড় দৌড়ের সময় আরোহীর দ্বিতীয় ঘোড়া পাশে রাখা, যদি প্রথম ঘোড়া ক্লান্ত হয়, তবে তাতে বসে সে দৌড় শেষ করবে।
২. শিগার বলা হয়- বিনিময়ে বিবাহ; যেমন যদি কেউ তার মেয়েকে কারো কাছে এ-শর্তে বিয়ে দেয় যে, সে তার বোনকে মেয়ের মোহরানার বিনিময়ে তার কাছে বিয়ে দেবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْإِحْبَاسِ

অধ্যায় : ওয়াক্ফ

আল্লাহর রাস্তায় নিজের মাল দান করা

৩৫৯০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً إِلَّا بَغَلْتُهُ الشُّبَّاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى صَدَقَةٌ *

৩৫৯৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আমর ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ তায়াত (স) দীনার-দিরহাম (স্বর্ণ মুদ্রা-রৌপ্য মুদ্রা, টাকা-পয়সা), দাস-দাসী কিছুই রেখে যান নি, একটি সাদা (শাহবা) খচ্চর ব্যতীত, যাতে তিনি আরোহণ করতেন; আর তাঁর হাতিয়ার (রেখে যান)। আর তাঁর যমীন যা তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে যান। কুতায়বা (র) কখনো বলেন : (এগুলো) তিনি সাদাকারূপে রেখে যান।

৩৫৯৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بَغَلْتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةٌ *

৩৫৯৬. আমর ইবন আলী (র) - - - - আমর ইবন হারিস (রা) বলেন : (আমি দেখেছি), রাসূলুল্লাহ তায়াত (স) তাঁর একটি সাদা খচ্চর ও হাতিয়ার ব্যতীত কিছুই রেখে যান নি, আর যমীন তো তিনি সাদাকা করে যান।

৩৫৯৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاتَرَكَ إِلَّا بَغَلْتَهُ الشُّبَّاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةٌ *

৩৫৯৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আমর ইব্ন হারিস (রা) বলেন : আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একটি সাদা খচ্চর ও হাতিয়ার ব্যতীত কিছুই রেখে যান নি, আর কিছু যমীন যা তিনি সাদ্কা করে যান।

كَيْفَ يَكْتَبُ الْحَبْسُ وَذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى بَنِ عَوْنٍ فِي خَيْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ

পরিচ্ছেদ : ‘ওয়াক্ফ’ লেখার নিয়ম এবং এ প্রসঙ্গে ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে ইব্ন আওনের বর্ণনায় বিরোধ

৩৫৯৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا قَالَ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَى أَنْ لَا تَتَّبَعَ وَلَا تُؤْهِبَ فِي الْفُقَرَاءِ وَذِي الْقُرْبَى وَالرُّقَابِ وَالْبُضَيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ مَالًا وَيُطْعَمَ *

৩৫৯৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি খায়বর এলাকার একখণ্ড জমি পাই, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললাম : আমি একখণ্ড জমি পেয়েছি, আমি তা হতে উত্তম ও প্রিয় আর কোন মাল পাইনি। তিনি বললেন : যদি তুমি তা সাদ্কা করতে ইচ্ছা কর (তবে তা সাদ্কা করে দাও)। তখন তিনি তা সাদ্কা করে দিলেন এভাবে যে, সে জমি বিক্রি হবে না এবং দান-হেবা করাও যাবে না; বরং গরীব আত্মীয়দের মধ্যে এবং দাস মুক্তির জন্য, মেহমান ও মুসাফিরের জন্য সাদ্কা হবে। মুতাওয়াল্লী তা থেকে ইনসাফের সাথে ভোগ করতে পারবে, ধনী হওয়ার জন্য নয়। (আর সে তা) অন্যদেরকেও খাওয়াতে পারবে।

৩৫৯৭. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ *

৩৫৯৯. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - উমর (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

৩৬০. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَى أَنْ لَا تَتَّبَعَ وَلَا تُؤْهِبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرُّقَابِ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ *

৩৬০০. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর (রা) খায়বরে একখণ্ড জমি পান। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : আমি একখণ্ড জমি পেয়েছি, আর এতো পছন্দনীয় মাল আর কখনো আমার হস্তগত হয়নি। ঐ জমির ব্যাপারে আপনি আমাকে কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন : যদি তুমি (তা ওয়াকফ করতে) চাও, তবে মূল বস্তু রেখে দাও এবং যা (তাতে উৎপন্ন হয়) তা সাদাকা করে দাও। তখন তিনি তা এভাবে সাদাকা করেন যে, জমি বিক্রয় হবে না, দানও করা যাবে না, আর মীরাসরূপে বণ্টনও হবে না (বরং তা দান করা হবে) গরীব ও আত্মীয়দের মধ্যে, দাস-মুক্তির জন্য, আর মেহমানদের এবং মুসাফিরদের মধ্যে (বণ্টন করা হবে)। যদি এই জমির মুতাওয়াল্লী ন্যায়-নীতির সাথে খায় এবং বন্ধুদের খাওয়ায়, তবে তার তো পাপ হবে না। কিন্তু তা দ্বারা সে ধনী হতে পারবে না।

٣٦٠١. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشَرٌ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَشَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا كَثِيرًا لَمْ أُصِبْ مَا لَأَقْطُ أَنْفُسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَبَاعَ وَلَا تُوهَبَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَأَجْنَحَ يَعْنِي عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ اللَّفْظُ لِإِسْمَاعِيلَ *

৩৬০১. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বরে উমর (রা) একখণ্ড জমি পান। এ ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলেন : আমি বড় একখণ্ড জমি পেয়েছি, আর এতো পছন্দনীয় মাল আর কখনো পাইনি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন : যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে তার মূল অবশিষ্ট রেখে (তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্য) সাদাকা করতে পার। গরীব-দুঃখীকে, আত্মীয়দেরকে, দাস-মুক্তকরণে আল্লাহর রাস্তায় মুসাফিরদেরকে এবং মেহমানদেরকে। যদি এর মুতাওয়াল্লী ন্যায়-নীতির সাথে তা থেকে খায়, কিংবা তার বন্ধুদেরও খাওয়ায়, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। তবে তা দিয়ে সে ধনবান হতে পারবে না।

٣٦٠٢. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ السَّعْمَانُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمَرُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَحَبَسَ أَصْلَهَا أَنْ لَا تَبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ

وَالْقُرْبَىٰ وَالرَّقَابَ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَاجْتِنَاحٍ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ *

৩৬০২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) খায়বরে একখণ্ড জমি পান, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন : যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে তার মূলটি রেখে তা (থেকে উৎপন্ন দ্রব্য) সাদাকা করতে পার। এভাবে যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, তার কেউ ওয়ারিস হবে না, আর তা সাদাকা করা যাবে, গরীবদের ও আত্মীয়দের মধ্যে, দাস-মুক্তকরণে, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের এবং মেহমানদের জন্য। যে তার তত্ত্বাবধায়ক হবে, তার জন্য তা থেকে ন্যায়সংগতভাবে ভক্ষণ করায় কোন পাপ হবে না। আর তার বন্ধুদের খাওয়ানোতে। কিন্তু এর দ্বারা সে মালদার হতে পারবে না।

৩৬০৩. ৩৬০৩. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ إِنَّ رَبَّنَا لَيَسِّئُنَا عَنْ أَمْوَالِنَا فَأَشْهَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي لِلَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبَى بَنْ كَعْبٍ *

৩৬০৩. আবু বকর ইবন নাফে' (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** (অর্থ : তোমরা পুণ্য লাভ করতে পারবে না- যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে ব্যয় করবে) এ আয়াত নাযিল হলো, তখন আবু তাল্হা (র) বললেন : আমাদের রব আমাদেরকে মাল হতে নিতে ইচ্ছা করেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার জমি আল্লাহর জন্য ওয়াক্ফ অর্থাৎ দান করে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তা (তোমার যমীনকে) তোমার আত্মীয় হাসসান ইবন সাবিত এবং উবাই ইবন কা'বকে দিয়ে দাও।

بَابُ حَبْسِ الْمُشَاعِرِ

পরিচ্ছেদ : বন্টনের পূর্বে শরীকী জমি ওয়াক্ফ করা

৩৬০৪. ৩৬০৪. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَغْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا *

৩৬০৪. সা'দ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর (রা) নবী ﷺ -কে বললেন : খায়বরে আমার যে একশতটি অংশ (জমি) রয়েছে, আর এত পছন্দনীয় মাল আমার কখনও

ছিল না। আমি তা সাদাকা করতে ইচ্ছা করি। নবী ﷺ বললেন : এর মূলটি রেখে (তুমি) এর ফল (উৎপাদন) দান করে দাও।

৩৬.৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أَصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ كَانَ لِي مِائَةُ رَأْسٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ *

৩৬০৫. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ খালানজী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি এমন উত্তম মাল পেয়েছি, যা আমি এর পূর্বে কখনও পাইনি। আমার নিকট একশত মাল (উট ইত্যাদি) ছিল, আমি খায়বরবাসীদের নিকট থেকে তা দিয়ে জমির একশত অংশ ক্রয় করেছি। এখন আমি তা দিয়ে মহান মহীয়ান আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে চাই। তিনি বললেন : তুমি তার মূল (জমি) রেখে দাও এবং তা থেকে উৎপন্নদ্রব্য দান কর।

৩৬.৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى بْنِ بَهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْضٍ لِي بِثَمَغٍ قَالَ أَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلِ ثَمَرَتَهَا *

৩৬০৬. মুহাম্মাদ ইবন মুসাফ্ফা ইবন বাহলুল (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (মদীনার) সামগ নামক স্থানে আমার একখণ্ড জমি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : তুমি তার মূল রেখে দাও এবং এর উৎপাদন (আয়) ব্যয় কর।

بَابُ وَقْفِ الْمَسَاجِدِ

পরিচ্ছেদ : মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা

৩৬.৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَذَكَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ أَعْتَزَّالَ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ مَا كَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَخْنَفَ يَقُولُ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا حَاجٌّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنْازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذَا أَتَى أَتٍ فَقَالَ قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ فَاطْلُعْتَ فَإِذَا يَغْنَى النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ نَفَرٌ قُعُودٌ فَإِذَا هُوَ عَلَى بَنِي أَبِي

طَالِبِ وَالزُّبَيْرِ وَطَلْحَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا قُمْتُ عَلَيْهِمْ قِيلَ هَذَا
عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ قَالَ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ مَلِيَّةٌ صَفْرَاءُ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَنْظُرَ
مَاجَاءَ بِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ أَهْنَأُ عَلَى أَهْنَأِ الزُّبَيْرِ أَهْنَأُ طَلْحَةَ أَهْنَأُ سَعْدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ
فَأَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اتَّعَلَّمُونَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي
فُلَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَبْتَغْتُهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي أَبْتَغْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ
فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَاجْزُهُ لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ
أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِثَرَرُومَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ
أَبْتَغْتُ بِثَرَرُومَةٍ قَالَ فَاجْعَلْهَا سِقَايَةً لِمُسْلِمِينَ وَاجْزُهَا لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يُجَهِّزُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ
فَجَهِّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالًا وَلَا خِطَامًا قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ
اللَّهُمَّ اشْهَدْ *

৩৬০৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান বনী তামীমের আমর ইব্ন জাওয়ান
(রা) হতে বর্ণনা করেন এ প্রসঙ্গে যে, আমি তাকে বললাম : আপনি আহনাফ ইব্ন কায়স (রা)-এর
(সাহাবিগণের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব) পৃথক থাকা সম্পর্কে আপনার অভিমত বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : আমি
আহনাফকে বলতে শুনেছি। আমি হজ্জ উপলক্ষে মদীনায়া আসলাম। আমরা আমাদের মনষিলে ছিলাম, এমন
সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : লোক মসজিদে একত্রিত হচ্ছে। আমি গিয়ে দেখলাম, লোক মসজিদে একত্রিত
রয়েছে। তাঁদের মাঝে রয়েছে- আলী ইব্ন আবু তালিব, যুবায়র, তালহা এবং সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)।
আমি যখন তাদের নিকট দাঁড়িলাম তখন বলা হলো : এই যে, উসমান ইব্ন আফ্ফান এসে গেছেন। তাঁর গায়ে
ছিল একখানা হলুদ বর্ণের চাদর। রাবী বলেন : আমি আমার সাথীকে বললাম, তুমি এখানে অবস্থান কর, দেখি
উসমান (রা) কি বলেন। উসমান (রা) বললেন : এখানে কি আলী (রা) আছেন ? এখানে কি যুবায়র (রা)
আছেন ? এখানে কি তালহা (রা) আছেন ? এবং এখানে কি সা'দ (রা) আছেন ? তারা বললেন : হ্যাঁ (আমরা
এখানে আছি)। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কসম দিয়ে বলছি, যিনি ব্যতীত অন্য
কোন ইলাহ নেই, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি অমুক অমুক গোত্রের
(উটের) বাথান ক্রয় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি তা ক্রয় করে রাসূলুল্লাহ ﷺ
-এর নিকট এসে বললাম : আমি অমুক (উটের) বাথান খরিদ করেছি। তিনি বললেন : এখন তুমি তা আমাদের
মসজিদের জন্য (ওয়াকফ করে) দিয়ে দাও, তাহলে এর সওয়াব তুমি পাবে। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি আবার
বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কসম দিয়ে বলছি। যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি
অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি 'রুমা' কূপ ক্রয় করবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আমি (তা ক্রয় করে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললাম : আমি 'রুমা' কূপ ক্রয় করেছি। তখন তিনি বললেন : এখন তা তুমি মুসলমানদের পানি পান করার জন্য (ওয়াকফ করে) দিয়ে দাও, আর এর সওয়াব তুমি পাবে। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি। যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি জান, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি অনটনগ্রস্ত (তাবুক) যুদ্ধের বাহিনীর যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা করে দেবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এরপর আমি তাদের জন্য এমন যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা করে দেই যে, ঐ বাহিনীর কোন লোকের একটি রশির বা একটি লাগামেরও অভাব হয়নি? তারা বললেন : হ্যাঁ। উসমান (রা) এরপর বলেন : হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন! হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন! হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন!

৩৬.৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضْعُ رِحَالَنَا إِذِ اتَّانَا أَتِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَفَزَعُوا فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ فِي وَسْطِ الْمَسْجِدِ وَإِذَا عَلَى وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَإِنَّا لَكَذَلِكَ إِذِ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَيْهِ مَلَأَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَعَ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهْنَأَ عَلَى أَهْنَأَ طَلْحَةُ أَهْنَأَ الزُّبَيْرُ أَهْنَأَ سَعْدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فَلَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَاَبْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ أَلْفًا فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَجْعَلْهَا فِي مَسْجِدِنَا وَآجِرْهُ لَكَ قَالُوا أَللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَانْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَاَبْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ ابْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ أَجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَآجِرْهَا لَكَ قَالُوا أَللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَانْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَظَرَ فِي وَجْهِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ جَهَّزَ هَؤُلَاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالًا وَلَا خِطَامًا قَالُوا أَللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَللَّهُمَّ اشْهَدْ أَللَّهُمَّ اشْهَدْ *

৩৬০৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - উমর ইবন জাওয়ান (র) সূত্রে আহনাফ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা (বাড়ি হতে) হজ্জ করার জন্য (বের হয়ে) মদীনায় পৌছলাম। আমরা আমাদের মনযিলে পৌছে আমাদের মাল-সামান যখন নামিয়ে রাখছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে বললেন : লোকজন

মসজিদে একত্রিত হয়েছে এবং তারা ভীত-সন্ত্রস্ত। এরপর আমরা গিয়ে দেখলাম যে, মসজিদের মাঝখানে কয়েকজনকে ঘিরে কিছু লোক একত্রিত রয়েছে এবং এদের মধ্যে আছেন আলী, যুবায়র, তালহা এবং সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) আমরা তাঁদের সঙ্গে বসলাম। এমতাবস্থায় উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) উপস্থিত হলেন এবং তাঁর গায়ে একখানা হলুদ রংয়ের চাদর ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা ঢেকে রেখেছিলেন। এরপর তিনি বললেন : এখানে কি আলী (রা) আছেন, এখানে কি তালহা (রা) আছেন, এখানে কি যুবায়র (রা) আছেন, এখানে কি সা'দ (রা) আছেন? তারা বললেন : হ্যাঁ, (আমরা এখানে উপস্থিত আছি)। উসমান (রা) বললেন : আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অমুক গোত্রের (উটের) বাথান যে ক্রয় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি ঐ স্থানটি বিশ হাজার বা পঁচিশ হাজার (দিরহাম) দিয়ে ক্রয় করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ খবর দেই। তখন তিনি বললেন : তুমি তা আমাদের মসজিদের জন্য (ওয়াক্ফ করে) দিয়ে দাও। এর সওয়াব তুমি পাবে। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী। উসমান (রা) আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি-যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'রুমা' কূপ যে ক্রয় করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। তখন আমি তা এত এত মূল্যে ক্রয় করি এবং আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি : আমি তা এত এত মূল্যে ক্রয় করে। তিনি বললেন : তুমি তা মুসলমানদের পানি পান করার জন্য (ওয়াক্ফ করে) দিয়ে দাও, আর এর সওয়াব তুমি পাবে। তখন তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী! তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি- যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি জান, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন : যে এদের যুদ্ধের সামান অর্থাৎ অনটনগ্রস্ত (তাবুক) বাহিনীর ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। তখন আমি তাদের জন্য এমন সামানের ব্যবস্থা করলাম যে, তারা একটি রশি বা লাগামের অভাব অনুভব করল না। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী! তিনি বললেন : আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন! আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন !

৩৬.৯. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقَشِيرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ انْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعَذَّبُ غَيْرَ بَثْرِ رُومَةٍ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بَثْرَ رُومَةٍ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَأَشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَجَعَلْتُ دَلْوِي فِيهَا مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي مِنَ الشُّرْبِ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ قَالُوا االلَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي قَالُوا االلَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةً أَلْ فَلَانٍ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَأَشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ

مَا لِي فَرَدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ أَصَلِّيَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ
 أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى ثُبَيْرِ ثُبَيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو
 بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ فَرَكَّضَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اسْكُنْ ثُبَيْرُ فَإِنَّمَا
 عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا إِلَيَّ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ
 يَغْنِي أَنْتَى شَهِيدٌ *

৩৬০৯. যিয়াদ ইবন আইউব (র) - - - - ছুমামা ইবন হাযন কুশায়রী (রা) বলেন : আমি উসমান (রা)-এর (অবরুদ্ধ হওয়ার সময় তাঁর) বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি উপর হতে নিচের দিকে লক্ষ্য করে লোকদের বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের কি এক কথা জানা আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানে সুপেয় পানি ছিল না- ‘রুমা’ কূপ ব্যতীত। তিনি জিজ্ঞাসা বললেন : ‘রুমা কূপ’ কে ক্রয় করবে এইরূপে যে, তাতে তার বালতি মুসলমানদের বালতিগুলোর সমতুল্য করে দিবে (অর্থাৎ সে মুসলমানদের সাথে নিজেও তা থেকে পানি উঠাবে, অর্থাৎ তা মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেবে, যে ব্যক্তি এরূপ করবে,) সে বেহেশতে এর চাইতে উত্তম বিনিময় পাবে। তখন আমি তা আমার নিজের ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে ক্রয় তাতে আমার বালতিকে মুসলমানদের বালতির সমতুল্য করে দেই (মুসলমানদের পানি পানের জন্য দান করে দেই)। অথচ তোমরা আজ আমাকে সেই পানি পান করতে বাধা দিচ্ছ, আর আমি সমুদ্রের (লোনা) পানি পান করছি। তারা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ্ সাক্ষী! তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমারা কি জানো যে, আমি সংকটাপন্ন (তাবুক যুদ্ধের) মুজাহিদদের সামান আমার মাল দ্বারা ক্রয় করে দিয়েছিলাম? তারা বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহ্ সাক্ষী! তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমারা কি জানো যে, মসজিদে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না (লোকের অনেক কষ্ট হচ্ছিল)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : অমুক গোত্রের জমিখণ্ড কে ক্রয় করবে? আর তা মসজিদ সম্প্রসারণে দান করবে? আল্লাহ্ তা’আলা তাকে জান্নাতে এর চাইতে উত্তম বিনিময় দান করবেন। তখন আমি তা নিজের ব্যক্তিগত মাল দ্বারা ক্রয় করি এবং মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য দান করি। অথচ এখন তোমরা আমাকে তাতেই দুই রাক‘আত নামায পড়তে বাধা দিচ্ছ? তারা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ্ সাক্ষী! তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার সাবীর পাহাড়ের উপর ছিলেন, তখন তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর এবং আমি। তখন পাহাড় নড়াচড়া করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাহাড়ে পদাঘাত করে বলেন : হে সাবীর! থামো, তোমার উপর একজন নবী, এক সিদ্দীক এবং দুই শহীদ রয়েছেন। তারা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ্ সাক্ষী! তখন তিনি বললেন : আল্লাহ্ আকবার। তারা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করেছে : কা’বার মালিকের কসম অর্থাৎ আমি শহীদ।

৩৬১. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ
 يُونُسَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ
 حِينَ حَصَرُوهُ فَقَالَ أَنْشُدْ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الْجَبَلِ حِينَ أَهْتَزُّ

فَرَكْلُهُ بِرَجْلِهِ وَقَالَ أَسْكُنْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ وَأَنَا مَعَهُ
فَانْتَشَدَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدْ بِاللَّهِ رَجُلًا شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ يَقُولُ هَذِهِ
يَدُ اللَّهِ وَهَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدْ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ
جَيْشِ الْعُسْرَةِ يَقُولُ مَنْ يَنْفِقْ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجَهَزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَهُ
رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدْ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ يَزِيدُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بَيْتٍ
فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدْ بِاللَّهِ رَجُلًا شَهِدَ رُومَةَ تَبَاعَ
فَاشْتَرَيْتَهَا مِنْ مَالِي فَأَبَحْتُهَا لِابْنِ السَّبِيلِ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ *

৩৬১০. ইমরান ইব্ন বাক্কার ইব্ন রাশিদ (র) - - - - আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণিত।
যেদিন লোক উসমান (রা)-কে অবরুদ্ধ করেছিল, সেদিন তিনি তার ঘরের উপর হতে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে
বললেন : আল্লাহর নামে কসম দিয়ে আমি ঐ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি পাহাড়ের দিন রাসূলুল্লাহ
-কে বলতে শোনে, যখন পাহাড় নড়াচড়া দিয়ে উঠে। তখন তিনি তাঁর পা দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করে
বলেন : হে পাহাড় থাম, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুইজন শহীদ রয়েছেন। তখন আমি
তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। লোকেরা তাঁর এ কথার সত্যায়ন করলে তিনি বলেন : আমি আল্লাহর কসম দিয়ে
ঐ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি 'বায়আতে রিদওয়ানে' উপস্থিত ছিল এবং রাসূলুল্লাহ -কে
বলতে শুনেছিল। বলেছিলেন : ইহা আল্লাহর হাত, আর ইহা উসমানের হাত। লোকেরা এ কথার সত্যায়ন
করলো। তিনি আবার বললেন : আমি আল্লাহর শপথ দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি সংকটাপন্ন
(তাবুক যুদ্ধের) বাহিনী প্রেরণের দিন রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শোনে : এমন কে আছে, যে ব্যক্তি
কবুলযোগ্য সম্পদ খরচ করতে পারে? আমি (তাঁর এই ইচ্ছা শ্রবণ করে) অর্থ বাহিনীর সকল খরচ নিজের
মালদ্বারা করে দেই। লোকেরা তা স্বীকার করলো। তিনি আবার বললেন : আমি আল্লাহর শপথ দিয়ে ঐ
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছে : কোন ব্যক্তি এমন আছে, যে ব্যক্তি
এই মসজিদ সম্প্রসারণ করবে, বেহেশতের একখানা ঘরের বিনিময়ে? তখন আমি আমার সম্পদ দিয়ে তা কিনে
দেই। লোক এর সত্যায়ন করল। এরপর তিনি বললেন : আমি ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি
যে, 'রুমা কূপ' ক্রয়কালে উপস্থিত ছিল। আমি তা নিজের টাকায় ক্রয় করি এবং তা পথচারীদের জন্য উন্মুক্ত
করে দেই। উপস্থিত লোকেরা তাঁর এ কথারও সত্যায়ন করলো।

৩৬১১. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ
قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ قَالَ لَمَّا حَصِرَ
عُثْمَانُ فِي دَارِهِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ قَالَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ *

৩৬১১. মুহাম্মাদ ইব্ন মাওহিব (র) - - - - আবু আবদুর রহমান সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন
উসমান (রা) নিজের ঘরে অবরুদ্ধ হলেন এবং লোক তাঁর ঘরের চারদিকে একত্রিত হলো, তখন তিনি উপর
থেকে তাদের দিকে তাকালেন। রাবী পূর্ণ হাদীস পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায় : ওয়াসিয়াত

الْكَرَاهِيَةُ فِي تَاخِيرِ الْوَصِيَّةِ

ওয়াসিয়াতে দেরী করা মাকরুহ

৩৬১২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْبَقَاءَ وَلَا تُعْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُوفَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ *

৩৬১২. আহমাদ ইবন হারব (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহু ! কোন্ সাদাকায় সওয়াব বেশি ? তিনি বললেন : ঐ সাদাকা, যা তুমি সুস্থ অবস্থায় কর এবং মালের প্রতি তোমার অত্যধিক লালসা থাকে, আর তুমি অভাবশুস্তার ভয় কর এবং তোমার আরও বহুদিন বেঁচে থাকার আশা থাকে। আর সাদাকা করতে এত দেরী করবে না যে, তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়। আর তুমি বলবে : এত অমুকের জন্য, অথচ তা তো অমুকের জন্য হয়েই গেছে।

৩৬১৩. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّنَّا مَنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَارِثِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ *

৩৬১৩. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছে যে, যার ওয়ারিসের মাল তার নিকট তার নিজের মাল হতে অধিক প্রিয় ? তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার নিকট তার নিজের মাল তার ওয়ারিসের মাল হতে প্রিয় নয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : জেনে রাখ, তোমাদের প্রত্যেকের নিকট তার ওয়ারিসের মাল তার নিজের মাল অপেক্ষা প্রিয়। তোমার মাল তো তা-ই যা তুমি (মৃত্যুর) পূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছ, আর ওয়ারিসের মাল তা-ই যা রেখে তুমি মারা যাও।

৩৬১৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْهَأَكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَإِنَّمَا مَالُكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ *

৩৬১৪. আমার ইব্ন আলী (র) - - - মুতাররিফ (র) তার পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। পরে তিনি বললেন : মানুষ (আদম সন্তান) বলে, আমার মাল, আমার মাল। (হে মানুষ!) তোমার মাল তো তা, যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ কিংবা যা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ, অথবা যা তুমি সাদাকা করে কার্যকর করেছ।

৩৬১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ سَمِعَ أَبَا حَبِيبَةَ الطَّائِيَّ قَالَ أَوْصَى رَجُلٌ بَدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسُنِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَغْتَرِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يَهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَعُ *

৩৬১৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আবু হাবীবা তাঈ (র) বলেন : এক ব্যক্তি কিছু দীনার (আলাদা করে) আল্লাহর রাস্তায় দেয়ার ওয়াসিয়াত করলো। এ ব্যাপারে আবদারদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করলেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে দাসমুক্ত করে অথবা সাদাকা দেয়, তার উদাহরণ এরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি তৃপ্ত হওয়ার পর হাদিয়া দিয়ে থাকে।

৩৬১৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاحِقٌ أَمْرِيءٌ مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ أَنْ يَبْنِي لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ *

৩৬১৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের উচিত নয় যে, যা তার ওয়াসিয়াত করার ছিল, তাতে ওয়াসিয়াতের ব্যাপারে ওয়াসিয়াতনামা না লিখে দু'রাত অতিবাহিত করা।

৩৬১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ أَمْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ *

৩৬১৭. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমানের পক্ষে দু'টি রাত্রি এমন অবস্থায় অতিবাহিত করা উচিত নয় যে, কোন বিষয়ে তার ওয়াসিয়াত করার রয়েছে। অথচ তার নিকট তার ওয়াসিয়াতনামা লিখিত নেই।

৩৬১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ *

৩৬১৮. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে তাঁর উক্তি (রূপে) বর্ণিত।

৩৬১৯. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَإِنْ سَأِلِمَا أَخْبَرَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ أَمْرِيءٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَى مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي *

৩৬১৯. ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র) - - - - সালিম ইবন আবদুল্লাহ (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য এরূপ উচিত নয় যে, যার নিকট এমন বস্তু রয়েছে, যার ওয়াসিয়াত করা প্রয়োজন, অথচ সে তিন রাত এভাবে অতিবাহিত করে যে, তার নিকট তার ওয়াসিয়াতনামা না থাকে। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এ কথা বলতে শোনার পর থেকে আমার (এমন কোন সময়) অতিক্রান্ত হয় নি যে, আমার ওয়াসিয়াত (নামা) আমার কাছে ছিল না।

৩৬২০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ أَمْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ فَيَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ *

৩৬২০. আহমাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - সালিম ইবন আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতা সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয়, যে বিষয়ে তার ওয়াসিয়াত করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে ওয়াসিয়াতনামা না লিখে সে তিন দিন অতিবাহিত করে।

بَابُ هَذَا أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ ওয়াসিয়াত করেছিলেন কি ?

৩৬২১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِفْغُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ بَنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا قُلْتُ كَيْفَ كَتَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةَ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ *

৩৬২১. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্ন আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কোন ওয়াসিয়াত করেছিলেন ? তিনি বললেন : না। তিনি [তালহা (রা)] বলেন : আমি ইব্ন আবু আওফা (রা)-কে বললাম : তা হলে মুসলমানদের জন্য কিরূপে ওয়াসিয়াতের বিধান করেছেন ? তিনি বললেন : তিনি (নবী ﷺ) আল্লাহর কিতাব (প্রতিপালন)-এর ওয়াসিয়াত করেছেন।

৩৬২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الْأَعْمَشِ وَأَنْبَاءَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ *

৩৬২২. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে' (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দীনার, দিরহাম, বকরি এবং উট কিছুই রেখে যাননি, এবং (তাই) তিনি কোন কিছুর ওয়াসিয়াতও করেন নি।

৩৬২৩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُصَنَّبٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَمَا أَوْصَى *

৩৬২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে' (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দীনার, দিরহাম, বকরি, উট কিছুই রেখে যাননি, এবং (তাই) তিনি কোন কিছুর ওয়াসিয়াতও করেন নি।

৩৬২৪. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْهَذِيلِ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَاهِمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى لَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا *

৩৬২৪. জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হুযায়ল ও আহমদ ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দিরহাম, দীনার, বকরি, উট কিছুই রেখে যাননি, আর তিনি ওয়াসিয়াতও করেন নি। রাবী জা'ফর (র) দীনার ও দিরহামের কথা উল্লেখ করেন নি।

৩৬২৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ دَعَا بِالطُّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَأَنْخَنَتُ نَفْسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَشْعُرُ فَاِلَى مَنْ أَوْصَى *

৩৬২৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোক বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে ওয়াসিয়াত করেছেন। অথচ তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, তিনি পেশাব করার জন্য পাত্র চেয়েছিলেন; এর পরেই তিনি ঢলে পড়লেন (ইনতিকাল করেন), যা আমি অনুভব করতেও পারিনি। তাহলে তিনি কার কাছে ওয়াসিয়াত করলেন? তিনি কাউকে ওয়াসিয়াত করেছেন বলে আমার জানা নেই।

৩৬২৬. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرِي قَالَتْ وَدَعَا بِالطُّسْتِ *

৩৬২৬. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাত বরণ করেছেন, তখন তাঁর কাছে আমি ব্যতীত কেউ ছিল না। তিনি (পেশাব করার জন্য) পাত্র চেয়েছিলেন।

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

পরিচ্ছেদ : সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়াত করা প্রসঙ্গে

৩৬২৭. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ فَاتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُوذُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشُّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرَكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ *

৩৬২৭. আমর ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আমর ইব্ন সা'দ (র) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসলে আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। আমার কন্যা ছাড়া আর কোন ওয়ারিছ নেই। আমি কি আমার মালের দুই-তৃতীয়াংশ সাদাকা করে দেব? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন : হ্যাঁ; এক-তৃতীয়াংশ, আর

এক-তৃতীয়াংশও অধিক। কেননা তুমি যদি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও, তবে তা তাদেরকে এরূপ অভাববস্ত অবস্থায় রেখে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম যে, আর তারা মানুষের কাছে হাত পেতে (দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে) বেড়াবে।

৩৬২৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَلَفْظُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ *

৩৬২৮. আমার ইবন মানসূর ও আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মক্কায় থাকাকালে নবী ﷺ আমার রোগাবস্থায় আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলান্নাহু ! আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি ওয়াসিয়াত (আল্লাহর রাস্তায় দান) করতে চাই। তিনি বললেন : না। আমি বললাম : অর্ধেক সম্পত্তি ? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনের এক অংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক। তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও, এটা উত্তম এ থেকে যে, তুমি তাদেরকে অভাববস্ত রেখে যাবে। আর তারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াবে (মানুষের কাছে হাত পাতবে)।

৩৬২৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِمَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ أَوْ يَرْحَمَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ النَّصْفَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ *

৩৬২৯. আমার ইবন আলী (র) - - - - আমির ইবন সা'দ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : মক্কায় থাকাকালে তিনি যখন রোগাক্রান্ত হন, তখন নবী ﷺ তাঁকে দেখতে আসেন। তিনি যে স্থান হতে হিজরত করে গেছেন (মক্কা), সেখানে মৃত্যুবরণ করতে অপছন্দ করতেন। নবী ﷺ বললেন : আল্লাহু তা'আলা সা'দ ইবন আফরাকে রহম করুন। অথবা আল্লাহু সা'দ ইবন আফরাকে রহম করুন। এক কন্যা ব্যতীত তাঁর [সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর] আর কোন সন্তান ছিল না। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলান্নাহু ! আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি (দান) ওয়াসিয়াত করবো ? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : অর্ধেক ? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক। যদি তুমি

তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও, তবে তাতে তাদেরকে এমন অভাবগ্রস্ত রেখে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম যে, তারা মানুষের হাতে যা আছে তা পাওয়ার জন্য হাত পেতে বেড়াবে।

৩৬৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ سَعْدٍ قَالَ مَرَضَ سَعْدٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا وَسَاقِ الْحَدِيثِ *

৩৬৩০. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - সা'দ ইবন ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ (রা)-এর পরিবারের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সা'দ (রা) অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে যান। তখন তিনি [সা'দ (রা)] বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি আমার সমস্ত সম্পদ (দান করার) ওয়াসিয়াত করে যাব ? তিনি বললেন : না। হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

৩৬৩১. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَكَى بِمَكَّةَ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَاهُ سَعْدٌ بَكَى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمُوتُ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا قَالَ لَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ يَغْنَى بِثُلُثَيْهِ قَالَ لَا قَالَ فَنِصْفُهُ قَالَ لَا قَالَ فَثُلُثُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرَكَ بَنِيكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ *

৩৬৩১. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আন্বারী (র) - - - আমির ইবন সা'দ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখতে আসেন। সা'দ (রা) তাঁকে দেখে কেঁদে দিলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি কি ঐ স্থানেই মারা যাব, যেখান হতে আমি হিজরত করেছি? তিনি বললেন : না, ইনশা আল্লাহ্। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করার ওয়াসিয়াত করে যাব ? তিনি বললেন : না। তিনি বললেন, তাহলে অর্থাৎ- দুই-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : না। তিনি (সা'দ) বললেন : অর্ধেক ? তিনি বললেন : না। তিনি (সা'দ) বললেন তাহলে তৃতীয়াংশ ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক। যদি তুমি তোমার ছেলেদেরকে ধনবান রেখে যাও, তবে তা তাদেরকে অভাবগ্রস্ত হয়ে লোকের নিকট হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম।

৩৬৩২. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِي فَقَالَ أَوْصَيْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَمْ قُلْتُ بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ قُلْتُ هُمْ أَغْنِيَاءُ قَالَ أَوْصِ بِالْعَشْرِ فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ *

৩৬৩২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার অসুস্থতার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন এবং তিনি বললেন : তুমি কোন ওয়াসিয়াত করেছ কি ? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : কত ? আমি বললাম : আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় (দান করার ওয়াসিয়াত করেছি)। তিনি বললেন : তুমি তোমার সন্তানের জন্য কি রেখেছ ? আমি বললাম : তারা ধনী। তিনি বললেন : এক-দশমাংশ ওয়াসিয়াত কর। এভাবে তিনি বলতে থাকেন ; আর আমিও বলতে থাকি। অবশেষে তিনি বললেন : এক-তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়াত কর। আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক অথবা বড়।

৩৬৩৩. ۳۶۳۳. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ ۞ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِيَ كُلَّهُ قَالَ لَا قَالَ فَالْثُلُثُ قَالَ لَا قَالَ فَالْثُلُثُ قَالَ الْثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ *

৩৬৩৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনি অসুস্থ থাকাবস্থায় নবী ﷺ তাঁকে দেখতে আসেন। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কি আমার সমস্ত মালের জন্য ওয়াসিয়াত করবো ? তিনি বললেন : না। তিনি [সা'দ (রা)] বললেন : তাহলে অর্ধেক ? তিনি (নবী ﷺ) বললেন : না। তিনি [সা'দ (রা)] আবার বললেন : এক-তৃতীয়াংশের ? তিনি (নবী ﷺ) বললেন : এক-তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়াত করতে পার। আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক অথবা বড়।

৩৬৩৪. ۳۶۳۴. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۞ أَتَى سَعْدًا يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِثُلُثِي مَا لِيَ قَالَ لَا قَالَ فَأَوْصِي بِالنِّصْفِ قَالَ لَا قَالَ فَأَوْصِي بِالثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ الثُّلُثُ وَالْثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ فَقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ *

৩৬৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন ওলীদ ফাহুহাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ (রা) অসুস্থ থাকাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখতে যান। তখন সা'দ (রা) তাঁকে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কি আমার সমস্ত মালের দুই-তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়াত করতে পারি ? তিনি বললেন : না। তিনি [সা'দ (রা)] বললেন : তাহলে আমি কি আমার অর্ধেক মালের ওয়াসিয়াত করতে পারি ? তিনি (নবী ﷺ) বললেন : না। তিনি [সা'দ (রা)] বললেন : আমি কি এক-তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়াত করতে পারি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক অথবা বড়। আর যদি তুমি তোমার ওয়াসিয়াতদেরকে ধনী রেখে যাও, তবে তা উত্তম হবে এর থেকে যে, তুমি তাদের দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাবে, আর তারা (মানুষের কাছে) হাত পাতবে।

৩৬৩৫. ۳۶۳۵. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوَغَضُ النَّاسُ إِلَى الرَّبْعِ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۞ قَالَ الثُّلُثُ وَالْثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ *

৩৬৩৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন আক্বাস (রা) বলেন : যদি লোক ওয়াসিয়াত করতে গিয়ে এক-চতুর্থাংশে পর্যন্ত নেমে আসে, তবে তা-ই ঠিক হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তৃতীয়াংশ (ওয়াসিয়াত) করতে পার। আর এক-তৃতীয়াংশই অধিক বা বড়।

৩৬৩৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا قَالَ فَأَوْصِي بِنِصْفِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا قَالَ فَأَوْصِي بِثُلْثِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ *

৩৬৩৬. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - সা'দ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর নিকট আগমন করেন, তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। তিনি বললেন : আমার এক কন্যা ব্যতীত আর কোন সন্তান নেই। তাই আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি ওয়াসিয়াত (আল্লাহর রাস্তায় দান) করতে চাই। নবী ﷺ বললেন : না। তিনি (সা'দ) : তা হলে কি অর্ধেকের ওয়াসিয়াত করবো? নবী ﷺ বললেন : না। তিনি [সা'দ (রা)] বললেন : তাহলে কি এক-তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়াত করতে পারি? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক।

৩৬৩৭. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ أُسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دِينَارًا فَلَمَّا حَضَرَ جَدَّاهُ النُّخْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَالِدِي أُسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دِينَارًا كَثِيرًا وَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ أَذْهَبُ فَيَبْدُرُ كُلُّ تَمَرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَانَتْهَا أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَدْءُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى آدَى اللَّهُ أَمَانَةً وَالِدِي وَأَنَا رَاضٍ أَنْ يُؤَدَّى اللَّهُ أَمَانَةً وَالِدِي لَمْ تَنْقُصْ تَمَرَةً وَاحِدَةً *

৩৬৩৭. কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি ছয়জন কন্যা রেখে যান। আর তিনি তার উপর দেনাও রেখে যান। খেজুর কাটার সময় হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : আপনি অবগত আছেন যে, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, আর তিনি বহু দেনা রেখে গিয়েছেন। আমার মনে চায় যে, পাওনাদাররা যেন আপনাকে দেখে। তিনি (নবী ﷺ) জাবির (রা)-কে বললেন : তুমি গিয়ে প্রত্যেক প্রকারের খেজুরের পৃথক পৃথক স্তুপ লাগাও। আমি তা সম্পন্ন করে তাঁকে ডেকে আনলাম। যখন তারা তাঁকে দেখল, তখন তারা যেন

আমার প্রতি ঐ মুহূর্তে ক্ষুব্ধ হয়ে গেল। যখন (নবী ﷺ) তাদের এ অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি সর্ববৃহৎ স্তূপের চারদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং পরে এর উপর বসে পড়লেন। এরপর বললেন : তোমার সেই লোকদেরকে ডাক। এরপরে তিনি তাদেরকে পাত্র দ্বারা মেপে মেপে দিতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার পিতার আমানত (সমস্ত দেনা) আদায় করে দিলেন। আর সেখান থেকে একটা খেজুরও কমলো না। আমি শুধু চেয়েছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা আমার পিতার দেনা পরিশোধ করে দেন।

بَابُ قَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْمِيرَاثِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِمِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِيهِ

পরিচ্ছেদ : মীরাসের পূর্বে করয পরিশোধ করা এবং এ বিষয়ে জাবির (রা)-এর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনা বিরোধ

৩৬৩৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ تُوْفَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبِي تُوْفَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَحْلَهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ نَحْلَهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ دُونَ سِنِينَ فَاَنْطَلِقُ مَعِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِكَيْ لَا يَفْحَشُ عَلَى الْغُرَامِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدُورُ بَيِّدَرًا بَيِّدَرًا فَسَلَّمَ حَوْلَهُ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا الْغُرَامَ فَأَوْفَاهُمْ وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَخَذُوا *

৩৬৩৮. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা বহু করয রেখে ইনতিকাল করেন। (তিনি বলেন) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম : আমার পিতা করয রেখে ইনতিকাল করেছেন, আর তিনি তার খেজুর বাগানের উৎপাদন ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। আর এর উৎপাদন এমন যে, তাতে কয়েক বছর না মিলালে করয আদায় হবে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার সঙ্গে চলুন, যাতে পাওনাদাররা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার না করে। এ কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সঙ্গে আসলেন এবং প্রত্যেক স্তূপের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। তিনি প্রত্যেকটির নিকট গিয়ে সালাম করলেন এবং দু'আ করলেন, এর উপর বসলেন। আর তিনি পাওনাদারদের ডেকে তাদের পাওনা পরিশোধ করতে শুরু করলেন এবং তাদের দেনা পরিশোধ করে দিলেন। আর সে পরিমাণ অবশিষ্ট রইলো, যে পরিমাণ তারা নিয়ে গিয়েছিল।

৩৬৩৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تُوْفَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ حَرَامٍ قَالَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَاسْتَشْفَعْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ وَعِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَأَصْنَافَهُ ثُمَّ أَبْعَثْ إِلَيَّ قَالَ فَفَعَلْتُ فَجَاءَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ فَجَلَسَ فِي أَعْلَاهُ أَوْ فِي أَوْسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ لِقَوْمٍ قَالَ فَكَلْتُ لَهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ ثُمَّ بَقِيَ تَعْرِى كَانَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ *

৩৬৩৯. আলী ইবন হুজর (রা) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা) ইনতিকাল করেন। তিনি দেনা রেখে যান। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাওনাদারের কাছে এ মর্মে সুপারিশ করার আবেদন করলাম যাতে তারা তার (পিতার) কিছু ঋণ কমিয়ে দেয়। তিনি তাদের কাছে (তা) দাবীকরলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন : হে জাবির ! তুমি চলে যাও এবং প্রত্যেক প্রকার খেজুর পৃথক করে ফেল অর্থাৎ আজওয়া পৃথক কর এবং ইযক ইবন যায়দ পৃথক করে রাখ। এভাবে অন্যান্য প্রকারকে (পৃথক কর)। পরে আমার নিকট লোক পাঠাবে। জাবির (রা) বলেন : আমি (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথামত) কাজ করলাম। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে সর্বোচ্চ স্তূপের উপর অথবা মধ্যম স্তূপের উপর বসে বললেন : লোকদেরকে মেপে দিতে থাক। তিনি [জাবির (রা)] বলেন : আমি তাদেরকে মেপে দিতে লাগলাম এবং এভাবে তাদের পাওনা পরিশোধ করে দিলাম। আমার খেজুর অবশিষ্ট রইলো। মনে হলো যে, তা হতে কিছুই কমেনি।

٣٦٤. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَرَمِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَى أَبِي تَمْرٌ فَقَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ حَدِيقَتَيْنِ وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ نِصْفَهُ وَتُوَخَّرَ نِصْفَهُ فَأَبَى الْيَهُودِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْجُدَادَ فَأَذِنْتُ فَأَذِنْتُهُ فَجَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ يُجَدُّ وَيُكَالُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ حَتَّى وَفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ فِيمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ ثُمَّ اتَّيَتْهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنَ الثَّعِيمِ الَّذِي تُسْتَلُونَ عَنْهُ *

৩৬৪০. ইবরাহীম ইবন ইউনুস ইবন মুহাম্মাদ হারমী (রা) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা এক ইয়াহুদী হতে খেজুর ধার নিয়েছিলেন। তার দেনা আদায় না হতেই তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং দু'টি বাগান রেখে যান। ইয়াহুদীর (পাওনা) খেজুর দুই বাগানের সব ফলকে পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলেছিল। নবী ﷺ ইয়াহুদীকে বললেন : তুমি কি এরূপ করতে পার যে, তোমার খেজুরের অর্ধেক এ বছর এবং বাকী অর্ধেক আগামী বছর নিবে ? ইয়াহুদী এতে অস্বীকৃতি জানালো। তিনি জাবির (রা)-কে বললেন : তুমি খেজুর কাটার সময় আমাকে সংবাদ দিতে পারবে ? আমি খেজুর কাটার সময় তাঁকে খবর দিলাম। তিনি আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে আসলেন এবং খেজুরের নিচের দিক হতে মেপে মেপে ও কেটে দেওয়া শুরু করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বরকতের জন্য দু'আ করতে থাকলেন। ফলে তার সমস্ত পাওনা (আম্বারের বর্ণনা অনুসারে) আমাদের ছোট বাগানের খেজুর দ্বারাই আদায় হয়ে গেল। (আর বড় বাগান এমনই রয়ে গেল), জাবির (রা) বলেন : পরে আমি তাঁদের নিকট তাজা খেজুর এবং পানি পেশ করলাম। (সকলের

পানাহার শেষ হলে) পরে তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : এগুলো সেই নিয়ামত, যে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

৩৬৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَوَفَّى أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرْمَانِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الشُّمْرَةَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا فِيهِ وَفَاءً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمَرْبِدِ فَأَذِنِّي فَلَمَّا جَدَدْتَهُ وَوَضَعْتَهُ فِي الْمَرْبِدِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ غُرْمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ قَالَ فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٍ إِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضَّلَ لِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسَقَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ أَنْتَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ فَاتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَخْبَرْتُهُمَا فَقَالَا قَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلِكَ *

৩৬৪১. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা মারা যান এবং তাঁর উপর দেনা থেকে যায়। আমি আমার পিতার পাওনাদারদের ডেকে বললাম : তারা যেন তার দেনার বিনিময়ে এই খেজুর নিয়ে নেয়। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করলো। কেননা, তারা তাতে পরিশোধ দেখতে পেল না (তাদের কাছে খেজুরের পরিমাণ কম মনে হলো)। জাবির (রা) বলেন : এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ কথা বললাম। তিনি বললেন : তুমি যখন খেজুর কাটবে এবং উঠানে স্তূপকৃত করবে, তখন আমাকে সংবাদ দেবে। জাবির (রা) বলেন : আমি খেজুর কেটে উঠানে রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আবু বকর এবং উমর (রা)-কে সাথে নিয়ে আসলেন। তিনি এসে তার উপর বসে পড়লেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি বললেন : তুমি তোমার পাওনাদারদের ডেকে আন এবং তাদের পাওনা দিয়ে দাও। তিনি [জাবির (রা)] বলেন আমার পিতার কাছে যাদের পাওনা ছিল, তাদের সকলের পাওনা আদায় করে দিলাম, কারো পাওনা অবশিষ্ট রইলো না; বরং তের ওসাক^১ (খেজুর) অবশিষ্ট থেকে গেল। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই সংবাদ দিলে তিনি শুনে হাসলেন এবং বললেন : যাও তুমি আবু বকর এবং উমরকেও এ খবর দাও। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে এ খবর দিলে তারা বললেন : আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, নবী ﷺ যা করলেন, তার ফল এটাই হবে।

بَابُ إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

পরিচ্ছেদ : ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়াত করা বাতিল

৩৬৪২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ

১. এক ওসাক হলো- ষাট সা' এবং এক সা' হলো তিন সের এগার হটাক।

الرُّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ نَبِيٍّ حَقَّ حَقِّهِ وَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ *

৩৬৪২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আমর ইবন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবায় বললেন : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক দিয়ে দিয়েছেন আর ওয়ারিসদের জন্য ওয়াসিয়াত নেই (বৈধ নয়)।

৩৬৪৩. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ أَنَّ ابْنَ غَنْمٍ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ خَارِجَةَ ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنْ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلَا تَجُوزُ لِرِوَارِثِ وَصِيَّةٌ *

৩৬৪৩. ইসামাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - ইবন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকে লোকদের খুতবা দিচ্ছেন। তখন ঐ সওয়ারী (উট) জাবর কাটছিল এবং তার মুখ থেকে ফেনা বেয়ে পড়ছিল। তিনি তাঁর খুতবায় বললেন : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক লোকের মীরাসের হিসসা বণ্টন করে দিয়েছেন; কাজেই ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়াত করা বৈধ হবে না।

৩৬৪৪. أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَاسْمُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ نَبِيٍّ حَقَّ حَقِّهِ وَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ *

৩৬৪৪. উতবা ইবন আবদুল্লাহ মারওয়াযী (র) - - - - আমর ইবন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহীয়ান নামের মালিক আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, এখন আর ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়াতের অবকাশ নেই।

بَابُ إِذَا أَوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ

পরিচ্ছেদ : নিকটাত্মীয়ের জন্য ওয়াসিয়াত

৩৬৪৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذَرِ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا فَأَجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَابْنِي كَعْبُ بْنُ لُؤْيٍ يَابْنِي مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ يَابْنِي عَبْدُ شَمْسٍ

وَيَابْنِي عَبْدٍ مِّنَافٍ وَيَابْنِي هَاشِمٍ وَيَابْنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ انْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَا فَاطِمَةَ
انْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَابِلَهَا بِبِلَالِهَا *

৩৬৪৫. ইসহাক ইবন ইবরহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ** (অর্থঃ আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করে দিন।) এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (বিশেষভাবে) কুরায়শদের ডাকলেন। তারা একত্রিত হলে তিনি প্রথমে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে লোকদেরকে, পরে নিজের আত্মীয়দেরকে (সতর্ক করে) বললেন : হে কা'ব ইবন লুআঈয়ের বংশধর, হে বনী মুররা ইবন কা'ব, হে বনী আবদে শামস, হে আবদে মানাফের সন্তানেরা ! হে হাশেমিগণ, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ ! তুমি নিজেকে দোষখের আগুন হতে রক্ষা কর। এরপর তিনি নিজ কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বললেন : হে ফাতিমা ! নিজেকে দোষখের আগুন হতে রক্ষা কর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (আযাব হতে) রক্ষা করার মালিক নই। তবে তোমাদের আত্মীয়তা (রক্ত) সম্বন্ধ রয়েছে এবং তার আদ্র্ভতায় আমি আদ্র্ভিত করব।

۳۶۴۶. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ
مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوا
أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ
رَبِّكُمْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَكِنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ أَنَا بِأَلْهَا بِبِلَالِهَا *

৩৬৪৬. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - মুসা ইবন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (বললেন : হে আবদে মানাফের বংশধর ! তোমরা নিজেদেরকে ক্রয় করে নাও (আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা কর)। আমি তোমাদেরকে কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখি না; (আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে) সক্ষম নই। হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ ! তোমরা তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাও। আমি তোমাদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখি না। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারব না। কিন্তু আমার ও তোমাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। আমি তার আদ্র্ভতা দ্বারা নিজেকে আদ্র্ভিত করব (হক আদায় করব)।

۳۶۴۷. أَخْبَرَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
حِينَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَأَنْذَرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ
اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ
بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتُ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا *

৩৬৪৭. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর “وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ” “আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন” নাযিল হলো, তখন তিনি বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায় ! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট হতে ক্রয় করে নাও (আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা কর)। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ (আযাব) হতে রক্ষা করতে সক্ষম নই। হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা ! তোমরা নিজেদের ক্রয় করে নাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ (আযাব) হতে রক্ষা করতে পারব না। হে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ (আযাব) হতে রক্ষা করতে পারব না। হে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফুফী সফিয়া ! আমি আপনাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা ! তুমি যা ইচ্ছা আমার নিকট চাইতে পার, আমি তোমাকে আল্লাহ (আযাব) হতে রক্ষা করতে পারব না।

৩৬৪৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ سَلِينِي مَا شِئْتُ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا *

৩৬৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন “আপনি আপনার নিকটাত্মীয়কে সতর্ক করুন”, এ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে কুরায়শের লোকগণ ! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট হতে খরিদ কর (আযাব হতে রক্ষা কর)। আমি আল্লাহর (আযাবের) সামনে তোমাদেরকে কোন উপকার করতে পারব না। (রক্ষা করতে সক্ষম হবো না)। হে আবদে মানাফের বংশধরগণ ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না। হে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ! আমি তোমার কোন উপকার সাধন করতে পারব না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফী সফিয়া ! আমি আল্লাহর আযাব হতে আপনাকে রক্ষা করতে সক্ষম নই। হে ফাতিমা ! তুমি যা ইচ্ছা আমার নিকট চাইতে পার, আল্লাহর আযাব হতে তোমাকে রক্ষা করার সামর্থ্য আমার নেই।

৩৬৪৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ *

৩৬৪৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন “وَإِنذِرْ

عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে মুহাম্মাদ-তনয়া ফাতিমা! হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সফিয়া! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা! আল্লাহর বিপক্ষে আমি তোমাদের কোন কাজে আসব না (আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে সক্ষম নই)। তোমরা আমার মাল হতে যা ইচ্ছা চেয়ে নিতে পার।

إِذَا مَاتَ الْفَجَاءُ هَلْ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ

হঠাৎ মৃত্যু হলে মৃতের পক্ষ হতে তার পরিবারের সাদাকা করা কি মুস্তাহাব ?

৩৬০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ أُمِّي أَفْتَلَتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَتَصَدَّقْ عَنْهَا *

৩৬৫০. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : আমার আত্মা হঠাৎ ইনতিকাল করেছেন, আমার বিশ্বাস, যদি তিনি কথা বলার সময় পেতেন, তবে দান করার কথা বলতেন। আমি কি তার পক্ষ হতে সাদাকা করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তুমি তার পক্ষ হতে সাদাকা কর।

৩৬০১. أَنبَأَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ شَرْحِبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِي وَحَضَرَتْ أُمُّ الْوَفَاءِ بِالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهَا أَوْصِي فَقَالَتْ فِيمَ أَوْصِي الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ فَتَوَفَّيْتُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ فَقَالَ سَعْدٌ حَاطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَاطِطِ سَمَاءُ *

৩৬৫১. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - সা'দ ইবন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ নবী ﷺ-এর সাথে কোন যুদ্ধে বের হলেন, এ সময় তার মাতা মদীনায মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তাকে বলা হলো : আপনি ওয়াসিয়াত করুন। তিনি বললেন : আমি কিসের ওয়াসিয়াত করবো, মাল তো সা'দ-এর। সা'দ পৌছার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করলেন। সা'দ (রা) আসলে তার নিকট একথা বলা হলে তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি তার পক্ষ হতে সাদাকা করি, তবে কি তার কোন উপকার হবে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, তখন সা'দ একটি বাগানের নাম নিয়ে বললেন : আমি তা তার পক্ষ হতে সাদাকা করলাম।

فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ النَّبِيِّ

মৃতের পক্ষ হতে সাদাকার ফযীলত

৩৬০৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ *

৩৬০৭. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোন লোক মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন প্রকার আমল (জারি থাকে)। (প্রথম) সাদাকা জারিয়া (চলমান সাদাকা); (দ্বিতীয়) ঐ ইল্ম, যা দ্বারা অন্য লোক উপকৃত হয়; (তৃতীয়) নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।

৩৬০৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوَصِّرْ فَهَلْ يَكْفُرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ *

৩৬০৮. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বললেন : আমরা পিতা কিছু মাল রেখে মারা গেছেন, কিন্তু তিনি ওয়াসিয়াত করেন নি। আমি যদি তার পক্ষ হতে সাদাকা করি, তবে কি তা- তার জন্য কাফফারা হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

৩৬০৯. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّيْ أَوْصَتْ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً نُؤْبِيَةٌ أَفِيْجُزِيْ عَنْهُ أَنْ أَعْتِقَهَا عَنْهَا قَالَ أُتْبِتِيْ بِهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ مَنْ رَبُّكَ قَالَتْ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاعْتِقِيْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ *

৩৬০৯. মুসা ইব্ন সাঈদ (র) - - - শারীদ ইব্ন সুআয়দ সাকাফী (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : আমার মাতা একটি গোলাম আযাদ করার ওয়াসিয়াত করেছেন। আর আমার নিকট একটি হাবশী দাসী রয়েছে, আমি যদি তাকে আমার মার পক্ষ হতে মুক্ত করি, তবে কি তা যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন : তাকে (সেই দাসীকে) আমার নিকট নিয়ে এসো। পরে আমি তাকে তাঁর নিকট নিয়ে গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : তোমার রব কে? সে বলল : আমার রব আল্লাহ। তিনি তাকে বললেন : আমি ক? সে বলল : আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন : তাকে মুক্ত করে দাও, সে ঈমানদার।

৩৬৫৫. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ سَعْدًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ *

৩৬৫৫. হুসায়ন ইবন সৈসা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমার মাতা ইনতিকাল করেছেন, কিন্তু তিনি কোন ওয়াসিয়াত করে যাননি। আমি কি তার পক্ষ হতে সাদাকা করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, (করতে পার)।

৩৬৫৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي تَوَفَّيْتُ أَفَيَنْفَعُنِي إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ لِي مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا *

৩৬৫৬. আহমাদ ইবন আযহার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তার (আমার) মাতা ইনতিকাল করেছেন। তার পক্ষ হতে আমি সাদাকা করলে তার কি কোন উপকার করবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে বললে : আমার একটি বাগান আছে। আমি আপনাকে সাক্ষী রাখলাম, আমি তা তাঁর পক্ষ হতে সাদাকা করলাম।

৩৬৫৭. أَخْبَرَنِي هُرُوثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ أَفِيَجْزِي عَنْهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا قَالَ أَعْتِقَ عَنْ أُمِّكَ *

৩৬৫৭. হারুথ ইবন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ ইবন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : আমার মাতা মান্নুত (অনাদায়ী) রেখে ইনতিকাল করেছেন, আমি তাঁর পক্ষ হতে দাসমুক্ত করলে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তুমি তোমার মাতার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ কর।

৩৬৫৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو يُونُسَ الصَّيْدَلَانِيُّ عَنْ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ أَسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتَوَفَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৫৮. মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ সায়দালানী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ ইবন উবাদা

(রা) হতে বর্ণিত। তিনি (নবী ﷺ -কে) জিজ্ঞাসা করলেন : তাঁর মায়ের মান্নত সম্পর্কে যে, তিনি তা পূর্ণ করার পূর্বেই মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তা তাঁর পক্ষ হতে আদায় কর।

৩৬৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدْقَةَ الْحِمَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ أَسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَمَا تَرَ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৫৯. মুহাম্মাদ ইবন সাদাকা হিমসী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ ইবন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর মাতার মান্নত সম্পর্কে, তিনি তা আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। তিনি বললেন : তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

৩৬৬০. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ مَزِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْتَفْتَى سَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتَوَقُّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৬০. আব্বাস ইবন ওয়ালীদ ইবন মজীদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইবন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, তার মাতার মান্নত সম্পর্কে, তা আদায় করার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি বললেন : তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

نَحْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ

সুফিয়ানের বর্ণনায় বর্ণনা বিরোধ

৩৬৬১. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتَوَقُّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৬১. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। সা'দ ইবন উবাদা (রা) নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর মাতার উপর মান্নত ছিল, তা আদায় করার আগেই তিনি মারা যান। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

৩৬৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا *

৩৬৬২. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমার মা তাঁর (অনাদায়ী) মান্নত রেখে ইনতিকাল করলেন। আমি নবী ﷺ-কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলে, তখন (নবী ﷺ) আমাকে তাঁর পক্ষ হতে তা আদায় করার আদেশ দিলেন।

৩৬৬৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْإِنصَارِيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتَوَفَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৬৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। সা'দ ইবন উবাদা আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মান্নত সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করলেন যা তাঁর মায়ের যিম্মায় ছিল এবং তা তিনি আদায়ের আগে মারা যান। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় কর।

৩৬৬৪. أَخْبَرَنَا هَرُونَ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৬৪. হারুন ইবন ইসহাক হামাদানী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইবন উবাদা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : আমার মার উপর মান্নত ছিল, কিন্তু তিনি তা আদায় না করে মারা যান। তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন : তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

৩৬৬৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقَى الْمَاءِ *

৩৬৬৫. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - সা'দ ইবন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার মাতা ইনতিকাল করেছেন, আমি কি তার পক্ষ হতে সাদাকা করব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : কোন্ সাদাকা উত্তম ? তিনি বললেন : পানি পান করানো (-র ব্যবস্থা করা)।

৩৬৬৬. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقَى الْمَاءِ *

৩৬৬৬. আবু আশ্মার হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - সা'দ ইবন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কোন সাদাকা উত্তম ? তিনি বললেন : পানি পান করানো।

৩৬৬৭. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ أَفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقَى الْمَاءِ فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ *

৩৬৬৭. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - সা'দ ইবন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মাতা ইনতিকাল করলে, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার মা ইনতিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ হতে সাদাকা করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি (সা'দ (রা) বললেন : কোন সাদাকা উত্তম ? তিনি বললেন : পানি পান করানো। সেটাই মদীনায় (এখনো) সা'দ -এর পানি পান করানোর ব্যবস্থাপনা (অব্যাহত রয়েছে)।

الْأَنَّهُ عَنِ الْوَلَايَةِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ

ইয়াতীমের মালের অভিভাবক হওয়ার নিষেধাজ্ঞা

৩৬৬৮. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي لِأَتَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيْنِ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ *

৩৬৬৮. আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ আমাকে বললেন : হে আবু যর ! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি। আর আমি আমার জন্য যা ভালবাসি, তা তোমার জন্যও ভালবাসি। কখনও দুই ব্যক্তির 'আমীর' (পরিচালক) হবে না এবং ইয়াতীমের মালের ওলী হবে না।

مَالِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ

ইয়াতীমের মালের দায়িত্ব পালনকালে কি সুযোগ গ্রহণ করবে

৩৬৬৯. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَاذِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ *

৩৬৬৯. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আমর ইবন শুআযব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললো : আমি গরীব, আমার কিছুই নেই, আর আমার (দায়িত্বে) একজন ইয়াতীম রয়েছে। তিনি বললেন : তুমি ইয়াতীমের মাল হতে ভক্ষণ কর; কিন্তু অতিরিক্ত এবং বাহুল্য খরচ করো না, (নাহক খাবে না) আর নিজের জন্য মাল জমা করবে না।

৩৬৭০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ ابْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ وَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا قَالَ اجْتَنِبِ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ إِلَى قَوْلِهِ لَاعْنَتُكُمْ *

৩৬৭০. আহমাদ ইবন উসমান ইবন হাকীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অর্থ : তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত ইয়াতীমের মালের নিকটবর্তী হয়ো না।) এবং সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অর্থ : যারা অন্যায়াভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করে.....) নাযিল হলো, তখন লোক ইয়াতীমের মালের নিকট যাওয়া এবং তাদের খাদ্যের নিকট যাওয়া হতে নিজেকে দূরে রাখতে লাগলো। মুসলমানদের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লো। এ ব্যাপারে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট অভিযোগ করলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : سَأَلْتَنِيكَ (অর্থ : তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তাদের জন্য সংযত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করাই উত্তম)।

৩৬৭১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا قَالَ كَانَ يَكُونُ فِي حَجَرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمِ فَيَغْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَأَنِيتَهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ تَخَالَطَوْهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَاحِلٌ لَهُمْ خُلُطَتُهُمْ *

৩৬৭১. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) এ আয়াত سَأَلْتَنِيكَ (অর্থ : যদি তাদের সাথে মিশ্রিত কর (সম্মিলিত রান্নাবান্না ইত্যাদি . . .) তবে তারা তো তেমাদের দীনী ভাই-ই।) ইয়াতীমের মাল তাদের মালের সাথে মিশ্রিত করার অনুমতি দিলেন।

اجْتِنَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

পরিচ্ছেদ : ইয়াতীমের মাল খাওয়া থেকে বিরত থাকা

٣٦٧٢. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ قَالَ الشُّرْكُ بِاللَّهِ وَالشَّعْ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزُّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ *

৩৬৭২. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : তোমরা ধ্বংস আনয়নকারী সাত বস্তু হতে আত্মরক্ষা করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেগুলো কি? তিনি বললেন : (তা হলো) : ১. আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. যে প্রাণ আল্লাহ নিষিদ্ধ (মর্যাদা-সম্পন্ন) করেছেন তা (আইনগত) যথার্থ কারণ ব্যতীত (অন্যায়ভাবে কাউকে) হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল খাওয়া, ৬. যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, ৭. মু'মিন (সরলা সতী) মহিলাদের প্রতি ব্যভিচারের (মিথ্যা) অপবাদ দেয়া।

১. নাসাঈ-র রিওয়াযাতে الشَّع শব্দ রয়েছে যার অর্থ অতিশয় লোভজনিত কৃপণতা। তবে বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে السَّحَر শব্দ রয়েছে যার অর্থ যাদু করা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ النُّحْلِ

অধ্যায় : বিশেষ দান

ذِكْرُ اخْتِلَافِ الثَّاقِلَيْنِ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي النُّحْلِ

‘নাহল’ সম্পর্কিত নু‘মান ইব্ন বশীর (রা)-এর হাদীসের বর্ণনায় বিরোধ

৩৬৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ وَأَنْبَاءَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ يُشْهَدُهُ فَقَالَ أَكَلٌ وَلَدَكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَأَرَدْنَاهُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

৩৬৭৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - নু‘মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে একটি দাস দান করলেন। এরপর তিনি এর সাক্ষী রাখার জন্য নবী ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন : তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে দান করেছো? তিনি বললেন : না। তিনি বললেন : তা হলে তা প্রত্যাহার করে নাও।

৩৬৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ النُّعْمَانَ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ (بْنِ بَشِيرٍ) أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلٌ وَلَدَكَ نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَرْجِعْهُ *

৩৬৭৪. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - নু‘মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : আমি আমার একটি গোলাম আমার এ

ছেলেকে দান করেছি। তিনি বললেন : তুমি তোমার প্রত্যেক সন্তানকেই দান করেছ ? তিনি বললেন : না।
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি তা (তোমার দান) ফিরিয়ে নাও।

৩৬৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِأَبْنِهِ النُّعْمَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلُ بَنِيكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ *

৩৬৭৫. মুহাম্মাদ ইবন হাশিম (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা বশীর ইবন সা'দ (রা) তার ছেলে নু'মানকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আমার এই ছেলেকে একটি দাস দান করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার সকল ছেলেকে কি দান করেছ ? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না। তিনি বললেন : তাহলে তা ফিরিয়ে নাও।

৩৬৭৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانَ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَاهُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالنُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَنْفِذَهُ أَنْفِذْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلُ بَنِيكَ نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْزُدْهُ *

৩৬৭৬. আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ (র) - - - - বশীর ইবন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নু'মান ইবন বশীরকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন : আমি আমার এই ছেলেকে একটি দাস দান করেছি। যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি এই দান বহাল রাখবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে দান করেছ ? বশীর বললেন : না। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তুমি তা ফিরিয়ে নাও।

৩৬৭৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَا نَحْلَةَ نَحَلَهُ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ أَشْهَدُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى مَا نَحَلْتَ ابْنِي فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَشْهَدَهُ *

৩৬৭৭. আহমাদ ইবন হারব (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে কিছু দান করলেন ; তখন তাঁর মাতা তাঁর পিতাকে বললেন : এই দানের জন্য আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সাক্ষী রাখুন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে একথা তাঁর কাছে উল্লেখ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য সাক্ষী হওয়া অপছন্দ করলেন।

৩৬৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بَشِيرٍ أَنَّهُ نَحَلَ ابْنَهُ غُلَامًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَرَادَ أَنْ يُشْهَدَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَكُلْ وَلَدَكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَا قَالَ لَا قَالَ فَأَرَدُوهُ *

৩৬৭৮. মুহাম্মাদ ইবন মুআম্মার (র) - - - - বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার এক ছেলেকে একটি দাস দান করলেন, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে নবী ﷺ-কে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখতে ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন : তুমি কি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে অনুরূপ দান করেছ ? তিনি (বশীর) বললেন : না। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : তাহলে তা (এই দান) ফিরিয়ে নাও।

۳۶۷۹. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ بَشِيرًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ نَحْلَةً قَالَ أَعْطَيْتَ لِاخْوَتِهِ قَالَ لَا قَالَ فَأَرَدُوهُ *

৩৬৭৯. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) - - - - উরওয়া (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, বশীর (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : হে আল্লাহর নবী ! আমি নু'মানকে কিছু দান করেছি। তিনি বললেন : তুমি কি তার ভাইদেরকেও দান করেছ ? বশীর বললেন : না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি তা ফিরিয়ে নাও।

۳۶۸۰. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا قَالَ كُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتُ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتُ النُّعْمَانَ *

৩৬৮০. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক (র) - - - - নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর পিতা তাঁকে নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন, এবং বললেন : আপনি সাক্ষী থাকুন আমি আমার ছেলে নু'মানকে আমার এই এই মাল দান করেছি। তিনি বললেন : তুমি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে অনুরূপ দান করেছ, যা নু'মানকে করেছ ?

۳۶۸۱. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانَ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ يُشْهَدُ عَلَى نَحْلِ نَحْلِهِ إِيَّاهُ فَقَالَ أَكُلْ وَلَدَكَ نَحَلْتُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا أَشْهَدُ عَلَى شَيْءٍ أَلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذَا *

৩৬৮১. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আসেন, তাকে যে দান করেন তার ব্যাপারে তাঁকে সাক্ষী করার জন্য। তখন তিনি বললেন : তোমার

প্রত্যেক ছেলেকেই কি তার দানের মত দান করেছ ? তিনি বললেন : না। তিনি ^{রাসূলুল্লাহ} বললেন : তাহলে এ ধরনের ব্যাপারে আমি সাক্ষী থাকছি না। বশীরকে বললেন : তোমাকে আনন্দিত করে না যে, তারা (পুত্ররা) সকলেই তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করুক। তিনি বললেন : হ্যাঁ-অবশ্যই। তখন তিনি বললেন : তবে এমন (কাজ) করো না (সাক্ষী বানিয়ে না)।

٣٦٨٢. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الثُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةً رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَّاهُ فَوَهَبَهَا لَهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةً رَوَاحَةَ قَاتَلْتَنِي عَلَى الذِّي وَهَبْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَشِيرُ أَلَمْ وَلَدَ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَكُلُّهُمْ وَهَبَتْ لَهُمْ مِثْلَ الذِّي وَهَبْتَ لِابْنِكَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا تُشْهَدْنِي إِذَا فَنَيْتُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْزٍ *

৩৬৮২. মুসা ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার মাতা, রাওয়াহার কন্যা তার পিতার কাছে তার মাল হতে তার পুত্রের জন্য কিছু দান দাবি করলেন। তিনি এক বছর পর্যন্ত এ ব্যাপারে টাল-বাহানা করতে লাগলেন। পরে ভাল মনে হলে তিনি তাকে দান করলেন। তিনি (নু'মানের মা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ^{রাসূলুল্লাহ} -কে সাক্ষী না করা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। এরপর তিনি (নু'মানের পিতা রাসূলুল্লাহ ^{রাসূলুল্লাহ} -এর নিকট গিয়ে) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এর মা রাওয়াহার কন্যা একে কিছু দান করার জন্য আমার সাথে ঝগড়া করায় আমি তাকে দান করেছি। রাসূলুল্লাহ ^{রাসূলুল্লাহ} বললেন : হে বশীর ! এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরও ছেলে আছে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ^{রাসূলুল্লাহ} বললেন : তুমি এই ছেলেকে যেরূপ দান করেছ, সেরূপ তাদের সকলকে দান করেছ ? তিনি বললেন : না। তখন রাসূলুল্লাহ ^{রাসূলুল্লাহ} বললেন : তাহলে তুমি আমাকে সাক্ষী রেখো না। কেননা আমি যুলুমের সাক্ষী হই না।

٣٦٨٣. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الثُّعْمَانِ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّيْ بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى أَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةً رَوَاحَةَ طَلَبْتُ مِنِّي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهَدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَا بَشِيرُ أَلَمْ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَهَبْتُ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتُ لَهُذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهَدْنِي إِذَا فَنَيْتُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْزٍ *

৩৬৮৩. আবু দাউদ (র) - - - - নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মাতা আমার পিতার নিকট

আমার জন্য কিছু দান চাইলে তিনি আমাকে তা দান করলেন। তখন আমার মাতা বললেন : রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সাক্ষী না করা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। তিনি নু'মান (রা) বলেন : আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট নিয়ে গেলেন। ঐ সময় আমি ছোট বালক ছিলাম। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর মা, রওয়াহার কন্যা আমার নিকট কিছু দান চায় এবং এতে আপনি সাক্ষী থাকলে সে সন্তুষ্ট হবে। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : হে বশীর ! এই ছেলে ব্যতীত তোমার আর কোন ছেলে আছে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তুমি একে যা দান করেছো তাকেও কি এই দানের অনুরূপ দান করেছ ? তিনি বললেন : না। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তাহলে তুমি আমাকে সাক্ষী রেখো না। কারণ আমি যুলুমের সাক্ষী হই না।

৩৬৮৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرْتُ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمْرَأَتِي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا نُعْمَانَ بِصَدَقَةٍ وَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ لِهَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرِ *

৩৬৮৪. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, বশীর ইবন সা'দ রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বললেন : আমার স্ত্রী, আমার বিন্ত রাওয়াহা আমাকে তার ছেলে নু'মানকে কিছু দান করতে বলছে; সে আরো বলছে যে, আমি যেন এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী রাখি। নবী পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : এই ছেলে ব্যতীত তোমার কি আরো ছেলে আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : একে যেমন দান করেছ, তাদেরকেও তেমন দান করেছ ? তিনি বললেন : না। তিনি (রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তাহলে তুমি আমাকে যুলুমের সাক্ষী রেখো না।

৩৬৮৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْبَةَ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَنْبَاءُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَتَصَدَّقْتُ عَلَى ابْنِي بِصَدَقَةٍ فَاشْهَدْ فَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ *

৩৬৮৫. আহমাদ ইবন সুলায়মান ও মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উত্বা ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললো : আমি আমার ছেলেকে কিছু দান করেছি। আপনি এর সাক্ষী থাকুন। তিনি বললেন : এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরো ছেলে আছে কি ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : এই ছেলেকে যেমন দান করেছ, তাদেরকেও কি তেমন দান করেছ সে বললো : না। তিনি বললেন : আমি (কি) যুলুমের সাক্ষী হবো ?

৩৬৮৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ فِطْرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ الثَّعْنَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ ذَهَبَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ لَكَ وَلَدٌ غَيْرٌ قَالَ نَعَمْ وَصَفُ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا أَلَا سَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ *

৩৬৮৬. উবায়দুল্লাহ ইবন সাদ্দ (র) - - - - মুসলিম ইবন সুবায়হ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নু'মান ইবন বশীর (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি : আমার পিতা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন, আমাকে যা দান করেছেন, তাঁকে তার সাক্ষী করার জন্য। তিনি বললেন : এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরো ছেলে আছে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি তালুর সাথে হাত একত্রিত করে ইশারা করে বললেন যে, তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করলে না কেন ?

৩৬৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ فِطْرِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ الثَّعْمَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ أُتِطَلَّقُ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَوَّ بَيْنَهُمْ *

৩৬৮৭. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) - - - - নু'মান (রা) খুতবা দিতে গিয়ে বলেন : আমার পিতা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন, তিনি আমাকে যে দান করেন, তাঁকে তার সাক্ষী করার জন্য। তিনি বললেন : এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরও ছেলে আছে কি ? তিনি (পিতা) বললেন : হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : তাদের মধ্যে সমতা বিধান কর।

৩৬৮৮. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الثَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ أَعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ *

৩৬৮৮. ইয়াকুব ইবন সুফিয়ান (র) - - - - জাবির ইবন মুফায্যাল ইবন মুহাল্লাব (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবন বশীর (রা)-কে খুতবায় বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের ছেলেদের মধ্যে (সমতা এবং) ইনসাফ করবে, তোমরা তোমাদের ছেলেদের মধ্যে (সমতা এবং) ইনসাফ করবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْهَبَةِ

অধ্যায় : হিবা

مِبَّةُ الْمُشَاعِ

শরীকী বস্তু হিবা করা

٣٦٨٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَتْهُ وَفْدٌ هَوَازَنٍ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصْلُ وَعَشِيرَةٌ وَقَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ فَأَمْنُنْ عَلَيْنَا مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ اخْتَارُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ فَقَالُوا قَدْ خَيْرَتْنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا بَلْ نَخْتَارُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوْ الْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا صَلَّوْا الظُّهْرَ قَامُوا فَقَالُوا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَمَا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ فَلَا وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ أَمَا أَنَا وَبَنُو فِزَارَةَ فَلَا وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَمَا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَلَا فَقَامَتِ بَنُو سُلَيْمٍ فَقَالُوا كَذَبْتَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْنِهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ مِنْ هَذَا الْفَىءِ بِشَيْءٍ فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضٍ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفَيْئُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَرَكِبَ النَّاسُ أَقْسَمَ عَلَيْنَا فَيَأْتَانَا فَالْجَوُّهُ إِلَى شَجَرَةٍ فَخَطِفَتْ

رِدَاءَهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لَكُمْ شَجَرًا تِهَامَةً نَعَمًا قَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَمْ تَلْقُونِي بِخَيْلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوبًا ثُمَّ أَتَى بَعِيرًا فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ هَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هَذِهِ إِلَّا خُمْسٌ وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِكَبَّةٍ مِنْ شَعْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةَ بَعِيرٍ لِي فَقَالَ أَمَا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ أَوْبَلَفْتُ هَذِهِ فَلَا أَرَبَ لِي فِيهَا فَنَبَذَهَا وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيِطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৩৬৮৯. আমর ইবন যায়দ (র) - - - আমর ইবন শুআয়ব (র) তাঁর পিতা সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : (একদা) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ছিলাম, এমন সময় হাওয়াযিন গোত্রের এক প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট এসে বললো : হে মুহাম্মাদ! আমরা আরবের একটি গোত্র। আমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে, তা আপনার নিকট গোপন নয়। অতএব আপনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ করবেন। তিনি বললেন : তোমরা দুইটার যে কোন একটা গ্রহণ কর। হয়তো তোমাদের মাল-দৌলত নিয়ে যাও, অথবা তোমাদের নারী ও সন্তানদের নিয়ে যেতে পার। তারা বললো : আপনি আমাদেরকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একটা গ্রহণ করতে বলেছেন। অতএব আমরা আমাদের নারী ও সন্তানদের নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (গনীমতের মালে) আমার এবং আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের যে অংশ রয়েছে, আমি তা তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি যুহরের সালাত আদায় করলে তোমরা দাঁড়িয়ে বলবে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উসিলায় মু'মিনদের (অথবা মুসলমানদের) নিকট আমাদের নারী এবং সম্পদের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করছি। বর্ণনাকারী বলেন: লোকেরা যুহরের সালাত আদায় করলে তারা ঐরূপই বললো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যা আমার এবং আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের অংশ রয়েছে, তা তোমাদের। এ কথা শুনে মুহাজিরগণ বললেন : আমাদের অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য। আনসারগণও বললেন : আমাদের অংশও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য। আকরা ইবন হাবিস (রা) বললেন : আমি এবং বনু তামীম এতে রাযী নই। উয়ায়না ইবন হিসন (রা) বললেন : আমি এবং বনু ফাযারাও এতে সম্মত নই। আক্বাস ইবন মিরদাস (রা) বললেন : আমি এবং বনু সুলায়ম এতে নেই। তখন বনু সুলায়ম-এর লোক দাঁড়িয়ে বলল, তুমি মিথ্যা বলছ, আমাদের যা কিছু রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে লোক সকল! তাদের নারীদের এবং সন্তানদের ফেরত দিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি বিনিময় ব্যতীত দিতে না চায়, মহান মহীয়ান আল্লাহ আমাদের সর্বপ্রথম যে গনীমত দিবেন তা থেকে তাকে ছয়টি উট দেয়া হবে। এই বলে তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর পিছু নিল (এবং ঘেরাও করে রাখল) এবং তারা বলতে লাগলো : আমাদের গনীমতের মাল বন্টন করে দিন। লোকেরা তাঁকে একটি গাছের নিকট নিয়ে গেল এবং গাছে তাঁর চাদর আটকে দিল। তিনি বললেন : হে লোকসকল! আমার চাদর আমাকে ফিরিয়ে দাও। আল্লাহর শপথ! যদি তিহামার (মরু আরবের) গাছের সমসংখ্যক জন্তু আমার নিকট থাকে, তবে তা আমি তোমাদের মাঝে বন্টন করে দেব। তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীর ও মিথ্যাবাদী পাবে না। পরে তিনি একটি উটের নিকট

এসে তার কুঁজের পশম তুলে নিয়ে বললেন : শোন, আমি তোমাদের এই গনীমতের মালের কিছুই নেব না, এমনকি পশমও নেব না; শুধু খুমুসই (পঞ্চমাংশ) নিতে চাই আর এই খুমুস বা পঞ্চমাংশও তোমাদের জন্যই ব্যয় হবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি হাতে কিছু চুলের গুচ্ছ নিয়ে তাঁর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি এটা এইজন্য নিয়েছি, যেন এর দ্বারা আমি আমার উটের চাদর ঠিক করতে পারি। তিনি বললেন : যা আমার এবং আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের, তা তোমার। সে ব্যক্তি বললো : যখন ব্যাপারটি এই পর্যন্ত পৌঁছেছে, তখন আমার এর প্রয়োজন নেই। সে চুলের গুচ্ছ ফেলে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে লোক সকল ! তোমাদের যার কাছে যা আছে, এমন কি সুঁই-সুতা পর্যন্ত ফেরত দাও। কেননা গনীমতের মাল চুরি করা লজ্জার ব্যাপার; আর কিয়ামতের দিন তা তার (চোরের) জন্য লজ্জা ও অপমানের কারণ হবে।

رُجُوعُ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاظِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

পিতা কর্তৃক সন্তানকে দান করে তা ফেরত নেয়া এবং এ বিষয়ের হাদীসে বর্ণনাকারীদের বিরোধ

৩৬৭৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ *

৩৬৯০. আহমাদ ইবন হাফস (র) - - - - আমর ইবন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যেন কাউকে কিছু দান করে তা ফেরত না নেয়, কিন্তু পিতা তার সন্তানকে (দান করে তা ফেরত নিতে পারবে)। কেননা, যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরত নেয়, সে ঐ ব্যক্তির মত, যে বমি করে তা পুনরায় ভক্ষণ করে।

৩৬৭৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسُ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطَى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطَى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ إِذَا شَبِعَ قَاءً ثُمَّ عَادَ فِي قَيْتِهِ *

৩৬৯১. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - ইবন উমর ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উল্লীত (মারফূ') করেছেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কারো জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে কাউকে দান করে তা ফেরত নেবে। কিন্তু পিতা যা সে তার সন্তানকে দান করে (তা নিতে পারে)। কাউকে কিছু দান করে তা ফেরত নেয়া ঐ কুকুরের মত, যে অত্যধিক খাওয়ার পর বমি করে, সে বমি আবার খায়।

৩৬৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَلَنجِيُّ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَهُوَ مَوْلَى

بَنِي هَاشِمٍ عَنْ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقْبِئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ *

৩৬৯২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ জালানজী মাকদিসী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরৎ নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে সে বমি আবার খায়।

৩৬৯৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ
فِيهَا إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ قَالَ طَاوُسُ كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ عَائِدٌ فِي قَيْنِهِ فَلَمْ نَذَرَ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ
مَثَلًا قَالَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَقْبِئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ *

৩৬৯৩. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কাউকে কিছু দান করে তা ফেরত নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। কিন্তু (পিতা) পুত্র হতে (ফেরত নিতে পারে)। তাউস (রা) বলেন : আমি ছোটবেলায় ‘নিজের বমি লেহনকারী’ কথাটি শুনতাম, কিন্তু বুঝতে পারিনি যে, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা দান ফেরত গ্রহণকারীর) উপমা স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন : যে এরূপ করে, তার উদাহরণ ঐ কুকুরের ন্যায়, যে খেয়ে বমি করে, এরপর সে তা আবার খায়।

ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণনায় বিরোধ

৩৬৯৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ
حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْنِهِ فَيَأْكُلُهُ *

৩৬৯৪. মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দানের পর তা আবার ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে।

৩৬৯৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ
قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ
مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ قَاءَ
ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَآكَلَهُ *

৩৬৯৫. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কিছু দান (প্রদান) করে তা ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পুনরায় সে বমি ভক্ষণ করে।

۳۶۹۶. أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ بَكَّارٍ
بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ
بِهَذَا الْحَدِيثِ *

৩৬৯৬. হায়দ্রাম ইবন মারওয়ান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে সে বমি আবার ভক্ষণ করে।

۳۶۹۷. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ *

৩৬৯৭. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দান করে যে ফেরত নেয়, সে বমি করে সে বমি ভক্ষণকারীর ন্যায়।

۳۶۹৮. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ *

৩৬৯৮. আবুল আশ'আস (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী বমি করে তা পুনঃভক্ষণকারীর ন্যায়।

۳۶۹۹. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ
السَّوِّءِ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ *

৩৬৯৯. মুহাম্মাদ ইবন আলা' (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'কু' দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী বমি করে সে বমি পুনঃ ভক্ষণকারীর ন্যায়।

৩৭০০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الْعَائِدِ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ *

৩৭০০. আমর ইবন যুরারা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মন্দ উপমা আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী, বমি করে তা পুনঃ ভক্ষণকারীর কুকুরের ন্যায়।

৩৭০১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الرَّاجِعِ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ فِي قَيْبِهِ *

৩৭০১. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মন্দ উদাহরণ আমাদের জন্য স্বীকার্য নয়। দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী এ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে সে বমি পুনঃ ভক্ষণ করে।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى طَاوُسٍ فِي الرَّاجِعِ فِي هَيْبَتِهِ

দানকরে পুনঃগ্রহণকারী সম্পর্কে তাউস (রা)-এর হাদীসে বর্ণনায় বিরোধ

৩৭০২. أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ *

৩৭০২. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দান করে যে ফেরত নেয়, সে এ কুকুরের মত, যে বমি করে সে বমি আবার খায়।

৩৭০৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ *

৩৭০৩. আহমাদ ইবন হারব (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দান করে ফেরত গ্রহণকারী ব্যক্তি এ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে সে বমি ভক্ষণ করে।

৩৭০৪. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ حُسَيْنُ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ
الَّذِي يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْنِهِ *

৩৭০৪. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম (র) - - - - ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো জন্য বৈধ নয়, যে সে কিছু দান করে তা ফেরত নিবে। তবে পিতা (-র জন্য আলাদা) যা সে তার সন্তানকে দান করে। আর যে ব্যক্তি কিছু দান করে তা ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের মত যে পেটপুরে খাওয়ার পর বমি করে এবং সে বমি আবার খেয়ে ফেলে।

৩৭.৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَسْمَعُ الصَّبْيَانَ يَقُولُونَ يَا عَائِدًا فِي قَيْنِهِ وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا حَتَّى بَلَّغْنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْنَهُ *

৩৭০৫. আবদুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দান করে তা পুনঃ গ্রহণ করা কোন ব্যক্তির জন্যই বৈধ নয়, পিতা ব্যতীত। তাউস (রা) বলেন : আমি ছেলেদেরকে বলতে শুনতাম “হে বমি লেহনকারী !” কিন্তু আমার জানা ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা উপমা স্বরূপ বলেছেন। পরে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, দান করে পরে তা ফেরত নেয়। এরপর তিনি একটি কথা বললেন, যার অর্থ হলো : (দান করে ফেরত গ্রহণকারী) ঐ কুকুরের মত, যে নিজ বমি আবার ভক্ষণ করে।

৩৭.৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ أَخْبَرَنَا بَعْضُ مَنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَيَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْنَهُ *

৩৭০৬. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম ইব্ন নুআয়ম (র) - - - - হানযালা (র) বলেন, তিনি তাউস (র)-কে বলতে শুনেছেন, এমন লোক আমাদের অবহিত করেছেন, যিনি নবী ﷺ -কে দেখতে পেয়েছেন। (তা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :) যে ব্যক্তি দান করে, তা ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে খেয়ে বমি করে, তারপর আবার তার বমি খেয়ে ফেলে।

كِتَابُ الرُّقْبَى

অধ্যায় : রুক্বা

ذَكَرُوا الْاِخْتِلَافَ عَلَى ابْنِ أَبِي نَجِيْعٍ فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهِ

এ প্রসঙ্গে যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আলী ইব্ন আবু নাজীহ (র)-এর বর্ণনায় বর্ণনা বিরোধ

۳۷.۷. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيْعٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ *

৩৭০৭. হিলাল ইব্ন আলা (র) - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রুক্বা বৈধ (কার্যকর)।

۳۷.۸. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيْعٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا *

৩৭০৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন মায়মুন (র) - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'রুক্বা'-কে ঐ ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত করেছেন (আইনগত মালিকানা দিয়েছেন) যাকে তা 'রুক্বা' (-রূপে দান) করা হয়েছে।

۳۷.۹. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجُبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

১. রুক্বা- এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বললো : আমি এই ঘর তোমাকে দান করলাম। এই শর্তে যে, যদি তোমার পূর্বে আমার মৃত্যু হয়, তবে এ ঘর তোমার হবে। আর আমার পূর্বে তোমার মৃত্যু হলে, ঘর আমার থাকবে। এইরূপভাবে দান করাকে রুক্বা বলা হয়।

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ لَعْلَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا رُقْبَىٰ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ *

৩৭০৯. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রুক্বা করা উচিত নয়, তবে যার জন্য কিছু রুক্বা করা হয়, তা মীরাসের পন্থায় চলবে।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ

আবু যুযায়র (র)-এর বর্ণনায় বর্ণনা বিরোধ

৩৭১০. ۳۷۱۰. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَرُقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أَرْقَبَهُ *

৩৭১০. মুহাম্মাদ ইবন ওহাব (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নিজেদের মালে তোমরা রুক্বা করো না। তবুও যদি কেউ কোন বস্তুর রুক্বা করে, তবে যার জন্য রুক্বা করা হয়, ঐ বস্তু তারই হয়ে যাবে।

৩৭১১. ۳۷۱۱. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمَرَىٰ جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَىٰ جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقَبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ *

৩৭১১. আহমাদ ইবন হার্ব (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ‘উমরা’ (কাউকে তার হায়াতকালের জন্য কিছু দান করা) জায়েয (কার্যকর), আর তখন তা তারই হয়ে যাবে, যাকে দেয়া হবে। আর রুক্বা ঐ ব্যক্তির জন্য (কার্যকর) হয়ে যায়, যার জন্য তা করা হয়। দান করে ফেরত গ্রহণকারী ঐ ব্যক্তির মত, যে বমি করে তা আবার খায়।

৩৭১২. ۳۷۱۲. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْعُمَرَىٰ وَالرُّقْبَىٰ سَوَاءٌ *

৩৭১২. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা এবং রুক্বা সমান (কার্যকর)।

৩৭১৩. ۳۷۱۳. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا تَحِلُّ الرُّقْبَىٰ وَلَا الْعُمَرَىٰ فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ *

৩৭১৩. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রুক্বা এবং উমরা করা (উচিত) নয়। যাকে উমরা হিসাবে কোন বস্তু দান করা হয়, তা তারই হয়ে যায়। আর যাকে রুক্বা হিসাবে কোন কিছু দেয়া হয়, তা তারই হয়ে যায়।

৩৭১৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَالرَّقَبَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمَرَهُ وَأَرْقَبَهُ حَيَاتِهِ وَمَوْتُهُ أَرْسَلَهُ حَنْظَلَةً *

৩৭১৪. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা এবং রুক্বা করা সুষ্ঠু (পদ্ধতি) নয়। তবে যদি কোন ব্যক্তি উমরা বা রুক্বা হিসাবে কাউকে কোন বস্তু দান করে, তবে জীবনে ও মরণে তা ঐ ব্যক্তিরই হয়ে যায় যাকে উমরা বা রুক্বা করা হয়েছে।

৩৭১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الرَّقَبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رَقَبَى فَهُوَ سَبِيلُ الْمَعِيرَاتِ *

৩৭১৫. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) - - - - হানযালা (র) বলেন, তিনি তাউস (র)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : রুক্বা করা হালাল নয়। এরপরও যদি কাউকে রুক্বা হিসাবে কোন বস্তু দান করা হয়, তবে তা মীরাসরূপে গণ্য হবে।

৩৭১৬. أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَى مِيرَاتٌ *

৩৭১৬. আবদা ইবন আবদুর রহীম (র) - - - - যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : উমরা মীরাস হবে।

৩৭১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭১৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উমরা ওয়ারিসদের জন্য।

৩৭১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ *

৩৭১৮. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ (র) - - - - যায়দ ইবন সাবিত (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমরা বৈধ (কার্যকর)।

৩৭১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭১৯. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ (র) - - - - যায়দ ইবন সাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: উমরা ওয়ারিসদের জন্য।

৩৭২০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى لِلْوَارِثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ *

৩৭২০. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) - - - - যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: উমরা ওয়ারিসদের জন্য। আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْعُمَرَى

অধ্যায় : উমরারূপে দান^১ করা

৩৭২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى هِيَ لِلْوَارِثِ *

৩৭২১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - যাযদ ইব্ন সাবিত (রা) সূত্রে নবী সাবিত হতে যাযদ ইব্ন সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমরা ওয়ারিসদের জন্য। আবদু আবদু

৩৭২২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ جُبْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭২২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - যাযদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাবিত হতে যাযদ ইব্ন সাবিত বলেছেন : উমরা ওয়ারিসদের জন্য।

৩৭২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْعُمَرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - যাযদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাবিত হতে যাযদ ইব্ন সাবিত ওয়ারিসদের জন্য উমরার ফয়সালা দিয়েছেন।

৩৭২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ عَرَضَ عَلَيَّ

১. আমি তোমার জীবদ্দশা পর্যন্ত তোমাকে এই ঘর (বা অন্য কিছু) দান করলাম। তোমার মৃত্যুর পর এটা তোমার ওয়ারিসদের প্রাপ্য হবে, এরূপ বললে তা হিবা বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে : আমার এই ঘর তোমার জন্য, তোমার মৃত্যু হলে এই ঘর আবার আমার হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে এটা হিবা, তবে যে শর্ত করে, সে শর্ত অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

مَعْقِلٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتُهُ وَلَا تَرْقُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبِيلِهِ *

৩৭২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - - য়াদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বস্তুর 'উমরা' করে, তা ঐ ব্যক্তির হয়ে যাবে যার জন্য তা করা হয় — তার হায়াত ও মওত সর্বাবস্থার জন্য। (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন : তোমরা 'রুক্বা' করো না। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তুতে রুক্বা করে, তবে তা তার বিধানমত চালু থাকবে।

৩৭২৫. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরারূপে দান বৈধ (চলমান থাকবে)।

৩৭২৬. হারুন ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন বাক্বার (র) - - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা করা বৈধ (কার্যকর)।

৩৭২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - - মাকহুল (র) তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরা এবং রুক্বাকে স্থায়ী (-রূপে কার্যকর) করেছেন।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِ الْثَاقِلَيْنِ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمَرَى

উমরার ব্যাপারে জাবির (রা)-এর রিওয়াযাতে রাবীদের বর্ণনায় বিরোধ

৩৭২৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র) - - - - - আবু দাউদ (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরা এবং রুক্বাকে স্থায়ী (-রূপে কার্যকর) করেছেন।

৩৭২৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - - আতা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরা এবং রুক্বাকে স্থায়ী (-রূপে কার্যকর) করেছেন।

৩৭২৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْعُمَرَى وَالرُّقْبَى قُلْتُ وَمَا الرُّقْبَى قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتِكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ *

৩৭২৯. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আতা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরা এবং রুক্বা করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম : রুক্বা কি ? তিনি বললেন : কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এই বলা যে, এই বস্তু তোমার, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে। তবে যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা বৈধ (কার্যকর হবে)।

৩৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ *

৩৭৩০. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা বৈধ (কার্যকর)।

৩৭৩১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا حَيَاتُهُ فَهُوَ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ *

৩৭৩১. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তিকে তার জীবন শর্তে কোন কিছু দান করা হয়, তবে তা জীবনকালে ও মৃত্যুর পরে তারই হয়ে যাবে।

৩৭৩২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَرْقُبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أَرْقَبَ أَوْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ *

৩৭৩২. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রুক্বা করো না এবং উমরা কর না। আর যাকে উমরা এবং রুক্বা হিসেবে কিছু দান করা হয়, তা তার ওয়ারিসদের জন্য হবে।

৩৭৩৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عُمَرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ *

৩৭৩৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উমরা এবং রুক্বা (করা উচিত) নয়। তবু যদি কাউকে উমরা অথবা রুক্বা হিসেবে কিছু দেয়া হয়, তবে তা ঐ ব্যক্তির হয়ে যাবে, তার জীবনকাল ও মৃত্যুর পরেও।

৩৭৩৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرَقَبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ قَالَ عَطَاءٌ هُوَ لِلْآخِرِ *

৩৭৩৪. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উমরা এবং রুক্বা (করা উচিত) নয়। যাকে উমরা অথবা রুক্বা হিসেবে কিছু দেয়া হয়, তবে তা তারই হবে— জীবিত অবস্থায় এবং মরণের পরেও। আতা (র) বলেন, তা দ্বিতীয় (দানকৃত) ব্যক্তির জন্য।

৩৭৩৫. أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْجَعْفَرِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الرُّقْبَى وَقَالَ مَنْ أَرَقَبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ *

৩৭৩৫. আবদা ইবন আবদুর রহীম (র) - - - - হাবীব ইবন আবু সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুক্বা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : যাকে কিছু রুক্বা হিসেবে দেয়া হয়, তা তারই হয়ে যাবে।

৩৭৩৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ *

৩৭৩৬. আমর ইবন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাকে উমরা হিসেবে কিছু দান করা হয়, তা জীবনে ও মরণে ঐ ব্যক্তিরই হয়ে যায়।

৩৭৩৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أُمْسِكُوا عَلَيْكُمْ يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ لَا تَغْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمَرَهُ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ *

৩৭৩৭. মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন সুদরান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আনসারগণ ! তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ নিজের কাছে রাখ, তা উমরা করো না। কেননা যে ব্যক্তি কাউকে কোন বস্তু উমরা হিসেবে দান করে, ঐ মাল ঐ ব্যক্তির হয়ে যাবে যাকে উমরারূপে দেয়া হবে, তার জীবিতাবস্থায় এবং মরণান্তে।

৩৭৩৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْعِمُوهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِحَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ *

৩৭৩৮. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের সম্পদ তোমাদের নিজেদের নিকট রেখে দাও, তা উমরা করো না। কেননা যদি কাউকে তার হায়াতকালের জন্য উমরারূপে কিছু দান করা হয়, তবে তা ঐ ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় এবং মরণান্তে তার হয়ে যাবে।

৩৭৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا *

৩৭৩৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার জন্য রুক্বা করা হয়, (রুক্বা) তারই হয়ে যায়।

৩৭৪০. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا *

৩৭৪০. আলী ইবন হুজর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উমরা (-র বস্তু) যাকে দেয়া হয়, তা তার জন্য বৈধ হয়ে যায়। আর রুক্বা যাকে দেয়া হয়, তা তার জন্য বৈধ হয়ে যায়।

ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ

এ বিষয়ে যুহরী হতে বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় বিরোধ

৩৭৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّنَا بَنِي يَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ *

৩৭৪১. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাকে উমরারূপে কিছু দেয়া হয়, তা তার এবং তার (পরে তার) উত্তরসূরীদের জন্য। তার উত্তরসূরীদের মধ্যে যারা তার ওয়ারিস হবে, তারাই এর (উমরার) ওয়ারিস হবে।

৩৭৪২. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمَرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ *

৩৭৪২. ঈসা ইব্ন মুসাযির (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার জন্য উমরা করা হয়, 'উমরা' (কৃত বস্তু) তারই হবে। তার (পরে তার) উত্তরসূরীদের জন্য। তার উত্তরসূরীদের মধ্যে যারা তার ওয়ারিস হবে, তারাই এর (উমরার) ওয়ারিস হবে।

٣٧٤٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْبَغْلَبَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمَرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ *

৩৭৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম বা'লাবাকী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যার জন্য উমরা করা হয়েছে, উমরা তারই। আর তার পরে যারা তার ওয়ারিস হবে, তা তাদের জন্য।

٣٧٤٤. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الدَّمَشَقِيُّ عَنْ أَبِي عُمَرَ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيْمًا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَوْرُوثَةٌ *

৩৭৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কেউ (যদি) কাউকে উমরা হিসেবে কিছু দান করে এবং তার পরবর্তীদেরকে তাহলে ঐ বস্তু যাকে দেয়া হয়েছে, তার হয়ে যাবে এবং তার উত্তরসূরীদের মধ্যে যারা তার ওয়ারিস হবে তাদের জন্য মীরাসরূপে হয়ে যাবে।

٣٧٤٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلَهُ حَقُّهُ وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَ وَلِعَقِبِهِ *

৩৭৪৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে উমরা হিসেবে কিছু দান করে এবং তার ওয়ারিসদেরকে, তবে সে নিজের কথা দ্বারা নিজের অধিকার রহিত করল। তার কথা দ্বারা ঐ মাল ঐ ব্যক্তির এবং তার উত্তরসূরীদের হয়ে যাবে।

٣٧٤٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ

الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمُرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ *

৩৭৪৬. মুহাম্মাদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি উমরা হিসেবে কাউকে কিছু দান করে এবং তার ওয়ারিসদেরকে ; তবে ঐ বস্তু যাকে দেয়া হয়েছে তার হয়ে যাবে; যে দান করেছে তা তার নিকট ফিরে আসবে না। কেননা সে এমন একটি দান করেছে যাতে 'মীরাস'-এর অধিকার প্রযুক্ত হয়েছে।

۳۷۴۷. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمُرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْمَرَهَا يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ *

৩৭৪৭. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, যে ব্যক্তি কাউকে কিছু উমরা হিসেবে তাকে দান করে এবং তার উত্তরসূরীদের (দান করে) তবে তা অবশ্যই তার হয়ে যাবে যাকে তা দান করা হয়েছে। যাকে দান করা হয়েছে, সে মালিকের পক্ষে তা মীরাস সাব্যস্ত হবে—আল্লাহ তা'আলার মীরাসের বিধান ও অধিকার অনুসারে।

۳۷۴۸. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ أَعْمَرَ عُمُرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطَى مِنْهَا شَرْطٌ وَلَا ثَنِيًا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ *

৩৭৪৮. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা প্রদান করেছেন : যে ব্যক্তি নিজের মাল অন্যের জন্য উমরা করে এবং তার ওয়ারিসদের জন্যও, তবে তা অখণ্ডনীয়রূপে তার হয়ে যাবে। দাতার জন্য এতে কোন শর্ত করা এবং কিছু বাদ রাখাও বৈধ নয়। রাবী আবু সালামা (র) বলেন : কেননা সে এমন দান করেছে যাতে (গ্রহীতার) ওয়ারিসদের মীরাস ধার্য হয়ে গেছে, মীরাসের বিধানদাতার শর্ত কর্তন (শেষ) করে দিয়েছে।

۳۷۴۹. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمُرِي

لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدْ أُعْطِيَتْكُمْهَا وَعَقِبُكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ *

৩৭৪৯. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন সাযফ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি এবং তার উত্তরসূরীদের জন্য উমরা করলো, এই বলে যে, আমি ইহা তোমাকে এবং তোমার উত্তরসূরীদেরকে দান করলাম — যতদিন তোমাদের কেউ বেঁচে থাকবে। তবে যাদেরকে দান করা হয়েছে, তা তাদের হয়ে যাবে। আর এটা দাতার দিকে ফিরে আসবে না। কেননা সে এমনভাবে দান করেছে, যাতে (গ্রহীতার) মীরাসের বিধান সাব্যস্ত হয়ে গেছে।^১

৩৭৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْعُمَرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهَبَةَ وَيَسْتَتْنِي إِنْ حَدَّثَ بِكَ حَدَّثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ *

৩৭৫০. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমরা' সম্পর্কে এভাবে ফায়সালা দিয়েছেন : যদি কেউ এই শর্তে কাউকে কোন কিছু দান করে এবং তার উত্তরসূরীদেরও যে, যদি তোমার উপর কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন তা আমার এবং আমার উত্তরসূরীদের হয়ে যাবে। তিনি ফায়সালা দিয়েছেন যে, ঐ মাল যাকে দেয়া হয়েছে তার এবং তার (গ্রহীতার এবং গ্রহীতার) ওয়ারিসদের হয়ে যাবে।

ذَكَرُ اخْتِلَافٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ
এ বিষয়ে আবু সালমা (র)-এর হাদীসে ইয়াহয়া ইবন আবু কাসীর (র) ও মুহাম্মাদ ইবন আমর (র)-এর বর্ণনা বিরোধ

৩৭৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمَرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ *

৩৭৫১. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উমরা (-রূপে প্রদত্ত জিনিস) ঐ ব্যক্তির হয়ে যায়, যার জন্য উমরা করা হয়।

৩৭৫২. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ *

৩৭৫২. ইয়াহুইয়া ইবন দুরন্ত (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যার জন্য উমরা দান করা হয়, তা তারই হয়ে যায়।

৩৭৫৩. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'উমরা' করা ঠিক নয়; তবে যদি কাউকে উমরা হিসেবে কিছু দান করা হয়, তবে তা তারই হয়ে যাবে।

৩৭৫৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যাকে উমরা হিসেবে কিছু দেয়া হয়; তা তারই হয়ে যায়।

৩৭৫৫. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা (করা) বৈধ (কার্যকর)।

৩৭৫৬. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ ফায়সালা দিয়েছেন : উমর (করা) বৈধ। কাতাদা (র) বলেন, আমি বললাম, মুহাম্মাদ ইবন নাযর (র) বাশীর ইবন নাহিক (র) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন : 'উমরা' জায়েয (কার্যকর)।

৩৭৫৭. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা (করা) বৈধ (কার্যকর)।

৩৭৫৮. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা (করা) বৈধ (কার্যকর)।

৩৭৫৯. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা (করা) বৈধ (কার্যকর)।

৩৭৬০. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা (করা) বৈধ (কার্যকর)।

কাতাদা (র) বলেন, হাসান (র) বলেছেন : উমরা করা বৈধ। কাতাদা (র) বলেন, যুহরী (র) বলেছেন : 'উমরা' করা তখন বৈধ হবে যখন কোন ব্যক্তিকে এবং তার উত্তরসূরীদেরকে (ওয়ারিসদেরকে) উমরা করা হয়, (তখন ঐ উমরা করা বস্তু দাতার দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করবে না)। তবে যদি ওয়ারিসদের জন্য উমরা না করে থাকে, তবে তা শর্ত মত হবে, (অর্থাৎ দাতা ফেরত পাবে)। কাতাদা (র) বলেন, কোন ব্যক্তি আতা ইবন আবু রাবাহ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : উমরা করা বৈধ। কাতাদা (র) বলেন, যুহরী (র) বলেছেন : খলীফাগণ এর আদেশ করেন নি। আতা (র) বলেন : আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান এরূপ করার আদেশ দিতেন।

عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর দান

৩৭০৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح. وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عَصَمَتَهَا الْلفظُ لِمُحَمَّدٍ *

৩৭৫৭. মুহাম্মাদ ইবন মা'মার (র) - - - - আমর ইবন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : স্ত্রীর পক্ষে তার মাল হতে দান করা বৈধ নয়, যখন তার স্বামী তার ইশ্যতের মালিক হয়ে যায়।

৩৭০৮. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو ح. وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا *

৩৭৫৮. ইসমাইল ইবন মাসউদ ও হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের পর খুতবা দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন স্ত্রীর জন্য কাউকে কিছু দান করা বৈধ নয়।

৩৭০৭. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي هَانِيءٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُلْفَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَدِمَ وَقَدْ

১. অর্থাৎ নৈতিকভাবে স্বামীকে না জানিয়ে স্ত্রীর দান করা অনুচিত। তবে তার মালিকানা স্বীকৃত হওয়ার কারণে আইনত অবৈধ নয়।

تَقْبِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُمْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةً فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةً فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهٌ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوا لَا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ وَقَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ وَيُسَائِلُونَهُ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ *

৩৭৫৯. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - আবদুর রহমান ইবন আলকামা (রা) বলেন : সাকাফী গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাদের হাতে কিছু হাদিয়া ছিল। তিনি বললেন : এটা হাদিয়া না সাদকা ? যদি তা হাদিয়া হয়, তবে এরদ্বারা তো আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার বাসনা হয়ে থাকে। আর যদি তা সাদাকা হয়, তবে তা মহান মহীয়ান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা উদ্দেশ্য। তারা বললেন : না, ইহা হাদিয়া। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই হাদিয়া গ্রহণ করলেন। আর তিনি তাদের সাথে উপবেশন করলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন (তাদের প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং তারাও তাঁকে প্রশ্ন করতে) লাগলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জুহরের সালাত আদায় করলেন আসরের সালাতের সঙ্গে, অর্থাৎ জুহরের শেষ ওয়াকতে জুহরের সালাত আদায় করে, আসরের প্রথম ওয়াকতে সেখানে আসরের সালাত আদায় করেন।

٣٧٦. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبِلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ *

৩৭৬০. আবু আসিম খুশায়শ ইবন আসরাম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ইচ্ছা করেছিলাম, কারো হাদিয়া গ্রহণ করবো না; তবে কুরায়শী, আনসারী, 'সাকাফী এবং দাওসীদের হাদিয়া গ্রহণ করবো।

٣٧٦١. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِلَحْمٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ *

৩৭৬১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গোশত দেয়া হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ কী (এই গোশত কোন ধরনের)? বলা হলো : তা বারীরাহুকে সাদ্কারূপে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন : তা তার জন্য তো সাদকা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত